Veaas.
eliminating the ...
taken up, cannot be left u
is much in this huge volun
taking perseverence in resea.
Rs 5-4, foreign post-free 9s. Be
Research House, P. O. Rajshahi, India.

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ২১০০৲ দুই হাজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা হয়।

(ক) বৃন্দাবন-কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত। মূল্য — সাধারণ পক্ষে ২॥০ সদস্য পক্ষে ১৸০

(খ)	মেঘদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ		১৲	৸০
(গ)	ঋতু-সংহারম্ (মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ) "	গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১৲	১৲
(ঘ)	পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ) ,,	বিধুভূষণ সরকার	।৵০	।৵০
(ঙ)	উত্তরপাড়া-বিবরণ ,,	অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	।০	।০
(চ)	ভারত-ললনা ,,	রামপ্রাণ গুপ্ত	।⁄০	।⁄০

৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত **মন্দিরা** পরিষৎকে দান করিয়াছেন। মূল্য ॥০

পরিষদের সাধারণ-ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাঁহার রচিত **ভাষাতত্ত্ব** (১ম ও ২য় খণ্ড) দান করিয়াছেন। মূল্য ১৲

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার প্রকাশিত এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি-প্রণীত **গৌড়ের ইতিহাস**, ১ম খণ্ড—হিন্দু রাজত্ব—১৲ এবং ২য় খণ্ড—মুসলমান রাজত্ব ১॥০।

"অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী" ও "রস-মঞ্জরী"

যাঁহারা বৈষ্ণব-কবির পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের "গীতগোবিন্দ," "পদকল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদাবলী-পূর্ণ সুবিস্তৃত ভূমিকা, পদ-সূচী, রস-সূচী ও শব্দ-কোষ সম্বলিত "অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী" ও রস-শাস্ত্রে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভানুদত্তের রস-মঞ্জরীর বিস্তৃত ভূমিকা, সূচী ও রস-বিশ্লেষণ-সম্বলিত সুমধুর পদ্যানুবাদ পাঠ না করিলে চলিবে না। "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'বাঙ্গালা ও সংস্কৃত' শাখার বি, এ পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রসংশা-সূচক অভিমত হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে, এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।"—রবীন্দ্রনাথ

"এই সকল অপরিচিত পদ-কর্ত্তাদের পদ বাস্তবিকই রত্নাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় সমুজ্জ্বল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্ব-রস-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য রসিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে।" –প্রবাসী

"রস-মঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে। সেই বিবরণী অপূর্ব্ব কবিত্ব রসে মণ্ডিত। * * * রস-শাস্ত্রবিষয়ক এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।"—ভারতী

"অনুবাদে সতীশবাবুর সুনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, বৰ্দ্ধিতই হইয়াছে। এই রস-মঞ্জরীতে কেবল আদিরসেরই সোদাহরণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়া রুচি সংস্কার করিতে আমরা অনুরোধ করি।"—হিতবাদী

মূল্য যথাক্রমে ২৲ টাকা ও ৸৹ আনা।

গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত প্রেসে ও ঢাকেশ্বরী মিল পোঃ, ঢাকা

শ্রীযুক্ত যতীনচন্দ্র রায় এম এ ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুস্ত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৪

গ্রাহক পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [মফঃস্বলে ৩।৶০ তিন টাকা ছয় আনা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।

চতুস্ত্রিংশ ভাগের সূচী

—:•:—

সরস্বতীর বলি

দেবীত্রয়

প্রধান যাগের পূর্ব্বে কতকগুলি যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠেয় যাগের বৈদিক নাম 'প্রযাজ'। ইষ্টিযজ্ঞে এই রকম প্রযাজ পাঁচটী, পশুযাগে এগারটী। এগারটী প্রযাজে এগার জন দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। এই যাজ্যামন্ত্রের নাম 'আপ্রীমন্ত্র', আর এই এগার জন দেবতাকে বলে 'আপ্রীদেবতা'। একাদশ আপ্রীদেবতার নাম—ইড, ত্বষ্টা, দেবীত্রয় (ইড়া, ভারতী, সরস্বতী), উষাসানক্তা, তনূনপাৎ, দৈব্যহোতারা, নরাশংস, বর্হিঃ, বনস্পতি, সমিৎ ও স্বাহাকৃতি। অষ্টম প্রযাজের দেবতা ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। এই প্রযাজে এই তিন দেবীর যজন হয়।* ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১০ সূক্ত আপ্রীসূক্ত। ইহার ৮ম ঋক্ ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী,—এই দেবীত্রয়ের মন্ত্র। এই মন্ত্র উপদেশ করে—

"আ নো যজ্ঞং ভারতী তূয়মেতু ইডামনুষ্বদিহ চেতয়ন্তী।
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং স্যোনং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু॥"

দেবী ভারতী শীঘ্র আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন; মনুষ্য যেমন আগমন করে, তেমনই দেবী ইড়া এই যজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়া আগমন করুন। তাঁহারা দুই জন এবং সরস্বতী চমৎকার কর্ম্মকারিণী, এই তিন দেবী আগমন করিয়া সম্মুখের সুখপ্রদ কুশাসনে উপবেশন করুন।

ইড়া ও ভারতী বৈদিক সরস্বতীর নিত্যসহচরী। সরস্বতীসূক্ত বাদ দিয়া অন্যান্য সূক্তের ৪০টি মন্ত্রে সরস্বতীর স্তুতি আছে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ মন্ত্রেই সরস্বতীর সঙ্গে ইড়া ও ভারতীর নাম পাওয়া যায়। আচার্য্য সায়ণ ১.১৩.৯ ঋগ্‌ভাষ্যে বলেন, "ইড়াদি-শব্দাভিধেয়াঃ. বহ্নিমূর্ত্তয়স্তিস্রঃ"—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিনটী শিখা বা মূর্ত্তি-বিশেষ। তিনি ১. ১৮৮. ৪ ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া পৃথিবীসম্বন্ধিনী, ভারতী আদিত্য-সম্বন্ধিনী এবং সরস্বতী দ্যুলোকসম্বন্ধিনী বাগ্‌দেবী। তিনি আবার ১. ১৪২. ৯ ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, এই দেবীত্রয় আদিত্যেরই প্রভাবিশেষ। অন্যত্র ১. ১৩. ৯ ঋগ্‌ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া বিষ্ণুপত্নী পৃথিবী, ভারতী ভারতপত্নী এবং সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই তিন দেবী সম্পর্কে বলিয়াছেন,— প্রাণ, অপান ও ব্যানই এই তিন দেবী।

ঋগ্বেদের একটী ঋকে (১. ১৪২. ৯) ইড়া, ভারতী, মহী ও সরস্বতী, এই চারি দেবীর

---

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২য় পঞ্চিকা, ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

নাম একসঙ্গে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। একটী (১. ১৩. ১) ঋকে আবার ভারতীকে বাদ দিয়া ইড়া, সরস্বতী ও মহীর স্তব করা হইয়াছে।

ইডা, ভারতী, সরস্বতী ক্রমশঃ অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দেবী সরস্বতীতে সকলের গুণ আরোপিত হইল। দেবী সরস্বতী প্রধানা হইলেন। ভারতবাসী বৈদিক যুগ হইতে এই সরস্বতীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। আজও সমগ্র ভারত তাঁহার ভক্ত। বৈদিক দেবদেবী সম্মানে, পূজায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সরস্বতী সুদূর বৈদিক কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

সারস্বত সত্র

বৈদিক যুগের ঋষিরা, রাজারা এবং সাধারণ লোকেরা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিত। আর সে সময় পাঁচটী জাতি সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিত। এই "পঞ্চজাতা বর্দ্ধয়ন্তী" (৬. ৬১. ১২) সরস্বতীর বরে তাহারাও বড় হইয়া উঠিল। পাঁচটী জাতির উল্লেখ আমরা অনেকবার বেদে পাইয়াছি। তাঁহাদিগকে বেদে 'পঞ্চজাতাঃ', 'পঞ্চজনাঃ', 'পঞ্চজনয়ঃ', 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই পঞ্চজাত যে কাহারা, তাহা লইয়া অনেক তর্ক আছে। কেহ বলেন, তাঁহারা গন্ধর্ব্ব, পিতৃ, দেব, অসুর ও রাক্ষস। কেহ বলেন, তাঁহারা চারি জাতি ও নিষাদ। কেহ আবার অন্য রকমও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে বৈদিক উক্তির সঙ্গতি আদৌ হয় না। বেদে কয়েক জায়গায় পাঁচটী জাতির নাম একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পাঁচটী জাতি—অনু, দ্রুহ্যু, পুরু, তুর্বসু ও যদু। খুব সম্ভব ইহারাই পঞ্চজাতা। ইহাদের পুরোহিত ছিলেন ঋষি 'অত্রি'। ইহারা অগ্নি, সোম, মিত্র, ইন্দ্র ও সরস্বতীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিত। আবার বেদে পাওয়া যায়, "পঞ্চজনয়া বিশা" (৮. ৫. ৭) ইন্দ্রকে আহ্বান করিত, ইন্দ্র ছিলেন 'সৎপতিঃ পঞ্চজনয়ঃ' (৫. ৩২. ১১), অগ্নি ছিলেন 'পঞ্চজনয়ঃ পুরোহিতঃ' (৯. ৬৬. ২০); বেদে (১. ১১৭. ৩) অত্রিকে বলা হইয়াছে 'ঋষিং পঞ্চজনয়ম্'। এই পঞ্চ জাতি সরস্বতীর অতিপ্রিয় ভক্ত ছিল।

ঋষিরা সরস্বতীর উপাসনা করিতেন, তাঁহার তীরে যজ্ঞ করিতেন। ক্রমে তাঁহারা সরস্বতীর জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যে স্থানে সরস্বতী বালুকামধ্যে লুপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম হইল 'বিনশন'। এই বিনশনের দক্ষিণ কূলে ষষ্ঠী তিথিতে সারস্বত সত্রের ব্যবস্থা ঋষিরা করিলেন। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র (১০. ১৫. ১) উপদেশ করিলেন,—"দক্ষিণে তীরে সরস্বত্যা বিনশনস্থ দীক্ষেরন্ সারস্বতায় ষষ্ঠ্যাং পঙ্ক্তস্তেতি গৌতমঃ।" এই সারস্বত সত্রে পত্নীশালা, শামিত্র, সদঃশালা, আগ্নীধ্র, সমস্তই চক্রাকার করিয়া তৈরী করা হইত।

সদো যজ্ঞাগারং চক্রীবদাকারং ভবতি।—শা. শ্রৌ. সূত্র ১৩. ২৯. ৭

আগ্নীধ্রমপ্যাগারং তথৈব চক্রীবদাকারং ভবতি।—১৩.২৯.৮

উলূখলবুধ্নাকারো যূপো ভবতি।—১৩.২৯.৯

এই সারস্বত সত্রে সরস্বতীর জন্য একটী 'মেষী' বলি দিবারও ব্যবস্থা হইল। এই বলি সৌত্রামণীযাগেই বিহিত হইল। শাঙ্খায়ন ব্যবস্থা দিলেন,—

"তস্য সৌত্রামণস্যাশ্বিনঃ পশুর্লোহিতেন বর্ণেন বিশিষ্টঃ সারস্বতী চ মেষী ইত্যেতৌ পশূ উপালম্ভৌ সবনীয়স্য।—১৩ ১৩.১

নানা দেবতার নিকট অনেক রকম বলির ব্যবস্থা আছে। ইন্দ্রের নিকট গো ও মহিষ বলি দেওয়া হয় (শ ব্রা. ৫ ৫. ৪. ১)। অশ্বমেধযজ্ঞে সোমও পূষার নিকট ঘনধূসর বর্ণের ছাগ (শতপথ-ব্রা—১৩.২.২.৬) অগ্নির নিকটও ছাগ—তবে তার ঘাড়টী কাল হওয়া চাই (ঐ. ১৩.২.২.৩); অশ্বিদ্বয়ের নিকট লোহিত ছাগ, তবে নীচের দিক্‌টা কাল (ঐ ১৩ ২.২৫), বায়ু ও সূর্য্যের নিকট সাদা ছাগ, যমের বলিতে কৃষ্ণছাগের প্রয়োজন (ঐ ১৩. ২.২৭)। বিশেষ লোমশ উরুযুক্ত ছাগ না হইলে ত্বষ্টার বলি হইবে না (ঐ ১৩২.২৮)। সরস্বতীর সাধারণতঃ মেষী—ছাগ হইলেও চলে (ঐ ১৩. ২.২.৪)।

কৌষীতকি, লাট্যায়ন, আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র এই সমস্ত বিধির অনুমোদন করিলেন।

সরস্বতীযাগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগ্রন্থে অনেক আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

সোমক্রয়ে সরস্বতী

সোমযাগে সোম না হইলে চলে না। এই সোমকে বৈদিক সাহিত্যে রাজা বলিয়া বর্ণনা করাও হইয়াছে। একটা প্রাচীন প্রবাদ ছিল যে, দেবতারা রাজা সোমকে পূর্ব্বদিকেই ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে নিয়মই হইয়া গেল যে, ঋত্বিকেরা প্রাচীন বংশের পূর্ব্বদিকেই সোমক্রয় করিবে [ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, তৃতীয় অধ্যায়]। যাহা হউক, রাজা সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাদের নিকট সোমকে আনিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেখানে বাগ্‌দেবী বাক্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, দেখ, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীকামী; আমাকেই তোমরা সোমের মূল্যস্বরূপ কর। দেবগণ কিন্তু বাক্‌কে ছাড়িয়া থাকিতে রাজী নন। তখন বাগ্‌দেবী বলিলেন, তোমরা আমাকে দিয়াই সোম ক্রয় কর; যখনই তোমাদের দরকার হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট আসিব। অগত্যা দেবতারা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বাগ্‌দেবী মহতী নগ্নরূপধারিণী হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের নিকট গমন করেন, তবে তিনি অগ্নিপ্রণয়নের সময় পুনরায় ফিরিয়া আসেন [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৫ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড]। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৬.১৬.৫), মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৩.৭.৩) ও শতপথব্রাহ্মণে আখ্যানটী রূপান্তরিত। শতপথের আখ্যানটী এই,—

শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন (৩.৫.১.১৩)—পূর্ব্বে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরোগণই ছিলেন। অঙ্গিরোগণ প্রথমে যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহারা আয়োজন শেষ করিয়া তার পরদিন আসিয়া যজ্ঞ করাইবার জন্য অগ্নিকে তাঁহাদের আহ্বান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। আদিত্যগণ কিন্তু পরামর্শ করিল যে, তাঁহারা অঙ্গিরোগণের নিকট যাইবেন না, বরং তাঁহারাই তাঁহাদের নিকট আসিবেন। তাঁহারা সোমযাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহারা সেই দিনই যজ্ঞের আয়োজন করিয়া অগ্নিকে বলিলেন, আজই আমরা যজ্ঞ করিব, ইহা আপনি ও অঙ্গিরোগণ জানিয়া রাখুন। তবে আপনাকে আমাদের যজ্ঞে হোতা হইতে হইবে। আদিত্যগণ অন্য কাহাকে দিয়া অঙ্গিরোগণকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা অগ্নির উপর বেজায় চটিয়া গেলেন। অগ্নি বলিলেন, তিনি কি করিবেন, নিরপরাধ আদিত্যগণ তাঁহাকে বরণ করিলেন, তিনি তাঁহাদের কথা ফেলিতে পারিলেন না। অগত্যা অঙ্গিরোগণ উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আদিত্যগণকে যজ্ঞ করাইলেন। আদিত্যগণ দক্ষিণা-স্বরূপ দিবার জন্য বাক্‌কে আনয়ন করিলেন। অঙ্গিরোগণ বাক্‌কে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না ; বলিলেন, ইঁহাকে গ্রহণ করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে। কিন্তু দক্ষিণা ব্যতীত যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না। কাজেই তাঁহারা সূর্য্যকে আনিলেন, অঙ্গিরোগণ সূর্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাক্ বড়ই রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, সূর্য্য কোন্ গুণে আমার চেয়ে বড় যে, তাঁরা আমাকে গ্রহণ না করিয়া সূর্য্যকে গ্রহণ করিলেন ? এই কথা বলিয়া তিনি ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। আদিত্যগণ বলিলে দেবতাদের বোঝায়, অঙ্গিরোগণ অসুর। বাক্ ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহীরূপ ধারণ করিলেন।* দেবাসুরদের মধ্যে যাহা কিছু সম্মুখে পাইলেন, তাহাই নষ্ট করিতে লাগিলেন। দেবাসুররা অস্থির হইয়া পড়িলেন। দেবতাদের পক্ষ হইতে অগ্নি এবং অসুরদের পক্ষ হইতে সহরক্ষ দূতরূপে প্রেরিত হইলেন। বাকের ইচ্ছা, দেবতাদের নিকট ফিরিয়া যান। তাই তিনি দেবতাদের বলিলেন, তোমাদের নিকট গিয়া আমার লাভ কি ? দেবগণ বলিলেন, তিনি এমন কি, অগ্নিরও আগে যজ্ঞাহুতি পাইবেন। তখন বাক্ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণেরই নিকটে গমন করিলেন।

সোম ছিলেন দিব্যধামে, আর দেবতারা ছিলেন এই পৃথিবীতে। দেবতাদের ইচ্ছা হইল, সোম তাঁহাদের নিকট আসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যজ্ঞের সুবিধা হইবে। গায়ত্রী সোম আনিবার জন্য আকাশে ছুটিলেন। সোম লইয়া যখন তিনি আসিতেছিলেন, তখন গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু তাহা অপহরণ করিলেন। দেবগণ সমস্ত সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীকামুক ; বাক্‌কে তাহাদের নিকট পাঠান যাক্, তিনি সোম লইয়া আমাদের নিকট আসুন। বাক্ প্রেরিত হইয়া গন্ধর্ব্বদের নিকট হইতে সোম লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

---

* জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেও (৩. ১৮৭) সিংহীরূপ ধারণের কথা আছে।

গন্ধর্ব্বগণ পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া বলিল, 'সোম তোমাদের, বাক্ কিন্তু আমাদের।' দেবগণ বলিলেন, আচ্ছা, তাই হউক, তবে বাক্ যদি এখানে আসেন, তোমরা জোর করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইও না ; এস, আমরা উভয়েই তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করি। তাহাই হইল। গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার নিকট বেদপাঠ করিতে লাগিল। দেবগণ বীণার সৃষ্টি করিয়া বসিয়া বসিয়া বীণা বাজাইয়া ও গান করিয়া তাঁহাকে প্রমোদিত করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, আমরা তোমারই গান করিব, তোমাকেই প্রমোদিত করিব। সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধা বাক্ দেবগণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।—এইরূপে বাক্ ও সোম দেবতাদের নিকট রহিলেন।—শতপথব্রাহ্মণ, ৩.২.৪.১-৬।

এই আখ্যানটী তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। কিন্তু অতি সামান্য ও অন্যরূপ। তৈত্তিরীয়-সংহিতা বা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বীণার কোন উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বাকের বীণার কথা আছে। একবার বাক্ যজ্ঞের কার্য্যে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়া দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া যান। বৃক্ষস্থিত শব্দরূপা বাক্ই দুন্দুভি, বীণা ও তূনবের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। নৈঘণ্টুকে (৫. ৫ ; নিরুক্ত ১১. ২৭) বাক্‌কে অন্তরীক্ষ-দেবতাদিগের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। আর নিরুক্তে আমরা পাই, বজ্রই অন্তরীক্ষদেবতা বাক্। কৌষিতকী ব্রাহ্মণের (১২.২) 'সরস্বতীতি তদ্দ্বিতীয়ং বজ্ররূপম্' এই উক্তি নিরুক্তসিদ্ধান্তের বীজ বলিয়া মনে হয়।

সরস্বতীর বলি

শতপথব্রাহ্মণে সরস্বতীর বলি কেমন করিয়া হইল, সে সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে, তাহা এইরূপ :—ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ। ইন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বরূপের বিবাদ ঘটে, ফলে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে নিহত করেন। বিশ্বরূপ হত হইলে ত্বষ্টা ইন্দ্রের উপর খুব চটিয়া গেলেন। ইন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য আশ্চর্য্য যাদুশক্তিসম্পন্ন সোমরস তিনি আনয়ন করিলেন। ইন্দ্র যাহাতে তাহা পান করিতে না পারেন, তাহারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন।[1] ইন্দ্র কিন্তু তাহা পান করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলেন। তিনি যজ্ঞার্থ আনীত ত্বষ্টার এই সোমরস জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া সমস্ত পান করিলেন। কাজটা ভাল হইল না ; তাহাতে যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল। আর এই কার্য্যের ফল ইন্দ্রের নিকট অতি সাঙ্ঘাতিক হইল। তিনি এই

১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড, ৩৫ অধ্যায়) ব্যাপারটী অন্য রকমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী হন। ত্বষ্টা তখন বৃত্র নামক ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন। ইন্দ্র তাহাকেও হত্যা করেন। ইন্দ্র যতিবেশী রাক্ষসদের মারিয়া বুনো কুকুরদের দিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশধারী অরুর্ম্মঘদের বধ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। এই পাঁচ অপরাধে দেবতারা ইন্দ্রকে বর্জ্জন করিলে ইন্দ্র সোমপানে বঞ্চিত হন। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ্ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই উপাখ্যানগুলি আছে।

সোমরস পানের ফলে ছটফট করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে বীর্য্য (ইন্দ্রিয়) খসিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্র তাঁহার তেজ, বলবীর্য্য সব হারাইয়া ফেলিলেন[২]।

অসুর নমুচি ইন্দ্রকে জব্দ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি এই সময় ঝোপ বুঝিয়া কোপ পাড়িলেন[৩]। নমুচি ইন্দ্রের শারীরিক দৌর্ব্বল্য দেখিয়া তাঁহাকে সুরার সাহায্যে বিশেষরূপে বলহীন করিয়া সোমের প্রভাব নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া দেবতারা হায় হায় করিতে লাগিলেন। দেবতারা বলিলেন, যিনি ইন্দ্রকে আরাম করিতে পারিবেন, তাঁহারা তাঁহাকে পশুবলি প্রদান করিবেন। শেষে তাঁহারা স্থির করিলেন, অশ্বিদ্বয়কে ছাগ এবং সরস্বতীকে মেষ বলি দেওয়া হইবে।[৪] এদিকে ইন্দ্র রোগমুক্তির জন্য ভিষকের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার বোধ হয় মনে করিলেন। বৈদিক যুগে ভিষক্ ছিলেন অশ্বিদ্বয়। তাহার পরেও বরাবর তাঁহাদের ভিষক্ বলিয়া খ্যাতি আছে। শুক্ল যজুর্বেদ সরস্বতীকেও ভিষক্ বলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, ভিষক্ যে অশ্বিদ্বয়, যজুর্বেদ সরস্বতীকে তাঁহাদের পত্নীও বলিয়াছেন। নদীরূপা সরস্বতীর সুস্থতাসম্পাদনকারিণী শক্তির পরিচয়ও আছে। অশ্বিদ্বয় যখন নমুচির নিকট হইতে সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবী সরস্বতী তাহা সংস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর নিকট গমন করিলেন। শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করুন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন,—আমি নমুচির নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, দিবসে কিংবা রাত্রিকালে আমি নমুচিকে নিহত করিব না। দণ্ডাঘাতে, ধনু দ্বারা, মুষ্টি কিংবা হস্ত দ্বারা তাহাকে মারিব না। শুষ্ক কিংবা আর্দ্র দ্রব্য দ্বারা তাহাকে মারিব না। তবুও সে আমাকে বলহীন নিস্তেজ করিল। আমি যাহাতে আমার বল ফিরিয়া পাইতে পারি, আপনারা তাহার উপায় করিয়া দিন। সরস্বতী ইন্দ্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সৌত্রামণী যাগের সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র নীরোগ হইয়া তেজোলাভ করিলেন। সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয় জলাভিসেচনপূর্ব্বক ইন্দ্রের জন্য বজ্র তৈরী করিয়া দিলেন। তখন ইন্দ্র নমুচিকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে অথচ সূর্য্যও উদিত হয় নাই, এমন সময় ইন্দ্র না-শুষ্ক না-আর্দ্র অভিষিক্ত ফেনের দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন।[৫]

সরস্বতী অশ্বিদ্বয়ের সাহায্যে সৌত্রামণী যাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মেষ বলিস্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাই সৌত্রামণীযাগে ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়ের বলির সহিত সরস্বতীর উদ্দেশে মেষ বলিও দেওয়া হইত।

২। শতপথ-ব্রাহ্মণ ১২. ৭. ১. ১-২
৩। ঐ ১২. ৭. ১. ১০
৪। শতপথব্রাহ্মণ ১২. ৭. ১. ১০-১২
৫। „ ১২. ৭. ৩. ১—৪

শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন উপদেশ করেন যে, সোমযাগে বিভিন্ন দেবতার নিকট জীববলি দিতে হয়। কেশবপনীয়ের একমাস পরে অথবা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১. ৮. ১৯) মতে পক্ষান্তে অমাবস্যার দিন ও শুক্লা প্রতিপদে "ব্যুষ্টিদ্বিরাত্র" করিতে হয়। ব্যুষ্টিদ্বিরাত্র করিতে হইলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র সোমযাগ করিতে হয়। অতিরাত্রের সঙ্গে ষোড়শী যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। ষোড়শীতে ইন্দ্রের দাবী। তাঁহার নিকট তিনটি বলি দিতে হয়। কাত্যায়নসূত্রের (৯. ৮. ৫) নির্দেশ এই যে, অতিরাত্রে সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। তারপর একমাস পরে অথবা শ্রাবণী পূর্ণিমায় 'ক্ষত্রধৃতি' নামক অগ্নিষ্টোম করিতে হয়। তারপর কৃষ্ণপক্ষে সৌত্রামণী যাগ। সৌত্রামণী যাগে অনেক বিশেষ করণীয় আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ (৫. ৫. ৪. ১) বলিতেছেন,—

"শ্বেত আশ্বিনো ভবতি। শ্বেতাবিব হ্যশ্বিনাববিপ্র্লুহা সরস্বতী ভবত্যৃষভমিন্দ্রায় সূত্রাম্না আলভতে তুর্বেদা এবং সমৃদ্ধাঃ পশবো যন্ত্বেবং সমৃদ্ধান্ন বিন্দেদপ্যজানে বালভেবংস্তে সুপ্রপতরা ভবন্তি স যমজানা লভেরং লোহিত আশ্বিনো ভবতি তদ্‌যদেতয়া যজতে।"

অশ্বিদ্বয় লোহিতাভ শ্বেত বলিয়া তাঁহাদের নিকট লোহিতাভ শ্বেত ছাগ বলি দিতে হয়। সরস্বতীর নিকট মেষ (এড়ক) বলি দিতে হয়।

সম্পূর্ণ সোমযাগের সাতটি অঙ্গ। সপ্তম ও শেষ অঙ্গ হইল বাজপেয়। অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম ছাড়া বাজপেয় একটি স্বতন্ত্র যাগ। বাজপেয়েও ষোড়শী যাগ করিয়া তিনটি বলি দিতে হয়। তারপর সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে মধ্যম দিনে নানা দেবতার উদ্দেশে অন্যূন ৩৪৯ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু যূপে ও যূপান্তরালে বাঁধিয়া রাখা হইত। যাহাদের যূপে বাঁধা হইত, তাহাদের মধ্যে সকল রকম পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গই থাকিত। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতার ন্যায় বাক্ ও সরস্বতীর জন্য পৃথক্ বলির ব্যবস্থা ছিল। সরস্বতীর জন্য মেষী, বৎসতরী প্রভৃতি গ্রাম্য পশু এবং পুরুষবাক্ অর্থাৎ মানুষের মত কথা কহিতে পারে, এমন শারিকা প্রভৃতি আরণ্য পশু থাকিত। গ্রাম্য পশুগুলিকে সত্য সত্যই বলি দেওয়া হইত, আর আরণ্য পশুগুলিকে মন্ত্রবলি দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় সরস্বতীর বলির একটা ব্যবস্থা আছে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি ভালরকম কথা বলিতে না পারে, তাহাকে সরস্বতীর জন্য একটি মেষী হনন করিতে হইবে। কারণ, সরস্বতীই বাক্। সরস্বতীর নিকট মেষী বলি দিলে সে ব্যক্তি দেবীর প্রসাদে বাগ্‌বিভব লাভ করিবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে একটি মেষী সরস্বতীর বলি। ইহাকে ঘোড়ার হনূর নীচে বাঁধিবার নিয়ম *।

সরস্বতীর বলি সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহ্মণে আর একটী আখ্যান আছে। প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্লান্তি নিবারণের জন্য তিনি প্রযত্ন করিলেন। প্রজাগণ তাঁহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে নিকটে আনিতে

* । শতপথব্রাহ্মণ, ১৩. ২. ২. ৪

প্রযত্ন করিলেন। তিনি এগারটী বলির পশু ঈক্ষণ করিলেন। তাহাতে নিজের মধ্যে বলাধান হইল। প্রজাগণ তাঁহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিল। বলি প্রদান করিয়া তিনি অধিকতর সুস্থতা লাভ করিলেন। এই জন্য যজমান প্রজা ও ধনলাভ করিবার জন্য একাদশটী বলি দিয়া থাকে। প্রথম অগ্নির বলি, দ্বিতীয় সরস্বতীর বলি, তৃতীয় পূষার বলি। এইরূপে সোম, বৃহস্পতি, বিশ্বেদেব, ইন্দ্র, মরুৎ, ইন্দ্রাগ্নি, সবিতা ও বরুণের বলি দিতে হয়।[৭] সরস্বতীর বলি দিতে হয়, কেন না, শতপথ বলেন, সরস্বতীই বাক্। এই বাকের দ্বারা প্রজাপতি পুনরায় বলসঞ্চয় করিলেন। বাক্ তাঁহার দিকে ফিরিলেন, বাক্ আপনাকে তাঁহার বশবর্ত্তিনী করিলেন। বাকের দ্বারা তিনি শক্তিমান্ হইলেন।[৮]

শতপথব্রাহ্মণ সরস্বতীকে চরু দিবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়া বজ্রের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। বাক্ দেবগণকে ("বৃত্রকে) প্রহার কর, বধ কর" এই কথা বলিয়া অনুমোদন ও উৎসাহদান করিয়াছিলেন। আর বাক্ই সরস্বতী; *সুতরাং সরস্বতীর জন্য চরুর ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই জন্য সাকমেধ যজ্ঞে মহাহবির মধ্যে* সরস্বতীকে চরু দিতে হয়।[৯]

যে সমস্ত দেবতার কাছে সংসৃপ্ হবি দেওয়া হয়, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে তাহাদের একটী তালিকা আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা (১. ৮. ১৭) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১. ৮. ১) এইরকম তালিকা আছে। তালিকায় দেবতার নাম, যথা—অগ্নি, সরস্বতী, সবিতা, পূষা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু।

সরস্বতীর নিকট পশুবলির কথা আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও (৩ ৯.২) আছে।—

আশ্বিন সারস্বতৈন্দ্রাঃ পশবঃ। বার্হস্পত্যো বা চতুর্থঃ। ২

এখন আমরা বৈদিক সাহিত্য হইতে দুইটী জিনিস পাইলাম। সরস্বতীর নিকট পশুবলি এবং তাঁহার জন্য চরু দানের ব্যবস্থা। দুইটীই যে প্রথারূপে পরযুগেও প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন আছে। পতঞ্জলি ১৫০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রণীত মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকে উপদেশ করিয়াছেন,—

"সারস্বতীম্। 'যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি।—

আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেদিতি।' প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।"

আহিতাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য সারস্বতী ইষ্টি করিবে। প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই, এই জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত।

দেখা যাইতেছে, লোকে যজ্ঞ করিবার সময় মধ্যে মধ্যে অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া ফেলিত। অপশব্দ প্রয়োগ করিলে প্রয়োগকর্ত্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সেই

৭। শতপথব্রাহ্মণ ৩. ৯. ১. ৮। শতপথব্রাহ্মণ ৩. ৯. ১. ৭. ৯। শতপথব্রাহ্মণ ২. ৫. ৪. ৫.

প্রায়শ্চিত্তের নাম সরস্বতী-যাগ বা সারস্বতী ইষ্টি। মনুসংহিতায়ও এই সারস্বত-যাগের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও এই যাগের উদ্দেশ্য প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু তাহা অপশব্দ প্রয়োগের জন্য নয়—সত্যের অপলাপের জন্য, সাক্ষ্য দিতে গিয়া সত্য কথার পরিবর্ত্তে মিথ্যা কথা বলার জন্য। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া এমন একটী কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিল, যাহার ফলে তাহাকে বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। মনু বলেন (৮. ১০৪), যেখানে সত্যকথা বলিলে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইবে, সেখানে মিথ্যা কথা বলাই উচিত। এখানে মিথ্যা সত্য অপেক্ষা প্রশস্ত। যাজ্ঞবল্ক্যও (২.৮৩) এই ভাবের কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু যিনি মিথ্যা কথা বলিবেন, তাঁহাকে এই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন,—

"বাগ্‌দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কুর্ব্বাণো নিষ্কৃতিং পরাম্॥" ৮।১০৫

এইরূপ মিথ্যাকথার জন্য যাঁহারা সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান, তাঁহাদিগকে চরু দিয়া সরস্বতীযাগ করিতে হইবে। সরস্বতীযাগে চরুই বিধি। চরু-বিধির উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। ভরত মুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। ভরতের উক্তি এইরূপ :—

"ব্রহ্মাণং মধুপর্কেণ পায়সেন সরস্বতীম্।
শিববিষ্ণুমহেন্দ্রাদ্যাঃ সম্পূজ্যা মোদকৈরথ॥" ৩.৩৭

সরস্বতীর নিকট বলির প্রথা এখনও লোপ পায় নাই। ভদ্রকালীর নিকট বলির ব্যবস্থা আছে। ভদ্রকালী সরস্বতী—নীলাভ। বাঙ্গলার বরিশাল অঞ্চলে আজও সরস্বতীর নিকট সাদা ছাগ বলি দেওয়া হয়। মাদারিপুর সবডিভিজনের অন্তর্গত কার্ত্তিকপুরেও সরস্বতীপূজার দিন সরস্বতীর নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়। মাদারিপুরের অন্যান্য জায়গায় এ প্রথা প্রায়ই নাই। পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সরস্বতীপূজায় সাদা ছাগল বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। বরিশালে, মাদারিপুরে এবং পূর্ব্ববঙ্গের আরও দুই এক জায়গায় ছাত্রেরা পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিতে সরস্বতীর নিকট পাঁঠা বলির মানস করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতীপূজার দিন নিরামিষ ভোজনই বিধি। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলায়, বিশেষতঃ বরিশাল, রহমৎপুর, গৈলা প্রভৃতি স্থানে সরস্বতীপূজার পূর্ব্বে কাহারও বাড়ীতে ইলিশ মাছ আসে না। ঐ দিন প্রথম ইলিশ মাছ আনিয়া খাইতে হয়। জলাবাড়ীতে ঐ দিন ইলিশ মাছ খায় এবং পাঁঠা বলি দেয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমায়, বিক্রমপুর, মৈমনসিংহে ঐ দিন গৃহস্থগণ প্রথম ইলিশমাছ খায়। চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়ায়ও ঐ দিন কেহ মাছ খায় না। কুমারখালি ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমায় অবস্থিত। এই সমস্ত স্থান

অধুনা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের প্রথানুসারে সরস্বতীপূজার দিন প্রথম ইলিশ মাছ ভক্ষণের নিয়ম বজায় রাখিয়াছে।

মাদারিপুর সবডিভিজনে অধিকাংশ জায়গায়ই সরস্বতীপূজার দিন জোড়া ইলিশমাছ খাওয়ার নিয়ম আছে। যদি জোড়া ইলিশমাছ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটী মাছের সঙ্গে একটী লম্বা আস্ত বেগুন একসঙ্গে করিয়া জোড়া করিয়া লওয়া হয়। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন কেহ কেহ জোড়া ইলিশ মাছ বাড়ীতে আনিয়া থাকেন। ইঁহারা পরেও ইলিশমাছ খাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ দিন জোড়া ইলিশ না আনেন, তাঁহারা সরস্বতীপূজা পর্য্যন্ত আর ইলিশ মাছ খাইতে পারেন না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি

গত কয়েক বৎসর যাবৎ সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নানা স্থান হইতে প্রাচীন সংস্কৃত পুথি সংগৃহীত হইতেছে। বর্ত্তমানে আমার উপর সেই পুথির বিবরণ প্রস্তুত ও প্রকাশের ভার অর্পিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুথিগুলি আলোচনা করিবার সময় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালা পুথি আমার দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত পুথির সঙ্গেই সেগুলি পরিষদে আসিয়া পড়িয়াছিল। মুখ্যতঃ সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করাই পরিষদের উদ্দেশ্য। তাই এতদিন এগুলি কাহারও তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাহা ছাড়া সংখ্যায়ও এগুলি খুব বেশী নহে।

কিন্তু সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাদেরই মধ্যে কয়েকখানি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও নূতন তথ্যপূর্ণ পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে সাধারণকে কিছু জানান কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্যেই পরিষৎসংগৃহীত বাঙ্গালা পুথির মধ্যে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুথি বাছিয়া লইয়া নিম্নে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রদান করিতেছি।

সেই বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে সাধারণভাবে পরিষদের পুথিগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সংগ্রহের মধ্যে খুব প্রাচীন পুথি কিছু নাই। ১১৮১ সনে লিখিত মহাভারতের আদিপর্ব্ব, ১১৮৪ সনে লিখিত আশ্রমবাসিক পর্ব্ব এবং ১১৯৮ সনে লিখিত বিরাটপর্ব্ব, এই তিনখানি বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত পুথিই প্রাচীনতম। ইহা ছাড়া প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত কয়েকখানি পুথিও আছে। নূতন পুথির মধ্যে জয়গোপাল দাসের গোবিন্দমঙ্গল ও বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। এতদ্ভিন্ন ভাষাসংক্ষেপাশৌচপ্রকরণ, রোগনির্ণয়, ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ (আংশিক), রাধাবল্লভ কবিশেখরকৃত ভাষাস্মৃতিসংক্ষেপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কবিচন্দ্রকৃত অক্রুর আগমন, প্রহ্লাদচরিত্র ও ভরতসংবাদ পরিষৎসংগ্রহে আছে।

বৈষ্ণবগ্রন্থের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সুপরিচিত গ্রন্থ ছাড়া দুইখানি নূতন গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুইখানিই নরোত্তম দাস-রচিত। একখানি বৈষ্ণবামৃত এবং আর একখানি রসসার। বৈষ্ণবামৃতে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং বিষ্ণুভক্তের নানা প্রশংসা করা হইয়াছে। রসসারের বিবরণ নিম্নে অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণের সহিত প্রদত্ত হইবে।

---

* ২০এ ফাল্গুন, ১৩৩৩, মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এইবার কয়েকখানি পুথির বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। **গোবিন্দমঙ্গল।** জয়গোপাল দাসরচিত। এখানি ভাগব । **অনুবাদ** নহে। ইহা কৃষ্ণমঙ্গলজাতীয় গ্রন্থ; ইহাতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতা শ্যামবাজারের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। লেখক পশ্চিমবঙ্গের লোক হইতে পারেন। ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোথাও এই পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া অবগত নহি।

আরম্ভ :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

জৈর্ম্ম শ্রুতং ভাগবতং পুরাণং নারাধিতো জৈ পুরুসঃ পুরাণং।
অথেশুতং জৈর্ম্ম ধরামরাণাং স্তেসাং ব্রেথা জন্ম নরাধমানাং ॥
নারায়ণঃ নাম নরোবরাণাং প্রশীদ্ধচোর কথিত পৃথিব্যাং।
অনেকঃ জন্মার্জ্জিতঃ পাপসঞ্চয়ং হবিত্যসেসং স্মৃতিমাত্রকেবলং ॥

প্রণমহো নারায়ণ অনাধিনিধন।
শ্রষ্টিস্থিতিপ্রলয় জাহার কারণ ॥
বশীক জনের সঙ্গে বশীলা সকল।
মন দিঞা স্বুন কীছু গোবিন্দমঙ্গল ॥
এ জয়গোপাল দাষ কহে শাস্ত্রমতে।
গোবিন্দমঙ্গলকথা স্বুনহ জগতে ॥

মধ্য :—

কানাই হে দেও খেয়া বাহিয়া সকালে।
মথুরা জাইব বিকে সব সখি মেলে ॥ ধূয়া ॥
ঘাটেত নৌকাখানি চাপতি বনমালি।
ঘাটে বহি ডাক পাড়ে রাধিকা নহলি ॥
জোগানে উৎষুক মতি হইছে আমার।
জাইব মথুরা পুরি ঝাট কর পার ॥
আইস আইস বোলি গোপী দেয় হাতসান।
নেউটীবার বেলায় আনিঞা দিব গুয়া পান ॥
স্বুগন্ধি চাঁপার ফুল আনিব কৌতুরি।
তোমারে আনিয়া দিব স্বুনহ কাণ্ডারি ॥
স্বুনিঞা না স্বুনে বোলে দেখিঞা না দেখি।
মুচকী হাশীঞা কৃষ্ণ হাশে আড় আখি ॥

এ জয়গোপাল দাষ গাইল আনন্দে।
নৌকাখানি বান্ধিঞা কৃষ্ণ আইসে এ বন্ধে॥
(পত্র– ১৭৭খ – ১৭৮ক)

শেষ :—

এ জয়গোপাল দাষ গাইল কৌতুকে।
গোবীন্দমঙ্গলকথা ষুন সর্ব্বলোকে॥
গোবিন্দমঙ্গলকথা জেই জনা ষুনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার বিনিত সাধনে॥ ইতি কংসবধ॥

মল্লার রাগ॥

আন নারে আরে গোবিন্দ রাম জয়।
ষুনিলে কৃষ্ণের কথা ভক্তি লভ্য হয়॥ ধুয়া॥

তথাহি॥ নারায়ণো নাম নরোবরাণাং ইত্যাদি।

ভবিষ্যতে গ্রন্থখানির বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

২। **কালিকামঙ্গল**। কবিশেখররকৃত। গ্রন্থকারের পূর্ণ নাম বোধ হয়, বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখর। গ্রন্থপ্রারম্ভেই বলরাম চক্রবর্ত্তী, এই নাম পাওয়া যায়।

"বলরাম চক্রবর্ত্তি মাগে তব পদে ভক্তি
কর প্রভু কৃপাবলোকন।"
"কালিপদসরসিজে করিয়া প্রণাম।
দিগ্‌বন্দনা গান দ্বিজ বলরাম॥" (পত্র ৫ক)

গ্রন্থমধ্যে ভণিতায় শুদ্ধ কবিশেখর, এই নামই পাওয়া যায়। তবে এই কবিশেখর কে এবং কোন্ স্থানের লোক, তাহা বলিবার উপায় নাই। কবিশেখর একটী উপাধি এবং এই উপাধি একাধিক ব্যক্তির থাকা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা কবিশেখর, সংস্কৃত প্রহসন শঠভাবোদয়ের রচয়িতা কবিশেখর, এই দুই কবিশেখরের কথা আমরা অবগত আছি।

এই গ্রন্থে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দিগ্‌বন্দনায় বঙ্গদেশের নানা দেবীমন্দিরের উল্লেখ আছে। রচনার নমুনা,—

সাজে কন্যা বিদ্যা সতি রাজহংসি জিনি গতি
চরণে নূপুর ঘন বাজে।
কদম্ব কোরক কুচ গজকুম্ভ জিনি উচ্চ
মধ্যদেস গঞ্জে মৃগরাজে॥
সমর্পিল পূজা কিছু করিল ভক্ষণ।
শুইল খট্টায় চারি ভিতে সখিগণ॥

কৌতুকে মদন কড়ি দিয়া নিজ কর্ণে।
বসন্ত আলাপে গীত গায় নানা বর্ণে॥
মধুর বচনে মোহে জত সখিগণ।
প্রেমে গদগদ চিত্ত হবল গেয়ান॥
সব সখিগণ রঙ্গে মদন মোহিত।
বাধার মঙ্গল গায় বিরহচরিত॥
কালিপদ সবসিজ-মধু-লুব্ধমতি।
শ্রীকবিশেখর কহে মধুর ভাবথি॥ (পত্র—২৭ ক)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবিশেখররচিত একখানি দেবীমঙ্গল আছে। এই গ্রন্থখানি আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি হইতে স্বতন্ত্র ইহা সপ্তশতী চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ।

সেহি বাক্য মনে ধবি শ্লোক অর্থ অনুসারি
সপ্তসতি কবিল পযার॥

দেবীমঙ্গল ১৬৫২ শকাব্দে রচিত হইয়াছিল।

পঞ্চ ভূত রিতু চন্দ্র সকের বরিষে।
বৈসাখ মাসের চতুর্ব্বিংসতি দিবসে॥

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লইয়া রচিত বহু কবির বহু গ্রন্থের সংবাদ ইতঃপূর্ব্বেই জানিতে পারা গিয়াছে। তবে আলোচ্য গ্রন্থখানির খবর ইতঃপূর্ব্বে কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। ভবিষ্যতে এ গ্রন্থখানির বিস্তৃত বিবরণ দিবার ইচ্ছা আছে।

৩। **রসসার**—নরোত্তম দাসকৃত। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের রসতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। গুরুর প্রয়োজনীয়তা, সাত্ত্বিক গুণ, স্থায়িভাব, রস, দক্ষিণাদি নায়ক, নায়িকাভেদ, বিকৃতিরস, প্রেমবৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে দেখা যায়। গ্রন্থশেষে সহজমতের কথা আছে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপলক্ষেই রামী ও চণ্ডীদাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ ইহার পরকীয়াতত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিজাতিয় সাধুসঙ্গ না করিয় কভূ।
সঙ্গ করিবা জেবা মানে নিজপ্রভূ॥
পতি উপক্ষি সতি হয় সর্ব্বনাস।
পতিহিন সতিজনে সদত নৈরাস॥
পরকিয়া রস জিবে সম্ভব না হয়।
তদ্ভাবভাবিত বিনা অন্যে না ঘটয়॥
পতিসঙ্গ করি উপপতি করে ভাব।
সে জন অসেষ পাপি পাপমাত্র লাভ॥

তবে জদি কেহ বলে ব্রজে গোপীগণে।
পতি ছাড়ি কৃষ্ণসঙ্গ কৈল কি কারনে॥
দুর্গম নিগূঢ় ইহা কহিব সংখেপে।
সংখেপার্থ কবি কহি বুঝ কোনরূপে॥
নিজাঙ্গ সঙ্গে বসে ভিন্নাঙ্গ নয়।
আনুসঙ্গিত স্যাঙ্গি ভিন্ন নাহি কয়॥
তদাশ্রীত জন বিনা কে বুঝিতে পারে।
চৈতন্যের ক্রিপা ভাবি হৈয়া থাকে জারে॥
নিজঙ্গে রাধাঙ্গ একাঙ্গ হৈয়া।
আস্বাদিলা তদ্ভাব অবতারি হৈয়া॥
সবে রায় রামানন্দ জানয়ে অন্তর।
আর জানয়ে সরূপ দামোদর॥ (পত্র—১৫ক)

৪। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুবাদ।** ষষ্ঠ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় পত্র নাই। অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় নাই। অনুবাদ সর্ব্বত্র মূলানুযায়ী নহে।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সহায়॥

অথো শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাভাষা লিক্ষতে॥

জিনিতে জমের দায়　　ধরণী লোটায়্যা কায়
বন্দো গুরুদেবের চরণ।
জাগ জোগ কর্ম্মজ্ঞান　　শ্রবণ মঙ্গল ধ্যান
গুরুভক্তি মুক্তির কারণ॥

মধ্যঃ—

কৌমার জৌবন জরা শরীরে যেমন।
বিনা জত্নে হয় জায় না রহে কখন॥
দেহান্তরে প্রাপ্তী হেন মত ব্যবহার।
পণ্ডিতে না ভুলে ভেদ জানিয়া তাহার॥
ইন্দ্রিয়গণের হেন বিষয় সংজোগ।
তবে হয় সিত উশ্মা সুখদুঃখ ভোগ॥
রৌদ্রেতে রহিলে জেন উশ্মা পীড়া করে।
সিত লাগে রহিলেই জলের ভিতরে॥

অন্ত :—

দেহ গ্রিবা মস্তকাদি কিছু না চালিবে।
কেবল নাসীক অগ্র দৃষ্টীকে রাখিবে॥

ইন্দ্রিয় মনের চেষ্টা দূরে তেয়াগিবে।
স্ত্রিলোকের না করিবে মুখাবলোকন।
ভয় তেজি বিশয়ে বিরক্ত হবে মন॥
আমাতে রাখিবে

৫। **যুক্তিকল্পতরু** ভোজরাজপ্রণীত সংস্কৃত যুক্তিকল্পতরুর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। অনুবাদকের নাম পুথিতে নাই। পুথিখানি অসম্পূর্ণ। ইহাতে 'রাজগৃহযুক্তি' পর্য্যন্ত আছে। অনুবাদ সকল স্থলে মূলের ঠিক অনুরূপ নহে। ভাবানুবাদই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয়। রচনার নমুনা :—

জগতের সৃষ্টিরক্ষা বিনাশ কারণ।
প্রথমে প্রণাম করি তাহার চরণ॥
শাস্ত্রকর্ত্তৃচরণ বন্দিয়া বার বার।
মুনিকৃত শাস্ত্র যত তার লইয়া সার॥
ভোজরাজপ্রকাশিত যুক্তিকল্পতরু।
মনোঽভীষ্টফলদাতা নীতিশাস্ত্রগুরু॥ ইত্যাদি

এ জাতীয় গ্রন্থ বাঙ্গালায় খুব কমই পাওয়া যায়।

৬। **ভাষাস্মৃতিসংক্ষেপ।** রাধাবল্লভ কবিবাগীশরচিত।

একদিন বাঙ্গালাসাহিত্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে বিশেষ অনাদৃত ও অবজ্ঞাত ছিল। অন্য শাস্ত্রগ্রন্থের ত কথাই নাই—পুরাণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। শুধু শুষ্ক নিষেধ নহে—তাহার সহিত ভীতিপ্রদর্শন ছিল—ভাষায় পুরাণ পাঠ করিলে নরকে বাস করিতে হইবে।

তবে কালক্রমে ব্রাহ্মণপণ্ডিতসম্প্রদায়ের এ মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের কারণ পুরাপুরি বাঙ্গালাভাষার প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগ বলিয়া বোধ হয় না। অব্রাহ্মণ গ্রাম্য কবির চেষ্টায় বাঙ্গালাসাহিত্য দিন দিন যে প্রসার লাভ করিতেছিল, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা তাঁহাদের সামর্থ্যের অতীত ছিল। সেই জন্য তাঁহারাও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সংস্কৃতশাস্ত্র সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছিলেন। তাহা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সংস্কৃতশিক্ষার অল্পবিস্তর অবনতি যে না হইতেছিল, তাহা নহে। ফলে সাধারণের কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃতজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দল সৃষ্টি হইয়াছিল। ইঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য স্মৃতি ও জ্যোতিষের সাধারণ বিষয়গুলি বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ লোপ পাইবার আশঙ্কা ছিল।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি এইরূপ উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রাধাবল্লভের ভাষাস্মৃতির উল্লেখ ১৭২৮ শকাব্দে রচিত রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল' গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে।* পৃথ্বীচন্দ্রের উল্লিখিত রাধাবল্লভই বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা কি না, তাহা জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। কারণ, রাধাবল্লভের নামীয় স্মৃতিবল্লক্রম নামে আর একখানি বাঙ্গালা স্মৃতিগ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন।† এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌খানি পৃথ্বীচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

আলোচ্য গ্রন্থে অশৌচ, শ্রাদ্ধ ও তিথি, এই তিনটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার রচনার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"তত্রাদৌ সপিণ্ডাদিব্যবস্থা। সপিণ্ডদানব্যতিরেকে অশৌচ নির্ণয় করিতে না পারে অতএব প্রথম সপিণ্ডাদি বিচার করিতেছি। তাহাতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পুরুষের সপিণ্ড হয়। ইহার মধ্যে যদি পিতা পিতামহ জীবদ্দশাতে থাকে তবে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড হয়॥"

৭। **কাশীদাসী মহাভারত।** নূতন গ্রন্থ বলিয়া এখানির উল্লেখ করিতেছি না। তবে ইহার শেষে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহা আলোচনার বিষয়। এ জন্য উহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শকাব্দা বিধিমুখ করহ তৃগুণ।
রুক্মিনিনন্দন অঙ্ক জলনিধি পুন॥
বৃসবাসি বহির্ভূত মাস সনিশ্চিতে।
ভালি দিন চন্দ্রহিন গগনবিদিতে॥
মৃগাঙ্কমুদিতপক্ষ এক অঙ্কস্থিতে।
সসিযুত বাসবে দিজাম দিন হৈতে॥
কাসির কৃত [ক]াব্য এই চরিত্র পাণ্ডব।
সাধুগন উপাক্ষন তরিবারে ভব॥
আদিপর্ব্ব ভারথ কেবল সুধাসিন্ধু।
সংসারসাগরে ভাই তরিবারে বন্ধু॥
এতদূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত॥

কবিত্র অনুসারে সকাব্দা ১৬৬৪।৩।১৫॥

লিখিতং শ্রীহিদয়রাম মিত্র নিবাস গোলপুর পাটনার্থে শ্রীসাকহি রামবর্ম্মিক নিবাস নিজগ্রাম সন ১১৮১ সাল মাহ বৈশাখ ৭ দিনে পুস্তক লেখা সমাপ্ত॥ বার সনিবারে বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল॥

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (৩য় বর্ষ, পৃঃ ৫০)।

† Notices of Sanskrit Manuscripts (New Series)—Vol II. p. 256.

এই স্থলে তিনটী তারিখ দেওয়া হইয়াছে—একটী অক্ষরে এবং দুইটী সংখ্যায়। শেষের তারিখটী লিপিকরের, তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। কিন্তু অপর তারিখ দুইটী কাহার, তাহা বুঝা যায় না। প্রথম তারিখটী শক ত্রয়োদশ শতাব্দীর। সুতরাং উহা কাশীদাসের সময় হইতে পারে না। কাশীদাস উহার দুই তিন শত বৎসর পরের লোক। দ্বিতীয় তারিখটীও কাশীদাসের পরের। সুতরাং উহা কাহাকে নির্দ্দেশ করে, বলা কঠিন।

৮। **ভরতসংবাদ**। কবিচন্দ্রকৃত। পুথিখানি ১২৪৬ বঙ্গাব্দে লিখিত। পুস্তকের নাম কোথাও দেওয়া নাই। তবে বনগত রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ, ভরতকৃত রামের পাদুকাগ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপার ইহাতে বর্ণিত থাকায় ইহা রামায়ণের ভরতসংবাদ বলিয়াই মনে হয়। এই গ্রন্থে একটী নূতন কথা আছে—ইহাকে 'দশম স্কন্ধের কথা' বলা হইয়াছে।

'দশম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়' (৯খ, ১০ পত্র)

রামায়ণের এই অংশকে 'দশম স্কন্ধের কথা' বলিবার কারণ কি, বুঝিলাম না।

৯। **সত্যনারায়ণের পাঁচালী**। রামকান্তরচিত। ইহার পরিচয় গ্রন্থ-শেষে এইরূপ দেওয়া আছে,—

"রামকান্ত মন্দিঘাটি আঁধারে মানিকে বাটী
দেবের আদেশ পেয়ে কয়।"

গ্রন্থখানি বোধ হয়, রাজসাহী অঞ্চলে রচিত। এ জাতীয় পাঁচালীতে প্রসিদ্ধ কাঠুরিয়াগণকে পাহাড়পুর অঞ্চলের বলা হইয়াছে। 'পাহাড়পুরের কাঠুরিয়া যত।' সাধু ঢাকানিবাসী স্বর্ণবণিক্ রূপসাহা।

সেই দিন এক সাধু ঢাকা হত্যা ডিঙ্গা
লাগায়েছে কূলে।
হৈম বান্যা জাতে রূপসাহা নাম
নিবাস গৌড় বাদসাহি॥

সাধুর কন্যা মনোরমা। বল্লভ শেঠের পুত্র কালীকান্তের সহিত তাহার বিবাহ হয়।

আদিশূরধাম বঙ্গে গ্রাম পঞ্চসার।
লক্ষ টাকা পাঠাইয়া করিল সমাচার॥
বল্লভ সেটের সুত কালিকান্ত নাম।

স্থান ও পাত্রপাত্রীর এইরূপ নাম এ জাতীয় অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

সাধুর নানা জাতীয় বহু ডিঙ্গা ছিল। যথা—খুরশান, হংসরাজ, ঢোলপাটী, জঙ্গীউঠ, বাঘঝাপি, সোনাভারী, জয়রাজ ইত্যাদি (পত্র—৬ ক—খ)। সিংহলযাত্রার পথে অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ, নবদ্বীপে বুড়াশিব, গোপতিপাড়ায় রঘুনাথ, ফুলিয়ায় আযাড়ুক (?), ত্রিবেণীতে দরফ খাঁ, রাঙ্গাফলায় কামুরায়কে প্রণাম করিবার কথা আছে। প্রসঙ্গক্রমে

কম্পাশ যন্ত্র, দূরবীণ ও মাদ্রাজ নগরের উল্লেখ আছে। ইহাতে গ্রন্থখানিকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না।

শিবচন্দ্রপ্রণীত একখানি স্বতন্ত্র সত্যনারায়ণের পাঁচালীও পরিষৎসংগ্রহে আছে। তবে তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই।

১০। **প্রেমভক্তিসার**—গুরুদাস বসুকৃত। এই গুরুদাস বসু কলিকাতা শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বসু মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত কতকগুলি গান আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইঁহার রচনার ভাষা সুললিত, কোথাও কষ্টকল্পনা বা কাঠিন্য নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তিতত্ত্ব সরল বাঙ্গালা পদ্যে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

রচনার নমুনা—

কল্পবৃক্ষের রত্নযোগ পীঠের উপর।
কায়মনে ভজ মন কিশোরি কিশোর॥
পূর্ব্বাপর বেদশাস্ত্রে আছয়ে সকল।
পরে গোস্বামিপাদে তাহা করিলা উজ্জ্বল॥
তাহার বিবরণ লাগে ভক্তগণের গায়।
মূর্খ বুঝাইতে তাঁরা বর্ণিলা ভাষায়॥
তার লেশ বর্ণিতে যে হয় মোর মন।
পঙ্গু যেন চায় গিরি করিতে লঙ্ঘন॥ (৬ থ পত্র)

যদি রিপু হবে জয়ী　　মনোযোগে শুন কহি
শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসারোদ্ধার।
রক্ষক করহ ভক্তি　　রিপু হউক হীনশক্তি
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা তুচ্ছ কর॥ (৮থ পত্র)

বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার নিজের উক্তিগুলি প্রমাণিত করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত একটী গানের নমুনা নীচে দেওয়া হইল,—

প্রাণসখি আদি শ্রীমতির জত প্রিয়া।
রাধার মন্দিরে সভে মিলিল আশিয়া॥
সভে পুছে দূতি গো গিয়াছে কতদিন।
অন্তরে উথলে আজি দেখি শুভদিন॥
সুখভরে বুক কাপে দোলে হিয়ার হার।
রাই বলে কালী হৈতে অমনি গো আমার॥

কেহ বলে বাম অঙ্গ লাগিছে নাছিতে।
রাই বলে অমনি আমার তিন দিন হইতে॥
আপনা হইতে আজি হৃদপদ্ম ফুটে।
তাহা হইতে কতোই বা সুখের গন্ধ উঠে॥
এত দিনে বিধি বুঝি হইল সদয়।
অদূরে মাধব বসু গুরুদাসে কয়॥

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন

সূচনা

বঙ্গভাষায় রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনকে আদিগ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। এ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচনা আমরা পাই নাই। এই শ্রেণীর সাহিত্যে শুধু বঙ্গদেশে নয়, বঙ্গদেশের বাহিরেও চণ্ডীদাসের ন্যায় গীতি-নাট্যকার বড় একটা দেখা যায় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ইহার সাহিত্যিক দিক্‌টাকে ততটা মর্য্যাদা দান করেন নাই, যতটা ইহার ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহার পরে এ গ্রন্থ লইয়া যত আলোচনা হইয়াছে, তাহাও শুধু ঐ দিক্ হইতে। আমার মনে হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন যখন সাহিত্য-গ্রন্থ, তখন সাহিত্য হিসাবেই ইহার বিচার হওয়া আগে দরকার।

কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এই কাজে হস্তক্ষেপ করেন নাই দেখিয়া গত ১৩২৮ সালে (ইং ১৯২১-২২) যখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে গবেষণার জন্য রামতনু লাহিড়ী-রিসার্চ্চ স্কলার নিযুক্ত হই, তখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের সাহিত্য-বিচারের দিক্‌টা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে ও আমি যথাসাধ্য অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। সেই সময়ে আমি যে সব বিষয় এই গ্রন্থ সম্পর্কে লক্ষ্য করি, তাহা এখন আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আশা করি, আপনাদের বিচার ও আলোচনার দ্বারা আমার ত্রুটিগুলি সংশোধিত হইবার উপায় হইবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের একটা বিশিষ্টতা ও অসামান্যতা আছে, যাহা কোন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত অনুরূপ গ্রন্থে দেখা যায় না। আমরা বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী প্রবন্ধসমূহে দেখিতে পাইব, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন পুরাণে ও কাব্যে কৃষ্ণকথা যে যে স্তরের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল, তাহা প্রায় সমস্ত কৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ত্তমান আছে। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ মন্থন করিয়া চণ্ডীদাস তাঁহার গীতিনাট্যখানি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-সাহিত্য ব্যতিরেকে অন্যান্য পুরাণ, যথা—অগ্নি, পাদ্ম প্রভৃতির অনেক কথা চণ্ডীদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আবার অন্য দিকে কাব্য ও লৌকিক উপাখ্যান হইতেও চণ্ডীদাস যথেষ্ট মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দের অনেকগুলি গানকে ত তিনি সুন্দর অনুবাদ করিয়া

---

* ১৮ই চৈত্র ১৩৩৪ তারিখে পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

নিজ গ্রন্থে চালাইয়া দিয়াছেন। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্ম-পূজাবিধান গ্রন্থে যেখানে যেখানে কৃষ্ণের কথা আছে, তাহা চণ্ডীদাসের অনেক কথার সঙ্গে মিলিয়া যায়। মোটামুটি বলিতে গেলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভবের আগে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবতা কি আকাব ও স্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমরা এই গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এমন সব কথা আছে, যাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের গ্রন্থে কোথাও ইহার নাম পাওয়া যায় নাই। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় ইহার নাম দিয়াছেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"। এই নাম লইয়া একটু গণ্ডগোল আছে। কীর্ত্তন শব্দ দ্বারা আমরা পদাবলীসাহিত্য বুঝিয়া থাকি। কিন্তু চণ্ডীদাসের এই গ্রন্থ গান হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব বমশাস্ত্রানুমোদিত কীর্ত্তন নহে। সুতরাং মনে হয়, নামের জন্য এ গ্রন্থ আলোচনায় অসুবিধাও কম হয় নাই এই গ্রন্থ সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণের সমবায়ে গঠিত বলিয়া ইহাও পুরাণ আখ্যা পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বাস্তবিক বঙ্গভাষায় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যদি কোন মৌলিক পুরাণ থাকে, তবে তাহা এই কৃষ্ণকীর্ত্তন। ইহার অনেকগুলি খণ্ড ছিল, সবগুলির উদ্ধার না হওয়াতে এই গ্রন্থের পরিচয় অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইহার রচনা দেখিয়া মনে হয়, ইহার মথুরাখণ্ডে কংসবিনাশের কথাও ছিল। যাহা হউক, ইহাকে পুরাণ বলিলে ইহার ঠিক প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। তুলনা হিসাবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গলার মঙ্গল কাব্যগুলি আমাদের লৌকিক পুরাণ, যথা- ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি। কৃষ্ণকীর্ত্তন এই ধরণের উচ্চ শ্রেণীর মিশ্র পুরাণ।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত একটি বিষয় এই যে, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুকে এমন ভাবে জড়ান হইয়াছে যে, দুই জনকে পৃথক্ করা যায় না। এই জন্য স্থানে স্থানে সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণের বিষয়বস্তুর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। এই কথাটি মনে রাখিলে চণ্ডীদাসের গ্রন্থ যে যুগে লিখিত হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব মিশ্রণের ফল।

কৃষ্ণকীর্ত্তন ঠিক রকম বুঝিতে হইলে ইহার আলোচনাপদ্ধতির দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনকে বিশ্লেষণ করিয়া (analysis) ইহার উপাদানগুলির বিশিষ্টতা কি, ধরিতে চেষ্টা করা দরকার, তারপর অনুরূপ সাহিত্যের মালমশলার সহিত ইহার উপাদানগুলির সংশ্লেষণ (synthesis) না করিলে ইহার স্থান ও মৌলিকতা বুঝিতে পারা যাইবে না।

এই জন্য আমি কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত করিতে চাই।

প্রথম ভাগে ইহার বিশিষ্ট উপকরণ সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। কৃষ্ণ এবং রাধা সম্বন্ধে কোন্ কোন্ কথা কোন্ কোন্ মূল গ্রন্থ বা স্তরবিভাগের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহা এই ভাগে আলোচিত হইবে। অদ্যকার প্রবন্ধে শুধু কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

দ্বিতীয় বিভাগে গীতিনাট্য হিসাবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ আলোচিত হইবে। আমার মনে হয়, এ দিকে লক্ষ্য না দেওয়ায় আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের মর্য্যাদা মোটেই রক্ষা করি নাই। বাঙ্গলা দেশের সঙ্গীতের ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থ অমূল্য।

তৃতীয় বিভাগে ভারতীয় কৃষ্ণ-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করা যাইবে। সংস্কৃতে ও দেশীভাষায় প্রবল কৃষ্ণ-সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের একটি নিজস্ব মহিমা আছে, তাহা দেখাইতে পারিলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

এবার অন্তরার বিষয় লইয়া উপস্থিত হইতেছি।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপাদান

কৃষ্ণের নানা নাম

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের নানা নাম পাওয়া যায়, ইহাদের সকলের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার কোন সম্পর্ক নাই। বিষ্ণুর নানা অবতার ও নাম কৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে। কৃষ্ণকে যদি গোপীনাথ, গোবিন্দ, গোপাল, নন্দের নন্দন, বসুলকুমার, বালগোপাল প্রভৃতি বলা হয়, তবে তাহাতে স্বাভাবিক চিন্তার কোন বাধা হয় না, কিন্তু তাঁহাকে যদি পদ্মনাভ, চক্রপাণি, গদাধর, সারঙ্গধর, মধুসূদন, মুরারি, নরসিংহ, হৃষীকেশ, গরুড়বাহন বলা যায়, তবে বুঝিতে হইবে, কবি ইহা চাহেন যে, আমরা কৃষ্ণের উপস্থিত ললিতলীলার মধ্য দিয়াও বিষ্ণু-দেবতার শৌর্য্য ও বীর্য্যপ্রকাশক কার্য্যাবলীর যোগ রক্ষা করি। এই নামগুলির মধ্যে সারঙ্গধর শব্দটির অর্থ আমরা পরে আলোচনা করিয়াছি।

এই নামগুলি ছাড়া আর যে সব নাম কৃষ্ণকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীধর, শ্রীনিবাস, দেহের দেবতা, মদনমুরুতী ও মাহাকোল শব্দগুলি লক্ষ্য করা দরকার।

শ্রীধর শব্দদ্বারা কৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধ অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। প্রাচীন পুরাণে ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে লক্ষ্মী আসিয়া রাধা হইয়াছেন, এরূপ আছে; কিন্তু পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে রাধাকে লক্ষ্মী হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ তাঁহার রাধাকে বলিতেছেন,—আপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ।—পৃঃ ১২৯। এই শ্রীধর শব্দ বিষ্ণুপুরাণেও (১.৮.২৩) অনুরূপভাবে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের (১.৮.১৫) "বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী" কথার এবং ভাগবতের "গাত্রলক্ষ্মী" কথার ধ্বনি চণ্ডীদাসে পাওয়া যায়,—

শ্রীধররূপে হরিআঁ নিবোঁ তোরে।—পৃঃ ১২৭

কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণকে 'দেহের দেবতা' ও 'দেহার দেব' বলা হইয়াছে।—দেহের দেবতা তোহ্মে জগতের নাথ।—পৃঃ ১০৫। দেহার দেব…(পৃঃ ১৩২)। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা হইলে এ ধারণার মূল কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মদনমুরুতী শব্দের তাৎপর্য্য ও মূল পরে আলোচিত হইয়াছে।

বিষ্ণুর বরাহ অবতার বুঝাইতে মাহাকোল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।—মাহাকোল-রূপেঁ দন্তে মেদিনী উঠায়িলোঁ।—পৃঃ ২৩৫। সংস্কৃত অভিধানে বরাহ অর্থে কোল শব্দ পাওয়া যায়; প্রাচীন পুরাণেও বরাহ অবতারকে মহাকোল বলা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, চণ্ডীদাস ছাড়া আর কোন কবি এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না, সন্দেহ।

অবতার

বিষ্ণুর নানা অবতার পৌরাণিক সাহিত্যের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। বৈদিক বিষ্ণু হইতে পৌরাণিক অবতারগুলির ধারণা কি করিয়া আসিয়াছে, তাহার আলোচনা অনেকেই করিয়াছেন। প্রাচীন ও মধ্যকালের মূল সংস্কৃত গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে নানা তথ্য ছড়াইয়া আছে। সৃষ্টিরক্ষার কাজে বিষ্ণুকে বারে বারে ভূভার হরণের জন্য অবতরণ করিতে হইয়াছে। অবতারের বার সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন, বিষ্ণুর অবতার ২৪টি, কেহ ২২টি। শেষকালে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কাছাকাছি বিষ্ণুর দশটি অবতার মাত্র সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখা যায়।

চণ্ডীদাস বিষ্ণুর অবতার কিরূপভাবে ধরিয়াছেন, আমরা এবার তাহা দেখিব। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ১০১-২ পৃষ্ঠায় আছে,—মুরারী [মীন], রাম, বরাহ এবং নরসিংহ; ১২৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়—বামন, মীন, শ্রীধর [অর্থাৎ কৃষ্ণ], বরাহ এবং শ্রীরাম। আর ২৩৫ পৃষ্ঠায় দশটি অবতারের নাম এইরূপ আছে,—মীন, কচ্ছপ, বরাহ, নরহরি, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী। এখানে 'শ্রীধর' শব্দ দ্বারা এবং "এবেঁ উপজিলা কংস বধের কারণ" হইতে কৃষ্ণকেও বিষ্ণুর অবতার হিসাবে ধরা হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতেও বুঝা যায় যে, কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মনে করাটা খুবই চলিত ছিল।

(১) সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলী॥—পৃঃ ৬

(২) তোহ্মার কারণে আহ্মে আবতার কৈল।—পৃঃ ১০৩

(৩) আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরালী ল
যুগেঁ যুগে অবতার করী ল—পৃঃ ৩৬১

তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে "ধর্ম্মপূজাবিধানে" আমরা দেখিতে পাই,—

সপ্তম মুরুতে গোশাঞি বলালে গোপি কান্ [=কৃষ্ণ]।
বিপ্রকুলে জন্মিঞা গোয়ালাকুলে নাম॥—পৃঃ ২১৪

কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর একজন অবতার, এ কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থেও আছে। যথা—হরিবংশ

(১.৪২), মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব), মৎস্যপুরাণ (২৫৮.১০) ইত্যাদি। ভাগবতেও দুই জায়গায় এইরূপ কথা পাওয়া যায়,—

(১) রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানঽবদ্ভবং '—১.৩ ২৩.

(২) কৃষ্ণাবতারঃ . ... .. ।—১০.৩৯.

এই কথা বলিয়াও ভাগবত পরে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের উপরে কৃষ্ণের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম" (১.৩.২৮) এই ধারণার মূলে মধ্যযুগের নব-বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনেকটা কাজ করিয়াছিল। এই নবপ্রস্থানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কৃষ্ণ শুধু সকল দেবতার নয়, এমন কি, বিষ্ণুর উপরেও স্থান পাইলেন, সেই জন্য আর আগের মত দশ অবতারের মধ্যে কৃষ্ণের নাম আসা অসম্ভব হইল। গীতগোবিন্দ (১ ৫—১৬) ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তাই অবতারের মধ্য কৃষ্ণের নাম নাই।

এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কথা মানিয়া, কৃষ্ণকে অবতার না ধরিয়া অবতারী করিয়া তুলিয়াছেন। • চণ্ডীদাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায় তিনি প্রাচীন গ্রন্থের অনুসারে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মান্য করিয়াছেন। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে দশ অবতারের মধ্যে বলরামও আছেন, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে বলরাম অবতার নহেন।

বয়স

বৈষ্ণবদের কারবার কিশোর কৃষ্ণকে লইয়া, তাই তাঁহারা "বয়ঃ কৈশোরকমে'র গুণ গাহিয়াছেন। এখানে আমরা কৃষ্ণ ও রাধার বয়সের তুলনা করিতে চাই, কারণ, নানা গ্রন্থে এই বয়স নানা ভাবে বলা হইয়াছে।

পুরাণমধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধার নাম পাওয়া যায়, ইহার কৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ে কৃষ্ণকে 'বালঃ' ও 'মায়াবালকবিগ্রহঃ' বলা হইয়াছে; আরও পাওয়া যায় যে, এই বালক কৃষ্ণকে বয়স্কা রাধা কোলে করিয়াছিলেন—তার পর অবশ্য কৃষ্ণ হঠাৎ কিশোর হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাধার বয়স্কা হওয়ার কারণ, তিনি শ্রীদামের শাপের জন্য আগেই পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম লইয়াছিলেন। সুতরাং যখন কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন রাধা বেশ বড়ই ছিলেন।

জয়দেব এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অনুসরণ করিয়া গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে রাধাকে কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে আর কোনই উল্লেখ নাই।

কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে এ সব কিছুই নাই, বরং কৃষ্ণ কিছু বড় হইয়া গোচারণ আরম্ভ করিলে পর রাধার জন্ম হয়।

(১) নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।—পৃঃ ৬

(২) লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে॥ আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।—পৃঃ ৬

ভাগবতে (১০.১৫.১) পাওয়া যায়, কৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়সে অর্থাৎ ছয় বৎসর হইতে গোচারণ করিয়াছিলেন, টীকায় সনাতন গোস্বামীও এ কথা বলিয়াছেন। আবার কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ নিজের বয়সের কথা রাধাকে এইরূপ বলিতেছেন,—বএসেঁ জোষ্ঠ—পৃঃ ৪০। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মত চণ্ডীদাস অলৌকিকতা দেখাইতে যাইয়া অস্বাভাবিকতা আনিয়া ফেলেন নাই।

শরীরের বর্ণ

কৃষ্ণের শরীরের বর্ণ নানা গ্রন্থে কোথাও 'কৃষ্ণ', কোথাও 'শ্যাম' এবং কোথাও 'নীল' শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। নীলবর্ণ বুঝাইতে ভাগবতে (১০.২৩.১৬ অথবা ২২) শ্যাম শব্দ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের বর্ণের দিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত গ্রন্থে (১০ ২৬.১৬) "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" অতি পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। তুলনা করিতে যাইয়া পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে দুই জায়গায় কৃষ্ণকে 'ইন্দীবরদলশ্যামঃ' (২৩৫ ৪৪) ও 'ইন্দ্রনীলমণিশ্যামঃ' (২৩৯।১১) রূপে পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে 'শ্যামসরোজ' (১১.১১.) ও "নীলনলিনম্" (১১.২৬), অথবা একেবারে 'নীলকলেবর'ই আছে।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা পাই 'কাল' (পৃঃ ৩৮, ৮০, ২৯৫ ইত্যাদি), এবং 'নীল' (পৃঃ ৩০২)। চণ্ডীদাসের নামায় প্রাচীন পদাবলীতে কৃষ্ণের তুলনা দিতে অতসী ফুলের নাম পাওয়া যায়। অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনায়র।—চণ্ডীদাস (নীলরতন) পৃঃ ৩১৬। প্রাচীন কালে অতসী ফুল যে নীলবর্ণের হইত, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতেই জানা যায়,—

(১) নীল অতসীর ফুল তাহে ছিল।—চণ্ডীদাস (নীলরতন) পৃঃ ৫২।

(২) অতসীর ফুল তুলি মনোহর
যতন করিয়া পরি।—ঐ পৃঃ ২৫০

প্রাচীন ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যাতেও অতসীকে পরিষ্কার ভাবে 'নীলপুষ্প' বলা হইয়াছে। তার পর, নানা গ্রন্থেও অতসী ফুলের নীলবর্ণের কথা আছে—

(১) অতসীকুসুমশ্যামঃ।—বৃহৎসংহিতা – ৫৮.৩২.

(২) অতসীপুষ্পসঙ্কাশং – পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৭৩.২.২:২,৩৬; বৃহন্নারদীয়পুরাণ ১৫।৬৮, ৩৬।৪০, এমন কি, ধর্ম্মপূজাবিধানেও আছে – অতসীপুষ্পসঙ্কাশং। – পৃঃ ৫৪।

এই নীলবর্ণ অতসী পরবর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যে পীতবর্ণরূপে গণ্য হইয়াছে। এখন আমরা যে অতসীর কথা জানি, তাহা পীতবর্ণ। রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন, তিন শত বৎসর হইতে অতসীর সাহিত্যিক বর্ণ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তিনি কবিকঙ্কণচণ্ডীর নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে দেখাইয়াছেন, অতসী তখন পীতবর্ণরূপে গণ্য হইয়াছে— অতসীকুসুম বর্ণ।— কবিকঙ্কণচণ্ডী (বঙ্গবাসী সং) পৃঃ ৫৮।

আমার মনে হয়, অতসী নীল ও পীত, দুই রকমেরই ছিল। পূর্ব্বে সুধু নীল অতসীর কথাই বেশী ব্যবহৃত হইত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা 'বন সোনাকড়ী' পাই (পৃঃ ২০৭), ইহার অর্থ বন্য অতসী। ইহার নাম হইতে মনে হয়, ইহা পীতবর্ণের ছিল। ইহা বন্য বলিয়াই হয় ত পূর্ব্বে বেশী আদৃত হইত না। তারপর কৃত্তিবাসে পাওয়া যায়,—

অতসী অপরাজিতা যাতে দুর্গা হরষিতা।—রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড। এখানে অতসী নীলও হইতে পারে, পীতও হইতে পারে।

চণ্ডীদাসের পর আর কোনও কবি কৃষ্ণকে অতসী ফুলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন কি না, আমি জানি না। যদি না করিয়া থাকেন, তবে ইহা চণ্ডীদাসের প্রাচীনতার একটি পরিচয় মনে করা যাইতে পারে।

ভঙ্গি

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, বিষ্ণুর মূর্ত্তি সমপদস্থানক ভঙ্গিতে অর্থাৎ সোজাসুজি দাঁড়ান, অথবা গরুড়ের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় থাকে। বিষ্ণুর অবতারদেরও কোন বিশিষ্ট ভঙ্গির উল্লেখ নাই। কৃষ্ণের নানা রকমের লীলার মধ্যে বংশীবাদনকে একটু বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাই অন্যান্য লীলার কোন ভঙ্গির উল্লেখ না থাকিলেও বংশীবাদনের বেলায় ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমার আমদানি করা হইয়াছে। ভাগবতে ও গীতগোবিন্দে বংশীবাদনের সময়ে চক্ষু ও ঠোঁটের অবস্থার কথা পাওয়া যায়, কিন্তু শরীরের কোন ভঙ্গির উল্লেখ নাই। চণ্ডীদাস এ ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে ত্রিভঙ্গের কথা পাওয়া যায় না।

পরবর্ত্তী পদাবলীকারদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পার্থক্য এখানেও দেখা যায়। তাঁহাদের ত ত্রিভঙ্গ ছাড়া কথাই নাই। এমন কি, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতেও ত্রিভঙ্গ পাওয়া যায়,—

ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাঁশী সনে কথা কও....—(নীলরতন সং—পৃঃ ২০৮)। ধর্ম্মপূজা-বিধানেও এই ত্রিভঙ্গের উল্লেখ আছে,—

মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং ধ্যায়েজ্জগন্মোহনম্।—(পৃঃ ৫৬)

কৃষ্ণের এই ত্রিভঙ্গ, যাহা আমরা প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাই না, কোথা হইতে আসিল, এ বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। আমার আপাততঃ মনে হয়, ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর তান্ত্রিকতার প্রভাব হইতে হইয়াছে।

হাত

বিষ্ণুর নিজ কাজ উদ্ধারের জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণের কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কাজ ত প্রায় বাঁশী বাজানোতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই তাঁহার দুইখানা

হাতের চেয়ে বেশী দরকার হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রাচীন কালে যখন কৃষ্ণের হাতে আয়ুধ দিতে বৈষ্ণবদের কোন দ্বিধা হইত না, তখন তাঁহার চারিখানা হাতের কথাই পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণের এই শ্লোকটি আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা বড় সহজ নয়,—

কৃষ্ণাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্যতে।
যথেচ্ছয়া শঙ্খচক্রে চোপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥—২৫৮.১০.

অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণেও এই কথার অনুমোদন আছে।

ভাগবত নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃষ্ণের অবতারের উপযুক্ততাকে খর্ব্ব করিয়াছে। তাই প্রথম চারি হাত স্বীকার করিয়া লইয়া লীলাপুষ্টির জন্য শুধু দুই হাত বজায় রাখা হইয়াছে। ভাগবতে আছে (১০.৩), বিষ্ণু যখন কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার চারি হাত ও উহাতে চারিটি আয়ুধ ছিল, কিন্তু দেবকীর অনুরোধে কৃষ্ণ-অবতারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলিয়া দুই হাত ও অস্ত্রগুলি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের চারিটি আয়ুধের কথাও যেমন আছে, তাঁহার বাঁশী ও লগুড়ের কথাও তেমনি আছে, অথচ হাতের সংখ্যা দেওয়া নাই। আমার মনে হয়, চণ্ডীদাস এ বিষয়ে প্রাচীন পুরাণ ও ভাগবত, দুইয়েরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া পরিষ্কার কিছু বলেন নাই।

আয়ুধ

বিষ্ণু ভূভার হরণের জন্য অর্থাৎ দৈত্য-দানব বধের জন্য অবতীর্ণ হন বলিয়া তাঁহাকে আয়ুধ গ্রহণ করিতে হয়। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন অনুসারে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, তাই অন্যান্য অবতারের ন্যায় কৃষ্ণকেও আয়ুধ বহন করিতে দেখা যায়। কৃষ্ণের সম্পর্কে আমরা বাঁশীর কথাই মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, সুতরাং চণ্ডীদাসের এই আয়ুধ-আয়োজন দেখিয়া আমরা অনেকেই হয় ত হতাশ হইব। যাহা হউক, তিনি বহু জায়গায় চারিটি আয়ুধেরই নাম করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলায় আয়ুধ ব্যবহারের স্থান নাই বলিয়া এগুলি খাপছাড়া হইয়াছে।

(১) যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।
সেহি শঙ্খচক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥—পৃঃ ৪

(২) শঙ্খচক্র আঙ্কে গদা শারঙ্গ ধরী।—পৃঃ ৮৫

(৩) আঙ্কে দেব শারঙ্গধরে।—পৃঃ ২৮৮

এখানে শারঙ্গ শব্দের আলোচনা আবশ্যক। কৃষ্ণের হাতের আর তিনটি জিনিস সামরিক আয়ুধ, সুতরাং শারঙ্গও সেরূপ কিছু হইবে, এ কথা সহজেই মনে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধারণা অনুসারে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম, এক সঙ্গেই মনে আসিয়া পড়ে। সেই জন্য শারঙ্গ অর্থে পদ্ম ধরিয়া লওয়া খুবই স্বাভাবিক। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনেকার্থকোষ এবং বিদ্যাপতির "সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ" কথা হইতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শারঙ্গ অর্থে পদ্ম ধরিয়াছেন। এ ধারণায় ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি সাহায্য করিয়াছে,—

শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্।- ১০.৩২৬

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডেও বিষ্ণুর হাতে 'পঙ্কেরুহ' বা পদ্ম দেখা যায়। আমাদের ধর্ম্মপূজাবিধানেও আছে,—

শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং দধতং. (পৃঃ ৫৪)

চণ্ডীদাস শারঙ্গ শব্দ দ্বারা খুব সম্ভবতঃ পদ্ম মনে না করিয়া যুদ্ধাস্ত্রই মনে করিয়াছেন। ভাগবতেও আমরা পাই, কৃষ্ণের হাতের সব কয়েকটিই আয়ুধ ছিল, পদ্মফুল ছিল না—

চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।—১০.৩৮.

কৃষ্ণের এই শারঙ্গ বা শার্ঙ্গ কিরূপ অস্ত্র, তাহাও জানা গিয়াছে। বৃহৎগৌতমীয় তন্ত্রে অতি পরিষ্কারভাবে শার্ঙ্গধনুর কথা উল্লিখিত আছে,—

দক্ষস্যোর্দ্ধে স্মরেচ্চক্রং গদাঞ্চ তদধঃকরে।
বামস্যোর্দ্ধে শার্ঙ্গধনুঃ শঙ্খঞ্চ তদধঃ স্মরেৎ॥

সুপ্রসিদ্ধ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় যেন প্রচলিত পদ্ম স্থানে শার্ঙ্গ দেখিয়া খুসী হইতে পারেন নাই, তাই লিখিয়াছেন,-"কিন্তু শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজং ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেন শার্ঙ্গস্থানে পদ্মং জ্ঞেয়'। তত্র তু শার্ঙ্গোপদেশাপসনা বিশেষার্থমেব। ভগবতি তু সর্ব্বদা সর্ব্বসমাবেশাৎ নাসম্ভবমিতি।" আমরা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, প্রাচীন কালে বিষ্ণুর হাতে পদ্ম ছিল না। কোন কোন বিষ্ণু-মূর্ত্তিতেও পদ্ম থাকে না, তার বদলে শার্ঙ্গধনু থাকে, তাহাদের মূর্ত্তিতত্ত্বানুযায়ী নাম—ত্রৈলোক্যমোহন, হরিশঙ্কর।* আমার মনে হয়, চণ্ডীদাসও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ধনু অর্থে শারঙ্গ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

বাঁশী

কৃষ্ণের কথা বলিতে গেলেই তাঁহার বাঁশীর কথা আসে। মধ্যযুগের বৈষ্ণবেরা যেমন রাধাকে ঠিক সৃষ্টি করিয়া না থাকিলেও তাঁহার লীলা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, বাঁশীও সেইরূপ তাঁহাদেরই দান। কৃষ্ণলীলার পুষ্টির জন্য বাঁশী খুব আবশ্যক মনে অবরহইয়াছিল, তাই বিষ্ণুতারদের হাতে যুদ্ধোপযোগী আয়ুধ থাকিলেও কৃষ্ণের হাতের আয়ুধগুলিকে সুধু মাত্র দুই একবার উল্লেখ করিয়া তাঁহার লীলার জন্য বাঁশীই প্রাধান্য পাইয়াছে। বাস্তবিক ব্রজব্যাপারে বাঁশী ছাড়া অন্য কিছুর সামঞ্জস্যও ত হয় না।

---

* বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়—পৃঃ ২৩-২৪।

চণ্ডীদাস বাঁশীকে কিরূপভাবে দেখাইয়াছেন, তাহা বুঝিবার আগে বৈষ্ণব-সাহিত্যে বাঁশীর ইতিহাস আলোচনা করা দরকার।

প্রথমেই আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, বিষ্ণুপুরাণে বাঁশীর নামগন্ধই নাই। এমন কি, রাসলীলার সময়েও বাঁশী দরকার হয় নাই।

(১) জগৌ কলপদং শৌরির্নানাতন্ত্রী-কৃত-ব্রতম্।—৫.১৩.১৬

(২) রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণঃ।—৫ ১৩.৫৫

এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ মুখে রাস-উৎসবের উপযোগী পদ গান করিয়াছিলেন, তার সঙ্গে নানা তারের যন্ত্র বাজান হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এই গ্রন্থের 'কলপদং' পদ হইতে নানা কথা আসিয়া পড়িয়াছে।

ভাগবতেই প্রথম বেণুর কথা পাওয়া যায়। ইহা বাঁশীর প্রকার-ভেদ, তাহা পরে দেখা যাইবে। ভাগবতের কথাগুলি এইরূপ,—

(১) চকূজ বেণুম।——১০.২১.২

(২) কলবেণুগীতম্।——১০ ২১.১৪

(৩) জগৌ কলম্।————১০.২৯ ৩

এই বেণু কি, বুঝাইতে যাইয়া ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থে এইরূপ বলিয়াছেন,—

বংশ্যা অপি বৈশিষ্ট্যমস্তি। যথোক্তং।—

অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকং।
ততোঽঙ্গুলান্তরে যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলং॥
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা।
নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥
দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ।
মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ॥
ভবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেৎ তত আকর্ষণী মতা।
আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি॥
গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা।
ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা॥ ইতি

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, বাঁশী তিন প্রকারের হইত—মণি, স্বর্ণ ও বেণু দ্বারা নির্ম্মিত। ভাগবতে কিন্তু বেণুই বলা হইয়াছে।

তারপর বাঁশীর গানের কথা। ভাগবতে 'কলবেণুগীতম্' আছে, এবং তাহাকে 'গীতম্ অনঙ্গবর্দ্ধনম্' এই অবধি মাত্র বলা আছে। তাহা হইতে পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যেরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয়, তাঁহারা সাম্প্র-

দায়িক সিদ্ধান্ত অনুসারেই ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলম শব্দটির ধ্বনির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী উহার এইরূপ শ্লিষ্টার্থ করিয়াছেন,—'অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যং। যতো বামদৃক্‌সম্বন্ধি দন্তং সহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতং।' (বৈষ্ণবতোষিণী)। অর্থাৎ কলম্ বলিতে ক, ল ও ম্ আছে, ইহারা হইতেছে বৈষ্ণবদের কামবীজ বা মহামন্মথমন্ত্র অর্থাৎ ক্লীং ধ্বনির প্রথম তিনটি অক্ষর। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, যদিও ভাগবতকার অনঙ্গবর্দ্ধন গীতের কথা বলিয়াছেন (এবং রাসলীলায় উহা খুবই স্বাভাবিক), তথাপি তিনি গোস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা মানিতে পারিতেন কি না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার উপর যে তান্ত্রিকতার প্রভাব পড়িয়াছিল, ইহা তাহার ফল বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি জয়দেব কৃষ্ণের বাঁশীকে কাব্যের মাধুরী বাড়াইবার কাজে লাগাইয়াছেন।

(১) কলস্বনবংশে।—১. ৪৫

(২) নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।—৫. ৯

এখানে বাঁশীতে রাধার নাম ধরিয়া ডাকিবার ও তাঁহাকে সঙ্কেতস্থানে মিলিত হইবার ইঙ্গিতের কথা পাওয়া যাইতেছে। নায়ক ও অভিসারিকা নায়িকার সঙ্কেতস্থলে মিলিত হইবার বহু রকমের ইঙ্গিত সংস্কৃত-সাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন লীলাকমল দেখান। এই বাঁশীর সঙ্কেতও একটি। এখানে একটি কথা একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলা যাইতে পারে যে, জয়দেব সাধারণতঃ প্রাচীন পুরাণ অপেক্ষা অলঙ্কারশাস্ত্রেরই বেশী অনুগামী হইয়াছেন।

চণ্ডীদাস বাঁশীর কথা কি বলেন, এবার তাহা দেখিবার সময় আসিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি এ বিষয়ে প্রাচীন পুরাণ ও লৌকিক কল্পনার সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুই দিক্ রক্ষা করিতে গিয়া বিভ্রাটও ঘটাইয়াছেন। প্রথম আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণ গোচারণের আদি হইতেই বাঁশী বাজান আরম্ভ করিয়াছিলেন,—

(১) পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে।—পৃঃ ৬.

(২) কদম তলাত　　বসিআঁ কাহ্নাঞি
নাকে মুখে বাঁশী বাএ।—পৃঃ ৮০.

কিন্তু যখন রাধাকে ভুলাইবার জন্য কৃষ্ণ চেষ্টিত হইলেন, তখন আগে অন্যান্য যন্ত্র বাজাইয়া তাহাতে কাজ না হওয়ায় বাঁশীর সৃষ্টি করা হইল, এইরূপ কথা কৃষ্ণকীর্ত্তনের শেষের দিকে পাওয়া যায়,—

(১) খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।—পৃঃ ২৯৩.

(২) আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ।
পতি দিনে নানা ছন্দে বাএ সেই ঠাঁই॥—পৃঃ ২৯৩.

এ কথা মোটামুটি বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে মিলে। কেবল বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য তারযন্ত্রের বদলে খোল করতাল দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই সব যন্ত্রের পর আসিল বাঁশী—সেই জন্য বংশীখণ্ড নামে একটি নূতন পালার উদ্ভব হইল,—

তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের রাণী।
সৃজি কাহ্নাঞি তবে মোহন বাঁশী॥
সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম —পৃঃ ২৯৩

মোহনের কাজের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা মোহন-বাঁশী নামে পরিচিত, ইহাকেই সনাতন গোস্বামী সম্মোহিনী বলিয়াছেন।

কৃষ্ণের এই বাঁশী কিরূপ ছিল, তাহাও কৃষ্ণকীর্ত্তনে দুই রকমের পাওয়া যায়। এক হইতেছে, ইহা মণি ও স্বর্ণের নির্ম্মিত ছিল,—

(১) সুদ্ধ সুবর্ণের মোহোর বাঁশী।—পৃঃ ২৪২.
(২ সুবর্ণের সাম্পী হিরার বান্ধিল বাম।—পৃঃ ২৯৩

আবার পাওয়া যায়, ইহা আড়বাঁশী (পৃঃ ৩০৬ ছিল। আড়বাঁশী বাএ মধুরে।—পৃঃ ৩৩৪*। ধর্ম্মপূজাবিধানে আমরা পাই—কলবেণুবাদনপরং (পৃঃ ৫৩), আড়বাঁশী ত বেণু বা বাঁশেরই হইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে আড়বাঁশীই বেশী প্রচলিত, সুতরাং চণ্ডীদাস বোধ হয়, বাঁশের বাঁশীই এ স্থলে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনি সনাতন গোস্বামীর উল্লিখিত তিন রকমের বাঁশীর কোনটাকেই বাদ না দিয়া সবগুলিকে একত্র মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তারপর, বাঁশীর ধ্বনি সম্বন্ধে চণ্ডীদাস এমন একটী কথা বলিয়াছেন, যাহা বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, গীতগোবিন্দ অথবা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি বলিয়াছেন, কৃষ্ণের বাঁশীতে ওঙ্কার ধ্বনিত হইত ও চারি বেদ গীত হইত।

(১) হৃদিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞি তাহাত ওঁকার।—পৃঃ ২৯৩
(২) ঋগ যজু সাম আথর্ব্ব
চারী বেদ গাওঁ মোঁ বাঁশীর সরে।—পৃঃ ৩২৩

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত একটি পদেও পাওয়া যায়,—

রন্ধ্রে রন্ধ্রে ওরা ধ্বনি ··।—চণ্ডীদাস (নীলরতন সং)—পৃঃ ২০৯.

আমার মনে হয়, ইহা ওঙ্কারধ্বনি, এইরূপ হইবে।

চণ্ডীদাস নানা জায়গা হইতে তাঁহার গীতিনাট্যের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া

* কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের এই অংশের সহিত নীলরতনবাবুর সংগৃহীত অনুরূপ পদের "আর বায় বাঁশী সুমধুরে" তুলনা করিয়া স্পষ্টই ধরা যায় যে, পরবর্ত্তী কথাগুলিই পূর্ব্ববর্ত্তীর বিকৃত রূপ মাত্র।

তাঁহার গ্রন্থে নানা রকমের কথা আসিয়া জুটিয়াছে। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কৃষ্ণই বাঁশীর উদ্ভাবন করেন, আবার এক জায়গায় বলিতেছেন, উহা হরগৌরীর বরে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার সামঞ্জস্য বিধান করা সহজ নহে।

বাঁশী পাইল হরগৌরী বরে।—পৃঃ ৩১৪.

কৃষ্ণের বাঁশীর কথা উঠিলেই বাঙ্গালীর কাছে যমুনা উজান বহার কথা মনে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২১ ও ২৯ অধ্যায়ে পাওয়া যায়, সমস্ত জীব ও জড়জগৎ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি দ্বারা বিচলিত হইত। এমন কি, নদীতেও আবর্ত্ত লক্ষিত হইত,—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।—১০. ২১. ১৫.

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ, গীতগোবিন্দ বা কৃষ্ণকীর্ত্তনে কোথাও এরূপ কথা নাই। অথচ অসম্ভব কিছু বুঝাইতে কৃষ্ণকীর্ত্তনে "যদি গাঙ্গ উজান বহে" (পৃঃ ৫৪) পদ পাওয়া গিয়াছে। এ দিকে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে যমুনা উজান বহার কথা খুবই পাওয়া যায়, এমন কি, চণ্ডীদাসের নামীয় পদেও আছে,—

রাধাশ্যাম বলি বাজয়ে মুরলী
যমুনা উজান ধরে।—(নীলরতন সং—পৃঃ ২১০).

তান্ত্রিক সাধনায় উজান বহার কথা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে বৈষ্ণবদের এই ভাবটী এরূপ মিলে যে, মনে হয়, বৈষ্ণবেরা তান্ত্রিক সাধনার এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদেরও এইরূপ ধারণা জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধ গানে আছে,—কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ—বৌ গা দো. পৃঃ ৫৯।

ফুলধনু

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে কত প্রাচীন বিষয় লুকাইয়া আছে, তাহা বিশেষ মনোযোগ না দিলে চোখেই পড়ে না। পরবর্ত্তী সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না, এমন সব কথা চণ্ডীদাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তার মধ্যে একটী হইতেছে—চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে "মদন মুরুতী" (পৃঃ ৩৫৪) বলিয়াছেন। প্রথম হয় ত এ কথা নিছক কবিত্ব বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনেই কৃষ্ণের হাতে মদনের ফুলধনু ও পাঁচবাণ দেওয়া হইয়াছে।

(১) ঝাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ গুণ॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিন বাণে লঅ রাধার পরাণে॥—পৃঃ ২৬৮.

(২) জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে।—পৃঃ ২৭২.

(৩) সরূপে ফুলের ধনু জুড়িল পাঁচ বাণে।—পৃঃ ২৭৪.

(৪) বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।—পৃঃ ২৮০.

কৃষ্ণকীর্ত্তনের সংস্কৃত শ্লোকেও এই কথা আছে,—

পঞ্চবাণশরৈশ্চক্রে রাধিকামাবণে মতিম্ ॥—পৃঃ ২৬৮.

কৃষ্ণের হাতে আয়ুধের মধ্যে আমরা শার্ঙ্গধনু পাইয়াছি, আর এখন পাইতেছি ফুলধনু। ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও ইহাব পৌরাণিক মূল খুঁজিয়া বাহিব করা গিয়াছে। বিষ্ণুব একটি রূপেব বর্ণনাব সঙ্গে উপবের কথাগুলিও মিলিয়া যায়। অগ্নিপুবাণে এই মূর্ত্তিব বর্ণনাব প্রধান কথাগুলি এই,—(১) সর্ব্বাঙ্গসুন্দবং প্রাপ্তবয়োলাবণ্যযৌবনং, (২) মদাঘূর্ণিত-তাম্রাক্ষমুদারং স্মরবিহ্বলং, (৩) পঞ্চবাণধবং, ও (৪) ধনু বিভ্রতং (৩০৬ অধ্যায়, শ্লোক ১৩-১৭)।

বাহন

বিষ্ণুব নিজেব বাহন গরুড, তাঁহার কোন অবতাবেব যে আবাব বাহন আছে, এ কথা আমাদেব জানা নাই। কৃষ্ণেব প্রচলিত আখ্যানগুলিতে কোন বাহনেব কথা পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস প্রাচীন পুবাণ অনুসারে কৃষ্ণেব হাতে আয়ুধ বজায় বাখিয়াছেন, সুতবাং কাজে না লাগিলেও তিনি গরুড বাহনেব উল্লেখ কবিয়াছেন। কিন্তু কালীয়দমনেব বেলায় বীবত্ব দেখাইতে যাইয়া সুধু বাঁশীব কথা না বলিয়া গরুড ও আয়ুধেব উল্লেখ স্বাভাবিক হইয়াছে মনে হয়।

(১) চড়িলা কালীয়নাগ শীবে।
গরুডবাহন মহাবীরে ॥—পৃঃ ২৩৫

(২) শঙ্খচক্র গদা কবে গরুডবাহন ল
আক্ষে দেব সারঙ্গধবে।—পৃঃ ২৮৮

পববর্ত্তী বৈষ্ণবেবা কৃষ্ণেব আয়ুধ ও বাহনকে বাতিল করিয়া দিলেও গীতগোবিন্দে (১. ১৯) গরুড়াসন কথা আছে। আমাদের ধর্ম্মপূজাবিধানেও কৃষ্ণকে স্পষ্টতঃই 'মহাগরুড় বাহনং' বলা হইয়াছে।

প্রসাধন

চণ্ডীদাস পৌবাণিক সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহাব গ্রন্থের নানা স্থান আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই। কৃষ্ণলীলার অতি প্রাচীন কোন কোন চিহ্ন তাঁহার গ্রন্থে লুকাইয়া আছে। কিন্তু তিনি পণ্ডিত হইয়াও কবি ছিলেন, তাই কাব্যের অনুরোধে তাঁহার শ্রোতাদের মনোরঞ্জনেব জন্য কৃষ্ণকে তাঁহার সময়ের গ্রাম্য যুবকরূপে দেখাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। এ বিষয়ে আর কোন কবি তাঁহার সমকক্ষ আছেন কি না, জানি না। তাঁহার কৃষ্ণের প্রসাধনের দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) কৃষ্ণের "নীল কুঞ্চিত ঘন দীর্ঘ কেশের" কথা শুনিলে অবশ্য খুব আভিজাত্যেরই সূচনা করে। এই কথা মাত্র একবার আছে ও হরিবংশ হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে বার বার তাঁহার ঘোড়াচুলের উল্লেখ আছে (পৃঃ ১০৭,২৬৫.)। এই ঘোড়াচুল এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে খুব চলিত ছিল। একজন সিদ্ধা বা নাথপন্থী যোগীর নাম ছিল ঘোড়াচুলী। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অমরকোষের বাঙ্গালী টীকাকার সর্ব্বানন্দ এই শব্দকে সংস্কৃত করিয়া ঘোটাচুড় রূপ দিয়াছেন, এবং অর্থ করিয়াছেন,—"কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচূড় ইতি খ্যাতে। ক্ষত্রিয়কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্যে।" ঘোড়ার মত বড় চুল রাখা লোকে একটা বাহার মনে করিত। মারামারির সময়ে এই চুল বড় বিপদের কারণ হইত।

কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে।—কৃ কী. পৃঃ ২৬৫. এই লম্বা চুল দিয়া চূড়া বান্ধিবার কথা খুব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চণ্ডীদাস জটা বান্ধিবার কথাও বলিয়াছেন,—

ময়ূর পুছে বান্ধি চূড়া　　　কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধি জটা।—কৃ. কী পৃঃ ৩৪৬

(২) চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে মগর খাড়ু বা মকরমুখী খাড়ু পরাইয়াছেন (পৃঃ ৩০২)। এক সময়ে এইরূপ খাড়ু বাঙ্গলাদেশে খুবই প্রচলিত ছিল।

(৩) মকরখাড়ুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের ঘাঘর উল্লিখিত হইয়াছে। "ঘাঘর মকর পাএ" (পৃঃ ৩৪৬)। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বানন্দের টীকায় এই শব্দটি ঘাঘরীরূপে পাওয়া যায়, এবং তিনি ইহার অর্থ করিয়াছেন,—কিঙ্কিণী। সে কালে পুরুষেরাও যে কিঙ্কিণী পরিত, তাহা বোধ হয়, আর কোথাও পাওয়া যায় না।

(৪) চণ্ডীদাস কৃষ্ণের হাথে বলয়া দিয়াছেন (পৃঃ ৩০২)। সে কালে বালকেরা বলয় পরিত, এখনও পশ্চিম অঞ্চলে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। ধর্ম্মপূজাবিধানেও কৃষ্ণের কথায় কঙ্কণের উল্লেখ আছে,—

কবে কঙ্কণং।—পৃঃ ৫৪.

(৫) কৃষ্ণকে রাখাল বালক সাজাইতে যাইয়া সুধু নাগর করিয়া না রাখিয়া তাঁহার হাতে যথোপযুক্তভাবে লগুড়ের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

হাথেতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।—কৃ, কী, পৃঃ ৩৩৯

মহাযোগ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণকে মহাযোগেশ্বর বলা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণলীলা-সাহিত্যে কোথাও তাঁহাকে যোগিরূপে বড় একটা দেখা যায় না। কারণ, তাঁহার ললিত ও বিদগ্ধ নায়ক-ভাবের সঙ্গে যোগের কোন মিল নাই। শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তির মধ্যে যোগের নির্লিপ্ততা ঘটিবার অবকাশ কোথায়? কিন্তু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে দিয়া যোগধ্যান করাইয়াছেন,—

(১) আহ্মে হরী আহ্মে হর আহ্মে মহাযোগী।—পৃঃ ১৯৮

(২) আহো নিশি যোগ ধেআই।—পৃঃ ৩৫৮

তারপর, কৃষ্ণের যে নিদ্রার কথা পাওয়া যায় (পৃঃ ৩১১), তাহা যোগনিদ্রা কি না, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গলা দেশে যে কোন কোন সময়ে কৃষ্ণকে যোগী মনে করা হইয়াছে, তাহা আমরা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। ধর্ম্মপূজাবিধানে (পৃঃ ৫৪, ৫৫) দুই জায়গায় পরিষ্কারভাবে কৃষ্ণকে বলা হইয়াছে,—(১) যোগনিদ্রাসমাশ্রিত ও (২) ধ্যায়ী। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে কোথাও এ ভাব দেখা যাইবার উপায় নাই।

বিষ্ণুর একটি অসাধারণ মূর্ত্তি আছে, তাহার নাম 'যোগস্বামী'। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের এই রূপের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে (১ম অধ্যায়) পাওয়া যায়,—

পদ্মাসনসমাসীনঃ কিঞ্চিন্মীলিতলোচনঃ।
ঘোণাগ্রে দত্তবৃত্তিশ্চ শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতঃ॥
বামদক্ষিণগৌ হস্তৌ উত্তানাবেকভাগগৌ।
তৎকরদ্বয়পার্শ্বস্থে পঙ্কেরুহমহাগদে॥
ঊর্দ্ধে করদ্বয়ে তস্য পাঞ্চজন্যঃ সুদর্শনঃ।
যোগস্বামী স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যো মোক্ষার্থিযোগিভিঃ॥

দেহের দেব

চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে কয়েক জায়গায় 'দেহের দেব' এইরূপ কথা বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে অনুরূপ ধারণা থাকিলেও ঠিক এইরূপ কথার প্রয়োগ পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কালের উপনিষদেও এই ধরণের কথা পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের ১৮ অংশে আছে,—'স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পুর্ষু পুরিশয়ঃ'। ভারতীয় চিন্তায় এই ধারণার খুবই প্রভাব বাড়িয়াছিল। বাঙ্গলা দেশের সহজিয়াদের হাতে ইহা খুবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীরমেশ বসু

অনুমতি দেবী

যাঁবা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান (Science of Religion) আলোচনা করেছেন, তাঁরাই অল্প বিস্তব জানেন যে, যুগে যুগে মানুষেব জ্ঞান, বিশ্বাস ও কল্পনা-শক্তিব প্রসাবতা বা পবিবর্ত্তনেব সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে দেবতাদিগেবও প্রকৃতি, সত্ত্ব ও গরিমার কেমন তাবতম্য ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন বরুণদেব, ইনি আদিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের দেবতারূপে পূজিত হয়ে, পববর্ত্তী আখ্যানে প্রকাশ পেলেন জল-সমূহেব দেবতারূপে। অথবা অশ্বিদ্বয়, এঁবা দিন ও রাত্রিব প্রতিনিধিস্বরূপ প্রথমে গৃহীত হয়ে, পবে দেববৈদ্যরূপে আদৃত হলেন। এই বকম, অনেক দেব-দেবীবই দেবত্ব বিষয়ে প্রাথমিক কল্পনা সকল যুগে সমান গ্রাহ্য হয়নি। এই তারতম্য যে কেবল হিন্দুব দেবদেবী সম্বন্ধেই আবদ্ধ বা প্রযোজ্য, তা নয়। যাই হোক্, অনুমতি দেবীব ইতিহাস আলোচনা কবতেও যদি প্রকৃতিগত এরূপ পবিবর্ত্তন বা অসামঞ্জস্যেব ধাবা লক্ষিত হয়, তবে বিস্ময়েব কোনও কাবণ থাকৃতে পাবে না। অনুমতিব (অনু+মন্+অধিকবণে ক্তিন্) শব্দগত অর্থ সম্মতি, অনুজ্ঞা, অনুমোদন ইত্যাদি, অর্থাৎ মানসিক একটী বৃত্তি-বিশেষ। দেখা যায়, শ্রদ্ধা, ধাবণা, 'মেধা' প্রভৃতি বৃত্তিতে যে ভাবে দেবীত্ব আবোপ কবা হয়েছে, 'অনুমতি'ব উপবেও তেমনি ভাবেই হয়েছে। সাধাবণ হিসাবে বলা যেতে পারে, মানসিক বৃত্তিব উপব পবিকল্পিত যে সকল দেব-দেবী, তাঁদেব উদ্ভাবনা অপেক্ষাকৃত পববর্ত্তী যুগে হয়েছিল; অন্ততঃ মানবীয় সভ্যতাব একান্ত শৈশবাবস্থায় নয়। কাবণ, আগে মানুষেব বাহিবেব সঙ্গে পবিচয় ঘনিষ্ঠ হবে, স্থূলের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হবে, তবে সে ভিতরেব দিকে দৃষ্টিপাত কববাব যোগ্যতা পাবে, সূক্ষ্মেব ধারণা করতে সক্ষম হবে। ক্রমশঃ মানুষ বহিঃপ্রকৃতির স্থূল ঘটনা বা অবয়ব দেখে, সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়েই হ'ক, অথবা ভয়ে আবিষ্ট হয়েই হ'ক, দেব-দেবীব কল্পনা বা আখ্যান সৃষ্টি করেছিল, তাব পবে ক্রমশঃ অন্তর্জ্জগতেব দিকে দৃষ্টিপাত কববাব মত পরিপুষ্ট জ্ঞান বা শক্তি লাভ কবেছিল। এ স্বীকাব না কবলে মানবেব আত্মপ্রকাশেব যে একটা নিববচ্ছিন্ন ইতিহাস বা ক্রমসূত্র আছে, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই প্রকৃতিব রূপ বা বহস্যেব পবিকল্পনায় সৃষ্ট দেব-দেবী অপেক্ষা, এই মনোবৃত্তি-নিষ্পন্না অনুমতি দেবীকে কিছু আধুনিক সৃষ্টি বলে মেনে নওয়া চলে। কত আধুনিক, তা কেউ বল্‌তে পারে না; পণ্ডিতেবা দেখিয়েছেন, মনেব বৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-বিশেষকে দেবতার স্বরূপ দান করাব প্রথা আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করাব আগেও অভ্যাস করেছিলেন, এ বৈদিক যুগের নিজস্ব কোনও বিশিষ্ট উদ্ভাবনা নয়।

অনুমতিকে দেবীরূপে কল্পনা করে বলা হয়েছে, ইনি দেবতাদেব সম্মতির বা

অনুগ্রহের দেবী। মানেটা যে খুব পরিষ্কার, তা নয়। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, ইনি দেবতাদের প্রসন্নতার সহিত পূজা ও অর্ঘ্য গ্রহণ করার প্রতিবিধান করেন। যাই হোক্, চরিত্রের এই এক বিশেষত্বে এঁকে আগাগোড়া যে দেখতে পাব না, এ আভাস আগেই দেওয়া হয়েছে। ধাতুগত অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে অনুমান হয়, এঁর প্রথম রচনা এরূপ কল্পনা থেকেই হয়েছিল। পরবর্ত্তী কল্পনায় ইনি প্রকাশ পেলেন—চন্দ্রের একটী কলার দেবীরূপে। চন্দ্রের আরও তিনটী কলার দেবী বৈদিক যুগে ন্যূনাধিক প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, যথা—সিনীবালী, কুহূ ও রাকা। অষ্টকাদের ভিতরেও কেউ কেউ যে আর্য্যদের নিকটে কতক পরিমাণে আদৃতা না হয়েছিলেন, তা নয়; কিন্তু সে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে। অনুমতি, সিনীবালী, কুহূ ও রাকা, এঁদের ভিতরে কে কোন্ কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তার সম্বন্ধেও স্থানে স্থানে অল্প স্বল্প বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। রেণীর মতে অনুমতি দুই প্রহর চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমার দেবী এবং সিনীবালী, কুহূ ও রাকা যথাক্রমে চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যা, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দেবী। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা যাঁকে নিয়ে, তাঁর সম্বন্ধে মতান্তরের কথাই আমরা বলব। যজুর্ব্বেদের ৩।৩।১১ শেষ মন্ত্র অনুসারে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এ স্থলে অনুমতিকে পূর্ণিমার দেবী বলেই ভাবা হয়েছে। এমনটী আর কোথাও দেখা যায় না। অবশ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।১১) অনুমতিকে প্রথম পূর্ণিমার এবং রাকাকে দ্বিতীয় পূর্ণিমার দেবী বলে নির্দ্দেশ করেছেন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এখানে বুঝি দুইটী পূর্ণিমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা যে নয়, কীথ সাহেবের ব্যাখ্যা থেকেই তা প্রতিপন্ন হতে পারে। তিনি বলেন, একটীতে সূর্য্যাস্তের সময় সূর্য্য এবং পূর্ণচন্দ্রের একই সময়ে নয়নগোচর, এবং অপরটীতে সূর্য্যাস্তের পর পূর্ণচন্দ্রের দৃষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে মাত্র। যাই হোক্, মতাধিক্যের অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত করতে হয়, অনুমতি চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমার দেবী, 'ন্যূনেন্দুকলাপূর্ণিমা'।

চন্দ্রকলাগণ কেন এত লোকপ্রিয় হলেন, তা জান্‌তে কৌতূহল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করাও সোজা নয়। তবে উপনিষদে চন্দ্র বা সোমের সহিত পিতৃপুরুষগণের একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকার কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, উপনিষদের আগের যুগেও চন্দ্রের সহিত পিতৃপুরুষগণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ অনুভূত হওয়ায়, পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্যের সহিত চন্দ্রেরও একটা সংযোগ ভেবে লওয়া হত। তাই চন্দ্রকলাদেরও সমাদর।

অনুমতি দেবীর প্রথম পরিচয় পাই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে। ১০।৫৯।৬ ঋক্ বলেন, "অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগং। জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরং তমনুমতে মৃলয় নঃ স্বস্তি॥" ওগো অসুনীতি, আমাদের পুনরায় দৃষ্টিপ্রদান কর, পুনরায় আমাদিগকে প্রাণ দান কর এবং ভোগ করতে দাও। আমরা যেন বহুকাল ধরে ঊর্দ্ধগামী সূর্য্যকে দেখতে পাই। ওগো অনুমতি, আমাদিগকে অনুগ্রহ কর, স্বস্তি দাও॥

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৬৭।৩ ঋকেও অনুমতি দেবী ও বৃহস্পতির শরণ লাভ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। যথা—"সোম এবং বরুণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, বৃহস্পতি এবং অনুমতি মঙ্গল কচ্ছেন, হে ইন্দ্র, তোমার প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হয়েছি" ইত্যাদি।

সারা ঋগ্বেদে মাত্র এই দুই স্থান ব্যতীত অনুমতির স্পষ্টোল্লেখ আর কোথাও নাই। কিন্তু এ থেকে বোঝা যায় না, অনুমতিকে কি ভাবে, কোন্‌রূপে প্রার্থনা করা হয়েছে। হতে পারে দেবতাদের অনুগ্রহের দেবীরূপে, হতেও পারে চন্দ্রকলার দেবী মনে করে'। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভিতরে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ঋগ্বেদীয় আর্য্যের গ্রহ উপগ্রহ সম্বন্ধে এত সূক্ষ্ম, সম্যক্ ও গভীর জ্ঞান জন্মেছিল কি না, যার দ্বারা চন্দ্রের কলা-বিভাগ করে তাদের উপর দেবীত্ব আরোপ করতে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল, ৭৪ সূক্ত, ষষ্ঠ ঋকের যে টীকা দিয়েছেন, তাতে করে এ সন্দেহ অমূলক মনে হয়। ৯।৭৪।৬ ঋক্ বলেন,—"সহস্রধারেহব তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সংতু রজসি প্রজাবতীঃ। চতস্রো নাভো নিহিতা অবো দিবো হবির্ভরংত্যমৃতং ঘৃতশ্চুতঃ॥" দ্বিতীয় পংক্তির 'চতস্রো' শব্দ সায়নের মতে অনুমতি, সিনীবালী, কুহূ ও রাকা অর্থাৎ চন্দ্রের এই চারি কলার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া রাকা, সিনীবালীর উল্লেখ ঋগ্বেদ নিজেই করেছেন। এ থেকে অনুমান হয়, অনুমতিকে কেবলমাত্র 'দেবতাদের অনুগ্রহের দেবী'রূপে পরিকল্পনা ঋগ্বেদের অন্ততঃ নবম মণ্ডল রচনার পূর্ব্বেই করা হয়েছিল।

কিন্তু ঋগ্বেদীয় যুগে অনুমতি দেবীর প্রাধান্যটা তেমন কিছু অধিক ছিল না। বরঞ্চ মনে হয়, সে যুগে তিনি একজন সামান্যা বা অপ্রধানা দেবী বলে পরিগণিত হতেন। এ শুধু এঁর সম্বন্ধে নয়, ঋগ্বেদের প্রায় সকল দেবীর পক্ষেই এ কথাটা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। একমাত্র উষাদেবী ব্যতীত ঋগ্বেদে পৃথিবী, সরস্বতী, ভূমি, রাত্রি, পৃশ্নি, সরণ্যূ প্রভৃতি কোনও দেবীরই নিজের একটা গরীয়সী সত্তা বিশেষ করে প্রকটিত হয় নি। মোটামুটি হিসাবে বল্‌তে গেলে, সে যুগে দেবীর চেয়ে দেবের প্রাধান্য বেশী ছিল। আসীরীয়গণ যেরূপ তাঁদের দেবীগণকে স্বীয় পতি-দেবতাদের (husband gods) ছায়ার মত পরিকল্পনা করতেন, ঋগ্বেদীয় যুগ সম্বন্ধে ঠিক অতখানি বলা না চল্‌লেও, দেবীর স্থানকে যে খাটো করে রাখা হয়েছে, এ কথা স্বচ্ছন্দেই স্বীকার করে লওয়া যেতে পারে। এ ভিন্ন মনোবৃত্তি-নিষ্পন্ন দেবতাদের বিষয়ে আরও বিশেষ করে বলা যায় যে, এঁরা খুব কম জায়গায়ই প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বা কল্পিত দেব-দেবীর সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারেন।

যজুর্ব্বেদের ১।৮।৮ যজুঃ অনুমতি, রাকা, সিনীবালী এবং কুহূ, এই চারিটী দেবীর প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনের কথা বলেছেন। এখানেও মনে হয়, এঁদের প্রকৃতি কিছু সন্দেহযুক্ত হয়ে আছে। ৩।৩।১১ যজুঃ অনুমতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা কতকটা এইরূপ,—"আজ যেন অনুমতি দেবতাদের নিকট আমাদের যজ্ঞ অনুমোদন করেন, এবং তিনি ও অর্ঘ্য-বাহী অগ্নি দাতার আনন্দস্বরূপ হন।" তার পরেই অনুমতিকে স্মরণ করে উপাসনা করা হয়েছে,—"ওগো

অনুমতি, তোমার অনুগ্রহ দান কর, আমাদের সম্পদ্ দাও ; প্রেরণা এবং অন্তর্দৃষ্টির জন্য আমাদের প্রণোদিত কর ; আমাদের নিমিত্ত আমাদিগের দিন (আয়ু) বৃদ্ধি কর।" পরবর্ত্তী কালে অনুমতির প্রকৃতির নব বিকাশের বা স্ফুরণের যে পরিচয় পাওয়া যায়, ৩।৩।১১ যজুঃ অনুমতি সম্পর্কে আরও যা বলেছেন, তার থেকেই প্রথম আভাস পাওয়া যায়। বলেছেন,—"তিনি (অনুমতি) যেন অনুগ্রহ করে আমাদিগকে অক্ষয় ধন ও বহু সন্ততি দ্বারা অনুগ্রহ করেন , তাঁর বিরাগে যেন আমরা পতিত না হই ; এই সহজসাধ্যা দেবী যেন আমাদের রক্ষা করেন।" এখানে লক্ষ্য করার প্রধান কথা হচ্ছে, 'বহু সন্ততি দ্বারা অনুগ্রহ করা'। যিনি কেবলমাত্র 'দেবানুগ্রহের দেবী', যাঁর উপরে দেবতাদের সমক্ষে যজ্ঞ অনুমোদন করে দিবার ভারই কেবলমাত্র ন্যস্ত, তাঁর কাছেই আবার প্রজা-লাভের নিমিত্ত উপাসনা করা হয় কেন? বস্তুতঃ এর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু যদি চন্দ্রকলার দেবী ভেবে নেওয়া যায়, তবে অবশ্য কতকটা সঙ্গতি পাওয়া যায়। কল্পনায় একটা জিনিস প্রথম রচনা করা বা খাড়া করে তোলা যত কঠিন, একবার রচিত হলে তাকেই আবার নানা ভাবসম্পদে সাজিয়ে তার উপর নানা বর্ণ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করা ততটা কঠিন নয়। যে ভাবে প্রণোদিত হয়েই হোক্, চন্দ্রকলাকে দেবীত্ব প্রয়োগ করে উপাসনা নিয়ন্ত্রিত হল। কিন্তু চন্দ্রের কিরণে যে সুধা বর্ষিত হয়, যে মাদকতা মানুষের গোপন অন্তরকে চঞ্চল ক'রে তোলে, যে মধু মানবের সারা দেহ মনকে নিভৃতে উদ্ভ্রান্ত করে, তাকে উপেক্ষা করে চল্‌তে অশক্ত হয়ে আর্য্যগণ যদি প্রজনন বা উৎপাদিকা শক্তির একটা সংশ্লিষ্টতা মনে মনে এঁকে নিয়ে অনুমতি দেবীর (এবং অন্যান্য কলাদেবও) প্রতি সন্তান-কামনা ক'রে থাকেন, তবেই এর একটা সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

অথর্ব্ববেদে অনুমতি দেবীর চরিত্রের আরও নানা দিক্ বিকাশ পেয়েছে। অথর্ব্ব-বেদকে অনেক ক্ষেত্রে বৈদিক ক্রমাভিব্যক্তির মূল ধারার কিছু বাইরে বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ, ভাবাত্মকতা বা ভাবের নিগূঢ়তা এর মন্ত্রগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প করে ফুটেছে। পক্ষান্তরে কবি-কল্পনাকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে যত দূর নেওয়া যায়, ইনি তা করবার চেষ্টা করেছেন। যথা,—বৃষ ও বশা (গবী), এঁদের বল্লেন, এঁরা ঈশ্বরের সমতুল। দর্ব্বি (হাতা), দর্ভতৃণ-কবচ, পুরোহিত বা মুনিদের জন্য প্রস্তুত যবাদির মণ্ড, যজ্ঞোৎসর্গীকৃত বৃষ, এ সবের ধ্যান কল্লেন আদ্য-শক্তিগণের অনুরূপ চিন্তা করে। কাল (সময়)কে প্রজাপতি জ্ঞানে এবং সর্ব্বলোকসৃষ্টিকর্ত্তারূপে স্তুতিবাদ সুরু করে দিলেন। আর অনুমতি দেবী সম্বন্ধে প্রচার করলেন,—"অনুমতিঃ সর্ব্বং ইদং বভূব যৎ তিষ্ঠতি চরতি যৎ উ চ বিশ্বং এজতি। তস্যাস্তে দেবী সুমতৌ স্যাম অনুমতে অনু হি মঙসসে নঃ" ॥ (৭।২০।৬)॥ এই যে সর্ব্ববিশ্ব ও চরাচরের সহিত অনুমতি দেবীর একত্ব কল্পনা, এ অথর্ব্ববেদেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। সম্ভবতঃ এরই প্রতিধ্বনি করে শতপথব্রাহ্মণও বলেছেন,— অনুমতিই এই বিশ্ব। (২।৩।৪)॥ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ আর এক দিয়ে বলেছেন,—'যানুমতিঃ সা গায়ত্রী' (৩।৪৭-৪৮)॥

এ ভিন্ন অথর্ব্ববেদ অনুমতি দেবীকে আর কি কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ ক্রিয়ানুষ্ঠানে উপাসনা করেছেন, আমরা তা দেখাচ্ছি। সাধারণভাবে প্রার্থনাও করেছেন। ৭।২০।১-২ অথর্ব্বন্ বলেন,—"ওগো অনুমতি, আজকের দিনে দেবতাদের সাক্ষাতে আমাদের যজ্ঞ অনুমোদন কর। ওগো অনুমতি! আমাদিগকে স্বাস্থ্য ও সুখ প্রদান কর। এই উৎসর্গীকৃত যজ্ঞ গ্রহণ কর।" এবং তার পরেই বলেন,—"ওগো দেবি, আমাদিগকে প্রজা (সন্ততি) দান কর।" সন্তান কামনায় সে যুগের জনক জননীও যে কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করতেন, তার আভাস অথর্ব্ববেদও দিয়েছেন। ৬।১১।৩ অথর্ব্বনে দেখা যায়, পুংসবনক্রিয়াকালে সন্তানেচ্ছু, কন্যার পরিবর্ত্তে পুত্রলাভার্থ প্রজাপতি, অনুমতি ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন। ভাবার্থ এই যে, গর্ভোৎপাদনের দেবীরূপে অনুমতি ও সিনীবালী যে ভ্রূণ গঠন করেছেন, প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে উহা যেন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। গর্ভ-সঞ্চার ও সহজ-প্রসবের আকাঙ্ক্ষায় প্রাচীন ল্যাটীন্ জাতির ভিতরেও লুসিনা-দেবীর (Lucina, Lucna, Luna, the Moon) নিকট প্রার্থনা জানাবার প্রথা ছিল। ১।১৮।২ অথর্ব্বন্ সবিতৃ, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমন্ এবং অনুমতির নিকট যে উপাসনা ক'চ্ছেন, তার উদ্দেশ্য এই যে, কোনও নারীবিশেষের দেহে অসৌভাগ্যকর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, তা বিদূরিত করা এঁদের অনুগ্রহসাক্ষেপ। পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে চায় না, অথচ নারী তারই হৃদয়ে লালসাময় প্রেম উৎপাদন কর্ত্তে ব্যগ্র হয়েছে, নারী তখন দেবতাদের ডেকে বল্লে,—"হে দেবগণ, ওঁর প্রাণে লালসা জাগাও; উনি যেন আমার প্রতি ভালবাসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকেন।" অনুমতিকেও স্মরণ করে বল্লে,—"ওগো অনুমতি, তুমি এতে সম্মতি দাও।" (৬।১৩১।১-২ অথর্ব্বন্)॥ এরূপ মন্ত্রপাঠের সহিত সে কালে নাকি একটা অনুষ্ঠানেরও সংযোগ ছিল। যে পুরুষের প্রেম যাচ্ঞা করা হত, তার আসনে, গৃহে বা শয্যায় অথবা সে যে পথে হাঁটে, সেই পথে প্রথমতঃ কতকগুলি মাষ নিক্ষেপ করা হত। এর গূঢ়ার্থ এই যে, মাষ নাকি কামোদ্রেক করে, এবং সে জন্যই কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বদিনে উপবাস কর্ত্তে হলে মধু, মাংস, সুরা, ক্ষার, মাষ প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ। যাই হোক্, অনুষ্ঠানকালে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের একটী প্রতিমূর্ত্তি গড়ান হত। সেটির মুখ থাকত অনুষ্ঠানকারিণীর দিকে। তার পর কতকগুলি শরাগ্রে আগুন জ্বালিয়ে সেই প্রতিমূর্ত্তির দিকে দিকে স্থাপিত করে তবে মন্ত্রপাঠ করা হত। এ ছাড়া, ৫।৭।৩-৪ অথর্ব্বন্ অনুসারে দেখা যায়, যাজ্ঞিক বা পুরোহিত তাঁর দক্ষিণার পরিমাণ কম্তি না ঘটে, এ জন্য সরস্বতী, অনুমতি ও ভগের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

পুরাকালে কৃষি সম্বন্ধীয় কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হত। গাভীগুলিকে গো-চারণে নিয়ে গিয়ে পুনরায় গোশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করাবার জন্য এবং গোধন যাতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, তার জন্য রীতিমত মন্ত্রপাঠ ও সংস্কারাদি নিষ্পন্ন করা হত। যে সমস্ত দেবদেবীর

নিকট এ জন্ম উপাসনা করা হত, তাঁদের মধ্যে অনুমতি দেবী অন্যতমা। ২।২৬।২ অথর্ব্বন্ বলেন,—"এই গোশালায় গাভীগুলি একত্র আগমন করবে, বৃহস্পতি এদের নৈপুণ্য সহকারে চালনা করবেন; সিনীবালী এদের পুরোভাগকে এখানে পথপ্রদর্শন করবেন; ওগো অনুমতি, এরা আগত হলে তুমি এদের যথাস্থানে ধারণ করে রেখো।" সিনীবালী এবং অনুমতি, উভয়েই যখন চন্দ্রকলা এবং উভয় কলাই যখন ন্যূনাধিক কিরণ দান করেন, তখন এঁদের উদয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ নিবন্ধকার থাকবে, এরূপ কল্পনায় উপরোক্ত প্রার্থনা অস্বাভাবিক নয়। কৃষি সম্বন্ধীয় আরও কয়েকটী অনুষ্ঠান সে কালে যত্ন সহকারে পালন করা হত, তন্মধ্যে হলানুষ্ঠান একটী। হল-যোজনা সাঙ্গ হলে এ অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন করা হত। ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে হলের সম্মুখে, সাধারণতঃ পৃথিবী ও দ্যৌর (আকাশের) উদ্দেশ্যে, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বা অন্য কোনও শুভ দিনে একটী অর্ঘ্য প্রদান করা হত। এ ছাড়া এ উপলক্ষ্যে অন্যান্য উপাস্য দেবতাদের ভিতরে ইন্দ্র, পর্জ্জন্য, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্গণ, উদলাকাশ্যপ, স্বাতিকারী, সীতা, অনুমতি প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুষ্ঠানক্রিয়া সমাপ্ত হলে বৃষগণকে মধু ও ঘৃত আহার করতে দেওয়া হত। এর বিশেষ বিবরণ পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে (২।১৩।১-২) পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদ থেকে আরও একটী তথ্য জানা যায় যে, উৎপাদনের দেবী বলে গাভীরও বন্ধ্যাত্ব দূর করবার অভিপ্রায়ে অনুমতি দেবীর নিকটে প্রার্থনা করা হত।

খাঁটি বৈদিক যুগের পরেও হিন্দুর চোখে অনুমতি দেবীর প্রভাব ও মর্য্যাদা ক্রমশঃ কতখানি পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল, তার নিদর্শন নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হতে কিছু কিছু সংগ্রহ করা যেতে পারে। এমন কি, রাজসূয়, পুরুষমেধ প্রভৃতি সে কালের বড় বড় যাগ-যজ্ঞেও এ দেবীটিকে বাদ দেওয়া হত না। রাজসূয়যজ্ঞারম্ভে দীক্ষার প্রথম দিনে (১লা ফাল্গুন) কতকগুলি আনুক্রমণিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, দ্বিতীয় দিনেই অনুমতি এবং নির্ঋতিকে অর্ঘ্য প্রদান করার ব্যবস্থা ছিল। ২।৩।১-৪ শতপথব্রাহ্মণ বলেন, অভিষেচনীয়-কালে নরপতিকর্ত্তৃক প্রথম দিন পূর্ণাহুতি প্রভৃতি দান করা হত, পরদিন অষ্টকপালে অনুমতি দেবীর যজ্ঞাহারের নিমিত্ত পিণ্ড প্রস্তুত করা হত; কারণ, অনুমতিই এই পৃথিবী; এবং যিনি স্বীয় অভিলষিত ক্রিয়া সম্পন্ন করতে জানেন, তাঁর নিমিত্তই তিনি (অনুমতি) অনুমোদন করেন; এই জন্যই তিনি (নরপতি) তাঁকে (অনুমতিকে) প্রসন্ন করেন, এই ভেবে যে, "আমি যেন অনুমতির দ্বারা অনুমোদিত হয়ে সংস্কৃত হতে পারি।" ১৬।১০।১১ শাঙ্খায়নসূত্র অনুসারে পুরুষমেধ যজ্ঞনির্ব্বাহকালে অনুমতি, পথের মঙ্গলকারিণী দেবী (পথ্যা-স্বস্তি) এবং অদিতির নিকট এক বৎসর ক্রমাগত দৈনন্দিন অর্ঘ্য প্রদত্ত হত। শাঙ্খায়ন-সূত্র (২।১৪।৪) থেকে আরও জানা যায়, বৈশ্বদেব-যজ্ঞ সম্পাদনকালেও সন্ধ্যায় এবং প্রত্যুষে সোম, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরি, বিশ্বদেবগণ, প্রজাপতি, অদিতি, অনুমতি, অগ্নি-স্বিষ্টিকৃৎ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে অর্ঘ্য দান করা হত। পঞ্চ-

মহাযজ্ঞকালেও যে অনুমতি দেবীকে বঞ্চিত করা হত না, ২।৭।২ পারস্কর-গৃহ্যসূত্র হতে তাও জানা যায়। এতদ্ভিন্ন, খাদির-গৃহ্যসূত্র উল্লেখ করেন যে, সোমযজ্ঞের সহিত অগ্নি-বেদীর চতুর্দ্দিকে জলসিঞ্চন করার যে একটী অনুষ্ঠান সম্পাদন করার প্রথা ছিল, সেই সময়েও পশ্চিমমুখী হয়ে অনুমতির সম্মতি ভিক্ষা করা হত (১।২।২৮)।

এমন কি, সে যুগের ছাত্রগণও এ দেবীটির পূজা হতে নিষ্কৃতি লাভ করতেন না। সে কালে এ কালের মত নিত্য পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা ছিল না, মধ্যে মধ্যে সময় ও অবস্থা-ভেদে তাঁদের পাঠ থেকে বিরত থাকতে হত। বৎসরান্তে পাঠারম্ভের নির্দ্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ বর্ষাসমাগমে) ছাত্রদিগকে যে অনুষ্ঠানটী সম্পাদন করতে হত, তার নাম ছিল অধ্যায়োপাকর্ম্ম। এই অধ্যায়োপাকরণকালে তাঁরা হয় সমস্ত ঋগ্বেদ, নয় কতকগুলি অধ্যায়ের গোঁড়ার সূত্রগুলি উচ্চারণ করতেন এবং ঘৃত দুগ্ধ-বিমিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতেন। বলা বাহুল্য, অপরাপর দেবতার সহিত অনুমতি দেবীও স্থান পেতেন। অনুষ্ঠানশেষে পুনরায় তিন দিন পাঠ বিরাম থাকত। অধ্যায়োপাকর্ম্মে অনুমতী দেবীর উদ্দেশ্যে আজ্য-অর্ঘ্য প্রদান করার কথা কেবল পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে (২।১০।৯)• নয়, আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রেও (৪।৩।২৬) উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সকল ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্রিয়ার সহিত অনুমতি দেবীর পূজা সংশ্লিষ্ট ছিল। ৪।৩।২৬ আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র বলেন, শ্রাদ্ধার্ঘ্য প্রদানকালে ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী বাম হাঁটু নত করে প্রতিবার 'স্বাহা' উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নি, কাম, বসুধা এবং অনুমতির উদ্দেশ্যে দক্ষিণাগ্নিতে আজ্য অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। গোভিল-সূত্রে (২।৩।১৭-২০) নবদম্পতি-কর্ত্তৃকও অগ্নি, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ এবং অনুমতিকে অর্ঘ্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে দেখা যায়।

মনুও অনুমতি দেবীর উল্লেখ করেছেন। ৩।৮৪ ও ৮৬ শ্লোকে বলেছেন, ব্রাহ্মণ নিজ নিজ গৃহ্যসূত্রানুসারে বৈশ্বদেবের নিমিত্ত পক্বান্নের একাংশ গৃহাগ্নিতে (নিম্নলিখিত) দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করবেন,—প্রথমতঃ অগ্নি, তার পরে সোম, পরে উভয়কে একত্র, তার পরে বিশ্বেদেবগণ, তার পরে ধন্বন্তরি ইত্যাদি, এবং তারপরে কুহূ, অনুমতি, প্রজাপতি, দ্যৌ, পৃথিবী, অগ্নি-স্বিষ্টকৃৎ। (যথা—কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ। সহ দ্যাবা-পৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেঽন্ততঃ ॥ ৩।৮৬।)

সারা মনুসংহিতায় অনুমতি দেবীর নাম কেবল এই একটী স্থানেই খুঁজে পাওয়া যায়। এর পরে কবে থেকে যে এই দেবীটীর খ্যাতি লঘুতর হতে লাগল, তা কিছুই নির্দ্ধারণ করা যায় না। বিষ্ণুপুরাণ রচনাকালেই এঁর নামের সঙ্গে কতগুলি উপাখ্যান বিজড়িত হতে আরম্ভ করেছিল। বিষ্ণুপুরাণের দশম অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, অঙ্গিরা-পত্নী স্মৃতিদেবী সিনীবালী, কুহূ, রাকা এবং অনুমতিনাম্নী চারি কন্যাকে প্রসব করেছিলেন। ভাগবত-পুরাণ অনুসারে স্বারোচিষ মন্বন্তরে উতথ্য এবং বৃহস্পতি নামধেয় মুনিদ্বয়ও অঙ্গিরসের

পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; অর্থাৎ এঁদেরই ভগ্নী হলেন অনুমতি ইত্যাদি। অথচ কিন্তু বিষ্ণুপুরাণই আবার অষ্টম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুমতি প্রভৃতিকে চন্দ্রের কলা-রূপেই ব্যক্ত করেছেন।

যাই হোক, আজকের হিন্দুসাধারণের নিকট এই দেবীটির নামও অজ্ঞাতপ্রায়। উত্থান ও পতন, সংসারের এই চিরন্তন ধারা থেকে দেবতাদেরও বুঝি নিষ্কৃতি নাই! নইলে এতগুলি বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে, এমন কি, শ্রাদ্ধ এবং বিবাহাদিতেও যিনি হিন্দুর কাছ থেকে সমানে পূজার্ঘ্য দাবী করে আসছিলেন, সেই 'সহজ-সাধ্যা' দেবীও যে কেন যুগপ্রবাহে অনাদৃতা হতে লাগলেন, এ রহস্য ভেদ করা কঠিন।

শ্রীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা*

সম্প্রতি আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় "প্রকৃতি" নামক পত্রিকাতে বাঙ্গালা দেশের সমস্ত মৎস্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই প্রবন্ধগুলি পাঠে একটী বিষয়ে আমি একেন্দ্রবাবুর সহিত একমত হইতে পারিতেছি না এবং সেই বিষয় আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। আমার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলার জন্য গোড়ার কথা সামান্যভাবে বলার প্রয়োজন হইতেছে। জীবজগতের শ্রেণী-বিভাগে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—

Sub-kingdom.

Class.

Sub-class.

Order.

Sub-order.

Super-family.

Family.

Genus.

Species.

এই প্রসঙ্গে বলা কর্ত্তব্য যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই এতগুলি পর্য্যায়ানুসারে শ্রেণীবিভাগ হয় না। ডাঃ ঘোষের মৎস্যশ্রেণীর বর্ণনা-সম্বলিত প্রবন্ধই আমাদের আলোচ্য বিষয়। মৎস্য-শ্রেণী একাধিক শাখা-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং Teleostei তন্মধ্যে অন্যতম। Teleostei দুইটী বর্গে (order) বিভক্ত হইয়াছে এবং Isospondyli, Physostomi বা Malacopterygii তাহাদের অন্যতর। একেন্দ্রবাবু Sub-class ও Order—পরিচায়ক শব্দ দুইটির পরিবর্ত্তে দুইটী বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এই স্থলে মুখ্যতঃ তাঁহার সহিত আমার কোনও মতভেদ নাই। তবে আমি Teleostei শব্দের পরিবর্ত্তে "পূর্ণাস্থিক" শব্দ "অস্থিক" শব্দ অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি; কারণ, Teleostei যে দুইটী শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের একটীর (teleos) অর্থ 'সম্পূর্ণ' ও অপরটীর (osteos) অর্থ 'অস্থি'।

যাহা হউক, এই মতভেদের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

---

* ২১এ চৈত্র ১৩৩৪ তারিখে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

Order বা বর্গের পর একেন্দ্রবাবু যে ভাবে শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আমাদের এ দেশের মৎস্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত মৎস্যের দেশজ নাম আছে। একেন্দ্রবাবু সেই সমস্ত নাম genus বা গণ হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন এবং ইহাই আমার আপত্তির বিষয়। বাঙ্গালা দেশের ইলিশ মৎস্য Clupea genusএর অন্তর্গত। একেন্দ্রবাবু এই "ইলিশ" শব্দ genus অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত কি না, তাহাই আলোচ্য। দেশভেদে জীব ও উদ্ভিদের বিভিন্ন নাম আছে, কিন্তু এই সমস্ত দেশজ শব্দ জীব-তত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, তাহা হইলে বক্তব্য বিষয় প্রণিধান করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ Homo sapiensএর কথা বলা যাইতে পারে, কারণ, মানুষ শব্দের পরিচায়ক নানা সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাষাতে থাকিলেও যে ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিত হউক না কেন, বৈজ্ঞানিকগণ Homo sapiens এর প্রয়োগ করিবেন, অপর কোনও শব্দ প্রয়োগ করিবেন না। সুতরাং গণ হিসাবে Clupea শব্দের পরিবর্ত্তে ইলিশ শব্দের ব্যবহার আপত্তিজনক। একেন্দ্রবাবুর মত অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে গণবোধক (generic) নামের ন্যায় জাতিবোধক (specific) নামেরও প্রতিশব্দ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই প্রথা যদি আমাদের দেশের জীব ও উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্‌গণ গ্রহণ করেন, তবে বাঙ্গালা ভাষাতে কখনও উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সৃষ্টি, এবং বলা বাহুল্য যে, বৈজ্ঞানিকের দরবারে জীব-বিদ্যাপ্রভৃতিবিষয়ক বাঙ্গালা সাহিত্যের কোনও স্থান হইবে না। কিঞ্চিদধিক ২০ বৎসর পূর্ব্বে পরিভাষা-গঠন সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছিলাম এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি [১]

বাঙ্গালা ভাষাতে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি লিখিবার সময় ক্রমশঃ আসিতেছে। সুতরাং কোন্ কোন্ শব্দের পরিভাষার অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্ কোন্ স্থানে অন্য ভাষাতে প্রচলিত শব্দই রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি মূল-সূত্র প্রণয়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের জন্য একাধিক সমিতি কার্য্য করিতেছেন। সমস্ত প্রদেশেই এক প্রথা অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আশা করি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া যথাবিহিত কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি, এফ জেড এস্ মহাশয়ের মন্তব্য,—

আমি আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃঃ ২৪৮—২৫৩, ১৩১৩।

তাঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়েব যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমি Teleosteiএর প্রতিশব্দ দিয়াছি "আস্থিক"। হেমবাবু ঐ শব্দটীর মৌলিক অর্থ ধরিয়া "পূর্ণাস্থিক" নামেব পক্ষপাতী। আমি বলি, যদি ছোট কথায় কাজ হয়, তবে বড় কথার দরকার কি? আব এমন কিছু মানে নাই যে, ঠিক ইংরাজি শব্দটীর অবিকল প্রতিরূপ গ্রহণ করিতেই হইবে। অনেক সময়ে সুবিধামত একটু পরিবর্ত্তন করিলে আরও ভাল দেখায়—শ্রুতিমধুর হয়, অথচ অর্থের কিছু বিপর্য্যয় ঘটে না। হেমবাবু আবও আপত্তি করিতেছেন যে, গণ অর্থাৎ genusএব বাঙ্গালা পরিভাষা হওয়া উচিত নয়। ইহা যে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহাব করা চলিবে না, সে বিষয়ে তাঁহাব সহিত আমাব একমত। তবে আমি মনে কবি যে, অনেক ভাষায় যেমন সাধাবণের পাঠ্য প্রাকৃতিক ইতিহাসে genusএর দেশীয় নাম ব্যবহাব আছে, আমাদেব বাঙ্গালা ভাষায়ও সেইরূপ genusএর নাম গঠিত হওয়া উচিত; সেই জন্যই আমি গণেব প্রতিশব্দ গঠন করিয়াছি। আমাব প্রবন্ধটী বিজ্ঞান-সম্মত হইলেও সাধাবণেব জন্যও লিখিত।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ

ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ

বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা দেশের গ্রাম্য শব্দগুলি সংগ্রহ করিবার একটা চেষ্টা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তবে সকলেই যে, এই সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এমন বলা যায় না। কেহ কেহ আমোদ উপভোগের জন্য—বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে তারিফ লইবার আশায় এরূপ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এরূপ দুই একটী দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। কলিকাতা বাগবাজারে গঙ্গা ও মহারাষ্ট্রখাতের সঙ্গমস্থলে বিদেশী নৌকার কুত আদায়ের আফিসের একজন কর্ম্মচারী পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানের মাঝিদিগের ব্যবহৃত শব্দ লইয়া সুন্দর সুন্দর ছড়া রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার নিজ মুখেই একদিন আমি কতকগুলি ছড়া শুনিয়াছিলাম—তাঁহার নিকট হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। নৌকার আফিসে সুদীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়া যিনি নানাদেশের মাঝিদের ভাষা সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, শুদ্ধ আমোদের জন্য রচিত হইলেও তাঁহার এই ছড়াগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাষাতত্ত্বা-লোচীর নিকট একটা বড় সম্পদ্ হইবে। আর একজনের কথা জানি। তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালা মিশাইয়া বড় সুন্দর সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়া সাধারণের তৃপ্তি জন্মাইতেন। তিনি একবার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ লইয়া সংস্কৃতভাষায় হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'র অনুকরণে একখানি অভিধানের মত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থও সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছি। এইরূপ শব্দসংগ্রহ বাঙ্গালাদেশে আর কেহ কোথায়ও করিয়াছেন কি না, জানি না।

যতগুলি শব্দসংগ্রহ এযাবৎ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ক্ষণজন্মা পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃত সংগ্রহই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। উহা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৮ম বর্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক শব্দসংগ্রহের চেষ্টা সেই প্রথম। তাহার পর হইতে বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বহু শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। পরিষৎ-পত্রিকার যে যে খণ্ডে যে যে জেলার শব্দসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎসংগ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য তাহার একটী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বরিশাল (৯ম খণ্ড), ময়মনসিংহ (১২শ খণ্ড, [টাঙ্গাইল] ১৯শ খণ্ড), রঙ্গপুর (১২শ খণ্ড), মালদহ (১৪শ ও ১৮শ খণ্ড), পাবনা (১৪শ খণ্ড), যশোহর (১৫শ খণ্ড), ঢাকা (১৬শ খণ্ড), নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা (১৬শ খণ্ড ও ১৯শ খণ্ড), বগুড়া (১৯শ খণ্ড), মুরসিদাবাদ [জঙ্গীপুর ২২শ] (ঐ [কাঁদি] ৩৩শ ও ৩৪শ খণ্ড) বীরভূম (৩৪শ খণ্ড)। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বসমেত ১০টী জেলার শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও অধিকাংশ জেলারই শব্দ সংগৃহীত হয় নাই।

---

* ১৩৩৪।২৮এ চৈত্র নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পরিষদের কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিয়াছেন,—যে কয়টী জেলার শব্দ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই সাজাইয়া গুছাইয়া একত্র সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। তাহাতে বাঙ্গালার গ্রাম্য শব্দাভিধানের মূল পত্তন হইবে, সন্দেহ নাই। তবে এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল সাধারণভাবে জেলাগুলির শব্দ সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না—প্রত্যেক মহকুমার—সম্ভবপর হইলে প্রত্যেক পরগণার শব্দ সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহাতে অনেক লোকের, অনেক সময়ের এবং অনেক অর্থের প্রয়োজন হইবে, সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষার Dialectic Dictionary প্রস্তুত করিতে সম্পাদক Professor Wrightকে শুধু শব্দ সংগ্রহ করিবার জন্য এক সহস্র লোকের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। এই বিশাল গ্রন্থের মালমসলা সংগ্রহ করিতে পঁচিশ বৎসরের নিরন্তর পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিন সহস্রের অধিক শব্দসংগ্রহ-গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই স্থাপিত English Dialectic Society ৮০ খণ্ড শব্দসংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

তবে সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান বাঙ্গালা দেশ হইতে কোনও দিন প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হউক আর না হউক, বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার লোকের কর্তব্য, স্ব স্ব জেলার গ্রাম্য শব্দগুলিকে সংগ্রহ করা। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রাম্য শব্দগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং এখন হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া পরিষৎপত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া রাখিলে বাঙ্গালা ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাকারীদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই।

এই উদ্দেশ্যেই আমি ফরিদপুরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কোটালিপাড়ার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। কোটালিপাড়া ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার সীমাস্থলে অবস্থিত। সুতরাং এখানকার চলিত ভাষায় দুই জেলারই শব্দ অল্পবিস্তর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে এই সংগ্রহে যে সকল শব্দ সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা কেবল কোটালিপাড়ায় প্রচলিত—স্থানান্তরে সেগুলি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত। অবশ্য সেরূপ শব্দও যে ইহার মধ্যে নাই, তাহা বলা চলে না। তবে ইহার অনেক শব্দই অন্য অন্য জেলায় একই আকারে—একই অর্থে অথবা একটু ভিন্ন আকারে এবং ভিন্ন অর্থে প্রচলিত আছে। এ কথা ঠিক যে, শব্দগুলি প্রায় সকলই আধুনিক সাহিত্যে অপ্রচলিত। সাহিত্যে অপ্রচলিত অথচ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় চলিত শব্দগুলি বিভিন্ন জেলার সংগ্রহে সংগৃহীত হইলে এক একটী শব্দের ব্যাপকতা বুঝা যাইবে। তাই আমি সে শব্দগুলি ত্যাগ করি নাই।

গত ২।৩ বৎসর যাবৎ আমি এই সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম। যে সকল শব্দ কেবলমাত্র চাষাশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত, সেগুলি এখন পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার বর্ত্তমান সংগ্রহ ভদ্রসম্প্রদায়ের ভাষার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে Sir

George Grierson এর Behar Peasant Life গ্রন্থ অবলম্বিত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করা এখানে সম্ভবপর হয় নাই। তবে উহা হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে চাষাশ্রেণীর শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে তাঁহার গ্রন্থের প্রণালীই অবলম্বন করিব।

এই শব্দ সংগ্রহ করিতে যাইয়া কতকগুলি বিষয়ে আমাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমার মনে হয়, সকল শব্দসংগ্রাহককেই এই জাতীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ভাষাতত্ত্বালোচীদিগের আলোচনার জন্য তাহাদের কতকগুলির আভাস দিতেছি। বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে প্রত্যেক শব্দের (বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের) প্রকৃত উচ্চারণ নির্দ্দেশ করা একরূপ অসম্ভব। পূর্ব্ববঙ্গের অনন্তবার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ ধাতুর পর 'য়া' যোগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে ফরিদপুরের উচ্চারণ প্রকাশিত হয় না। 'দেখ' ধাতু হইতে অনন্তবার্থে অসমাপিকা ক্রিয়ার উচ্চারণ দ্রুত উচ্চারিত 'দেইখ্ থা' এইরূপ। ফলতঃ, বর্ণমালার সাহায্যে ইহা প্রকাশিত করা দুরূহ। তাহা ছাড়া, পূর্ব্ববঙ্গে বর্গের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ একটু নূতন রকমের—সাধারণতঃ তৃতীয় বর্ণের দ্বারা তাহা সূচিত হয়। তাহা ভুল। উহার উচ্চারণ তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের মাঝামাঝি। ফরিদপুরে—শুধু ফরিদপুরে কেন, সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে—চবর্গের উচ্চারণস্থান তালু নহে—দন্তমূল। এই উচ্চারণ নির্দ্দেশ করিবার কোনও নিয়ম বঙ্গীয় বর্ণমালায় করা হয় নাই। হকারের উচ্চারণে উষ্ম বা aspiration অতি অল্প। তবে aspiration একেবারে নাই, ইহাও নহে। সুতরাং অকারের দ্বারা ইহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। তাহার পর, হ্রস্ব দীর্ঘ, ন ণ, শ ষ স, য জ প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টীকে কোথায় প্রয়োগ করা উচিত, তাহা শব্দের পূর্ব্বরূপ না জানিলে ঠিক করিতে পারা যায় না। সুতরাং এরূপ স্থলে বানান বহু শব্দেই সন্দিগ্ধ থাকিয়া যায়, শব্দের পূর্ব্বরূপ আলোচনা করিয়া এই বানান ঠিক করিতে হইবে। প্রচলিত বাঙ্গালা সাহিত্যেও বানানের এইরূপ গোলমাল যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়—ইহার একটা বিধিব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ জাতীয় শব্দসংগ্রহের আর একটী গুরুতর সমস্যা - প্রতিশব্দ ঠিক করা। আমি অনেক স্থলেই কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার সাহায্যে শব্দগুলির অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অনেক প্রচলিত শব্দ উচ্চারণজন্য অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তনের ফলে একটু নূতন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন জেলায় ব্যবহৃত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবর্ত্তন খুব বেশী না হইলে আমি সে সকল শব্দ প্রায়শঃ গ্রহণ করি নাই।

আমার সংগ্রহ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে বলিতে পারি না—নিত্য নূতন শব্দ চোখে পড়ে। তবে যতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রহের সুবিধা হইবে মনে করিয়াই এগুলি প্রকাশ করিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গেব ভাষার বৈশিষ্ট্য

এই প্রসঙ্গে ফবিদপুব অঞ্চলের ভাষাব দুই একটী বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই বিশেষত্বগুলি অনেক স্থলেই শুধু ফবিদপুবেই যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে ; পূর্ব্ববঙ্গেব অন্যান্য স্থানেও উহা দেখিতে পাওয়া যায়।

চবর্গের, বর্গেব চতুর্থ বর্ণেব, হকাবেব এবং অনন্তবার্থ অসমাপিকা ক্রিয়াব উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিও উল্লেখযোগ্য।

(১) পশ্চিমবঙ্গে যেরূপ অনেক স্থলে অনুনাসিকের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ববঙ্গে সেরূপ দেখা যায় না, পক্ষান্তবে অধিকাংশ স্থলে অনুনাসিকেব প্রয়োগ না কবায় পূর্ব্ববঙ্গীযকে পশ্চিমবঙ্গীয়েব নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যথা —'পাঁচ পয়সার বাঁশেব বাঁশী ফুঁ দিলে বাজে'—পশ্চিমবঙ্গ ; 'পাচ পয়সাব বাশেব বাশী ফু দিলে বাজে'—পূর্ব্ববঙ্গ।

(২) সমগ্র স্পর্শবর্ণেব উচ্চাবণেই পূর্ব্ববঙ্গে স্পার্শেব শৈথিল্য অনুভূত হয়—পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু স্পর্শ বেশ দৃঢ।

(৩) পশ্চিমবঙ্গে ভদ্রলোকেব মধ্যে ব্যবহৃত বহু শব্দেব ন স্থানে পূর্ব্ববঙ্গে ভদ্রলোকেব মধ্যে লকাবেব প্রয়োগ হয। আবাব ইতবশ্রেণীর লোকেব মধ্যে নিয়ম ঠিক উল্টা। এইরূপ স্থলে পশ্চিমবঙ্গে ল এবং পূর্ব্ববঙ্গে ন ব্যবহৃত হয়। যথা—নেওয়া (পশ্চিম—ভদ্র), লওয়া (পূর্ব্ব—ভদ্র), নন (পূর্ব্ব—ইতব), লিয়েছে (পশ্চিম—ইতব)। নেবু (পশ্চিম)—লেমু (পূর্ব্ব) ; নুচি (পশ্চিম)—লুচি (পূর্ব্ব), ন্যাঙ্‌টা (পশ্চিম)—ল্যাঙ্‌ঠা (পূর্ব্ব) ; ন্যাড়া (পশ্চিম)—লাড়া (পূর্ব্ব)।

(৪) কর্ম্মকাবক পূর্ব্ববঙ্গে সাধাবণতঃ 'বে' প্রত্যয় দ্বাব' সূচিত হয়। যথা—আমাবে, তোমাবে ইত্যাদি।

(৫) সম্বন্ধ পদেব বহুবচন 'গো' [হিন্দি—কো, পশ্চিমবঙ্গ—ব, দেব, দিগের] এই প্রত্যয় দ্বাবা নির্দ্দিষ্ট হয়। যথা—রামগো, শ্যামগো, তোমাগো, আমাগো ইত্যাদি। দুইটী সম্বন্ধ প্রত্যয়ের একত্র প্রযোগও দেখা যায়। যথা—বামেবগো, শ্যামেবগো, তোমারগো, আমাবগো, মোবগো [সংক্ষেপে মোগো] ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম শব্দেব সম্বন্ধ পদে নিম্ন প্রয়োগগুলি দেখা যায়,—এনাব (ইঁহাব), তেনাব, তান্ (তাঁহাব), ওনাব ও (ওঁর) ইত্যাদি।

ঘর

খাটাল—মেজে।

হাইতনা—দাওয়া।

পাছদুআর—খিড়্‌কির দরজা।

[দ্রঃ—নাচদুয়ার (পশ্চিমবঙ্গ) = রথ্যাদ্বার]

ওটা—উঠিবার মৃত্তিকানির্ম্মিত পাদপীঠ।

ওটাচালা—ঘরের সম্মুখে চালবিশিষ্ট ছোট বেড়াশূন্য বারান্দা।

পোতা—উচ্চ ভিত্তি।

ডোআ—ভিত্তির পার্শ্ব।

রুআ—

বাগা—

ছোন—খড়।

গৃহের প্রকার-ভেদ—

জুইতের ঘর—

আটচালা—

দোচালা—

তেচালা—

চৌচালা—

লাকাবী

মণ্ডপ—চণ্ডীমণ্ডপ।

উগের—ঘরের মধ্যে জিনিষ-পত্র রাখিবার মাচা।

কার—ঘরের চালের নীচে বাঁশের তৈয়ারী জিনিষপত্র রাখার স্থান।

পাটাতন—ঐ তক্তার তৈয়ারী।

আড—কাপড প্রভৃতি রাখিবার জন্য গৃহমধ্যে টানান বাঁশ।

আড়া—গৃহের সহিত চাল দৃঢ় সংলগ্ন করিবার জন্য বাঁধা বাঁশ।

ঠ্যাঙ্গা—খিল।

হিস্‌সা } —তরফ।
খোলট }

গিরটী ঘর—বাসগৃহ।

ছায়লা, ছাবরা—সম্পূর্ণরূপে যে গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই; চালা ঘর।

(ঘরের) আন্ধু—ঝুল।

আসবাবপত্র

ডোল—বড় গভীর ঝাঁকাজাতীয়।

আগৈল—ঝাঁকা।

গোচৈ—ধুচুনি।

চালৈন—চালুনি।

সেইজ [<শয্যা]—বিছানা।

ঘোনা—মশারি।

চকি—তক্তপোষ।

(চকির) খুড়া—পা।

চঙ্কি—ছোট ঘটী।

কাকৈ—চিরুণী।

কোলা—বড় জালা।

মাঠী—কাল রঙের প্রকাণ্ড জালা।

পিছা—ঝাঁটা।

ত্যানা—ন্যাকড়া।

কোলবালিশ—পাশবালিশ।

ঝারী—গাড়ু।

ছালা—থ'লে, বস্তা।

ধূপতি—ধুনুচি।

তাওয়া—আগুন রাখিবার মাটির পাত্র বিশেষ।

পোচ—ঘর নিকাইবার ন্যাকরা।

আরসী—আয়না।

বস্থানি—পুটুলি।

কৌটকা—আকুশি।

খাবরা, খুলী, চরাটী—সরাজাতীয়।

চডউয়া—ভাত।

ওসার (বি)—ওয়াড়।

ওসার (বিশ)—চওড়া।

ছোরাণী—চাবি।

জোত—কোন কিছু টানাইয়া রাখিবার দড়ি।

খাদা—পাথরের বড় বাটী।

থালী [<স্থালী]—পাত্র।

চুঙা—চোঙ্গা।

ভাণ্ড—বাসন।

গাছা—পিলসুজ।

খোন্তা [< খন্তা*]—সাবল।

পোশাক পরিচ্ছদ

একপাটা—চাদর [দ্রঃ—দোপট্টা বা দোপটা—বিহারী]।

পেরোন—জামা।

জেব—পকেট।

কোছা—কাছা।

গুঠী—কোছা।

আউট—কাপড়ের পাড়।

আঙরাখা বা আঙবাখা—জামা।

পূজার দ্রব্য

তামী—তাম্রকুণ্ড।

খোলা—দেবস্থান [যথা—শীতলাখোলা, নিশাইখোলা]।

রান্নাঘর

ওবসা—রান্নাঘর।

আখা—উনান।

ঝিক—উনানের উচ্চ পার্শ্ব।

পৈথনা—হাঁড়ি রাখিবার মৃত্তিকা-নির্মিত দ্রব্যবিশেষ।

পাটা—শিল।

পুতা—নোড়া।

চলা—কাঠ।

পাতিল—হাঁড়ি।

দোআখী—একসঙ্গে দুই উনান।

হাইন্‌শাল [<* হাঁড়িশালা (?)—হাঁড়্ শিল্—(ময়মনসিংহ)] হেঁশেল।

বাওলি—বেড়ী।

দেরী যাওয়া—এক হাড়ীর ভাতের অর্দ্ধেক সিদ্ধ হওয়া এবং অর্দ্ধেক অসিদ্ধ থাকা।

ছেইমারা—মাছ প্রভৃতি ভাজিয়া রাখা।

খাদ্যদ্রব্য

হুড়ুম—মুড়ি।

পিষ্টক—

চিতৈ—

হাড়ইয়া—

গাটিসার্ডা—

চুষি—

হলুয়া দলুআ—

খুদের জাউ—খুদের তৈয়ারী ফেনা ভাত।

বেনিয়া ভাত—পোড়ো ভাত।

তিতা ঝোল—শুক্তানি।

লবা—চচ্চড়ি।

উক্‌রা—গুড়মিশ্রিত খৈ।

লোআজিমা—ভাত খাইবার উপকরণ।

পানা—সরবৎ [যথা—বেলপানা, মিছরী-পানা, চিনিপানা]।

পুরা—খিলি [যথা—পানের পুরা]।

ইচা—চিংড়ি মাছ।

ভাজাপোরা—খৈ, মুড়ি প্রভৃতি।

মোউলখা—যে খৈ সম্পূর্ণ ফোটে নাই।

সম্বন্ধবোধক শব্দ

বৌয়াসিনি—ছোট ভ্রাতার স্ত্রী [বহুআসিন—নূতন্ বধূ—বিহারী]।

কোদা—খোকা।

পোলা—ছেলে।

কুদী—খুকী।

নসু—খোকা।

ফুফু—খুড়া, কাকা।

ঠাকুরজামাই—ননদপতি।
সৎমা—বিমাতা।
সৎছাওয়াল—সতীনের পুত্র।
ঠাকুরকন্যা—ঠাকুরঝি।
পুতি—কাকা।
খুড়া— ” ।

উৎসবাদি

নিতা—নিমন্ত্রণ।
জোকার—উলুধ্বনি।
মুখচন্দ্রিকা—শুভদৃষ্টি।
দধিমঙ্গল—বিবাহাদির দিন প্রাতঃকালে দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করা।
আবোঙ—বাচ।
উঠানী [উত্থানিকা]—আঁতুড় যে দিন শেষ হয়, সেই দিনের কার্য্যাবলী।
নারিকেল ভাঙ্গা—গায়ে হলুদের অনুরূপ।
প্যাচনা—রঙ; বিবাহাদিতে গায়ে দেওয়া হয়।
বৌপুছা [<বধূপৃচ্ছা ?]—বিবাহের পর প্রথম বধূকে স্বামীর বাড়ীতে অভিনন্দন করিয়া লওয়া।
ঘটবাজী—তুবড়ী।
বয়ানী—মনসার গান।
খেউর—শারদীয়া পূজার সময় প্রতিমার সম্মুখে মুসলমানগণ যে গান করে।

গ্রাম্য দেবদেবী ও ব্রতাদি

মাঘমণ্ডল, যমপুখৈর—বালিকাদিগের ব্রতবিশেষ।
চুঙীর বত্ত—সূর্য্যপূজাত্মক ব্রতবিশেষ।
চাকুরী—সূর্য্যোপাসনার প্রকারভেদ।
ক্ষ্যাত্তরের বত্ত—[ক্ষেত্রনাথ শিব]।
বুড়া ঠাকুর—শিব।
নিশাই, নিশানাথ—দেবতাবিশেষ।
আকুলাই, খাড়াকুলাই, অসময় নারায়ণী—গ্রাম্য স্ত্রী দেবতা-বিশেষ।
হালা—কার্ত্তিক পূজায় ব্যবহৃত এক পাত্রে নানা শস্যের চারা।
ভুল উড়ান—কার্ত্তিকপূজার দিন খড়ের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া বাটীর বাহির করিয়া দেওয়া।

নরদেহ

ঘেটি—মাথা।
গোর—গোঁর।
গুড়মুড়া—গোড়ালি।
কেতুলি—বগল।
ঘিলু—মস্তিষ্ক।
ক্যাতর—পিচুটী।
চোপা—(নিন্দাব্যঞ্জক) মুখ।
(চক্ষের) পিছি—চক্ষের লোম।
থোৎমা—চিবুক।
পাসর—কোঁক।
রগ—শিরা।
নীলদারা—মেরুদণ্ড।
ড্যানা—হাত।
দুধ—স্তন, মাই।
আলাজি—আল্‌জিভ।

রোগাদি

ব্যামো—রোগ।
ডাবা—শিশুদের নিউমোনিয়া।
মাসীপিসী—শিশুদের হাম।
লুন্‌তী—হাম।

ছোদ—চর্ম্মরোগ বিশেষ।

কুনথী কুনী।

চৌখ খবান—চোখ ওঠা।

ধুম জ্বর—খুব বেশী জ্বর।

হেস্‌কি—হেঁচকী।

বিষম—

হাইম—হাঁই।

দন্তরসা—দাঁতের গোড়া ফোলা।

চম্‌টী—খোসা (খোসের)।

বিষ—ব্যথা।

পোবামালঙ্গী—নাবাঙ্গা।

গাছপালা, ফলমূল

ফ্যানা—ছড়া [এক ফ্যানা কলা]।

তালবাগুন—বড় বেগুন।

শোলৈ বাগুন—ছোট বেগুন।

কদু—লাউ, [কাঁঠাল—ঢাকা]।

বুট—ছোলা।

জম্বুরা—পাতিনেবু।

বরই [<বদরী]—কুল।

গুয়া [<গুবাক]—গুপারী।

আচি—নারিকেলের মালা।

মরিচ—লঙ্কা।

পম্ফা - পেঁপে।

পানিতালা—তালশাঁস।

পানিকচু—জলজাত ছোট কচু।

দোমুখি—দোপাটি।

গৈয়া—পেয়ারা।

সন্ধ্যাপ্রকাশ—কৃষ্ণকলি ফুল।

কোষ্ঠা—পাট।

ব্যাতাগ—বেতগাছের শাঁস।

ব্যাতাসি—বেতের খোলা।

বেথৈল—বেতফল।

চালকুমরা—সাঁচি কুমড়া।

আনাজী কলা—কাঁচকলা।

আনাজ—তরকারী।

হ্যালোম্‌চা—হিংচে।

আম্‌সরং—আমের পল্লব।

ডাউগ্‌গা—ডগা।

যজ্ঞডুমৈর—যজ্ঞডুমুর।

বড়া বাশ— }
তল্লাবাশ— } বাঁশের প্রকারভেদ।

(বাশের) করালি—বাঁশের গোড়া হইতে বহির্গত নূতন বাঁশ।

বাইল্‌—গুপারী তাল প্রভৃতির খোলা সমেত পাতা।

চোক্‌লা—খোসা।

বৌল—মুকুল।

হালি—গুচ্ছ [এক হালি মূলা]।

ভুচরা—কাঁঠালের পরিত্যক্ত অংশ।

ছের্‌ফল [<শ্রীফল]—বেল।

জামির—নেবুবিশেষ।

করা—কচি ফল [আমের করা, শসার করা]।

ছোবা—ছোবড়া।

বাকৃতর্‌কারী—ওল।

ক্ষীরৈ—শসাজাতীয় ফলবিশেষ।

চিল্‌থা—কলাপাতার টুক্‌রা।

বৃক্ষের প্রকার-ভেদ—

হিজল—

রয়না—

কাউ—

লতাপাকৈর—

আইষ্ঠালি—

বইয়া—
চৌক্‌খবানি—
বাইব্‌কালি—
ভাইট্‌—
বোগ—মড়া গাছের গোড়া বা কাণ্ড হইতে যে নূতন গাছ বাহির হয়, তাহা।

জীবজন্তু

ত্যালাচোরা—আর্‌সোলা।
উবাস—ছারপোকা।
ওল্লা—ডেয়ো পিঁপ্‌ড়ে।
কোতৈর [<কবুতর]—পায়রা।
বল্লা—বোলতা [দ্রঃ—বল্লাশাক]।
জুনী—জোনাকি।
জাতি সাপ—গোখ্‌রো সাপ।
গুইল—গোসাপ।
উড় চুঙা—উচ্চিংড়ী, রুইচিংড়ী।
ম্যারা—ভেড়া।
পক্‌খী—পাখী।
পাখা [<পক্ষ]—ডানা।
কাউয়া—কাক।
পাতিশিয়াল—
ফৈউচ্‌কা—পক্ষিবিশেষ।
উগানি—পোকাবিশেষ।
চ্যালা—বিছা।
বিছা [<বৃশ্চিক]—শোঁয়াপোকা।
ভাউআ ব্যাঙ—একজাতীয় ব্যাঙ।
আধার—পাখীর খাদ্য।
দাইর্‌আ—বেজীজাতীয়।
বাজকুরাল—বাজ।
ভুতুম—পক্ষিবিশেষ।
শ্যাজা—সজারু।

রমণীসম্প্রদায়ে প্রচলিত শব্দ

গতর—শরীর।
ভাতার—স্বামী।
লগগী [লঘ্বী]—প্রস্রাব *।
ফল দেখা, পুনর্ব্ব দেখা }—প্রথম ঋতুমতী হওয়া।
ফল্‌না—অমুক।
রাঁড়ী—বিধবা।
ঠাকুরকন্যা—ঠাকুরঝি।
হ্যাদে—হ্যাঁরে।
জিভুতপান—ছেলে পিলে।
কুন্নী—কুঁড়ে (স্ত্রীলিঙ্গ)।
(দুধ) আউটান—জ্বাল দেওয়া।
আইরত—এঁড়েয় পাওয়া।

ক্রিয়াবিশেষণাদি

ক্যাম্বায়—কিরূপে।
য্যাম্বায়—যেরূপে।
অ্যাম্বায়—এরূপে।
ত্যাম্বায়—সেরূপে।
আউ—ছি ছি।
আচম্বা, আচক্কা—হঠাৎ [হিন্দী—অচানক]।
হ্যাদে [<হন্দী—প্রাঃ]—হ্যাঁরে।
লগে—সঙ্গে [দ্রঃ—লগে সঙ্গে]।
তমাইত, তমৈ—পর্য্যন্ত [তক—হিন্দী]।
গোরে—নিকটে।
এপিলে—এ রকমে।
সেপিলে—সে রকমে।

---

* পশ্চিমা পণ্ডিতগণ 'লঘ্বী শঙ্কা' (প্রস্রাব) ও 'গুর্ব্বী শঙ্কা' সংস্কৃতে এই দুইটী কথা প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

যেপিলে—যে রকমে।
কোন্ পিলে—কোন্ রকমে।
কৈলে, কৈলাম—কিন্তু [যাব কৈলে, যাব কৈলাম]।
তৈলে—তাহা হইলে।
এ্যানে—’খন [যাব এ্যানে—যাবখ’ন]।
একছের—এক টানে।
ঝট্ কইর্‌আ—চট্ ক’রে।
মোনে—[যাই মোনে, খাই মোনে]—যাচ্ছি, খাচ্ছি]।
গাট্ঠা (জুয়ান)—খুব বড় পালোয়ান।
স্যাত—তত।
(বেলা) উদানে—উদিত হইলে, বেশী হইলে।

অনুকরণ শব্দ

ছন্ ছন্ করা।
চন্ চন্ করা—ঘুরিয়া বেড়ান।
উস্খুস্ করা।
মাক্খা মাকুখি—গোলমাল, ঝগড়া।
বি বি করা—শিব্ শিব্ করা।
ম্যান্ ম্যান্ করা—অস্পষ্ট কথা বলা।
আমতা আম্তা করা।
ফুইটয়া যাওয়া—ভাঙ্গিয়া যাওয়া [হাড়ি ফোট্‌ছে]।
ক্যালো ব্যালো—কিল্ বিল্।

বিবিধ বিশেষ্য

ডিলা—ঢিল।
ঠসক—দেমাক।
ঠার—ইঙ্গিত।
কছম—রকম।
কাঠঘোরা—হাঁড়িকাঠ।
আথৈট—আবদার [আখুটী—কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল]।

খাইট্—দাগ।
মাদ্বরি—গৌরব।
ঠোস—ফোস্কা।
ছাতকুরা—ছাতা।
ঢক—রকম।
হাউস—সখ।
সোর—চীৎকার [সোরগোল=গোলমাল—পশ্চিমবঙ্গ]।
শান—পাথর।
প্যাচাল, প্যানা—বাজে কথা [দ্রঃ—প্যাচাল পেড়া—বাজে কথা বলা]।
সাউগারী—সাধুতা।
রাগ—তীব্রতা (যথা—রৌদ্রের রাগ)।
দক—তীক্ষ্ণতা [যথা—চূণের দক]।
লোকুতা—লৌকিকতা [নৌকতা—পশ্চিমবঙ্গ]।
চরড্—চড়।
রাও—জবাব।
রত্—শক্তি।
দলা—তাল, পিণ্ড [যথা—এক দলা ভাত]।
গোণ—দেরী।
তাম্না—হাঙ্গাম, ঝামেলা।
ডুক—উঁকি।
খরা—রৌদ্র (বর্ষার বিপরীত)।
কেয়াস—আন্দাজ, অনুমান।
ছিন্দাত—কষ্ট।
অলবড্ড—আগোছালো।
দেউলা—দেয়ালা।
থাবাজিলখী—বিদ্যুৎ।
উছাট—হোঁচট।
চার—সাঁকো।
ফ্যাক্না—আবদার।
ধোমেকা—দাবড়ি।

দোমোক—দম।

চাটাম—নিজের গৌরবসূচক অত্যুক্তি।

ডর—ভয়।

শিদ্‌লী—স্যাওলা।

ফাইট—ফুর্‌ত্তি।

দিশা—
পাইল—
কছম— } রকম।

ছিরিক্ক—

জাত্তর—জুত।

হাবি জাবি—বাজে জিনিষ।

চাবা—খোলা।

পাট খরি—প্যাকাটি।

স্যালা—পানা।

বিরুদ—ঝগড়া।

ভাপ—উত্তাপ।

হাই— ঐ।

টান্‌ঠা—ঝঞ্ঝাট।

ডিলা—ঢিল।

কের্‌দাবি—ওস্তাদি।

জায়—তালিকা।

আব খোরাকী—বিনাখোরাকী।

ফর্দ্দ—
ডুমা— } —খণ্ড।

লেইগ—শ্রেণী।

ব্যাস্কম—তফাৎ।

ফারাগ—তফাৎ, দূর।

ভজঘট—গোলমাল।

নাত্ত—শৃঙ্খলা।

রা খরচ—পথখরচ।

পেবি—কাদা।

ব্যাসাতি—পণ্যদ্রব্য।

ব্যাতাসি—বেতের কঞ্চি।

দেওই—মেঘ।

আইবুস—পয।

টুনি—কঞ্চি।

চটা—বাখারি।

কিরা—শপথ।

হদ—গর্ত্ত।

চাইঙ্গা—লতানে গাছের জন্য মাচা।

ঠ্যাকার—ঢঙ্।

আদার—আস্তাবড়।

ছ্যামরা—ছোক্‌ড়া।

শনকথা—রূপকথা।

তবপথ—তটপথ (দ্রঃ—কৃষ্ণকীর্ত্তন)।

গাঙ্—নদী।

দাবা—[< দস্ত < ডাণ্ডা] দণ্ডবৎ নিস্পন্দ।
[যথা—দাবা দিছে]।

আউল—বিশৃঙ্খলতা।

(ধোপার) পুইন—ভাটি।

পাট—ধোপা যাহার উপর কাপড় কাচে।

নিশির—শিশির।

ঠাল—ডাল।

কাইজ্যা—ঝগড়া।

বাস্‌না—স্নেহ, ভালবাসা।

ছোবা—(নারিকেলের) ছোবড়া।

উজাগার—জাগরণ।

উদ্ধার—ধার।

টরি—কুনকে।

সরিক—অংশীদার।

ব্যানা—মাটির প্রতিমা তৈয়ার করার পূর্ব্বে খড়ের তৈয়ারী মূর্ত্তি।

পেছোন্দার [< Passenger]—আরোহী।

চরনদার—নৌকার আরোহী, নৌকারোহিণীর সাথী।
বেতী—ডালা প্রভৃতি বুনাইবার কঞ্চি।
ভর্ত্তব্য—গুণগার।
ছ্যাও—খণ্ড।
ওম্, পোম্—গরম।
পাছার—আছাড়।
চাইন্দ্‌আ—নিরর্থক।
মুখটী—আবরণ [যথা- বোতলের মুখটী]।
সিবড়ি—ছিপি।
ডালাগা—জল টানের সময়।
আখালি—কাঁকর।
কোট—মণ্ডল [court ইং]। [সোনার কোট—লইড্‌আ চইড়্‌আ ভইর্‌আ ওঠ]।
গোণ (জল)—অনুকূল (জল)।
কোল—ধার [যথা—খালের উত্তর কোল]।
গোছোর—গরু বাঁধিবার দড়ি।
বারোই—ছুতার।
সরকালি—তুর্‌পুন্।
হাইতার—নাপিতের যন্ত্রাদি।
নচ্ছার—গালাগালিতে ব্যবহৃত।
(পালার) ফ্যার—পাষাণ।
মাগ্‌না—বিনামূল্যে।
পোয়া পয়সা—সিকি পয়সা।
বেহাইন্, মার্‌কিচ্—Mortgage।
আছারি—হাতল।
ফর, পর [<প্রহর<পহর]—প্রহর [এক ফর বেলা, পরখানেক রাত্তির]।
খেদৈর—জলকাদা।
অনায়—অনিষ্ট।
আনাদিন—অন্য দিন।

কুক্—উচ্চ ক্রন্দন।
ব্যাপারী—ব্যবসাদার।
সাধ্য—শক্তি।
চত্তি (ওজন)- কাঁচি।

মুড়িপ্রভৃতি ভাজা

ভাজিবার সরঞ্জাম—
ঝাঝৈর—
ছাপনা—
বাসৈল—
চালৈন—চালুনি।
পোছা—ঝাড়া।
খোলা—ভাজিবার পাত্র।

পুষ্করিণী

বাপ—পানা।
পুখৈর, পুহৈর—পুকুর।
ব্যার—ডোবা।
জান, জাঙ্গাল—পুষ্করিণী খালের সংযোগস্থান।
কুয়াতী—যাহারা মাটি কাটে।
বিয়াতী—যাহারা মাটি তোলে।
ওরা—মাটি উঠাইবার ডালা।

চাষবাস

(ধান) দাওয়া—কাটা।
কাচি—কাস্তে।
হাল [<সংস্কৃত হল]—লাঙ্গল।
খন্দ—শস্যোৎপত্তি।
খন্দের সময়—harvest time।

নৌকাবিষয়ক

ডবা—নৌকার খোল।
গোলৈ—নৌকার অগ্র ও পশ্চাৎভাগ।
চরাট—গোলৈর ধারের পাটাতন।

খেচী—জলসেচনের পাত্র।

পারা দেওয়া—নৌকা নোঙ্গর করা।

কচি—নৌকা বাঁধিবার সময় যে বংশখণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া উহার সহিত নৌকা বাঁধা হয়।

চালি—নৌকার উপর বসিবার বংশনির্ম্মিত আসন।

বাচারি—ছিপ্‌নৌকা জাতীয়।

ঢেঁকী

ঢেঁকীর বিভিন্ন অংশ—

কাত্‌লা—

আর্‌মোলা—

মোনা—

শুলা—

লোট—

উঁখৈল [< উদূখল—সংস্কৃত]।

পার দেওয়া—পা দিয়া ঢেঁকী চালান।

আলান— }
গুচান— } —ভানিবার সময় ধান প্রভৃতি নাড়িয়া গুছাইয়া দেওয়া।

মাছ ধরা

মাছ ধরিবার সরঞ্জাম—

চ্যাওরা— }
তুয়ৈর— } —বংশনির্ম্মিত।

কোচ—লৌহনির্ম্মিত অগ্রভাগবিশিষ্ট।

কলু—ঐ, লৌহ অগ্রভাগ।

অ্যাওরা—

ঝাকিজাল—

পাতিজাল—

ধর্ম্মজাল—

টাঙ্গী—ফাত্‌না।

খারৈ—খালৈ।

জিয়ানী—জেলে।

বিশেষণ

আটাশ—আশ্চর্য্যান্বিত।

নোয়া—নূতন।

ড্যাব্‌রা—উল্‌টা।

।

ম্যালা—অনেক।

ম্যালা—খোলা, যাত্রা করা।

সাজো—টাট্‌কা।

চিকুন—সরু।

ডাঠো—শক্ত।

ড্যাব্‌রা—উল্‌টা।

খাউর্‌আ—গভীর।

লুঙ্গ—জীর্ণ।

বহুট—প্রকাশ।

বাতি—পাকা।

খাক্‌লা—

শোলৈ—ছোট [যথা—শোলৈ ইন্দুর, শোলৈ বাগুন]।

দোকোর—দ্বিগুণ।

চোআ—পরিষ্কৃত।

ওড়োম্বা—বেহিসাবী, অসাবধান।

পেংঠী—রোগা, হাড়্‌লা।

আনাঠা—অদ্ভুত।

ত্যারা—বাঁকা।

অব্‌ভ্‌র (দণ্ড)—নিরর্থক।

কাঙ্‌ঠী—কৃপণ।

বারাস্‌ইয়া [< বারমাসিয়া ?]—আকালিক।

ধুকুস—মোটা।

বাগুনব্যাচা, তেতৈলব্যাচা মুখ—ক্রুদ্ধাবস্থায় বিকৃত মুখ।

চশমখোর—নিষ্ঠুর।

আদেইখ্‌লা—অতিলোভী।
ট্যাটন—ধূর্ত্ত, শঠ (দ্রঃ—চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন)।
ঠ্যাটা—যে বাজে তর্ক করে।
খোমা—অভিমানী।
ঠেউড্‌ডা—ধূর্ত্ত।
ঘাউর্‌আ—একগুঁয়ে।
দীঘ্‌লা—লম্বা।
ছচী—নোংরা।
উদলা—খোলা।
দুনা—দ্বিগুণ।
ডাঙর [ডাগর—পশ্চিমবঙ্গ]—বড়।
মোনাছির—মনঃপূত।
ম্যান্‌তামুখা—যে মিন্ মিন্ করে।
তবস্থ [< তটস্থ ?]-সন্ত্রস্ত, ব্যস্ত।
উনা—অল্প।
জালি কচি।
ভোন্দা—বোকা।
অনাশৃন্য—অনাছিষ্টি।
আকাঠা (বকা)—খুব বেশী।
কাউল্‌আ—ঠাণ্ডা।
বাইষ্টা—বাসি।
কসা—আঁটা।
আউন্‌খা—নূতন।
বলদ—বোকা।
বাউআ—অনিমন্ত্রিত, লোভী।
বেবাক-সকল।
চুকা—টক।
উর্ব্বান--রোগজন্য বিকারগ্রস্ত।

ক্রিয়া

ফ্যানাইয়া যাওয়া—অতীত হওয়া।
চুকান—চুক্তি করা।
দবান—জমিয়া যাওয়া।
কচ্‌লান—বগ্‌ড়ান।
বিচ্‌রান—খোঁজা [যথা—বিচারিআঁ—
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন]।
থির দেওয়া [< স্থির]—দাঁড়ান।
হাপুর দেওয়া—হামাগুড়ি দেওয়া।
খাউজান—চুল্‌কান।
বোরা—ডুবিয়া যাওয়া।
উগ্‌লান—উপ্‌ড়ান।
ঘোনান—সমীপবর্ত্তী হওয়া।
ররাত দেওয়া—ভার দেওয়া, মর্য্যাদা করা।
ছানা—ঘাঁটা।
চিখ্‌রান—চেঁচান।
খ্যাদান—তাড়ান।
ভ্যাঙান—ভিঙ্‌চী কাটা।
তালাস করা-খোঁজা।
ক্যাথ্‌রান—কাতরভাবে গমন।
ঘোঙ্‌রান—গোঁগোঁ করা।
(টাকা) লাগান—সুদে খাটান।
ল্যাচ্‌কা দেওয়া—পা ভাঙ্গিয়া পড়া।
সাব্‌ড়াইয়া ধরা—সাপটিয়া ধরা (পুরাণ বাঙ্গালা)।
হ্যালান দেওয়া—ঠেস দেওয়া।
হোক্‌রান—খোঁড়া (২৪ পরগণা)। শিশুদিগের স্বাস্থ্যাদির প্রশংসা করা।
পদান—প্রশংসা করা।
বাইল্ দেওয়া—বারবার যাওয়া আসা।
ফিক্‌কা মারা—ছুড়িয়া মারা।
টালান—বিরক্ত করা।
বারান—নূতন জিনিস প্রথম ব্যবহার করা।
ল্যাব্‌রান--ধেবড়ে যাওয়া।
গুলান—টাটান।
কোপা—পোঁতা।

কোপান [যথা—মাটি কোপান]—কাটা।
ত্যানান—সেঁতিয়ে যাওয়া।
মুল্লা-খাওয়া—মুখ থব্ড়ে পড়া।
উভুত হওয়া—উপু হওয়া।
চুবি দেওয়া—উঁকি মাবা।
প্যানা পেটা—বাজে বকা।
বলা—বৃদ্ধি পাওয়া। [মাইআভী বল্‌তী বোশ্বেব]।
পব দেওয়া—পাহাবা দেওয়া।
আল্‌গান—উঁচু কবা।
উগ্‌লান—উপ্‌ডান।
কৌব্‌লান—প্রতিশ্রুতি দেওয়া, চুক্তি কবা।
ব্যাপাব কবা—ব্যবসা কবা, লাভ কবা।
তোলা উঠান—বাজাব হইতে জমিদাবেব প্রাপ্য আদায় কবা।
সদয় কবা—কেনা।
আলান—পচিযা ওঠা।
টোকান—কুড়ান।
গাবান—বর্ষাব শেষে জল পচিয়া যাওয়ায় মাছ ভাসিয়া ওঠা।
খাইট্‌আ—কাষ্ঠখণ্ড।
লড়ান—দৌড়ান।
চ্যাতান—খ্যাপান।
বিচ্‌লান, উগ্‌লান—উপ্‌ড়ান।
আস্তান—আবৃত্তি কবা।
উঝ্‌লান—খোলা।
(মুখ) ভ্যাট্‌কান—(মুখ) বিকৃত কবা।
পাকাইয়া পবা—ঘুবিযা পড়া।
পাতন দেওয়া—গোপনে কাহাবও কথা শোনা।
ত্যাবান—বার বাব-অনুবোধ কবা।
চ্যাওয়ান [ছেদন কবা]—খণ্ড কবা।
পাছড়ান—বলিব পাঁঠা হাড়িকাঠে চাপিয়া ধবা।
তেয়া পাচা কবা—তর্ক কবা, দ্বিধা কবা।

শ্রীচিন্তাহবণ চক্রবর্ত্তী

"ইহা বৃন্দাবনের ঐতিহাসিক তথ্য পূর্ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ ... বৃন্দাবন-কাহিমী আমাদেব দেশ ও জাতিব গৌববময ইতিহাস। গ্রন্থকাব ইহা প্রকাশিত করিয়া আমাদেব জাতিব এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব সমাজেব উপকাব সাধন করিয়াছেন।"—"মানসী ও মর্ম্মবাণী" জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

"তীর্থযাত্রীব ও ভ্রমণকাবীর সাহায্য ও পবিচালকেব কাজে লাগিবার মতন বই।" —"প্রবাসী" আষাঢ ১৩২৭।

"বৃন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গলায় নাই বলিলেই চলে।"--বঙ্গবাসী ৮ই শ্রাবণ ১৩২৭

"The author has patiently and industriously collected the materials for his book, which has become an intellectual feast to us, and it would contribute to the addition to our literature."—The Amrita Bazar Patrika, 8th April, 1920.

"The Author has spared no pains or expenses to make the book thoroughly serviceable to those who are interested in Brindaban—its past history and present position."—The Bengalee, 9th May 1920.

"To pilgrims on their way to holy Brindaban, it is an invaluable vademacum, to the stay-at-home reader an informing and entertaining narrative. The author has a facile pen which makes his book such a pleasant reading."—The Hindoo Patriot, 19th may 1920.

সমালোচনা।

মাথুর কথা ঃ—মথুবা একাধাবে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-স্মৃতি বিমণ্ডিত প্রাচীন নগরী মথুবার ইতিহাস জানিলে ভাবতবর্ষেব বাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্ম-জীবনীব একটা প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের সহিত পবিচয় হয়। বেদে "মথুরা" নামটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও যমুনার ও তাহাব তীববর্ত্তী জনপদেব উল্লেখ আছে। রামায়ণেব ইঙ্গিত স্পষ্টতর, মহাভাবত ও নানাবিধ পুবাণেব মধ্য দিয়া মথুবাব চিত্রটি বেশ উজ্জ্বল বর্ণেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম এই মথুবা-মণ্ডলে প্রাধান্য বিস্তার কবে, পাঠান-মোগলেব অত্যাচাবেও মথুবা বাব বাব প্রপীড়িত হইয়াছে। এই মথুবা নগরে স্থাপত্য-শিল্পেব অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন অপরূপ সৌধবাজি ও দেব-মন্দিব-শ্রেণী একাধিকবার চূড়া উত্তোলন করে এবং প্রতিবাবেই অত্যাচাবীব হস্তে কলুষিত ও বিধ্বস্ত হয়। ভাবতবাসীব গৌববের তিলক ও কলঙ্কেব ছাপ যেমন মথুবাব ভালে অঙ্কিত, অন্যত্র সেরূপ নয়। বাণিজ্যেও ভাবতবাসীবা কতদুব দক্ষতা লাভ কবিয়াছিল, তাহাবও প্রমাণ এই মথুবায় নিহিত আছে, সুতবাং মথুরাব ধাবাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই দুরূহ। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকাব প্রাচীন বয়সে এই প্রয়োজনীয় ও দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ কবিয়া আমাদেব কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বিস্তব পবিশ্রম, গবেষণা ও বিচার কবিয়া তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে আবম্ভ কবিয়া নানা পুবাণ, প্রাচীন বিদেশী পর্য্যটকগণের ভ্রমণ কাহিনী, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসেব মধ্য দিয়া অতি দুর্গম ও জটিল পথ অতিক্রম কবিয়া তিনি এই তীর্থ-পবিক্রমা শেষ কবিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতগণেব গবেষণাব ফলও তিনি আহবণ করিয়াছেন। তিনি নিজে প্রত্নতাত্ত্বিক নহেন, নিজে কোন আবিষ্কাবও কবেন নাই, তবুও তাঁহাব গৌববেব যথেষ্ট কাবণ বিদ্যমান আছে। যে সমস্ত উপাদান নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলি একত্র করিয়া বিচার-নৈপুণ্য সহকারে ঝুটামেকী বাদ দিয়া এই যে অপরূপ মাল্য-রচনা,—ইহাও কম কৃতিত্বেব পবিচায়ক নয়। বঙ্গবাণীর কণ্ঠে এ রত্ন-হাব অকলঙ্ক প্রভায় চিরদিন দোদুল্যমান থাকিবে।

গ্রন্থেব শেষাংশে যে চিত্রাবলী দেওয়া হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়-সমূহ বুঝিবার সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষা বেশ সরল ও স্বচ্ছ।

বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪—পৃ ৪৭০।

এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকাবেব প্রচুর পবিশ্রম, অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও বিন্যাস কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকখানি চিত্র যুক্ত হওয়ায় পুস্তকটির গৌরব বাড়িয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। "প্রবাসী" ফাল্গুন, ১৩৩৩।

গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয়। তাঁহার দুই চারিটি কথার সহিত আমাদের মতভেদ থাকিলেও পুস্তকখানি যে সুলিখিত এবং অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

"ভারতবর্ষ" চৈত্র, ১৩৩৩।

মথুরার আদ্যোপান্ত ইতিহাস ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ক্রোড়পত্রে বহু চিত্রও আছে। মথুরা হিন্দুর বিশেষতঃ বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ। তাহার এরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। আশা করি বাঙ্গালী সমাজে ইহার আদর হইবে।

দৈনিক বসুমতী, ২রা মাঘ ১৩৩৩।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার অমিত অধ্যবসায় সহকারে মথুরার প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মোটের উপর মথুরা সম্বন্ধে বৈদিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও আধুনিক যাবতীয় তথ্যের সমাবেশে গ্রন্থখানি অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মনোরম কাহিনীর অবতারণায় নীরস ঐতিহাসিক বিবৃতি সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থের একটী সুপাঠ্য ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের প্রবন্ধসম্পদ ও প্রতিপাদ্য আরও স্ফুটতর করিয়াছেন, তদুপরি ৬৬খানি চিত্রের সমাবেশে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকের পাঠেচ্ছা স্বতঃই বর্দ্ধিত হয়। আমরা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং পুস্তকখানি যে বঙ্গসাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

সুবর্ণবণিক্ সমাচর, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সাল।

মাথুরকথা নাম শুনিলে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহা নহে, ইহা মথুরার একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস। চৈনিক পরিব্রাজক-গণের লিখিত বিবরণ এবং ইংরাজ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বর্ণিত ইতিহাস ও আবিষ্কৃত নিদর্শন হইতে ইহার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। লেখক সাহিত্যানুসন্ধিৎসাবশে স্থানে স্থানে চিরপ্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে রেখাপাত করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। টিলা বা স্তূপ সমূহ ও দেবভাবে পূজিত প্রস্তর মূর্ত্তি সমূহের প্রাচীন তথ্য আবিষ্কৃত করিয়া বহু চিত্র সংযোজিত করিয়াছেন। শক, কুশান, গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মথুরা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় নিপুণ হস্তে ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, প্রয়োজনীয় এবং সুখপাঠ্য। গ্রন্থকারের সহিত সকল বিষয়ে আমরা এক মত হইতে না পারিলেও তাঁহার অনুসৃত প্রণালী এবং বৃদ্ধ বয়সে যুবজনোচিত উদ্যমশীলতার বিশেষ প্রশংসা করি।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ়, ১৩৩৪।

It is a valuable contribution to Bengali Literature , and although written according to a modest plan is full of scholarly work.

The history of Mathura has been traced from the earliest period and the facts collected from numerous sources and with commendable discretion Not to speak of special books on history, the Vedas, the Epics, the Purans Buddhist and Jain literature (religious and seculer) have all been laid under contribution. All Hindus who wish to study the past history and associations of Mathura, either in response to the promptings of religious sentiment or from purely scholastic motives, will find a regular storehouse of information in this book. The relics and antiquities of the sacred town are dealt with very fully and a very full list of plates accompany the book In this way it also serves as a guide to pilgrims and tourists The History of Buddhist influence on the fortunes of Mathura is a fascinating chapter in the book. We have nothing but praise for the skilful way in which the author has handled his theme and the reverent manner in which he has discussed the numerous controversial topics.

"The Bengalee" 13 February 1927.

"To a Hindu the city of Mathura or Muttra has a great religious significance hallowed by the great Leela of Lord, Krishna. It is still a place of pilgrimage visited by millions of devotees. To a student of history Mathura is an ancient city that played a remarkable part in the annals of our country. It is to be regretted that few of us evince a desire to study the history of such a great and important city.

The writer of the book under review is an energetic member of the Bangiya Sahitya Parishat and is the author of a number of well-known historical Books. It is gratifying to note that though far advanced in years the author has the industry and perseverance enough to attempt an interesting historical treatise for which he had to go through a large number of manuscripts, Sanskrit, Bengali and Hindi books and the accounts left by Chinese, French, German, English and other foreign writers and travellers. The author has dealt with the history of the city in the Vedic age, the age of the Ramayana, and the Mahavarata, the Buddhist age, the age of the Mauryas and the Mahomodan period and has concluded with graphic descriptions of the city at the present day.

We do not say that the work, as it is, is complete in itself. But it is certain that it will prove to be a great help to future historians of

the City. He is in a sense a pioneer in the field There is no doubt that it will be recognised as one of the valuable historical productions in our language."

"The Amrita Bazar Patrika" 24 April 1927

The volume under review is devoted to a study of the old records and ancient relics of Mathura in Bengali The aim of the author is to lay the foundation for a faithful history of that famous city For this he had to study all references about it in our ancient literature, Vedic and Pauranic, as well as the records left by the foreign travellers of their journey. He had also to study the newly discovered relic in which the city abound and verify his study by personal inspections. The historical records of the English archeologists have also not escaped his notice.

Though it is not possible to agree in toto with the author's opinions and deductions yet it must be admitted that the book, as it stands, is the production of great energy and perseverence which is not commonly found here particularly in men of the author's age. The book compiising of over 300 pages deals with Mathura in different periods of Indian history—the Vedic and Puranic period, the Hindu period, the Musalman period and the present age as well. There are a large number of plates illustrating the newly discovered old relics. The treatment is exhaustive and the style elegant, but as the title states it reads more like a narration than a history still it is sure that the materials collected here will be sufficient in the hands of a trained historian to which the author lays no claim to reconstruct the chequered history of that much beloved yet much persecuted city

"Forward" 8th. May, 1927.

গ্রন্থকাব এই পুস্তক দুইখানি আমাদিগকে দিয়াছেন। পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থ আমাদিগেব বঙ্গীয়-সাহিত্য পবিষদেব দুঃস্থ-সাহিত্যিকগণেব সাহায্য ভাণ্ডাবেব তহবিলে জমা হইবে। যাঁহাবা এ পুস্তক ক্রয় করিবেন তাঁহাবা তো ঘবে বসিয়া বৃন্দাবন ও মথুরাব প্রাচীন সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সচিত্র সমস্ত বিববণ জানিতে পাবিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করিবেন। তাহা ছাড়া—যাঁহারা এইরূপ পুস্তক ক্রয় কবিতে পাবেন, এইরূপ ব্যক্তিগণকে যে সহৃদয় মহাশয় এই বিজ্ঞাপনখানি বিলি কবিবেন, তিনিও দারিদ্র্যপীড়িত বাঙ্গালী সাহিত্যিক ভাণ্ডারের পবোক্ষভাবে সহায়তা কবিবেন।

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীরামকমল সিংহ ;**
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌-মন্দির।
২৪৩।১ অপাব সাকুর্লাব রোড, কলিকাতা।

পদক ও পুরস্কার

বর্ত্তমান ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

	পদক	বিষয়
১।	হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক	হেমচন্দ্রের কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব।
২।	হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক	হিন্দু-রাজত্বে বাঢ়।
৩।	তরলাসুন্দরী সুবর্ণপদক	বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কি কাজ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস।
৪।	অক্ষয়কুমার বড়াল সুবর্ণপদক	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য, বিশ্লেষণ ও আলোচনা।
৫।	কালাকৃষ্ণ সুবর্ণপদক	আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের গতি।
৬।	রামগোপাল রৌপ্যপদক	অক্ষয়কুমারের 'কনকাঞ্জলি'র বিশেষত্ব।
৭।	অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে করুণ রস।
৮।	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক	মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনার ধারা।
৯।	আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)	শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

দ্রষ্টব্য ঃ—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। কেবল ৭ম বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য প্রবন্ধ সাধারণে লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি ৩০এ ফাল্গুন (১৪ই মার্চ্চ ১৯২৯) তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

দুঃস্থসাহিত্যিক-ভাণ্ডার

কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা হয়।—

			সাধারণ পক্ষে	সদস্য পক্ষে
(ক)	বৃন্দাবন কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত। মূল্য		২৷৷০	১৸০
(খ)	মেঘদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ		১৲	৸০
(গ)	ঋতুসংহারম্ (মূল, টীকা ও অনুবাদ)	শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১৲	১৲
(ঘ)	পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ)	,, বিধুভূষণ সরকার	।৶০	।৶০
(ঙ)	উত্তর রাঢ়া বিবরণ	,, অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	।০	।০
(চ)	ভারত-ললনা	,, রামপ্রাণ গুপ্ত	।৴০	।৴০
(ছ)	A History of Bengali Literature	শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বি এ		২৲
(জ)	Rabindranath : His Mind and Art and Other Essays	,,		১৲

এই বইগুলিও পরিষদ্ মন্দিরে পাওয়া যায়।

১। ৺যোগেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত **মন্দিরা** পরিষৎকে দান করিয়াছেন। মূল্য ৷৷০

২। পরিষদের সাধারণ ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাঁহার রচিত **ভাষাতত্ত্ব** (১ম ও ২য় খণ্ড) দান করিয়াছেন। মূল্য ১৲

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার প্রকাশিত এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি প্রণীত **গৌড়ের ইতিহাস**, ১ম খণ্ড—হিন্দু রাজত্ব—১৲ এবং ২য় খণ্ড—মুসলমান রাজত্ব ১৷৷০।

পশ্চিম বঙ্গের বোঢ়ু ব্যাস ব্রাহ্মণ

বাঙ্গলার গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের পশ্চিম বঙ্গীয় শাখা মহর্ষি বোঢ়ু-বংশীয় 'ব্যাস বৈদিক' ব্রাহ্মণগণের একটী ইতিহাস ছাপা হইয়াছে। তাহাতে আছে—ব্রহ্মলোক, মহর্ষি বোঢ়ুর জন্ম, ঋগ্‌মন্ত্র ও ১৮শ পুরাণ প্রণেতা মহর্ষি বোঢ়ু, পুরাণ ও উপপুরাণের উৎপত্তির ইতিহাস, কোশলদেশে সত্যযুগে গৌড়দেশ, সত্যযুগে ব্রহ্মলোকভ্রষ্ট বোঢ়ু, বোঢ়ুর ঔর্ব্বমুনি-কন্যা বিবাহ, বোঢ়ুর পুত্র মহাতপা বোঢ়ু, বোঢ়ুর নয় পুত্র ও জামাতৃত্রয়ের বেদব্যাস ও জৈমিনির নিকট বেদপাঠ শান্তনুর নিকটে বোঢ়ুর পৌত্র হংসের মন্ত্রপাঠ, বোঢ়ুবংশধরগণের যুযুৎসু, বিদুরপুত্র ও যদুবংশীয়গণের যাজকতা ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, উত্তর পশ্চিমবঙ্গে (গৌড়) বোঢ়ু ব্রাহ্মণ উপনিবেশ, গৌড় দেশ, গৌড় ও বোঢ়ু ব্রাহ্মণ সম্মিলন, গৌড়ে বেদ-পুরাণ-চর্চ্চা, ব্যাস ও চক্রবর্ত্তী আখ্যা প্রাপ্তি। বহু গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। জাতীয় ইতিহাস পাঠ করুন, দেখিবেন বঙ্গ সাহিত্যের, বাঙ্গলার ইতিহাসের ও প্রত্নতত্ত্বের এক অভিনব দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মূল্য চারি আনা। **প্রাপ্তিস্থান—গৌড় রিসার্চ্চ সোসাইটী, ৫।২।১ নং জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দদত্ত লেন, (খুরুট) হাওড়া।**

রামগিরি *

"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥"

"তীব্র কান্তা-বিরহ-বেদনা। দীর্ঘ বরষ প্রভুর শাপ,
ভ্রষ্ট-মহিমা—হবে যে ভুগিতে স্বকর্ম্মে অবহেলার পাপ,
ছায়া-তরু-ঘন, পুণ্যসলিল—সেবিত জনক তনয়া-স্নান,
সেই রামগিরি আশ্রমে এক যক্ষ করিলা অধিষ্ঠান।"

মেঘদূতে বর্ণিত কালিদাসের মানস পুত্র এই যে স্বকর্ম্মে অনবহিত অভিশপ্ত যক্ষটি দুর্ব্বিষহ কান্তাবিরহ-শোক হৃদয়ে ধরিয়া, সুদীর্ঘ একটী বৎসর জনক তনয়া-স্নাত পুণ্যোদকে সিক্ত স্নিগ্ধ চ্ছায়াতরুসমন্বিত রামগিরিতে বাস করিয়াছিল, সে রামগিরি কোথায়? কোথায় সে রামগিরি—যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের অবস্থানের জন্য কালিদাস তাহার রামগিরি নাম প্রদান করিয়াছেন? আর কোন্ গিরির সলিল জনক তনয়ার স্নানে পুণ্যোদকে পরিণত হইয়াছিল? আর কোথায় বা স্নিগ্ধচ্ছায়া-তরুতলে রামসীতা আপনাদের আশ্রম পাতিয়াছিলেন? কেবল তাহাই নহে, এ কথাটিও মনে রাখিতে হইবে যে, যে তুঙ্গ শৈলটি আলিঙ্গন করিয়া যক্ষের দূত মেঘ বিরাজ করিতেছিল, সেই রামগিরির মেখলা দেববন্দ্য রঘুপতি-পদে অঙ্কিত।

"আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।"

আরও একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, সেখানে সিদ্ধাঙ্গনারাও অবস্থিতি করিয়া থাকে।

"অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ॥"

"অদ্রিশৃঙ্গ উড়ালো নাকি গো পবনে?—হেরিবে সে উদ্যোগে
ঊর্দ্ধমুখী যে সিদ্ধাঙ্গনা মুগ্ধা তাহারা চকিতচোখে।"

আর সেখানকার মেঘের খেলাটিও মনে রাখিতে হইবে। অভিশপ্ত যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে রামগিরির সানুদেশ আলিঙ্গন করিয়া বপ্রক্রীড়ায় † তির্য্যগ দন্তপ্রহারে অবনত গজের ন্যায় মেঘ দেখিয়াই ব্যাকুল হইয়া উঠে।

---

* ১৩৩৫।১৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† বপ্রক্রীড়া—উৎখাত কেলি, মাটি খুঁড়িয়া খেলা।

"আষাঢস্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুম্
বপ্রক্রীডাপরিণত* গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥"

তাহার পর তাহাকে গিরিমল্লিকার অর্ঘ্য দিয়া, অলকায় কান্তার নিকট যাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। সুতরাং রামগিরির মেঘ লইয়াই কালিদাসের মেঘদূতের সৃষ্টি। প্রধানতঃ রামগিরি সম্বন্ধে এই কথা কয়টি মনে রাখিয়া, ইহার অবস্থানের কথাটিও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

এই অবস্থান লইয়াই যত গোলযোগ। কালিদাস মেঘকে যদি সোজা পথে লইয়া যাইতেন ও সেই সোজা পথের পরিচয় দিয়া দিতেন, তাহা হইলে এত গোলযোগ ঘটিত না। আর তাহার রামগিরি নামও গোলযোগ বাধাইয়াছে। যক্ষ প্রথমে মেঘকে তাহার পথের কথা বলিয়া দিয়া, পরে প্রিয়তমার নিকট সংবাদ দিবার কথা বলিয়াছিল। পথের কথা প্রথমে সে বলিল,—

"স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥"
"বেতসস্নিগ্ধ এই স্থান হ'তে উত্তর-নভে উঠো তখন,
দিঙ্নাগেদের পরিহরি পথে স্থূল শুণ্ডের আস্ফালন।"

যক্ষ মেঘকে উত্তর মুখে আকাশে উঠিতে বলিতেছে। তাহার পর বলিতেছে,—

"ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎপশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ॥"
"'তব আয়ত্ত কৃষিফল' ভাবি প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনে তারা
দেখিবে তোমারে জনপদবধূ—ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ যারা।
হলকর্ষণে সদ্য সুরভি মালভূমি পরে আরোহি', আর
পশ্চাতে কিছু আসি, লঘুগতি উত্তরে তুমি যেয়ো আবার॥"

পূর্ব্বে যক্ষ মেঘকে উত্তরমুখে আকাশে উঠিতে বলিয়াছে। তাহার পর বলিতেছে, মালক্ষেত্রে আরোহণ করিয়া কিছু পশ্চাতে যাইয়া, আবার উত্তর মুখে যাইও। পশ্চাতে কোথায় যাইতে হইবে, যক্ষ তাহাও বলিয়া দিতেছে,—

"ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।"

তোমার ধারাসম্পাতে যাহার দাবাগ্নি প্রশমিত হয়, সেই আম্রকূট পর্ব্বত তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। পরে বলিতেছে,—

---

* পরিণতঃ তির্য্যগদন্তপ্রহারঃ, তির্য্যগ্‌দন্তপ্রহারস্তু গজঃ পরিণতো মত ইতি হলায়ুধঃ।

"স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিঃ তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥"

"বিহরে কুঞ্জে বনচরবধূ, সেথা মুহূর্ত্ত রহিয়া গিয়া,
বর্ষণলঘু দ্রুততরগতি পরের পথটি উত্তরিয়া,
উপলবিষম বিন্ধ্যের মূলে পাবে বিশীর্ণা রেবার দেখা,
গজের অঙ্গে রচনাভঙ্গী বিরচিত যেন বিভূতি-রেখা।"

আম্রকূটের বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া, বারিবর্ষণে লঘুগতি হইয়া কতক পথ গেলে, বিন্ধ্যের পাদদেশে বিশীর্ণা রেবা বা নর্ম্মদাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিন্ধ্য ও নর্ম্মদা উভয়েরই দর্শন মিলিবে। সেখান হইতে যক্ষ মেঘকে একেবারে দশার্ণ বা পূর্ব্বমালব প্রদেশে যাইতে বলিতেছে। তাহার সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী বিদিশায় (বর্ত্তমান ভিল্সায়) কিছুকাল থাকিয়া, বেত্রবতী নদীর সহিত প্রেমলীলা করিয়া, বক্রপথে উজ্জয়িনীতে যাইতে উপদেশ দিতেছে। উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিয়া, তাহার পশ্চিমে গম্ভীরা নদী পার হইয়া, উত্তর-পশ্চিম দিকে দেবগিরি গিয়া, চর্ম্মণ্বতী বা চম্বল নদী পার হইতে হইবে। তাহার পর দশপুর বা মান্দাশোর। দশপুর হইতে সোজা উত্তরমুখে ব্রহ্মাবর্ত্ত, পরে কনখল গিয়া হিমালয় পার হইয়া মানস-সরোবর। সেখান হইতে কৈলাসে পঁহুছিয়া অলকায় প্রবেশ করিতে হইবে। এই অলকা কুবেরের রাজধানী, এইখান হইতেই কুবেরের শাপে যক্ষ নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তাহার প্রিয়তমা এই অলকাতেই রহিয়াছে। তাই মেঘকে অলকায় পঁহুছিয়া তাহার নিকট যাইতে হইবে।

আমরা রামগিরি হইতে মেঘ কোন্ পথে অলকায় যাইবে, তাহার উল্লেখ করিলাম। ইহাতে রামগিরির অবস্থান কোথায় হইতে পারে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব। কালিদাসের যক্ষ প্রথমে মেঘকে উত্তরমুখে আকাশে উঠিতে বলিল, তাহার পর তাহাকে কিছু পশ্চাতে যাইয়া আবার উত্তরমুখে যাইতে বলিতেছে।

"কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ।"

এই 'পশ্চাৎ' কথা লইয়াই গোলযোগ বাধিয়াছে। পশ্চাৎ অর্থে পিছন দিক্ ও পশ্চিম দিক্, দুইই হইতে পারে। মল্লিনাথ এখানে 'পশ্চাৎ' অর্থে পিছন দিক্ই ধরিয়া লইয়াছেন। কালিদাস যে পিছন দিকের অর্থে পশ্চাৎ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা দুই এক স্থল হইতে তাহাও দেখাইয়া দিতেছি।

"কুরুষ্ব তাবৎ করভোরু পশ্চান্মার্গে মৃগপ্রেক্ষিণি দৃষ্টিপাতম্"।—রঘু, ১৩।১৮।

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্তুতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"—শকু, ১ম অঙ্ক।

সুতরাং এখানে 'পশ্চাৎ' অর্থে পিছন দিক্ হইতে পারে। যক্ষ মেঘকে রামগিরি হইতে পশ্চাতে আম্রকূট পর্ব্বতে যাইতে বলিতেছে। এই আম্রকূট পর্ব্বত বর্ত্তমান অমরকণ্টক।* সেখান হইতে নর্ম্মদার উৎপত্তি। যক্ষ আম্রকূটের পরই বিন্ধ্য ও নর্ম্মদার দেখা পাইবে বলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে 'পশ্চাৎ'এর পিছন দিক্ অর্থ করিলে, রামগিরির অবস্থান কোথায় হয় এবং পশ্চিমদিক্ অর্থ ধরিলেই বা তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, আমরা তাহাই বলিতেছি। আমরা বলিয়াছি, মল্লিনাথ 'পশ্চাৎ'এর পিছন দিক্ অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। মেঘদূতের ইংরাজী অনুবাদক উইলসন্ সাহেব ইহার পশ্চিম দিক্ অর্থ ই ধরিয়াছেন,—

"Thence sailing north and veering to the west,
On Amracuta's lofty ridges rest ;"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও পশ্চিম দিক্ই ধরিয়া লইয়াছেন। তবে তিনি পিছন দিকের কথাও বলিয়াছেন। যদি পিছন দিক্ অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে আম্রকূট বা অমরকণ্টক হইতে রামগিরির অবস্থান উত্তর দিকেই হয়। কারণ রামগিরিতে মেঘ উত্তর মুখে উঠিয়া পিছন দিকে আসিলে, দক্ষিণ দিকে আসিবে ও অমরকণ্টকে আসিয়া লাগিবে। তাহা হইলে অমরকণ্টক হইতে রামগিরি উত্তর দিকেই হইবে। আর যদি পশ্চাতের পশ্চিম দিক্ অর্থ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অমরকণ্টক হইতে রামগিরি পূর্ব্বদিকে হইবে। এক্ষণে অমরকণ্টকের উত্তর দিকেই বা কোন্ পর্ব্বত আর পূর্ব্বদিকেই বা কোন্ পর্ব্বতকে রামগিরি বলা যাইতে পারে, আমরা এখন তাহাই দেখিব। তবে এ কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, যে পর্ব্বতের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাকেই রামগিরি বলিতে হইবে।

অমরকণ্টক হইতে উত্তর দিকে যে পর্ব্বতের সহিত রামচন্দ্রের বিশেষরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা চিত্রকূট। মল্লিনাথ রামগিরি অর্থে চিত্রকূটই বলিয়াছেন। "রামগিরেঃ চিত্রকূটস্থাশ্রমেষু।" উইলসন সাহেব চিত্রকূটের কথা বলিয়া প্রবাদানুসারে আরও কোন কোন পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন।† শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'পশ্চাৎ'এর পশ্চিম দিক্ অর্থ ধরিয়া অমর-

---

* "The course pointed out to the cloud, and an allusion which follows to the vicinity of the Narmada river, furnish us with reasons for supposing, that the mountain here mentioned is that more commonly designated by the name of Omercuntuc The change of sound is not more violent than it is in a number of evident corruptions from the Sanskrit language, now current in the dialects of India"—Wilson.

† "Ramgiri is a compound term signifying the mountain of Rama, and may be applied to any of those hills in which the hero resided during his exile, or peregrinations. His first and most celebrated residence was the mountain Chitracuta in Bundelcund, now known by the name of Comptah, and still a place of sanctity and pilgrimage. We find that tradition has assigned to another mountain, a part of the

কণ্টকের পূর্ব্বে রামগিরি বসাইয়াছেন। তাঁহার মতে সরগুজা রাজ্যের রামগড় পর্ব্বতই রামগিরি। আরও কেহ কেহ সে কথা বলিয়াছেন।* শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মেঘদূতে বলিতেছেন,—"সকলেই জানে, বৃষ্টি না হলে চাষ হয় না। বৃষ্টি তোমার আয়ত্ত, তাই তুমি উঠিলে যত পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা তোমার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। তাহাদের সে দৃষ্টিতে হাব নাই, ভাব নাই, চাতুর্য্য নাই, বিলাস নাই, বিভ্রম নাই, আছে কেবল প্রাণ কেড়ে-নেওয়া প্রীতি আর চোখ-জুড়ান মধুরিমা। তাহাদের এতই আগ্রহ, এমনি সরলতা, আর হৃদয়ের এতই আবেগ যে, বোধ হয়, যেন তাহারা তোমাকে পানই করিয়া ফেলিবে। এই ভাবে তুমি উঁচু রসা ভূঁয়ের উপর উঠিবে। নীচু জমির উপর হইতে পাহাড় উঠে। খানিক পাহাড় উঠিলে তাহার উপর সময়ে সময়ে সমতল বা প্রায় সমতল ভূমি হয়। উহার নাম মালভূমি।† অনেক মালভূমি আছে বলিয়া ভারতের অনেক প্রদেশের নাম মালব। মালভূমি সূর্য্যের আতপে বড়ই তাপিত হয়, তাই চাষ করিবার পর এক আছড়া জল হইলে একটা খুব সোঁদা গন্ধ বাহির হয়। তুমি সেই গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে সেই মালভূমির উপর দিয়া খানিক পশ্চিম দিকে যাও, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইও।

এইখানে কালিদাস একটু চাতুরী খেলিলেন। মেঘকে খানিকটা পশ্চিম মুখে পাঠাইলেন। কারণ, মেঘ যদি বরাবর রামগিরি হইতে উত্তরমুখে যায়, সে আবার সেই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম দিয়া অযোধ্যা দিয়া যাইবে, সুতরাং রঘুবংশের ত্রয়োদশে যে পথে পুষ্পক রথ গিয়াছিল, মেঘকেও সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে। কবির প্রিয়ভূমি সকল দেখান হইবে না। তাই কবি কৌশল করিয়া উঁচু জমির উপর দিয়া মেঘকে খানিকটা পশ্চিম দিকে সরাইয়া দিলেন। পথটা একটু তেরছা

Kimoor range, the honor of affording him, and his companions, Sita and Lacshmana, a temporary asylum upon his progress to the south, and it is consequently held in veneration by the neighbouring villagers —Capt Blunt's Journey from Chunarghur to Yertnagoodum, Asiatic Researchers, 7. 60.

"An account of a journey from Mirzapore, to Nagpore, however, in the Asiatic Annual Register for 1806, has determined the situation of the scene of the present poem, to be in the vicinity of the latter city the modern name of the mountain is there stated to be Ramtcc; it is marked in the maps Ramtege, but I understand the proper word is Ramtinc, which in the Mahratta language has probably the same import as Ramagiri the hill of Rama It is situated but a short distance to the north of Nagpore, and is covered with buildings consecrated to Rama and his associates, which receive the periodical visits of numerous and devout pilgrims"—Wilson's Megha Duta.

* S. C. De—Kalidas and Bikramaditya.

† পর্ব্বতের উপরিস্থিত সমতল ভূমির নাম অধিত্যকা। ইংরাজী Tableland. মল্লিনাথ মাল অর্থে উচ্চভূমি বলিয়াছেন,—"মালং মালাখ্যং ক্ষেত্রং শৈলপ্রায়ম্ উন্নতস্থলম্ (মাল-উন্নতভূতলামিত্যুৎপলঃ) 'মাল' শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—"মালং ক্ষেত্রে বনেহপ্যুক্তং মালং গ্রামান্তরাটবী। মালং মালোচ্চ প্রদেশে চ", ইত্যাদি।

হইল, কিন্তু কবির নূতন জগৎ দেখাইবার বড় সুবিধা হইল। কবি ইহার পর উজ্জয়িনী দেখাইবার জন্য পথটা আরও তেরছা করিয়াছেন।

অথবা রামগিরির আকার ও অবস্থান দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা একটী ক্ষুদ্র সমতল হইতে উঠিয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র সমতলের উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ধনুরাকারে অভ্রভেদিনী পর্ব্বতমালা। রামগিরিকে আলিঙ্গন করিয়া উত্তরমুখে উঠিতে গেলেই মেঘ মহাশয় এই ধনুরাকার পর্ব্বতে বাধিয়া যাইবেন। তাই কালিদাস বলিয়াছেন, উত্তরমুখ উঠিয়াই একটু পিছু হটিয়া যাইবে, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইবে। কিন্তু এবারও অভ্রভেদী পর্ব্বত। দক্ষিণ হইতে বাতাস মেঘকে উত্তর দিকে ঠেলিলে পাহাড়ে বাধা পাইয়া মেঘ পশ্চিমে যাইবে। এইরূপভাবে উত্তরমুখে যাইতে গেলেই, এই মালভূমি উঠিতে গেলেই—মালবদেশে প্রবেশ করিতে গেলেই প্রথমেই আম্রকূট পর্ব্বত—এখনকার অমরকণ্টক। এই বিস্তৃত পর্ব্বতের একটীমাত্র উচ্চ শিখর। পর্ব্বতটী অনেক দূর লইয়া মোচাগ্র আকারে উঠিয়াছে, ইহার এক দিক দিয়া নর্ম্মদা, আর এক দিক্ দিয়া মহানদী ও আর এক দিক দিয়া শোণনদ প্রবাহিত হইতেছে। অনেক দূর লইয়া থর করিয়া মোচাগ্র আকারে আম্রকূটের উচ্চ শৃঙ্গ উঠিয়াছে।

শাস্ত্রী মহাশয় প্রধানতঃ পশ্চাতের পশ্চিম দিক্ অর্থ ধরিয়া পিছন দিক্‌ও হইতে পারে বলিতেছেন। কিন্তু তিনি রামগড় হইতেই মেঘকে পিছনে হটাইতেছেন। এক্ষণে রামগড়ের সহিত রামচন্দ্রের কিরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। একমাত্র প্রবাদ ভিন্ন ইহার সহিত রামচন্দ্রের সম্বন্ধের কোন কথাই জানা যায় না। এখানে রামসীতা স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, একটী নির্ঝরও রহিয়াছে। দুইটী পদচিহ্ন শ্রীরামচন্দ্রের বলিয়া লোকে দেখাইয়া থাকে। একখানি প্রস্তরখণ্ডে রামসীতা ও লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তিও আছে।* কেবল ইহারই উপর নির্ভর করিয়া রামগড়কে রামগিরি বলা যাইতে পারে কি না, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রবাদানুসারে আরও দুই এক স্থান রামগিরি হইতে পারে, তাহা আমরা উইলসন সাহেবের উক্তি হইতে দেখাইয়াছি। কিন্তু তাহাদের অবস্থানের সহিত মেঘদূতের বর্ণনার ঐক্য হয় না। 'পশ্চাৎ' শব্দের পশ্চিম অর্থ ধরিলে, রামগড়কে অবশ্য রামগিরি বলা যাইতে পারে। তবে রামগড় হইতে অমরকণ্টক সোজা পশ্চিমে নহে, কিছু দক্ষিণও বটে। প্রবাদে অনেক স্থানের সহিত রামচন্দ্রের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত একমাত্র প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া রামগড় রামগিরি হইতে পারে কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আর যখন 'পশ্চাৎ'এর পিছন দিক্ অর্থ হইতে পারে, শাস্ত্রী মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন, তখন অমরকণ্টক হইতে রামগিরিকে উত্তর দিকে লইয়া গেলে, যদি রামচন্দ্রের সহিত বিশেষ ভাবে সম্বন্ধ কোন পর্ব্বত পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই রামগিরি বলিতে হয়।

---

* শ্রীযুক্ত অসিত হালদার মহাশয় ১৯১৫ অব্দের Modern Review পত্রে রামগড় সম্বন্ধে এই সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যে যে স্থানের সহিত রামসীতার সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, আমরা অবশ্য তাহার জন্য প্রধানতঃ রামায়ণের প্রমাণই গ্রহণ করিব। বিশেষতঃ কালিদাস রামচরিত বর্ণনা করিতে রামায়ণের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার রামগিরির অবস্থান স্থির করিতে হইলে, আমাদিগকে রামায়ণের নিকটই যাইতে হইবে। এক্ষণে কোন্ কোন্ পর্ব্বতের সহিত রামচন্দ্রের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা রামায়ণ হইতে দেখাইতেছি। রামায়ণে প্রথমতঃ তিনটি পর্ব্বতের সহিত রামচন্দ্রের বিশেষভাবে সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রথমে চিত্রকূট, তাহার পর গোদাবরীর নিকটস্থ প্রস্রবণাকুল পর্ব্বত, অবশেষে মাল্যবান্। গোদাবরীর নিকটস্থ প্রস্রবণাকুল পর্ব্বতকে ভবভূতি প্রস্রবণগিরি বলিয়াছেন। "জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম।' রামায়ণে কিন্তু "গিরিং প্রস্রবণাকুলম্" কথাটি আছে। রামায়ণের বর্ণনানুসারে মাল্যবান্‌কেই প্রস্রবণগিরি বলিয়াই জানা যায়।* কালিদাস মাল্যবান্ ও চিত্রকূটের কথা বলিয়াছেন। জনস্থানমধ্যগ প্রস্রবণাকুল বা প্রস্রবণগিরির কথা বলেন নাই। *ভবভূতি তিনটি পর্ব্বতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এই তিনটির মধ্যে* মাল্যবানের সহিত সীতার সম্বন্ধ ঘটে নাই। চিত্রকূট ও জনস্থানের প্রস্রবণাকুল বা প্রস্রবণ গিরির সহিতই রামসীতা উভয়েরই সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। জনস্থান অমরকণ্টক, বিন্ধ্য ও নর্ম্মদার দক্ষিণ, সুতরাং সেখানে অবশ্য রামগিরি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই চিত্রকূটকে ধরিয়া বসিতে হইতেছে। এক্ষণে চিত্রকূট রামগিরি হইতে পারে কি না, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। রামায়ণে যে যে পথ দিয়া রামচন্দ্র গমন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রামগড়ের পড়িবার কোনই সম্ভাবনা নাই। চিত্রকূট হইতে বক্রভাবে যে রামচন্দ্র গিয়াছিলেন, রামায়ণ হইতে তাহা জানা যায় না। চিত্রকূট হইতে অত্রি মুনির আশ্রম হইয়া রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরাধ রাক্ষসের সহিত সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ভবভূতি

---

* "অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্।

আজগাম সহ ভ্রাত্রা রামঃ প্রস্রবণং গিরিম্॥—কিষ্কি, ২৭-১।

ইহার পরের সর্গে দেখা যাইতেছে,—

"স তদা বালিনং হত্বা সুগ্রীবমভিষিচ্য চ।

বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥"—কিষ্কি, ২৮-১।

হনুমান্ লঙ্কা হইতে সীতার সংবাদ লইয়া আসিয়া, বানরগণ সহ প্রস্রবণ পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটে সমস্ত কথা বলিয়াছিল,—

"ততঃ প্রস্রবণং শৈলং তে গত্বা চিত্রকাননম্।

প্রণম্য শিরসা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্॥

যুবরাজং পুরস্কৃত্য সুগ্রীবমভিবাদ্য চ।

প্রবৃত্তিমথ সীতায়াঃ প্রবক্তুমুপচক্রমুঃ॥—সুন্দর, ৬৪-১।

এই প্রস্রবণ গিরি হইতে রামচন্দ্র সমুদ্রতীরে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রকৃতিবাদ অভিধানে প্রস্রবণ গিরিকে মাল্যবানই বলা হইয়াছে।

এই স্থানকে বিন্ধ্যাটবীমুখ বলিয়াছেন। "এবং বিন্ধ্যাটবীমুখে বিরাধসংবাদঃ।" সুতরাং রামায়ণানুসারে রামচন্দ্রের রামগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহার সহিত যে রামচন্দ্রের কোনরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, রামায়ণে তাহারও উল্লেখ নাই। কালিদাস রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে যে যে স্থান দিয়া পুষ্পক রথকে লইয়া গিয়াছেন, রামায়ণে তাহাদের সকলেরই বর্ণনা আছে। রামগড়ের কথা রামায়ণেও নাই, রঘুবংশেও নাই। যদি রামগড়ই কালিদাসের রামগিরি হইত, তাহা হইলে তিনি রঘুবংশে কি তাহার উল্লেখ করিতেন না? তাঁহার সেই স্নিগ্ধচ্ছায়াতরু-সমন্বিত, জনকতনয়াস্নান-পুণ্যোদকে সিক্ত রামগিরি রামগড় হইলে, তিনি তাহার উল্লেখে বিরত হইতেন বলিয়া মনে হয় না। ভবভূতির আলেখ্যেও রামগড়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। কাজেই একমাত্র প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া, রামগড়কে রামগিরি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে রামায়ণে চিত্রকূটের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত মেঘদূতের রামগিরির ঐক্য হয় কি না, আমরা তাহাই দেখাইতেছি। কালিদাস রামগিরিকে স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুসমন্বিত জনকতনয়াস্নাত পুণ্যোদকে সিক্ত বলিয়াছেন। তাহা একটি তুঙ্গ শৈল বটে, তাহার মেখলা দেববন্দ্য রঘুপতি-পদে অঙ্কিত। সেখানে সিদ্ধাঙ্গনারা থাকে, ইহারা দেবযোনিবিশেষ, আর সেখানকার মেঘের খেলার কথাও বলিয়াছেন। আমরা চিত্রকূটে এ সকল দেখিতে পাই কি না, তাহাই বলিতেছি। রামচন্দ্র অযোধ্যা হইতে নিষাদপতি গুহের শৃঙ্গবেরপুরে গঙ্গা পার হইয়া প্রয়াগ তীর্থে আসিলেন। সেখানে ভরদ্বাজ মুনির নিকট তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশের কথা বলিলে, মুনি তাঁহাকে চিত্রকূটের কথাই বলেন। ভরদ্বাজ বলিতেছেন,—

> "দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্ নিবৎস্যসি।
> মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ সর্ব্বতঃ শুভদর্শনঃ॥
> গোলাঙ্গুলানুচরিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ।
> চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ॥
> যাবতা চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে।
> কল্যাণানি সমাধত্তে ন মোহে কুরুতে মনঃ॥
> ঋষয়স্তত্র বহবো বিহৃত্য শরদাং শতম্।
> তপসা দিবমারূঢ়াঃ কপালশিরসা সহ॥"

—রামায়ণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, অযো—৫৪।২৮-৩১।

"বৎস! এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে মহর্ষিগণে অধ্যুষিত এবং বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুল-সেবিত চিত্রকূট নামে বিখ্যাত গন্ধমাদনতুল্য এক পুণ্য শুভদর্শন পর্ব্বত আছে; তুমি সেইখানে বাস করিবে। মনুষ্য যত দিন পর্য্যন্ত সেই চিত্রকূট পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল অবলোকন করে, ততদিন পর্য্যন্ত কল্যাণ সমাধানেই ব্রতী থাকে, বিমুগ্ধচিত্ত হয় না। তথায় কপালতুল্য শুষ্ক মস্তকশালী অনেক ঋষি শত বৎসর বিহার করিয়া তপঃপ্রভাবে দেবলোকে গিয়াছেন।" রামচন্দ্রের বিদায়-কালে আবার ঋষি বলিতেছেন,—

"মধুমূলফলোপেতং চিত্রকূটং ব্রজেতি হ ॥
বাসমৌপয়িকং মন্যে তব রাম মহাবল।
নানানগগণোপেতঃ কিন্নরীগণসেবিতঃ ॥
ময়ূরনাদাভিরুতো গজরাজনিষেবিতঃ।
গম্যতাং ভবতা শৈলশ্চিত্রকূটঃ স বিশ্রুতঃ ॥
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বহুমূলফলাযুতঃ।
তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি ॥
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব।
সরিৎপ্রস্রবণপ্রস্থান্ দরীকন্দরনির্ঝরান্ ॥'—(অযো, ৫৪—৩৮-৪২।)

"তুমি মধু, মূল ও ফলসমন্বিত চিত্রকূট পর্ব্বতে যাও। সেই লোকবিখ্যাত চিত্রকূট পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ গজ-সমন্বিত, ময়ূরশব্দে প্রতিধ্বনিত, বিবিধ বৃক্ষ বিরাজিত, কিন্নরীসমূহে সেবিত, নানাবিধ ফলমূলবিশিষ্ট, পুণ্যপ্রদ ও অতি রমণীয়, অতএব আমি বোধ করি যে, তোমার সেইখানেই বাস করা উচিত, অতএব তুমি তথায় যাও। রঘুনন্দন। সেই পার্ব্বতীয় বনমধ্যে হস্তী ও মৃগসমূহ বিচরণ করিয়া থাকে তুমি তাহাদিগকে এবং সরিৎ, প্রস্রবণ, সানু, দরী, কন্দর ও নির্ঝর সকল দেখিবে।"

তাহার পর চিত্রকূটের নিকট উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,—

"মাতঙ্গযূথানুসৃতং পক্ষিসঙ্ঘানুনাদিতম্।
চিত্রকূটমিমং পশ্য প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম ॥
সমভূমিতলে রম্যে দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতে।
পুণ্যে রংস্যামহে তাত চিত্রকূটস্য কাননে ॥"—(অযো, ৫৬—১০, ১১।)

"ঐ উচ্চ শিখরসমন্বিত ও পক্ষিসমূহের কূজনে মুখরিত চিত্রকূট পর্ব্বতে হস্তিগণ বিচরণ করিতেছে। দেখ ভ্রাতঃ! আমরা ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতের সমভূভাগবর্ত্তী বিবিধ বৃক্ষ সমাকীর্ণ রমণীয় অথচ পুণ্যপ্রদ কাননে আনন্দ অনুভব করিব।" ভরত রামচন্দ্রের দর্শনে চিত্রকূটে যাইতে উদ্যত হইলে, ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকেও চিত্রকূটের পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"চিত্রকূটগিরিস্তত্র রম্যনির্ঝরকাননঃ ॥
উত্তরং পার্শ্বমাসাদ্য তস্য মন্দাকিনী নদী।
পুষ্পিতদ্রুমসঞ্ছন্না রম্যপুষ্পিতকাননা ॥—(অযো, ৯২—১০, ১১।)

"সেখানে রমণীয় নির্ঝর ও কানন-সমাকীর্ণ চিত্রকূট নামক পর্ব্বত আছে। পুষ্পিত তরুগণ-সমাবৃতা রমণীয় কুসুমিত-কাননা মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে।"

চিত্রকূটে অবস্থানকালে রামচন্দ্র সীতাকে চিত্রকূট দেখাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে চিত্রকূটের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়,—

"অথ দাশরথিশ্চিত্রং চিত্রকূটমদর্শয়ৎ।
ভার্য্যামমরসঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ ॥

ন রাজ্যাদ্‌ভ্রংশনং ভদ্রে! ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্॥
পশ্যেমমচলং ভদ্রে! নানাদ্বিজগণায়ুতম্।
শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈর্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতম্॥
কেচিদ্রজতসঙ্কাশাঃ কেচিৎ ক্ষতজসন্নিভাঃ।
পীতমাঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মণিবরপ্রভাঃ॥
পুষ্পার্ককেতকাভাশ্চ কেচিৎ জ্যোতীরসপ্রভাঃ।
বিরাজন্তেঽচলেন্দ্রস্য দেশা ধাতুবিভূষিতাঃ॥
নানামৃগগণৈর্দ্বীপিতরক্ষ্বৃক্ষগণৈর্বৃতঃ।
অদুষ্টৈর্ভাত্যয়ং শৈলো বহুপক্ষিসমাকুলঃ॥
আম্রজম্ব্বসনৈর্লোধ্রৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরপি।
অঙ্কোলৈর্ভব্যতিনিশৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ॥
কাশ্মর্য্যরিষ্টবরণৈর্মধূকৈস্তিলকৈরপি।
বদর্য্যামলকৈর্নীপৈর্বেত্রধন্বনবীজকৈঃ॥
পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছায়াবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ॥
শৈলপ্রস্থেষু রম্যেষু পশ্যেমান্ কামহর্ষণান্।
কিন্নরান্ দ্বন্দ্বশো ভদ্রে! রমমাণান্ মনস্বিনঃ॥
শাখাবসক্তান্ খড়্গাংশ্চ প্রবরাণ্যম্বরাণি চ।
পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীড়োদ্দেশান্ মনোরমান্॥
জলপ্রপাতৈরুদ্ভেদৈর্নিষ্যন্দৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
স্রবদ্ভির্ভাত্যয়ং শৈলঃ স্রবন্মদ ইব দ্বিপঃ॥
গুহাসমীরণো গন্ধান্ নানাপুষ্পভবান্ বহূন্।
ঘ্রাণতর্পণমভ্যেত্য কং নরং ন প্রহর্ষয়েৎ॥

* * *

ভিত্ত্বেব বসুধাং ভাতি চিত্রকূটঃ সমুত্থিতঃ।
চিত্রকূটস্য কূটোঽয়ং দৃশ্যতে সর্ব্বতঃ শুভঃ।
কুষ্ঠস্থগরপুন্নাগভূর্জ্জপত্রোত্তরচ্ছদান্।
কামিনাং স্বাস্তরান্ পশ্য কুশেশয়দলায়ুতান্॥
মৃদিতাশ্চাপবিদ্ধাশ্চ দৃশ্যন্তে কমলস্রজঃ।
কামিভির্বনিতে! পশ্য ফলানি বিবিধানি চ॥"—(অযো, ৯৪)

পরে ইন্দ্র শচীকে যেমন রমণীয় বস্তু দর্শন করান, সেইরূপ অমরসদৃশ দাশরথি রাম, ভার্য্যাকে

চিত্রকূট পর্ব্বতের রমণীয় শোভা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—"ভদ্রে ! এই পরমরমণীয় শৈল সন্দর্শন করিয়া আমার মনে রাজ্যভ্রংশ ও সুহৃজ্জনবিয়োগজন্য দুঃখ হইতেছে না। কল্যাণি ! দেখ, এই পর্ব্বত নানাবিধ পক্ষিসমূহে সমাকুল, ইহার ধাতুমান্ শিখর-সকল যেন গগনতলের উপবিভাগ স্পর্শ করতঃ ইহাকে বিভূষিত করিতেছে; কোন শিখর রজতসদৃশ, কোন শিখর শোণিততুল্য, কোন শিখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠা লতার ন্যায় রক্তবর্ণ, কোন কোন শিখর সুশোভন মণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। এই শৈলরাজের বিবিধধাতুবিভূষিত প্রদেশসমূহের কোন স্থান পুষ্পরাগ তুল্য, কোন স্থান স্ফটিকমণিসম, কোন স্থান কেতক পুষ্প সমান, কোন প্রদেশ নক্ষত্রাদিজ্যোতিঃ-প্রভঃ, কোন কোন স্থল বা পারদতুল্য প্রভাময়রূপে শোভা পাইতেছে। এই ভূধর বহুবিধ মৃগগণ দ্বারা সমাবৃত, বিবিধ বিহঙ্গকুলসমাকুল এবং হিংসাদি দোষ-রহিত, ব্যাঘ্র, তরক্ষু ও ভল্লূকসমূহ দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া শোভান্বিত হইতেছে। এই শৈলশ্রেষ্ঠ আম্র, জম্বু, লোধ্র, পীতশাল, পিয়াল, পনস, ধব, কর্ম্মরঙ্গ, তিনিশ, তিন্দুক, বিল্ব, বেণু, গাম্ভারী, নিম্ব, শাল, মধূক, তিলক, বদরী, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, ইন্দ্রযব ও দাড়িম্ব প্রভৃতি পুষ্পফলশোভিত ছায়াসমন্বিত মনোরম বৃক্ষরাজিদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া ইহার মনোহর শোভা সম্যক্ বৃদ্ধি করিতেছে। প্রিয়ে ! দেখ, পর্ব্বতের রমণীয় সানুদেশে এই সকল কিন্নরগণ যুগলভাবে মিলিত হইয়া কামবশত হৃষ্টচিত্তে কেমন ক্রীড়া করিতেছে। বিদ্যাধরগণের উৎকৃষ্ট খড়্গ এবং বিদ্যাধরী-দিগের বসনসকল রমণীয় ক্রীড়াস্থলে বৃক্ষসকলের শাখায় সংযুক্ত রহিয়াছে, দেখ। কোন কোন স্থানে পৃথিবী ভেদ করিয়া উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত জলপ্রপাত এবং কোন কোন স্থানে নির্ঝর দ্বারা এই শৈল মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। গুহাদ্বারস্থিত সমীরণ, নানা কুসুমের সৌরভ বহন করতঃ সন্নিহিত হইয়া কোন্ ব্যক্তির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন না করিতেছে ? * * * এই চিত্রকূটশিখর যেন বসুধাতল ভেদ করতঃ সমুত্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহার শিখর-সকল সকল দিকেই সুশোভন দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কামীদিগের শতদল-দলযুক্ত,—উৎপল, পুত্রজীবক, পুন্নাগ ও ভূর্জ্জপত্রনির্ম্মিত উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট শয্যাসকল আস্তীর্ণ রহিয়াছে। প্রিয়ে ! দেখ, কামিগণের পরিভোগে মর্দ্দিত ও পরিত্যক্ত কমলমালাসকল এবং ভুক্তাবশিষ্ট বিবিধ ফল দৃষ্টিগোচর হইতেছে।"

চিত্রকূটের এইরূপ বর্ণনা হইতে, বিশেষতঃ 'গন্ধমাদনসন্নিভঃ,' 'প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিং', 'শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈঃ' ইত্যাদি কথায় কালিদাসের 'তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলম্,' রামায়ণের 'সমভূমিতলে রম্যে দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতে,' 'ছায়াবদ্ভিঃ মনোরমৈঃ' কথায় মেঘদূতের "স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু,' রামায়ণের 'কিন্নরী-গণসেবিতঃ,' 'পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীড়োদ্দেশান্ মনোরমান্' কথায় 'মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ' কথার ঐক্য আছে কি না, সকলকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। সিদ্ধ কিন্নর, বিদ্যাধর সকলেই দেবযোনি, যক্ষও তাহাই। যেখানে এইরূপ কিন্নর কিন্নরী—বিদ্যাধর বিদ্যাধরীর ক্রীড়াস্থল, যক্ষের কি সেইখানে অবস্থান করা সম্ভব নহে ? কালিদাস কি তাহাকে সেইখানে লইয়া যান নাই ? তাহাকে অলকা হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল, একেবারে বনবাস দেওয়া

হয় নাই। আর যক্ষের ন্যায় কুবের সিদ্ধ, কিন্নর, বিদ্যাধর প্রভৃতিরও রাজা। কাজেই তাহারা যেখানে যুগলভাবে থাকে, যক্ষকে দণ্ডস্বরূপ একাকী সেইখানেই নির্ব্বাসিত করাই সম্ভব।

এক্ষণে জনকতনয়াস্নান-পুণ্যোদকের কথা বলা যাইতেছে। চিত্রকূটের পার্শ্বেই মন্দাকিনী নদী, এ কথা বলা হইয়াছে। রাম সীতাকে সেই মন্দাকিনী নদী দেখাইয়া বলিতেছেন,—

'বিচিত্রপুলিনাং রম্যাং হংসসারসসেবিতাম্।
কুসুমৈরুপসম্পন্নাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥
নানাবিধৈস্তীররুহৈর্বৃতাং পুষ্পফলদ্রুমৈঃ।
রাজন্তীং রাজরাজস্য নলিনীমিব সর্ব্বতঃ॥

* * *

ক্বচিন্মণিনিকাশোদাং ক্বচিৎ পুলিনশালিনীম্।
ক্বচিৎ সিদ্ধজনাকীর্ণাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥

* * * *

বিধূতকল্মষৈঃ সিদ্ধৈস্তপোদমশমান্বিতৈঃ।
নিত্যবিক্ষোভিতজলাং বিগাহস্ব ময়া সহ॥
সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে। মন্দাকিনীং নদীম্।
কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি॥"

* * * *

উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধুমূলফলাশনঃ।
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েঽদ্য ত্বয়া সহ॥"—(অযো, ৯৫)

"প্রিয়ে! হংসসারস-সেবিতা, কুসুমিততরুগণোপশোভিতা, বিচিত্র পুলিনশালিনী মন্দাকিনী নদী দেখ। ইতস্ততঃ ফলপুষ্পসমন্বিত বহুবিধ তীরতরু দ্বারা কুবেরের অলকায় মন্দাকিনীর ন্যায় বিরাজমানা রহিয়াছে। * * * দেখ, এই মন্দাকিনী নদীর কোন স্থান বিপুল তটশালী, কোন স্থান সিদ্ধজনগণ সমাকুল এবং কোন স্থানে মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল জল দেখা যাইতেছে। * * * তপস্যা ও শমদমসমন্বিত পুণ্যাত্মা সিদ্ধগণ নিত্য যাহার জলে স্নান করেন, তুমি আমার সহিত তাহাতে স্নান কর। প্রেয়সি! তুমি মন্দাকিনীর সখীর ন্যায় শুভ্র ও রক্তবর্ণ কমল-সকল নিক্ষেপ করতঃ নদীতে অবগাহন কর। * * * আমি তোমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া মধু ও ফলমূল আহার করতঃ অযোধ্যা ও রাজ্যের কামনা করি না।" ইহার সহিত কি 'জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু' কথার ঐক্য হয় না?

রামায়ণে চিত্রকূটের মেঘের খেলার কথা নাই। কারণ, রামচন্দ্র বসন্তকালে চিত্রকূটে গিয়াছিলেন। সীতাকে দেখাইয়া তিনি বলিতেছেন,—

"স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে॥"—(অযো, ৫৬-৬।)

"দেখ, এই বসন্তকালে পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষসকল স্ব স্ব পুষ্পে মালাধারী হইয়াছে।" কিন্তু কালিদাস নিজ রঘুবংশে চিত্রকূটে মেঘের খেলার কথা বলিয়াছেন।

"ধারাস্বনোদ্গারিদরীমুখোঽসৌ * শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কঃ।
বধ্নাতি মে বন্ধুরগাত্রি চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ ॥—(রঘু, ১৩-৪৭)।

নির্ঝরধারার শব্দোদ্গারী গুহামুখে হে বন্ধুরগাত্রি, ঐ দেখ, শৃঙ্গে মেঘরূপ বপ্রপঙ্কলগ্ন চিত্রকূট দৃপ্ত বৃষভের ন্যায় আমার চক্ষু বদ্ধ করিতেছে। মেঘদূতে আমরা 'আশ্লিষ্টসানুং, বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং মেঘম্' দেখিয়াছি, আর রঘুবংশে 'শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কো দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূট' দেখিতেছি। সেখানে মেঘ বপ্রক্রীড়াপরিণতগজের ন্যায়, আর এখানে চিত্রকূট শৃঙ্গাগ্র মেঘরূপ বপ্রপঙ্কলগ্ন দৃপ্ত বৃষভের মত। দুই স্থলেই মেঘ ও বপ্রক্রীড়ার কথা রহিয়াছে। চিত্রকূটে যে মেঘের খেলা হয়, কালিদাস রঘুবংশে তাহা বলিতেছেন। রামগিরিতে তাহা ভাল করিয়াই বলিয়াছেন। রঘুবংশে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকের কথা না থাকিলেও, মন্দাকিনীর কথা বলিতে কালিদাস বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিতেছেন,—

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ ॥†—(রঘু, ১৩-৪৮)।

নির্ম্মল নিস্পন্দ প্রবাহে দূরে অবস্থান হেতু কৃশা বলিয়া প্রতীয়মানা মন্দাকিনী নদী চিত্রকূটের উপকণ্ঠে ভূমির কণ্ঠগতা মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। চিত্রকূটের ছায়াতরুতলে যে রামসীতা অবস্থান করিয়াছিলেন, কালিদাস রঘুবংশে তাহাও বলিয়াছেন,—

"সসৈন্যশ্চান্বগাদ্রামং দর্শিতানাশ্রমালয়ৈঃ।
তস্য পশ্যন্ সসৌমিত্রেরুদশ্রুর্বসতিদ্রুমান্ ॥ — রঘু, ১২-১৪)।

আশ্রমবাসীদের দর্শিত সলক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বসতিদ্রুম-সকল দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভরত সসৈন্যে রামের অনুগমন করিয়াছিলেন। আবার বলিতেছেন,—

"প্রভাবস্তম্ভিতচ্ছায়মাশ্রিতঃ স বনস্পতিম্।
কদাচিদঙ্কে সীতায়াঃ শিশ্যে কিঞ্চিদিব শ্রমাৎ ॥"—(রঘু, ১২-২১)।

কখনও কখনও আপন প্রভাবে ছায়া স্তম্ভিত করিয়া বনস্পতির তলে সামান্য শ্রমের পর রামচন্দ্র সীতার অঙ্কে শয়ন করিতেন। সুতরাং রামগিরির স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুর সহিত চিত্রকূটের বসতিদ্রুম ও স্তম্ভিতচ্ছায়া বনস্পতির ঐক্য আছে কি না, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এক্ষণে রামগড় অপেক্ষা চিত্রকূটেরই রামগিরি হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা কি না, তাহাও সকলকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। বিশেষতঃ এই চিত্রকূটেই ভরত-সমাগম

---

* "ধারাস্বনোদ্গারিদরীমুখোঽসৌ" কথায় রামায়ণের 'সরিৎপ্রস্রবণপ্রস্থান্ দরীকন্দরনির্ঝরান্' কথাটি মনে পড়িতেছে।

† "মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ" কথায় রামায়ণের 'কটিসূত্রমিবাশোভাম্' কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

হইয়াছিল। ভরত-সমাগম রামায়ণের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। কালিদাসও রঘুবংশে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই চিত্রকূট যে তাঁহার রামগিরি, তাহাই মনে হয়।

মেখলায় অঙ্কিত শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্নের কথা রামায়ণে নাই, রঘুবংশেও নাই। কেবল তাহা মেঘদূতেই আছে। এক্ষণে তাহা কোন পর্ব্বতের মেখলায় দেখিতে পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না। কালিদাসের সময় রামগিরির মেখলায় হয় ত ঐরূপ কিছু চিহ্ন ছিল, নতুবা কালিদাস তাহার উল্লেখ করিবেন কেন? সে যাহা হউক, চিত্রকূটের পরিক্রমপথে চরণপাদিকা নামক মন্দিরে এখনও রামসীতা ও লক্ষ্মণের পদচিহ্ন দেখান হইয়া থাকে। অবশ্য রামগড়েও দুইটী পদচিহ্ন দেখায়। কিন্তু তাহাতে পরিক্রমের কোন কথা নাই। এই পরিক্রম হইতেই গিরিমেখলার অঙ্কিত পদচিহ্ন বুঝিয়া লইতে পারা যায়। চিত্রকূটে এখনও অনেক তীর্থে যাত্রীরা স্নানও করিয়া থাকে।‡

এক্ষণে একটী কথা উঠিতে পারে যে, কালিদাস মেঘকে বরাবর উত্তরমুখে অলকায় না পাঠাইয়া, এত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন কেন? শাস্ত্রী মহাশয় সে কথার উত্তর দিয়াছেন। আমরাও তাহাই মনে করি। কবির প্রিয়ভূমিগুলি দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি রঘুবংশে পুষ্পকরথকে যে দিক্ দিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহা না করিয়া মেঘদূতে মেঘকে অন্য পথ ধরাইয়া দিয়াছেন। রঘুবংশের পুষ্পকের পথ রামায়ণের বর্ণিত স্থান। কিন্তু মেঘদূতের মেঘের পথ কবির নিজের সৃষ্টি। কাজেই কবি আপন ইচ্ছায় মেঘকে চালাইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় রঘুবংশের পর মেঘদূত রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, যদিও কেহ কেহ রঘুবংশের পূর্ব্বে মেঘদূতের রচনা বলিয়া থাকেন।§ রঘুবংশে কালিদাসকে কতকটা পরনির্ভরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, কিন্তু মেঘদূতে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। পূর্ণ স্বাধীনতার পর পরনির্ভরতা আসে না। সে যাহা হউক, মেঘদূতে কালিদাস স্বাধীনভাবেই আপনার কল্পনাকে চালিত করিয়াছেন। প্রথমে তিনি রামগিরি বা চিত্রকূট হইতে মেঘকে অমরকণ্টকে লইয়া গিয়াছেন। অবশ্য যক্ষ তাহাকে একটু পিছাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু পরে উত্তরে যাইতে বলিয়াছে। আমাদের চক্ষে চিত্রকূট ও অমরকণ্টকের ব্যবধান নিতান্ত

‡ "Foot-prints of Rama, Sita and Lachhman are still shown at a temple called Charanpadika on the Parikrama * * * There are 33 places of worship, dedicated to various deities, situated on the low surrounding hills on the banks of the Paisuni and in the valley and plains at the foot of the hill, all of which are connected with the ceremonies performed at Chitrakot Of these places, seven, named Kot-tirth, Diwanganga, Hanuman Dhara, Phataksila, Answiya, Gupt Godawari and Bharat-Kup, are those most frequented by devout Hindus, who go through the ceremonies of bathing and meditation at each of them."—**The Traveller's Companion—compiled by Abdur Rasheed, Librarian, under the orders of the Railway Board—Chitrakot.**

§ **S. C. De, Kalidasa and Vikramaditya.**

অল্পবোধ না হইলেও, মেঘের নিকট—বিশেষতঃ যাহাকে অলকায় যাইতে হইবে, তাহার কাছে যে তাহা 'কিঞ্চিৎ', তাহাতে সন্দেহ নাই। অমরকণ্টক হইতে মেঘ সোজা উত্তরে গেলে, আবার সেই প্রয়াগ অযোধ্যা। সেখান হইতে অলকায় যাইতে হইলে, পশ্চিমমুখে বাঁকিয়া যাইতে হইবে। তাই কবির প্রিয় স্থানগুলি দেখাইবার ছলে তিনি অমরকণ্টক হইতে মেঘকে উত্তরমুখে যাইতে বলিয়া, বক্রভাবে পশ্চিম দিক্ ধরিয়া উত্তরমুখ হইয়া যাইতে বলিতেছেন। আর বর্ষার বাতাস মেঘকে পশ্চিমে ঠেলিতে ঠেলিতেও লইয়া যাইবে। তাই অমরকণ্টক হইতে মেঘ বিন্ধ্য ও নর্ম্মদা দেখিয়া একেবারে পূর্ব্বমালবে গিয়া পড়িবে। এই মালবপ্রদেশই প্রধানতঃ কবির প্রিয়স্থল। তাই সেখানকার বিদিশা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেখাইবার জন্য তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। তবে বিদিশা, উজ্জয়িনী প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার অমরকণ্টক, নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যপ্রীতি কেন হইল, এরূপ একটী কথা উঠিতে পারে। কেন হইল, এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে কালিদাসের যে বিন্ধ্যপ্রীতি ছিল, তাহা কেবল মেঘদূতে নহে, তিনি অন্যান্য স্থানেও তাহা দেখাইয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে "বিত্যুদ্দাম্না মেঘরাজীব বিন্ধ্যম্", রঘুবংশে "বিন্ধ্যস্য মেঘপ্রভবা ইবাপঃ" এবং ঋতুসংহারের --

"জলভরনমিতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈ-
রয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ
সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্॥—(ঋতু, বর্ষা, ২৭)।

এইরূপ বর্ণনা হইতে কালিদাসের যে বিন্ধ্যপ্রীতি ছিল, তাহা বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, কালিদাস প্রথম বয়সে বিন্ধ্য প্রদেশেই ঋতুসংহার রচনা করিয়াছিলেন।* আমরা একটা কথা বলিয়া রাখি, যদিও নানা স্থানে কালিদাসের জন্মভূমি স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছে, † অমরকণ্টকে যে তিনি জন্মিয়াছিলেন, এরূপ একটা কথাও প্রচলিত আছে।‡ ইহার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে কালিদাসের বিন্ধ্যপ্রীতির কারণ অবশ্য বুঝা যাইতেছে। আর চিত্রকূট হইতে আম্রকূটে মেঘকে লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যও বুঝা যায়। আমরা তখন দীনবন্ধুর সেই কবিতাটি মনে করিতে পারি,—

---

* S. C. De, Kalidasa and Vikramaditya.

† মালব, বাঙ্গলা, কাশ্মীর, মধ্যদেশে, কালিদাসের জন্মস্থান লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। হয়ত কালিদাস ঐ সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকিবেন। তাই আমাদের সেই ইংরাজী কবিতাটি মনে পড়ে,—

"Seven cities claimed for Homer dead
Through which living Homer begged his bread."

‡ "Amarkantak is also the birth-place of Kalidas, author of the famous poems of Meghdut and Amarikantak."—The Traveller's Companion—Amarikantak.

অমরীকণ্টক কাব্য কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

"পাক দিযা বেড়ে যাব চৌবাড়িযা গ্রাম
বিনত দীনের যথা অতি দীনধাম।"

সে যাহা হউক, কালিদাসের বিন্ধ্যপ্রীতিই যে মালবপ্রদেশের ন্যায় মেঘকে বিন্ধ্যপ্রদেশ হইতে ঘুরাইয়া মালবে লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, চিত্রকূটকেই রামগিরি বলিয়া বোধ হয়। মল্লিনাথও তাহাই বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমরা রামগড়কে রামগিরি ধরিয়া লওয়ার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত*

(আলোচনা)

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ভাষাতত্ত্বনিধি মহাশয় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। এ পর্য্যন্ত নানা পত্রিকায় তাঁহার গবেষণালব্ধ বহু বিষয় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি সকল বঙ্গভাষানুরাগী, বিশেষতঃ বাঙালী-মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (তৃতীয় ভাগ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪) তাঁহার 'শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত' শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে (পৃঃ ২১০, পাদটীকা দ্রষ্টব্য) তিনি আমার একখানি মহাভারত পুথির কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বাধ্য হইয়া অতি সঙ্কোচের সহিত আমাকে এই আলোচনায় যোগ দিতে হইল। উক্ত পুথি দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণের যদি বিন্দুমাত্রও সহায়তা হয়, তবে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রারম্ভেই একটি কথা আমাকে জানাইয়া রাখা ভালো। বর্ত্তমান সময়ে আমার নিকটে মাত্র একখানা মহাভারতের পুথি আছে। ত্রিপুরা জেলা হইতে আমি আরো সঞ্জয়-রচিত মহাভারত সংগ্রহ করিয়াছি বটে, কিন্তু আপাততঃ তাহা আমার সঙ্গে না থাকাতে পাঠ মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা হইল না। কলিকাতা থাকিলে আরো বহু পুথি দেখিবার সুযোগ ঘটিত, কিন্তু তাহা হইতেও আমি বঞ্চিত। বর্ত্তমানে শান্তিনিকেতন হইতে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। এখানকার গ্রন্থাগার খুবই মূল্যবান্ সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙলা পুথির সংগ্রহ এখানে নাই, এ কথা অনেকেই হয় ত জানেন। সুতরাং সমুদয় মন্তব্য আমাকে এই একখানি মাত্র পুথির উপর নির্ভর করিয়াই লিখিতে হইল ; হয় ত অপরাধ আমার অমার্জ্জনীয়।

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে ভর্ত্তি হইবার পর ত্রিপুরা জেলায় প্রাচীন পুথি ও গীতিকার খোঁজ করিতে করিতে আমি সর্ব্বপ্রথম ইহার সন্ধান পাই। কিন্তু তখন ইহা সংগ্রহ করি নাই, অপ্রকাশিত ও সর্ব্বসাধারণের অজানা পুথি ও গীতিকা সংগ্রহেই আমি সেই সময়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। আমার এই সময়কার সংগৃহীত পুথির মধ্যে সেক চান্দের ভণিতাযুক্ত 'রসুলবিজয়' নামক একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য। গত বৎসর পরীক্ষা ইত্যাদি শেষ হইলে পর আলোচ্য পুথিখানিকে প্রাচীন দেখিয়া (খণ্ডিত, অর্থাৎ অশ্বমেধ পর্ব্ব পর্য্যন্ত হইলেও আমি সংগ্রহ করি এবং কলিকাতা আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি। আমাদের

---

* ১৩৩৫।২১এ আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়েই পুথিখানি দেখেন এবং ইহা মূল্যবান্ মনে করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। তখন বসন্তবাবুর এই প্রবন্ধটি লেখা হইতেছে, সুনীতিবাবু আমাকে তাঁহার একখানি চিঠি পড়িয়া শোনান। আলোচ্য পুথি হইতে উপকরণ সংগ্রহে আমার আপত্তি আছে কি না, জিজ্ঞাসা করায় আমি সানন্দে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করি। তখন সুনীতিবাবু সময় অভাবে তাড়াতাড়ি এই পুথি হইতে কয়েকটি ভণিতা লিখিয়া লয়েন, পরে হয় ত বসন্তবাবু তাঁহার নিকট হইতেই এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। সুনীতিবাবু ঐ সমস্ত ভণিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই বলিয়াই বসন্তবাবু কলিকাতা আসিলে আমাকে পুথিখানি লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্তু নানা কারণে তখন তাহা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তজ্জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত আছি।

শ্রদ্ধেয় বসন্তবাবু আমার পুথিখানিকে পরাগলী ভারত আখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পুথিখানি খণ্ডিত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং ইহার সকল পর্ব্ব একজনের রচিত নহে। আদিপর্ব্বে গঙ্গাদাস সেন, কবীন্দ্র এবং নিত্যানন্দ ঘোষ বলিয়া এক কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, যথা—

(১) গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।—(পৃঃ ৪ ক)

(২) গঙ্গাদাষ কবি কহে রচিয়া পয়ার।
মহাভারথের কথা অমৃতের সার॥
ভারথের পুণ্যকথা সুনে একমনে।
নিত্য গঙ্গাস্নান হৈল কহিছে পুরানে॥
ব্যাশ মুনির বাক্যে পাণ্ডব বিজয়।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে অন্তে সর্গ হএ॥—(পৃঃ ৯ক খ)

(৩) ষষ্ঠীবরসুত সেন পদবন্ধ সঙ্কেতন
গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার।—(পৃঃ ১০ক)

(৪) নিত্যানন্দ ঘোষে বোলে সুন সর্ব্বজন।
আগে এহি অষ্টাদস পর্ব বিবরণ॥—(পৃঃ ২৩ খ)

(৫) নিত্যানন্দ [ঘো]ষে বোলে নাহিক অন্যথা।
পাঁচালি কহিব সুন আদিপর্ব কথা॥—(পৃঃ ২৪ ক)

(৬) ভারথের পুণ্য ..... ।
............লোকে হইবা নিস্তার॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শ্রীযুত লস্কর পরাগল খান।
অষ্টাদস ভারথ .... ॥

তাহান আদেশমাল্য মাথে করি সাব।
কবেন্দ্রে বচিলা পোথা ভব তবিবাব॥[১] ইতি শ্রীমহাভাবথে পাণ্ডববিজয়ে আদিপর্ব সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মা। পুস্তক। শ্রীশিববাম দেবশর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং। (পৃঃ ৪৬খ)।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলিয়া বাখিতেছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয তাঁহাব 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'[২] নিত্যানন্দ ঘোষ সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—'নিত্যানন্দ ঘোষ নামক জনৈক কবি সমস্ত মহাভাবতেব অনুবাদ কবিযাছিলেন। এই মহাভাবতই পশ্চিম-বঙ্গেব সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সঞ্জয় যেরূপ পূর্ব্ববঙ্গেব প্রসিদ্ধ মহাভাবত অনুবাদকাবক, নিত্যানন্দ ঘোষও পশ্চিমবঙ্গেব পক্ষে সেইরূপ স্থানই অধিকাব কবিয়াছিলেন।' কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গেও যে নিত্যানন্দ ঘোষেব মহাভাবতেব অংশবিশেষ পাওয়া যাইতেছে, তাহাব প্রমাণ পাওয়া গেল।

আমাব পুথিব শুধু আদি, সভা ও অশ্বমেধপর্ব্বটি সঞ্জযেব নহে, তা ছাড়া আব আব প্রায় সমস্ত পর্ব্বই সঞ্জয়েব ভণিতাযুক্ত, এই সকল ভণিতাব কয়েকটি মাত্র পবে উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত হইবে। দুই একটি পর্ব্বে মোটেই ভণিতা নাই, কিন্তু তাহাবা পূর্ব্বাপব পর্ব্বেব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত বলিয়া একই কবিব বচনা মনে কবা হয ত অসঙ্গত হইবে না। উদাহবণ-স্বরূপ অনুশাসন পর্ব্বটিব কথা উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। তা ছাড়া আমাব পুথিতে কবীন্দ্র-বচিত অনুশাসন পর্ব্বও পৃথক্ পাওযা গিয়াছে।

বসন্তবাবু সঞ্জয় ও পবাগলী ভাবতেব তুলনা কবিযা অবশেষে লিখিতেছেন,—' .. অশ্বমেধ পর্ব্বেব সমস্তটাই সঞ্জয়-ভাবতে পৃথক্। পবাগলী বা ছুটিখানী অশ্বমেধ পর্ব্ব সঞ্জয়ভাবতে গৃহীত হয নাই। তৎপবিবর্ত্তে ষষ্ঠীববসুত গঙ্গাদাস সেনেব অশ্বমেধ পর্ব্বটি সঞ্জয়ভাবতে সমাদবেব সহিত গৃহীত হইয়াছে[৩]।' কিন্তু আমাব পুথিতে ইহাব ব্যতিক্রম দেখিতেছি,—অশ্বমেধ পর্ব্বটি শ্রীকব নন্দী বিবচিত।

আলোচ্য পুথি নকলেব তাবিখ সম্বন্ধেও একটু আলোচনা কবিয়া লওয়া প্রয়োজন। অশ্বমেধ পর্ব্ব ১৬৩২ শকাব্দে শ্রীবাজারাম দত্ত নকল কবিয়াছেন, পুথির মালিক শ্রীশিববাম দেবশর্ম্মা[৪]। ইহা ভিন্ন সভাপর্ব্ব এবং শান্তিপর্ব্বেব পবেও অন্য লিপিকবেব তাবিখ দেওয়া আছে[৫]। সভা-

---

১। এই পৃষ্ঠাটির অতি জীর্ণ অবস্থা, অনেক অক্ষরই উঠিয়া গিয়াছে। নিঃসন্দেহে যাহা পড়া যায়, তাহাই উদ্ধৃত হইল।

২। পৃঃ ৪২৩, চতুর্থ সংস্করণ।

৩। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩১৪, পৃঃ ২০৯।

৪। যথা—ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজয়ে অশ্বমেধ পর্ব। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিরপি মতিভ্রমঃ যথা দৃষ্ট তথা লিখীতং। লেখকে নাস্তি দোস। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩২ তেরিখ ২০ কার্ত্তিক রোজ বুধবার দিবা আদ প্রহরি। লিখিতং শ্রীরাজারাম দত্ত স্বাক্ষরমিদং। পুস্তকং শ্রীশিবরাম দেবস্যনস্ত।

৫। সভাপর্ব্বের পরে—ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজয়ে দ্বিতীএ সভাপর্ব সমাপ্ত। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬০৯। লিখিতং শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মা। শ্রীকামদেবশর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং।

পর্ব্ব এবং শান্তিপর্ব্বের তারিখ কিছু পরবর্ত্তী সন্দেহ নাই—কিন্তু আদিপর্ব্বের লেখকও শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মা এবং তাহার মালিকরূপে শ্রীশিবরাম দেবশর্ম্মার নামই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, কামদেব হয় ত শিবরামেরই পুত্র অথবা নিকট আত্মীয় কেহ হইবেন। সুতরাং মোটামুটিরূপে আমরা পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিতেছি।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বিজয় পণ্ডিত-(?) রচিত মুদ্রিত মহাভারতের মুখবন্ধে সরলতা ও সংক্ষিপ্ততার জন্য ইহাকে আদি মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার এই মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই[৬]। বসন্তবাবুও এ বিষয়ে আপত্তি তুলিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন,—'সংক্ষিপ্ত হইলেই কাব্যখানিকে আদিকাব্য এবং বিস্তারিত ও বৃহদায়তন হইলেই তাহাকে সেই আদি-কাব্যের বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি ? লঘুকৌমুদী ত সিদ্ধান্তকৌমুদীর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থ নহে, লঘুভাগবত গ্রন্থ ভাগবত গ্রন্থের মূল নহে, বাল্মীকির রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের অথবা ব্যাস-মহাভারত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের বিকাশ নহে। * * * ইহা হইতে দুইটি অনুমান মনে আসে—প্রথম বড়টি ছোটটির বিকাশ, অথবা দ্বিতীয় ছোটটি বড়টির সংক্ষেপ[৭]।' আমরা এই যুক্তি সমর্থন করি। কিন্তু তিনিই আবার পরে লিখিতেছেন, -'মোটের উপর পরাগলী ভারত অপেক্ষা সঞ্জয়ভারতে কিছু বেশী কথা আছে, ইহাকে ভবিষ্যৎ সংযোজন বলা যায়[৮]।' ইহাতে পূর্ব্বাপর যুক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে কি ? কিন্তু ইহারও বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাব নাই। দীনেশবাবু সঞ্জয়ের মহাভারতকে অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েকটি পর্ব্বের পত্রাঙ্ক তাঁহার সহিত আমার প্রায় মিলিয়া যাইতেছে। আমার পুথিতে কবীন্দ্র ও সঞ্জয়, উভয়েরই অনুশাসন পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তুলনা করিয়া দেখিলাম, কবীন্দ্রের অনুশাসন পর্ব্ব সঞ্জয় অপেক্ষা বৃহৎ।

বসন্তবাবু তাঁহার প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ৪খানি (১৫৫০ সংখ্যক, ৮৫৬ সংখ্যক, ৮৬৫ সংখ্যক ও ৯৬৭ সংখ্যক পুথি) সঞ্জয়-মহাভারতের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু একমাত্র ৮৫৬ সংখ্যক পুথিখানার লিপিকাল আমাদের জানাইয়াছেন[৯]। উক্ত পুথি-খানার তারিখ ১২১৭।১০ ফাল্গুন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা যদি বঙ্গাব্দ হয়, তবে পুথিখানা কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের প্রাচীন মাত্র। তাঁহার পুথি হইতে আমার পুথি যে প্রাচীনতর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুথি যতই অপ্রাচীন হইবে, 'জয়গোপালগণ' ততই ইহার পাঠ বিকৃত ও পরিবর্দ্ধন করিতে সুবিধা পাইবেন, ইহা তো অতি সহজ কথা। বিশেষতঃ পরাগলী

শান্তিপর্ব্বশেষে—ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজএ চতুর্দ্দশে শান্তিপর্বঃ সমাপ্তঃ। লিখিতং শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মণঃ। পুস্তক শ্রীকামদেব দেবশর্ম্মা। ইতি সন ১৩৩৯।

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৩০৫, চতুর্থ সংস্করণ।

৭। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ১৭২।

৮। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২০৯।

৯। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২০৭।

ভারত হইতে সঞ্জয়-ভারতের প্রচার যে অনেক বেশী, তাহা বসন্তবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণেও তাঁহার সঞ্জয় ভারত বিপুলায়তন হওয়া বিচিত্র নয়।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারতে যে ধৃতরাষ্ট্র-সহচর সঞ্জয় আছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কবিই এই সন্দেহ রাখিতে দেন নাই। অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ-বিবরণ বলিবার নিমিত্ত এই সহচর সঞ্জয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই উপাখ্যান আমরা ভীষ্মপর্ব্ব হইতে কবির রচনাই উদ্ধৃত করিতেছি,—

পাণ্ডব কৌরব তবে সমর করিল।
ধর্ম্ম অনুশারি যুদ্ধ সন্ধান করিল॥
নির্বহিল যুদ্ধকাল হৈল অবসান।
পরস্পরে করির সৌহার্দ্দ সন্নিধান॥
বনে বনে বিচারিয়া চাহির কুতূহল।
বিপক্ষ করিয়া তাত না করির ছল॥
বাক্যযুদ্ধে না করির অস্ত্রের প্রহার।
অশ্বরার সনে জুঝিবেক অশ্বরার॥
গজে গজে জুঝিবেক পদাতি পদাতি।
রথে রথে জুঝিবেক ধর্ম্মযুদ্ধ অতি॥
বোলাইয়া জুঝিবেক না জুঝি অজ্ঞাত।
জে জন বিকোল অস্ত্র না করির তাত॥
বিশ্বাসিয়া না মারির না মারির সুত।
হিন জন না মারির না মারির দূত॥
এক সনে যুদ্ধ দিতে না মারির আনে।
না মারির বিমুখ সরণ লএ জনে॥
হিন জন না মারির কবচবর্জ্জিত।
ভার বহে জন না মারির কদাচিত॥
জে জনে যোগাএ অস্ত্র তাহাকে না মারি।
না মারির জত জনে বাহে সংখ ভেরি॥
এহি মত সমবায় করি দুই বলে।
সংগ্রামেত প্রবেসিল মন কুতুহলে॥
ধৃতরাষ্ট্রের ইছা হৈল যুদ্ধ দেখিবারে।
হেন যুদ্ধ দেখিতে জে না দিল আন্ধারে॥
পাণ্ডব কৌরবগণ রণেতে নিধন।
জানিয়া আইল ব্যাশ মুনি তপোধন॥

ব্যাশদেব আইল জদি রাজাব দুয়ারে।
দ্বাবি গিয়া জানাইল বাজার গোচবে॥
দ্বাবি বোলে আসিআছে ব্যাশ তপোধন।
জানাইতে আইল মুই তোহ্মার চবণ॥
ই কথা সুনিযা বাজা বলিল দ্বাবিবে।
সত্ববে মুনিবে গিয়া আন অন্তঃপুবে॥
বাজাব আজ্ঞাএ মুনি গেল পুবি মাঝে।
পাদ্য অর্ঘ আচমনি দিয়া মুনি পুজে॥
চবণে পডিযা স্তুতি কবিল বিস্তব।
প্রদক্ষিণ কবিয়া বলিল তদন্তব॥
দুর্যোধনে না সুনিল তোহ্মার জে বোল।
তে কাবণে ক্ষয হৈল মোব দুই কুল॥
ধৃতবাষ্ট্রে চিন্তএ পুত্রের বিসম্বাদ।
ভূমিতে পডিযা বাজা কবএ বিশাদ॥
হেন কালে ব্যাশ মুনি বাজাতে কহিল।
আজি হোতে কুরুবল বংশ নাস পাইল॥
কাল অভিপ্রায আজি অনিত্য সংশার।
বিশাদ না কব চিত্য সুন মহাভাব॥
পুত্র সব তোহ্মাব জতেক অপচয়।
পবস্পবে মাবিয়া সমবে হৈব ক্ষয়॥
যুদ্ধ দেখিবাবে জদি অভিলাস হএ।
সাবধান হইয়া বাজা চাহিবা নিশ্চয়॥
দেখিবাব ইচ্ছা মোব নাহিক নয়ন।
জ্ঞাতি মিত্র সুহৃদ পড়িব বন্ধুজন॥
প্রনমিয়া ধৃতবাষ্ট্রে সকরুণে কহে।
জ্ঞাতিবধ দবসন হৃদএ না সহে॥
তোহ্মার প্রসাদে মুই সুনিব শ্রবণে।
ই বলিয়া নরনাথ পড়িল চরনে॥
ব্যাশে বোলে দীব্য চক্ষু পারিএ দিবার।
দেখিবারে ইচ্ছা জদি থাকএ তোহ্মার॥
অন্ধরাজা বোলে দুই কুল নাস হৈব।
দেখিবারে সক্য নহে কেমতে দেখিব॥

হেন জন আজ্ঞা কব মোব প্রতি বাপ।
প্রতিদিন মোতে কহে যুদ্ধেব প্রস্তাপ ॥
ক্ষেনেকে চিন্তিয়া তবে ব্যাশ তপোধন।
সঞ্জএবে দিল বব দীব্য দবসন ॥
বাজাকে বোলএ তবে ব্যাশ তপোধন।
তাহাতে স্থনিবা জত যুদ্ধেব কথন ॥—(পৃঃ ১৩৬ খ ও ১৩৭ ক, খ)

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক পর্ব্বেই সহচব সঞ্জয়েব উল্লেখ মিলে, কিন্তু সেগুলি যে ভণিতা নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যথা,—

(১) এতেকে জানিলুম দুর্য্যোধনেব নাই জয়।
তাব পাছে কি হইল কহবে সঞ্জয় ॥
সঞ্জএ বোলএ বাজা তোহ্মা বুদ্ধি দোষে।
অখনে বিফল চিন্ত চিন্তিবা জে শেষে ॥ ইত্যাদি। (পৃ ১৪৯)

(২) ধৃতবাষ্ট্রে বোলে তবে কহবে সঞ্জয়।
তোহ্মাব কথা স্থনি। মনেতে লাগে ভয় ॥

*   *   *   *

সঞ্জএ বোলএ বাজা এহি দুইজন।
পাণ্ডববংশেত জন্ম অর্জ্জুননন্দন ॥
তোহ্মাব পুত্রেব কুবুদ্ধি হইল পাষা খেডি।
যুধিষ্ঠিব বাজা গেল বাজ্যধন এডি ॥ ইত্যাদি।
(পৃঃ ১৫০ খ ও ১৫১ ক)

(৩) ধৃতবাষ্ট্রে বোলে তবে কহবে সঞ্জয়।
তবে কোন মত হৈল কহ মহাসয় ॥
সঞ্জএ বোলএ বাজা স্থন সাবধানে।
বিবেচিয়া কহি স্থন তোহ্মা বিদ্যমানে ॥ ইত্যাদি। (পৃঃ ১৫২ খ)

কয়েক স্থানে সঞ্জয় শব্দ দ্ব্যর্থবোধক, ইহাও সত্য। যেমন আমাব পুথিতে,—

(১) হানাহানি কাটাকাটি বান ববিসন।
সঞ্জএ কহিলা ভীষ্ম পর্ব্বেব কথন ॥—(পৃঃ ১৫৩ ক)

(২) অষ্টম দিনের রণ ভীষ্ম পর্ব্বএ।
জয়মুনি কহিল কথা কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৫৫ ক)

(৩) ভীষ্ম পর্ব্বে রাত্রি শেষে ইসব কথন।
সঞ্জএ কহিল্য সপ্ত দিন বিবরণ ॥—(পৃঃ ১৫৭ ক)

(৪) নবম দিবসেব বনে ভিষ্মের হৈল ভঙ্গ।
সঞ্জএ কহিল ভিস্ম পর্ব্ব নানা বঙ্গ ॥—(পৃঃ ১৬৪ খ)

(৫) দ্রোণ পর্ব্ব মহা পোথা কৌতুক প্রচুব।
সঞ্জএ কহিল তাকে বডহি মধুব ॥—(পৃঃ ১৮৫ ক)

কিন্তু ইহা ভিন্ন সঞ্জয়েব প্রকৃত ভণিতাও দুর্লভ নহে। বসন্তবাবু সঞ্জয়েব কয়েকটি দ্ব্যর্থবোধক ভণিতা ও ধ্রুতবা্-সহচবেব কথা উদ্ধৃত কবিয়া বলিযাছেন,—'এগুলি প্রকৃত ভণিতা নহে। ইহাব উপব কবীন্দ্র বা শ্রীকবেব ভণিতা পৃথক্ আছে[১০]।' প্রমাণস্বরূপ আমাব পুথিব কথা উল্লেখ কবিযা পাদটীকায় বলিতেছেন,—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমাব চট্টোপাধ্যায মহাশয় তাঁহাব একজন কুমিল্লাবাসী ছাত্রেব আনীত একখানি পবাগলী ভাবতেব পুথিতে কবীন্দ্র ও সঞ্জযেব ভণিতা একত্র পাইযাছেন। আমাব পুথিগুলিতেও তাহাই পাইতেছি। তবে তাঁহাব পবাগলী ভণিতাগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত আকাবে লিখিত দেখিলাম[১১]।' কিন্তু মোটেই তাহা নহে। আমাব পুথিতে কোথাও কবীন্দ্র বা সঞ্জয়েব ভণিতা একত্র নাই। বসন্তবাবুব পুথিব ন্যায় আমাব পুথিতে সঞ্জযেব ভণিতাব উপবে কবীন্দ্র বা শ্রীকবেব ভণিতাও পৃথক্ পাওয়া যাইতেছে না। প্রমাণস্বরূপ আমাব পুথি হইতে কয়েকটি মাত্র ভণিতা উদ্ধৃত হইল, বাহুল্যভয়ে বেশী উদ্ধৃত কবিতে বিবত হইলাম।

(১) ভিস্ম পর্ব্বে অভিমন্যু দেখিয়া বিক্রম।
পয়াবে সঞ্জএ কহে পোথা জে সুগম ॥—(পৃঃ ১৪৫ ক ও খ)

(২) ভিস্ম পর্ব্বে ভগদত্ত ভিমেব জে যুদ্ধে।
সঞ্জএ কহিল তবে পয়াব প্রবন্ধে ॥—(পৃঃ ১৪৮ খ)

(৩) চতুর্থ দিনেব রণ ভিস্ম পর্ব্বণি।
সঞ্জএ বচিয়া কহে তাহাব কাহিনী ॥—(পৃঃ ১৪৯ ক)

(৪) তবে পলাইয়া গেল দুই মহাবথী।
সংসার ভরিয়া বৈল অর্জ্জুনেব কীর্ত্তি ॥
ভিস্ম পর্ব্বে দ্রোণ অশ্বথামা পবাজয়।
পাঁচালি সুগম করি কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৬৩ ক)

(৫) প্রথম দিবসে যুদ্ধ দ্রোণ পর্ব্বএ।
লোকে বুঝিবারে কথা কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৮৬ খ)

(৬) দ্রোণ পর্ব্বে পয়ার সমব অর্জ্জুনের।
সঞ্জএ কহিল কথা কথা সঞ্জএর ॥—(পৃঃ ১৮৮ খ)

১০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২১০।

১১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২১০ পাদটীকা।

(৭) ঘোটক ধ্বজের ভেদ দ্রোণ পর্বএ।
সঞ্জএ কহিল কথা কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৯৩ ক)

(৮) দ্বিতীয় দিবস যুদ্ধ দ্রোণ জে পর্বএ।
সঞ্জএ গাঁথিল পোথা কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৯৮ খ)

(৯) করুণাসাগর কথা দ্রোণ জে পর্বএ।
সঞ্জএ কহিল কথা বাখানে সঞ্জএ ॥—(পৃঃ ২১১ খ)

(১০) দ্রোণ পর্বে কহিলেক জয়দ্রথ বধে।
সঞ্জএ বুঝাএ লোক পয়ার প্রবন্ধে ॥—(পৃঃ ২১৮ ক)

(১১) ব্যাসেব চরিত্র এহি দ্রোণ পর্ব কথা।
পাঁচালি সঞ্জএ কহে সঞ্জএব কথা ॥—(পৃঃ ২৪২ ক)

(১২) পঞ্চম দিনেব বণ দ্রোণ জে পর্বএ।
ভবের তবণী নৌকা কবিল সঞ্জএ ॥—(পৃঃ ২৬৬ খ)

(১৩) এক লক্ষ শ্লোক মহাভাবত সংহিতা।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেব কবিতা ॥
সাবধানে ধর্ম্মকথা বুঝাইবাব তবে।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুব পয়াবে ॥—(পৃঃ ২৭১ খ)

(১৪) অতি অন্ধকাব মহাভারথ সাগব।
পাঁচালি সঞ্জএ তাকে কবিল উজ্জ্বল ॥—(পৃঃ ২৮৪ ক)

(১৫) রুদ্রেব কৌতুকস্থান দেখি সেইখানে।
প্রথম দিনেব যুদ্ধ এই অবসানে ॥
সঞ্জএ কহিল এহি প্রথম দিবসে।
বিচিত্র পাঞ্চালি বচিল অনাআসে ॥—(পৃঃ ২৮৮ খ)

(১৬) নবনাবায়ণ দুই বণে কুতূহল।
সঞ্জএ ভাবথ কথা কহিল সকল ॥—(পৃঃ ৩২৫ খ)

(১৭) সঞ্জএর কথা শুনি   সঞ্জয় রচিল পুনি।[১২] —(পৃঃ ৩৪৬ খ)

(১৮) ভারথ মাণিক্য নিধি আছিল অপার।
সঞ্জএ বেকত কৈল সবস পয়াব ॥—(পৃঃ ৩৭১ ক)

(১৯) মহামুনি ব্যাসে কৈল ভারতের পোথা।
নির্ম্মল সরিরে রাজা স্থনে সর্ব্ব কথা ॥
সার ভারথের কথা কৈল ব্যাশ মুনি।

১২। এই পৃষ্ঠাটির অতি জীর্ণ অবস্থা, তার উপর আবার অর্দ্ধেক নাই। এই ভণিতাটি এবং অল্প কিছু অতি কষ্টে পড়া যায়।

সঙ্কেতবচন চন্দ্রবংশেব কাহিনী ॥
ভাবথেব পুণ্যকথা অমৃতলহরি।
পুণ্যবন্ত জনে স্থনে কর্ণঘট ভবি ॥
ব্যাসেব মুখেব কথা কবিল প্রকাস।
দীব্য কথা ভাবথেব স্থনিলে পাপ নাস ॥
পুবান ভাবথে জেবা স্থনি থাকে কথা।
ভাবথ স্থনিতে না কহিব অন্য কথা ॥
ভাবথ স্থনিতে জেবা অন্য কথা কহে।
পাপ দায় বাঢে কাম পুণ্য নাস হএ ॥
তথাপি মনেব বাঞ্ছা বড় পাম আস।
বাঁয়ন হইয়া জেন চন্দ্র অভিলাস ॥
দাবিদ্র পুরুষে জেন ধন আসা কবে।
অপুত্রা জনেব আসা পুত্র পাইবাবে ॥
জত কিছু কহি স্থন মনের বাঞ্ছিত।
না লইবা দোষ ইহাব স্থনবে পণ্ডীত ॥
ভাবথেব কথা জেই স্থনে মন করি।
সেই জনে সর্ব্বভাবে জাইবা বিষ্ণুপুবি ॥
কলি ভব আঘাব তবিবা নিঃসংশয়।
হবিব চরণে গতি বোলেন সঞ্জয় ॥[১৩]—(পৃঃ ৩৯০ক)

একটি ভণিতা যে একাধিকবাব পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে, এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে 'সঞ্জএ কহিল কথা কহিল সঞ্জয়' ভণিতাটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। দীনেশবাবুর উদ্ধৃত সঞ্জয়ের ভণিতাব সহিত আমাব সঞ্জয়েব ভণিতা যে অধিকাংশে একপ্রকার, তাহা হয় ত সকলে লক্ষ্য কবিয়াছেন।

বসন্তবাবু লিখিয়াছেন,—'* * বিজয়পাণ্ডবকথা কোনও গায়কবিশেষের হস্তে অতিরিক্ত সংযোজন দ্বাবা বিপুলায়তন সঞ্জয়-মহাভারতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে সেই গায়ক বা সঙ্কলনকর্ত্তা সঞ্জয়নামাও হইতে পারেন, অথবা অজ্ঞাতনামাও হইতে পারেন। তবে প্রথমে নামহীন সঙ্কলনটিতে উত্তর কালে পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম জুড়িয়া দিয়া ধর্ম্মগ্রন্থখানিব উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও উপাদেয়তা সম্পাদনও গায়কের অভিপ্রেত হইতে পারে[১৪]।' কিন্তু উপরে উদ্ধৃত ভণিতাসমূহ হইতে কি প্রমাণ হয় না যে, সঞ্জয় বলিয়া একজন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি

১৩। সঞ্জয়ের ভণিতার মধ্যে একমাত্র এইটিই বড়।

১৪। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১০৩৪, পৃঃ ২১২।

অতি অন্ধকার অপার ভারতসাগর উজ্জ্বল করিয়া লোকহিত সাধন করিয়াছেন, সাবধানে ধর্ম্মকথা বুঝাইবার জন্য অনায়াসে মধুর পয়ার রচনা করিয়াছেন ?

মাত্র দুইটি সন্দেহজনক ভণিতা আমার পুথিতে পাওয়া যাইতেছে, যথা—

(১) জেমত ভারথকথা কহিল সঞ্জয়।
গীত হেন গাহে লোকে মোহিত হৃদয় ॥—(পৃঃ ৩১৬ ক)

(২) সঞ্জএ বোলএ মহাভারথের সার।
গীত বুঝি বুঝি লোকে চাহে তরিবার ॥—(পৃঃ ৩১৯ খ)

কিন্তু ইহা বসন্তবাবুর যুক্তির পোষকতা করিতেছে কি না, তাহা বিচার্য্য।

শুধু সঞ্জয় ও পরাগলী ভারতে যে ভাষার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা নহে। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু বলিতেছেন,—'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত অভিধেয় গ্রন্থখানির ব্যাপার ছাড়াও সঞ্জয়-রচিত মহাভারত, নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহাভারতের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চর্য্য প্রকারের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী ভারতানুবাদগুলি রচিত হইয়াছিল[১৫]।' এই ভাষা-সাদৃশ্যের কারণ সম্বন্ধে বিশেষ সন্তোষজনক প্রমাণ কিছু না দিতে পারিলেও তিনি একটি অনুমান করিয়াছেন। তাহা তাঁহার ভাষাতেই উদ্ধৃত হইল,—'মাগধ ভাটগণ প্রাচীন কাল হইতে রাজন্যবর্গের স্তুতি-প্রসঙ্গে পুরাণোক্ত উপাখ্যানগুলি গাহিয়া ফিরিতেন, এখনও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ সাময়িক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিয়া থাকেন, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত আছে। ইঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে গাহিয়া বেড়াইতেন, যাঁহারা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ প্রচলিত উপাখ্যানগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিগণের রচিত অনুবাদে ভাষাগত এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে[১৬]।' কিন্তু পরাগলী ও সঞ্জয়-ভারতের অভাবনীয় সাদৃশ্য বিশেষ চিন্তা ও অনুসন্ধানের বিষয়, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় 'অজ্ঞাতকুলশীল কবিবিশেষ,' বসন্তবাবুর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর জন্য দীনেশবাবু যে পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্র নাকি পাওয়া গিয়াছে,—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারতকথা কহিলেক মর্ম্ম ॥[১৭] (৪৩৬ পত্র)

১৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৫।
১৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৫।
১৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৯।

এই নিমিত্ত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে তিনি কবিকে বিক্রমপুবনিবাসী বৈদ্যবংশসম্ভূত বলিয়া অনুমান করিলেও এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ নাই, তাহা স্বীকার করিয়াছেন[১৮]। বস্তুতঃ সঞ্জয়কে বৈদ্যবংশজাত বলিয়া মনে কবিবাব কোনো সঙ্গত কাবণ আছে বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করি না। কিন্তু তিনি যে ভবদ্বাজগোত্রীয়, সে প্রমাণ আমাব পুথিতেও পাওয়া যাইতেছে, যথা—

ভবদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে।
সঞ্জএ ভাবথকথা কহে কুতুহলে ॥—(পৃঃ ২৮৫ ক)

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তবঞ্জন বায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনুমান করেন, শ্রীহট্টই কবির জন্মভূমি, বিক্রমপুব নয়। এ বিষয়ে তিনি কি কি প্রমাণ পাইয়াছেন, বলিতে পারি না। সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিশালায় সঞ্জয়রচিত মহাভারতেব সভাপর্ব্বে তিনি নাকি—

দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার।
সঞ্জয় রচিলা কৈল পাঁচালি প্রচার ॥

ভণিতা পাইয়াছেন। আজ এই বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে পারিলে আমরা সুখী ও কৃতার্থ হইব।

আমার পুথির পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। পবাগলী মহাভারত ত্রিপুরা জেলায় মোটেই পাওয়া যায় না, তাহা নয়। আমার পুথির আদি (কিয়দংশ), অনুশাসন ও অশ্বমেধ প্রভৃতি পর্ব্ব পরাগলী ভারতের।

বসন্ত বাবুর ন্যায় আমিও এই আলোচনার সার উদ্ধার করিয়া দিতেছি—যদিও তাঁহার সঞ্জয়-বিষয়ক প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়াই আমার মনে হইতেছে,—

১। ধৃতরাষ্ট্র-সহচর সঞ্জয়ের নামের সহিত সঞ্জয়ের ভণিতা কোন কোন স্থলে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়াই বাঙলা মহাভারতখানি সেই পৌরাণিক সঞ্জয়ের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে, এরূপ সন্দেহ অমূলক।

২। পরাগলী মহাভারত ত্রিপুরা জেলায় পাওয়া যায় না, এমন কথা বলা হয় ত নির্ভুল নয়। সমগ্র মহাভারত না হোক, কয়েকটি পর্ব্ব যে পাওয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো হেতু নাই।

৩। ত্রিপুরার হিন্দুরাজার আশ্রয়ে পরাগল-সম্পর্ক-বর্জ্জিত এবং ভণিতাবিহীন 'বিজয় পাণ্ডবকথা' সম্ভবতঃ কোনো চতুর গায়ক কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া আপাততঃ কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। বসন্ত বাবুর অনুমান সত্য হইলে আমরা সঞ্জয়-ভারতে হয় ত সেই রাজাটির নাম পাইতাম।

৪। উত্তরকালে সংযোজনাদির দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া 'বিজয় পাণ্ডবকথাই' বিপুলায়তন সঞ্জয়-ভাবতে পরিণত হইয়াছে—ইহারও প্রমাণাভাব। আমার পুথিতে অশ্বমেধ পর্ব্বটি গঙ্গাদাস সেনের নয়—শ্রীকর নন্দীর।

১৮। বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়, পৃঃ ৬০ ।

৫। সঞ্জয়-ভারতকে নিঃসন্দেহে পরাগলী ভারতেরই একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ এবং উত্তর-কালীয় বলা যাইতে পারে না।

৬। পরাগলী মহাভারত সঞ্জয়-ভারতের বিকাশ নহে, বরং সঞ্জয়-মহাভারত পরাগলীব বিকাশ বলিবার পূর্ব্বে প্রমাণ প্রয়োজন।

৭। সঞ্জয় অজ্ঞাত-কুলশীল কবিবিশেষ নহেন। তিনি যে ভরদ্বাজগোত্রীয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীকর নন্দী সম্বন্ধে আমাব বক্তব্য পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসুধীরকুমার সেন

বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব্দ সঙ্কলন*

বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য শব্দ সঙ্কলন করা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা বঙ্গভাষাভাষী জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনার জন্য একটী অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য্য।

আমাদের আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সৃষ্টিতে এই কয় প্রকারের উপাদান আসিয়াছে। প্রথমতঃ, **তদ্ভব** শব্দ : মুখ্যতঃ এই শব্দগুলিকে লইয়াই আমাদের ভাষা, ইহাদিগকে বাদ দিলে কোনও আধুনিক আর্য্যভাষার নিজস্ব কিছুই থাকে না। প্রাচীনতম আর্য্যযুগে শব্দগুলি যেরূপে প্রচলিত ছিল, মুখে মুখে এক বংশপীঠিকা হইতে আর এক বংশপীঠিকায় ভাষাস্রোত যখন বাহিত হইয়া আসিতেছিল, এবং নানা অনার্য্য জাতির মধ্যে এই আর্য্যভাষা যখন প্রচারিত হইতেছিল, তখন এই শব্দগুলি আর অবিকৃত থাকিতেছিল না, পুরুষপরম্পরা ধরিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাষার ইতিহাসের গতি বা ধারার সঙ্গে যোগ রাখিয়া শব্দগুলি এখন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, সেই-গুলিকেই আধুনিক আর্য্যভাষার নিজস্ব 'তদ্ভব' শব্দ বলা যায়। আধুনিক আর্য্যভাষার বিভক্তি প্রত্যয়গুলিরও উৎপত্তি এইরূপে। তদ্ভব শব্দের পরে ধরিতে হয়—দ্বিতীয়—**তৎসম** শব্দ, তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত-সম শব্দ। কথ্য বা মৌখিক ভাষাকে বহতা নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রাচীন আর্য্যভাষার বহতা নদী লোকমুখে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতে শুরু করিল। পণ্ডিত-জন দেখিলেন যে, প্রাচীন আর্য্য বা বৈদিক বা ছান্দস ভাষা আর ঠিক থাকিতেছে না, শিষ্টজনের মধ্যে ব্যবহৃত প্রাচীন-পন্থী ভাষাও কেহ বলে না। ভাষার গতি নিরোধ বা সংযমন অসম্ভব। তখন তাঁহারা মৌখিক ভাষাকে ত্যাগ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার চর্চ্চায় ও ইহার রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, ইহার ব্যাকরণ লিখিলেন। এই শিষ্ট ও সাহিত্যের ভাষা 'সংস্কৃত' নামে খ্যাত হইল। মৌখিক ভাষার গতি যে দিকেই যাউক না কেন, তাঁহারা সংস্কৃতেরই চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, ইহাতে বই লিখিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে পুরুষের পর পুরুষ ধরিয়া পণ্ডিতের আলোচনার ও রচনার মধ্য দিয়া সংস্কৃত ভাষারও গতি চলিল। মৌখিক ভাষা বহতা নদী,—সংস্কৃত তাহার পাশে যেন কাটা খাল, ব্যাকরণের দুই উঁচু পা'ড় অতিক্রম করিয়া চলে না। ভাষায় যে সমস্ত আদি যুগের আর্য্য শব্দ বিকৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের অবিকৃত মূলরূপ সংস্কৃতেই রক্ষিত হইয়া আছে। আবশ্যক হইলে ভাষার পার্শ্বেই বিদ্যমান সংস্কৃত হইতে শব্দ ইচ্ছামত ভাষায় গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এই সব শব্দকে আধুনিক ভাষার 'তৎসম' শব্দ বলা হয়। আবার বহু স্থলে এইরূপ ঘটিয়াছে যে, ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ তাহার বিশুদ্ধ রূপটী অব্যাহত রাখিতে পারে নাই, লোকমুখে তাহারও বিকার ঘটিয়াছে। এই বিকারের ফলে তৎসম শব্দের একটী নূতন রূপ দাঁড়াইল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ

---

* ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৩১এ ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

তদ্রূপ বিকৃত তৎসম শব্দের একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন—ভগ্নতৎসম বা অর্দ্ধতৎসম (semi-tatsama)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, ভাষার গতিপথ অবলম্বন করিয়া, মূল শব্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যে ভাবে তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, দেখা যাইতেছে যে, অর্দ্ধতৎসমের উৎপত্তি সে ভাবে হয় নাই। আবার এমনটীও হইয়াছে যে মৌখিক ভাষার ইতিহাসে একাধিক-বার একই সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের উচ্চারণরীতির দ্বারা অভিভূত হইয়া একাধিক অর্দ্ধতৎসম রূপ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারের তদ্ভব, তৎসম এবং নানা যুগে উদ্ভূত অর্দ্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ এক 'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারাই দেখানো যাইতে পারে। আদি আর্য্যযুগের ভাষায়, ধরা যাউক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০এ, 'কৃষ্ণ' শব্দ 'কৃ-ষ্-ণ' রূপে অবিকৃত অবস্থায় ভারতবর্ষে আর্য্যভাষীদিগ কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইত। কিন্তু এই অবিকৃত রূপের বিশুদ্ধি আর রহিল না, তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল:—'*কষ্-ষ্-ণ' '*কষ্ণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া '*কহ্ণ' এবং অবশেষ খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে 'কণ্হ' রূপ ধারণ করিয়া বসিল। তখন শব্দটীকে আর আদিযুগের আর্য্য শব্দ বলা চলিল না, ভাষা তখন মধ্যযুগের আর্য্য বা প্রাকৃত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাষাগত তাবৎ শব্দ যেখানেই একটু পরিবর্ত্তনসহ, সেখানেই এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে এই 'কৃষ্ণ> কণ্হ' শব্দ প্রাকৃত যুগের অবসানে আধুনিক আর্য্যভাষার যুগে, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষে, 'কান্হ' ও পরে 'কান' আকার ধারণ করিয়াছে; তিন হাজার বছরে এইরূপে 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিণতি; এবং 'কান্হ' শব্দে আদরে '-উ' প্রত্যয় যোগে 'কান্হ'> 'কানু' রূপ এখনও বাঙ্গালা ভাষায় জীবন্ত শব্দ। ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় 'কৃষ্ণ' শব্দ বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিকৃত 'কণ্হ' রূপের পার্শ্বে, প্রাকৃত যুগে 'কৃষ্ণ' শব্দ গৃহীত হইল; কিন্তু প্রাকৃত-ভাষী জনসাধারণের মুখে এই শব্দ '*কর্ষ্ণ', '*ক্রষ্ণ' '*ক্রষণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া অবশেষে প্রাকৃতে 'কসণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। 'কণ্হ' হইল তদ্ভব রূপ, 'কসণ' প্রাকৃতে আগত অর্দ্ধতৎসম রূপ। পরে যখন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইল, তখন প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা 'কান্হ' শব্দ পাই তদ্ভব রূপ হিসাবে, এবং প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত অর্দ্ধতৎসম শব্দ হিসাবে পাই 'কসণ' ('কসণ ঘন গাজই', চর্য্যাপদ ১৬ = কৃষ্ণ ঘন গর্জ্জে)। তৎসম 'কৃষ্ণ' তো ছিলই। এই 'কসণ' শব্দ পরে বাঙ্গালায় অপ্রচল হইয়া পড়ে। সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দ আবার নূতন উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে মধ্য যুগের বাঙ্গালায় একটী নবীন অর্দ্ধতৎসম রূপ গ্রহণ করিয়া বসে—'*ক্রেষ্ণ', '*ক্রেষ্টঁ' প্রভৃতি মধ্য যুগের বাঙ্গালার সংস্কৃত উচ্চারণরীতির অনুমোদিত রূপের সরলীকরণের ফলে শেষে 'কেষ্ট' (='কেশ্টো') রূপ আসিয়া গিয়াছে। ও দিকে হিন্দীতে তদ্ভব রূপ 'কান্হ্', 'কন্হৈয়া' (='কানাইয়া') বিদ্যমান আছে; তাহার পার্শ্বে আবার নবীন হিন্দী অর্দ্ধতৎসম রূপের সৃষ্টি হইল 'কিসন, কিসেন্'; শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নাম হিসাবে, মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে হিন্দীর এই অর্দ্ধ-তৎসম শব্দ আবার বাঙ্গালায় আসিয়া গেল—'কিষেণ' 'কিষণ' রূপে। অতএব আদি আর্য্য ভাষার 'কৃষ্ণ' শব্দ, তাহার দৌহিত্রীস্থানীয়া বাঙ্গালা ভাষায় এই মূর্ত্তিগুলি পরিগ্রহ করিয়াছে,—

১। 'কান'—'কানু'—খাঁটী বাঙ্গালা তদ্ভব শব্দ।

২। 'কসণ'—প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রাকৃত হইতে লব্ধ অর্দ্ধতৎসম শব্দ, অধুনা লুপ্ত।

৩। 'কেষ্ট'—মধ্য যুগের বাঙ্গালায়, সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দেব উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট অর্দ্ধতৎসম শব্দ। (হিন্দুস্থানীব মুখে, মাড়োয়ারীর মুখে এই শব্দ 'কিষ্টো' রূপে উচ্চারিত হয়)।

৪। 'কিষণ্', 'কিষেণ্'—হিন্দী হইতে উদ্ধাবিত; হিন্দীর নিজস্ব অর্দ্ধতৎসম শব্দ'কিসন্'এর বাঙ্গালা বিকার।

৫। 'কৃষ্ণ'—তৎসম শব্দ—উচ্চাবণে যাহাই হউক, বানানে এটী বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ অবিকৃত রাখিয়াছে। (বাঙ্গালা দেশে ইহাব উচ্চারণ 'ক্রিশ্ ন' বা 'ক্রিশ টঁ্য'; উৎকলে 'কৃশড়ঁ', হিন্দুস্থানে 'ক্রিশ ন্' বা 'ক্রিশ্ড়ঁ')।

(১) তদ্ভব, (২) তৎসম, এবং (২ক) অর্দ্ধতৎসম—এই তিন জাতীয় শব্দ লইয়া আধুনিক আর্য্যভাষাগত আর্য্য উপাদান, দেখা যাইতেছে, এই উপাদান হয় রিক্থরূপে আদি আর্য্যযুগের মৌখিক ভাষা হইতে প্রাপ্ত ('তদ্ভব' শব্দাবলী), নয় প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্ম্মেব ভাষা সংস্কৃত হইতে ঋণ-স্বরূপে বা দান-স্বরূপে স্বীকৃত ('তৎসম' ও 'অর্দ্ধতৎসম' শব্দাবলী)। ভাষাগত তৎসম শব্দাবলীর আলোচনা, আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে; সংস্কৃতেব সঙ্গে অল্প পরিচয়েই আমরা ইহাদেব চয়ন এবং বিশ্লেষণ কবিতে পারি। অর্দ্ধতৎসম শব্দ লইয়া আলোচনা কবাও তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে, কাবণ, ইহাদের সংস্কৃত মূলেব সহিত সাদৃশ্য বিশেষরূপে প্রকট হইয়া আমাদেব লক্ষ্যগোচব হয়। তদ্ভব শব্দ লইয়া অনেক স্থলে গোল নাই, 'কর্ণ > কণ্ণ > কান', 'চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ', 'কার্য্য > কজ্জ > কাজ', 'সমর্পয়তি > সমপ্পেদি > সবঁপ্পেই > সঁপে', 'আবিশতি > আবিসদি > আইসই > আইসে > আসে' প্রভৃতি লইয়া আমাদের বিব্রত হইতে হয় না; আবার বহু স্থলে বহু শতাব্দী ধরিয়া নানা পরিবর্ত্তনের ফেরের মধ্য দিয়া আসার জন্য একটু অনুসন্ধান কবিয়া তবে তদ্ভব শব্দের সাধন করিতে হয়। যেমন, 'এও < আইও < আয়্য < আইঅ < আইহ < আইহঅ < অইহব < অবিহবা, অবিধবা', 'সকড়ি, সঁকড়ি < সঙ্কডিআ < সঙ্কটিকা < সঙ্কট- < সং + কৃত', √পর < পহ্র, পর্হ < পহির, পরিহ < পরি + √ধা', 'আয়ান < আইহণ < অহিঅন < অহিঅণ্ণ < অহিবণ্ণু < অভিমন্যু', 'দেরথো, দেউরথা < দিঅউরথা < দিঅরূথা < দীবরুক্খ- < দীপবৃক্ষ-'; ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালা সাধু ভাষায়, তদ্ভব ও অর্দ্ধতৎসম শব্দ শতকরা ৫১টার উপর, বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শতকরা ৪৪টা, আর বিদেশী শব্দ (ফারসী, পোর্ত্তুগীস, ইংরেজী) শতকরা ৪টার কিছু বেশী। কলিকাতার হিন্দু ভদ্রগৃহের মৌখিক চলিত ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা অনেক কম, শতকরা ১৭; বিদেশী শব্দ শতকরা ৩, এবং বাকী শতকরা ৮০টা তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম এবং অজ্ঞাতমূল শব্দ লইয়া।

বাঙ্গালায় বিদেশী শব্দ লইয়া বেশী ঝঞ্ঝাট নাই, সহজেই বা অল্পায়াসে তাহাদের মূল ফারসী বা ইংরেজী বা পোর্ত্তুগীস শব্দটীর সহিত তাহাদের যোগসূত্র বাহির করিতে পারা যায়। বাঙ্গালায় তদ্ভব, তৎসম ও অর্দ্ধতৎসম এবং বিদেশী শব্দ ব্যতীত আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে; সেগুলির মূল

নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় যেমন অধিক, প্রয়োগেও তেমনি সুপরিচিত ও সাধারণ। প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা এইরূপ শব্দ কিছু কিছু প্রাকৃতেও লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ইহাদের নাম দিয়াছেন দেশী। তাঁহাদের ব্যবহৃত এই সংজ্ঞা আমরা বাঙ্গালায় ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় প্রাপ্ত ঐ জাতীয় শব্দ সম্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারি।

প্রথম, অনুকার শব্দগুলিকে দেশী পর্য্যায়ে ধরা হয়—'চট্, সাঁ, টক্‌টক, থরথর, ছট্‌ফট্, হিজিবিজি' ইত্যাদি। কিন্তু অনুকার শব্দ ছাড়া অন্য পদার্থ বা ভাব বা ক্রিয়াবাচক বহু শব্দ আছে, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির পরে বাঙ্গালায় কোনও বিদেশী ভাষা হইতে আইসে নাই, এবং যেগুলি বিকৃথ হিসাবেই প্রাকৃতের নিকট হইতেই বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে,—এবং সংস্কৃতের বা আর্য্যভাষার ধাতু প্রত্যয় দ্বারা যাহার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। যেমন—√এড়,√নড়, টপক, পাড়া (=মহিষ), ঘোমটা, ঘেঁচি-(কড়ি), গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাউ, ঢিল, ঝাণ্ডা, ঝান্নু, ঝোপ, টোপর, ছাল, চোঙ্গা, √চাটা, চোপ, পেট, কামড়, খোঁড়া, বইচি, ডাগর, চটী, ঢেউ, ডেকরা, ডাহা, ডাসা, ডাব, ডিঙ্গা, ডিঙ্গান, ডোকলা, আড্ডা, গোড়া' প্রভৃতি। এইরূপ কতকগুলি শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃতে মিলিলেও, তাদৃশ সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা ভালো করিয়া করা যায় না। যেমন—'লাড়ু, খাড়ু > লড্ডুক, খড্ডুক', 'তেঁতুল, প্রাচীন বাঙ্গালা তেন্তুলী = সংস্কৃত তিন্তিড়ী', 'হাঁড়ী > হড্ডিক,' ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাধু ভাষা পারতপক্ষে এইরূপ শব্দ বর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু চলিত ভাষায় এইরূপ শব্দ শত শত মেলে। ইহাদের সংস্কৃত রূপ পাইলেও ইহাদের পূর্ণ সমাধান বিষয়ে আমরা 'হা'লে পানি পাই না'।

বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিখিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সকল রকম শব্দের সাধন ও ব্যবহার শিখিতে হইবে। ভাষা শিক্ষার উপযোগী বাঙ্গালা ব্যাকরণে ভাষাগত তদ্ভব, তৎসম অর্দ্ধতৎসম, দেশী এবং বিদেশী সর্ব্বপ্রকার শব্দ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান দিবার চেষ্টা থাকা উচিত। দেশী, বিদেশী ও তদ্ভব এবং অর্দ্ধতৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমরা কিন্তু বেশী অবহিত হই না; familiarity breeds contempt: ইহাদের যেমন-তেমন বানান হইলেই হইল (কেবল ভাষায় আগত ইংরেজী শব্দগুলি বাদে অন্যথা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞতারূপ মহাদোষ ধরা পড়িবার ভয় আছে!)। ইহাদের যথাযথ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা কোনও শিক্ষা পাই না বা দিই না, এ বিষয়ে আমরা আমাদের সহজ ভাষাজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু এক অঞ্চলে ব্যবহৃত তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম ও দেশী শব্দ রূপে, অর্থে ও প্রয়োগে অন্য অঞ্চলের সেই সেই পর্য্যায়ের শব্দাবলী হইতে যথেষ্ট পার্থক্য রক্ষা করে (বিদেশী শব্দ সংখ্যায় অল্প, এগুলি নূতন আগত, ইহাদের অপপ্রয়োগ বা অর্থপার্থক্য ততটা ঘটে নাই)। যাঁহারা এক অঞ্চলে জন্মিয়া সেখানকার ভাষাই শিক্ষা করিয়া, অন্য অঞ্চলের কথিত ভাষা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, যে ভাষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে তাঁহারা অনেক সময়ে শিক্ষা বা অভিনিবেশের অভাবে,

যথার্থরূপে সক্ষম হন না। ভালোর জন্যই হউক বা মন্দের জন্যই হউক, উচিতই হউক বা অনুচিতই হউক, ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা আজকাল সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, এমন কি, সাধু ভাষার স্থানও এই ভাষা দখল করিতে চাহিতেছে। এই ভাষা মূলতঃ অঞ্চল বিশেষের মৌখিক ভাষা, ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণরীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও, নিজ মাতৃভাষাগত রিক্থ হিসাবে সমস্ত বঙ্গের সমগ্র শিক্ষিতমণ্ডলী ইহার বিশেষত্ব, তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম এবং দেশী শব্দগুলির অধিকারী হইতে পারেন নাই। সেই জন্য অবিসম্বাদিতার্থ সংস্কৃত শব্দাবলীতে পূর্ণ প্রশস্ত রাজমার্গস্বরূপ সাধু ভাষা ত্যাগ করিয়া, যাঁহারা কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষার পথে চলিতে চাহেন, অচেনা পথে চলার জন্য তাঁহাদের অনেকে অনেক সময়ে বিভ্রাট ঘটাইয়া বসেন, তাহা তাঁহাদের এবং পাঠকদের উভয়েরই পক্ষে কষ্টকর। আজকালকার কোনও কোনও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিকের বহু লেখকের লেখা দেখিলেই এ কথা বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, সাহিত্যে কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রতিষ্ঠার ফলে, ঐ ভাষার তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম ও দেশী শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগরীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গদ্যের সাধু ভাষাই আদর্শ থাকায়, এতাবৎ খাঁটী বাঙ্গালাকে সাধু ভাষার আওতায় পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া, সাধু ভাষার বিশেষত্ব সংস্কৃত শব্দই বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষার ব্যাকরণের মুখ্য উপজীব্য ছিল, তাহার সন্ধিবিচ্ছেদ, ষত্ব ণত্ব-বিধান, কৃৎ-তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতিই ছিল একমাত্র ভাষাজ্ঞানের পথ—বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সন্ধি, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রত্যয়ের কাজ, কৃৎ-তদ্ধিত, সমাস, অনুকার শব্দ, সহায়ক ক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইত না। কারণ খাঁটী বাঙ্গালার যেটুকু আমাদের গদ্যের সাধু ভাষায় আইসে, সেইটুকুর পক্ষে, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ ভাষাজ্ঞান আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। বইয়ের ভাষার বাকী কথা শিখিবার জন্য ব্যাকরণের নিকট উপদেশ লইতে হইত।

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিক্ষার জন্য ভাষার সকল রকমের উপাদানের চর্চ্চা আবশ্যক হইলেও, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাময় উপাদান হইতেছে তদ্ভব ও দেশী উপাদান। একটা বড় বিষয়ে তদ্ভব উপাদানের (শব্দ ও প্রত্যয়াদির) আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আছে—সেটী সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অস্তিত্ব। দেশী শব্দের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই সুবিধা নাই। ক্বচিৎ দুই চারিটী অনুরূপ প্রাকৃত শব্দ মেলে—যেমন, বাঙ্গালা 'চাঙ্গা'—প্রাকৃত 'চঙ্গ'=ভালো; বাং 'পেট'—প্রাকৃত 'পোট্ট'; মারহাট্টি 'তুপ'—প্রাকৃত 'তুপ্প'—ঘী; বাঙ্গালা 'ছট্‌ফট্'=প্রাকৃত 'চডপড'; বাঙ্গালা 'চাটা'=প্রাকৃত 'চট্টি' ইত্যাদি। সংস্কৃতেও যদি দেশী শব্দের অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও খুব বিশেষ সহায্য হইল না; কারণ, অনেক স্থলে শব্দটির বা ধাতুটীর বাহ্য রূপেই সেটী যে আর্য্যভাষা বা খাস সংস্কৃতের শব্দ নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেগুলি বর্ণচোরা শব্দ বা ধাতু, তাহাদের

উৎপত্তি অন্যত্র, সংস্কৃতের সভায় কোনও রকমে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিবার চেষ্টায় আছে ; যেমন 'তাম্বুল, লড্ডুক, খড্ডুক, হড্ডিক, তিন্তিড়ী' প্রভৃতি শব্দ ; যেমন 'খিট্ট, খট্ট, লোট্ট, গুণ্ড' প্রভৃতি ধাতু। বাস্তবিক পক্ষে এখন দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ বিস্তর 'দেশী' শব্দ সংস্কৃতেই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং '-ক' বা তদ্রূপ অন্য কিছু প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত সাজিয়া বসিলেও, তাহারা আর্য্য পর্য্যায়ের শব্দ নহে। এইরূপ অ-ব্যাখ্যাত বা অ-জ্ঞাত মূল শব্দ বৈদিক ভাষায় তত প্রচুর নহে, কিন্তু পরের যুগের সংস্কৃতে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে দেখা যায়। দেখা যাইতেছে যে, ভারতে আর্য্যভাষার একটী বিশিষ্ট উপাদান, মূলে যাহা আর্য্য নহে, তাহা সংস্কৃতে, প্রাকৃতে এবং আধুনিক ভাষায়, এই তিনেই পাওয়া যায়। এই সকল দেশী শব্দের উৎপত্তি কি? প্রাচীন বৈয়াকরণিকদের প্রদত্ত 'দেশী' নামকরণ হইতে ইহাদের মূল সম্বন্ধে প্রাচীনেরা কি স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক অনুমান করা যায় না। 'দেশী' অর্থে প্রদেশনিবদ্ধ, যাহা কোন অঞ্চলের প্রাকৃত জনের ভাষায় বিদ্যমান, শিষ্ট প্রয়োগে বা ভারতের সর্ব্বত্র গৃহীত সংস্কৃত ভাষায় যাহা মিলে না। 'প্রাদেশিক' শব্দ ব্যস্, এইটুকু বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। অনেক স্থলে তাঁহারা দেশী পর্য্যায়ে প্রাকৃতের বিস্তর তদ্ভব শব্দকেও ফেলিয়াছেন। যেমন 'হেট্‌ঠা' (অধস্তাৎ, *অধিস্তাৎ> *অধিষ্টাৎ> *অহেট্‌ঠা—হেট্‌ঠা=বাঙ্গালা হেঁট), 'অইবজুবই' (নববধূ অর্থে=অচিরযুবতী), 'সুবণ্ণবিন্দু', 'অঙ্গবডণ', 'অম্বির' (=আম), 'অগ্গক্খন্ধ' ইত্যাদি।

দেশী শব্দগুলির ইতিহাস অনুশীলনে প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণদের নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষার ও প্রাকৃতের বহু দ্রাবিড় দেশীয় ব্যাকরণকার ছিলেন। উত্তর-ভারতে গ্রীক, প্রাচীন পারসীক, শক, ও দক্ষিণ-ভারতে গ্রীক রোমানজাতীয় লোকেরা বহু কাল ধরিয়া অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া হয়তো দুই একজন ভারতীয় পণ্ডিত তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করিয়া থাকিবেন, উত্তর-ভারতেও বহু স্থলে অনার্য্যভাষী জাতি আর্য্যভাষীদের পাশেই বাস করিত, তাহাদের ভাষা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় কোনও না কোনও পণ্ডিতের হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল অ সংস্কৃত ভাষার বর্ণনাত্মক কোনও লেখা (দ্রাবিড় ভাষার দুই একখানি ব্যাকরণ ছাড়া) কেহ লিখিয়া যান নাই, ভারতে সুপ্রাচীন যুগে ব্যবহৃত ও অন্যান্য অনার্য্য ভাষার আলোচনার পক্ষে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পক্ষে কার্য্যকর কোনও উপাদান প্রাচীন ভারতের কোনও লেখক দিয়া যান নাই। অথচ দ্রাবিড় ও কোলজাতীয় ভাষার এবং গ্রীক ও ঈরানী ভাষার প্রতিবেশ প্রভাব হইতে প্রাচীন ভারতের আর্য্যভাষা মুক্ত ছিল না। প্রাচীন যুগের কথ্যভাষা নানা প্রাকৃতে এই সকল ভাষা হইতে অনেক শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছিল, এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতেও এই সকল শব্দ স্থান করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল।

আধুনিক যুগের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদ্যা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আলোচনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহারাই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সম্ভাব্য অনার্য্য

শব্দাবলীব ব্যুৎপত্তি নির্ণয়েব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমটায় সুসভ্য দ্রাবিড় ভাষা তামিল, তেলুগু, কানাড়ীব সহিত তাঁহাদেব পবিচয় হয় বলিয়া আর্য্যভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদানেব দিকে তাঁহাদেব দৃষ্টি আগে আকৃষ্ট হয়। কল্‌ডওয়েল, কিটেল, গুণ্ডার্ট্ প্রমুখ পণ্ডিতদেব আলোচনাব ফলে অনেকগুলি সংস্কৃত ও অন্য আর্য্যভাষাগত শব্দেব মূল যে দ্রাবিড ভাষায়, সে বিষয়ে আমবা সন্ধান পাইয়াছি। কিছু কিছু দেশী শব্দও এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সম্প্রতি আর্য্যভাষাব উপব কোল-জাতীয় ভাষাব প্রভাব লইয়া দুই জন ফবাসী ভাবত-বিদ্যাবিৎ আলোচনা আবম্ভ কবিয়াছেন। ইঁহাদেব একজন পাবিসেব প্রাচ্যভাষাবিদ্যালয়ের আনামী ভাষাব অধ্যাপক, পালি সংস্কৃত কম্বুজীয়প্রমুখ ভাষাবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঝাঁ প্‌শিলুস্কি (Jean Przyluski), অন্য জন হইতেছেন, বিখ্যাত সংস্কৃত ও চীনাব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Lévi)। পশিলুস্কি দেখাইয়াছেন যে, 'কম্বল, কদলী, ফল, বাণ, (কুড়ি)' তাম্বুল, লাঙ্গল, লিঙ্গ, লগুড (লগী) প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত (ও আধুনিক আর্য্য-ভাষাগত) শব্দ মূলে প্রাচীন কালে কোলদেব অনুরূপ অনার্য্যভাষা বলিত, এমন জাতিব নিকট হইতে আসিযাছে—যে জাতিব বংশধবেবা এখন আব অনার্য্যভাষা বলে না, আর্য্য-ভাষী ও হিন্দু হইয়া গিয়াছে।

আর্য্যজাতি বাহিব হইতে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি লইযা ভাবতে আসিল। এ দেশে দুইটি বিবাট জাতিব সহিত তাহাদেব সাক্ষাৎকাব ঘটিল—দ্রাবিড় ও কোল। ইহাদেব নিজস্ব ভাষা ও ধর্ম্ম, সভ্যতা ও বীতিনীতি ছিল। নবাগত আর্য্যেবা সংখ্যায় ছিল কম। অনার্য্যেবা সংখ্যায় বেশী ছিল, এবং এই দেশেব উপযোগী বাস্তব সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতিও তাহাবা গডিয়া তুলিয়াছিল। বাহিব হইতে আগত আর্য্যেবা পূর্ব্ব ঈবানে ও এই দেশে আসিয়া একেবাবে নূতন অবস্থাব মধ্যে পডে—নূতন দেশে নূতন প্রকাবেব জীব ও উদ্ভিদ্‌জগৎ, নানা নূতন ধরণেব মানুষ ও তাহাদেব অদৃষ্টপূর্ব্ব বীতিনীতি, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচাব-ব্যবহাব। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা সাধাবণতঃ ঘটিয়া থাকে—নবাগত বিজেতা আর্য্য ও বিজিত অনার্য্য দ্রাবিড় ও কোল—এই ত্রিবিধ জাতিব, তাহাদেব ধর্ম্ম সমাজনীতি, আচাব অনুষ্ঠান প্রাচীন কাহিনী, পার্থিব সভ্যতা—সকল বিষয়েই তাহাদেব জগতেব মধ্যে মিশ্রণ ঘটিল। এই মিশ্রণের ফলে বিশুদ্ধ আর্য্যধর্ম্ম ও সমাজ, যাহা আমরা বেদে পাই, তাহা পবিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু অর্থাৎ পৌবাণিক ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্ম ও সমাজচিন্তায় পবিণত হইল। আর্য্যদের দেবতাদেব সঙ্গে আপোষ করিয়া লইয়া অনার্য্যদের দেবতাবাও পূজা পাইতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ্য দেবতার মধ্যে তাঁহাদের একটি বড়ো স্থান হইল। আর্য্যদের ভাষা কিন্তু উত্তর-ভারতে অনার্য্যদের মধ্যে গৃহীত হইল; কিন্তু অনার্য্যভাষীদের মধ্যে প্রসৃত হওয়ার ফলে, তাহার আভ্যন্তরীণ রূপ, যাহা বাক্যরীতিকে অবলম্বন করিয়াও নানা খুঁটিনাটি বস্তুতে প্রকাশ পায়, তাহা বদলাইয়া গেল। আর্য্যভাষার ধাতু ও শব্দ বিস্তর রহিয়া গেল, কিন্তু ভাষার কাঠামো অন্য ধরণের হইয়া গেল; অনার্য্যভাষার মরা গাঙ্গের খাত দিয়া আর্য্যভাষার ধাতু-শব্দরূপ জল বহিয়া চলিল।

অনার্য্যভাষার শব্দ যে এই অবস্থায় আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়াছে, এমন আর্য্যীকৃত অনার্য্যদের মধ্যে অনার্য্যভাষার শব্দ যে দু দশটা রহিয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, এবং অনুমান হয়, হইয়াছিলও তাহাই। বিশেষ ভাষাজ্ঞান ও দক্ষতার সহিত এই বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। এই সব শব্দ, এতদ্দেশের বৈশিষ্ট্য নানা উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর নাম লইয়া এবং এতদ্দেশের অনার্য্য লোকদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নানা মনোভাব, রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান লইয়া; এবং সাধারণ প্রাকৃতিক পদার্থবাচক নামও কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল।

এই সমস্ত শব্দ দ্বারা ভারতীয় হিন্দু জগতের সৃষ্টিতে অনার্য্য কর্তৃক আহৃত উপাদানের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিটেল (Kittel) সঙ্কলিত কানাড়ী ভাষার বৃহৎ অভিধানের ভূমিকায় সংস্কৃত-গত, অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণিত ও সম্ভাব্য, সার্দ্ধত্রি-শত দ্রাবিড় শব্দের আলোচনা আছে। ইহা হইতে আর্য্য বা হিন্দু সভ্যতায় দ্রাবিড় জগতের সহায়তার প্রসার কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। কোল-জগতের নিকট হইতে গৃহীত উপাদানের কথা প্শিলুস্কি ও লেভির প্রবন্ধগুলি হইতে পাওয়া যাইবে—এই প্রবন্ধাবলী ফরাসী হইতে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া আমার সতীর্থ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় কর্তৃক শীঘ্রই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবে।

এই সকল প্রাকৃত, আধুনিক আর্য্যভাষা ও সংস্কৃতগত দেশী ও অজ্ঞাতমূল শব্দ আলোচনার ফলে ভারতবর্ষের সভ্যতার পত্তন সম্বন্ধে আমাদের বহুযত্নপোষিত অনেক ধারণা একেবারে উল্‌টাইয়া যাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, অনার্য্য-দত্ত উপাদান, হিন্দু সভ্যতার গঠনে অনার্য্যের সাহায্য, আর্য্যের আহৃত উপাদান এবং আর্য্যের সাহায্য অপেক্ষা কম নহে, বরঞ্চ অনেক বিষয়ে বিশেষ গভীর, বিশেষ ভাবে চিরস্থায়ী, বিশেষ ভাবে মূলস্থানীয়। এই বিষয়ের আলোচনা এখন সম্ভব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমাদের ভারতীয় সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে তাম্বূলের একটা বড় স্থান আছে। পান খাওয়া, পান দিয়া সংবর্দ্ধনা করা, পূজায় পান দেওয়া—এই সমস্ত বিশেষরূপে ভারতীয় রীতি। পান কিন্তু আদি যুগের আর্য্যদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। বাস্তবিক, ভারত ও ভারতসম্পৃক্ত এশিয়াখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ এবং দ্বীপময় ভারত ভিন্ন অন্যত্র পান খাওয়ার রীতি নাই। পান পৃথিবীর এই অঞ্চলের বস্তু—ভারত, ভারত-চীন (ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ), মালয় দেশ এবং দ্বীপময় ভারত। নবাগত আর্য্যদের কাছে এই রীতি নিশ্চয়ই নূতন ঠেকিয়াছিল। কিন্তু কালে এই দেশের পুরাতন বা সনাতন রীতি হিসাবে ইহা নিজ স্থান ত্যাগ করিল না, আর্য্যদেরও সামাজিক ও অন্য অনুষ্ঠানে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইল। পানবাচক শব্দও আর্য্যরা নিজ ভাষায় না পাইয়া অনার্য্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিল, কিংবা পত্রবাচক একটী সাধারণ শব্দকে বিশেষণে ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপে আর্য্য সংস্কৃতাদি ভাষায় অনার্য্য কোল জাতীয় 'তাম্বূল' শব্দের প্রবেশ; এইরূপে সাধারণ পত্রবাচক 'পর্ণ > পণ্ণ > পান' শব্দের তাম্বূল-পর্ণ অর্থে অর্থসঙ্কোচ। কোনও সংস্কৃত বা সংস্কৃত-জ ভাষায় প্রাপ্ত কোনও শব্দকে সংস্কৃতের ধাতু প্রত্যয়ের সাহায্যে

যদি নিশ্চিতরূপে যুক্তির অনুকূলভাবে বিশ্লেষ বা ব্যাখ্যা করিতে না পারা যায়, এবং সেইরূপ শব্দ যদি ভারতের বাহিরের ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্যভাষায় যদি না মেলে, তাহা হইলে ঐ শব্দের আর্য্যত্বের সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ থাকে। তাহার পর, শব্দটী যদি এমন বিষয় লইয়া হয়, যাহা ভারতের সহিত বিশেষভাবে সম্বদ্ধ, এবং অনার্য্যভাষায় অনুরূপ শব্দ যদি থাকে ও অনার্য্যভাষার শব্দ-সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী সেই ভাষার ধাতু ও প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন পদের মত বক্ষ্যমান পদের বিশ্লেষ যদি হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শব্দ অনার্য্যভাষা হইতে গৃহীত হওয়ার স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি আইসে। 'তাম্বূল' শব্দ এই শ্রেণীর শব্দ। সংস্কৃতে ইহা অসংস্কৃত পদের ছাপ লইয়া আছে, এবং ভারতের বাহিরে কোনও আর্য্যভাষায় এই শব্দ মিলে না। অপিচ তাম্বূলসেবা ভারতীয় রীতি স্বীকার করিতে হয়, এবং দেখা যায় যে, ভারতের বাহিরে ইন্দো-চীনে ও ইন্দো-নেসিয়ায় প্রচলিত কোলভাষা সম্পৃক্ত মোন্ খ্মের প্রভৃতি ভাষার ধাতু ও প্রত্যয়যোগের রীতি অনুসারে 'তন্' উপসর্গ যোগে পর্ণার্থক 'বল্' শব্দ মিলিত হইয়া প্রাচীন ভারতের কোনও স্থানে কোল বা মোন্-খ্মের ভাষীদের মধ্যে "*তম্বল্" এইরূপ কোনও রূপ প্রচলিত ছিল (যাহার অনুরূপ শব্দ বহু জারিত কোলসম্পৃক্ত মোন্-খমের ভাষায় মিলে), এবং আর্য্যভাষা সংস্কৃতে এই শব্দ 'তাম্বূল'রূপে গৃহীত হইয়াছে। উপসর্গবিহীন '*বল্' রূপও পর্ণার্থে ভারতে কচিৎ ব্যবহৃত হইত, এখনও কোথাও কোথাও ভারতের বাহিরে এই সব ভাষায় হয়। এখনও 'বল্' শব্দ পান অর্থে খাসিয়া ভাষায় মিলে। এবং তদ্ভিন্ন দুইটী বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দে অনুপসর্গ 'বল্' শব্দ পাওয়া যায়—'বার' ও 'বর' রূপে—'বারুই' ও 'বরোজ' শব্দদ্বয়ে। 'বারুই' শব্দের প্রাচীন রূপ 'বারয়ী' খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের একখানি তাম্রশাসনে 'বারয়ী-পড়া' (বারুই পাড়া) রূপে লিখিত একটী গ্রামের নামে পাওয়া যায়। 'বারুই' শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ করা হইয়াছে 'বারুজীবিন্'। 'বারু' কি? পান বলিয়াই অনুমিত হয়—মোন্ খ্মের ও তৎসম্পৃক্ত ভাষার পানবাচক 'বল্' শব্দের নজীরে। 'বারুই—বরোজ', এই দুইটী, অন্ততঃ আংশিক ভাবে বাঙ্গালার দুটী দেশী শব্দ, এ দেশে প্রচলিত অনার্য্যভাষা হইতে অধিগত। পুরাতন বাঙ্গালার 'তাঁবোল' আধুনিক বাঙ্গালার 'তাম্লী' শব্দও তদ্রূপ।

বাঙ্গালা ভাষার শত শত তদ্ভব ও দেশী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অনার্য্য (মোন্-খ্মের কোল বা দ্রাবিড়) শব্দ গ্রাম্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই সকল শব্দ এখন অনাদৃত, কৃষক ও অন্য নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ। বহু স্থলে শহরের ভাষার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারসীর চাপে পড়িয়া এই সব শব্দ লোপ পাইতেছে। অবশ্য পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দকে শহরের ভাষা সহজে মারিতে পারিবে না। কিন্তু এই সকল তদ্ভব ও দেশী বা অজ্ঞাতকুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার ও জাতির ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সৃজ্যমান বাঙ্গালীর ইতিহাসের জন্য এই সকল শব্দের আশু সংগ্রহ করিয়া অভিধানজাত করিয়া ফেলা দরকার। পল্লীগ্রামে থাকিয়া

কাজ কবিবাব সুবিধা যাঁহাদের আছে, সেইরূপ মাতৃভাষানুরাগী স্বজাতিবৎসল সত্যানুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী যুবক অক্লেশেই স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ার্সনের Bihar Peasant Lifeএর মত বইকে আদর্শ কবিয়া এই শব্দ সংগ্রহ কাজে লাগিয়া যাইতে পারেন। এবং কেবল এই সংগ্রহ—জিজ্ঞাসা বা অভিনিবেশে শ্রবণ ও লিখনের দ্বারা তাঁহারা ভাবতবিদ্যাব ভাণ্ডাবে এমন চিরস্থায়ী আলোচ্য উপাদান দিয়া যাইতে পারিবেন, যাহাব মূল্য যাবৎ এই সমস্ত বিষয়েব চর্চ্চা থাকিবে, তাবৎ সুধীসমাজে সাদরে স্বীকৃত হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কালনির্ণয়

সকলেরই বোধ হয় জানা আছে, "বৌদ্ধগান ও দোহা"য় যে সকল গান ছাপা হইয়াছে, তাহা একজনের রচনা নয়। অনেকগুলি গীতিকারের নাম বৌদ্ধগানে পাওয়া যায়, যথা — লুইপা, সরহপা, নাগার্জ্জুনপা, শবরিপা, কৃষ্ণাচার্য্য, দারিকপা, ডোম্বী হেরুক ইত্যাদি। ইঁহাদের সময় নির্ণয় করিবার জন্য অনেকে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা কতদূর ঠিক হইয়াছে, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, এ বিষয়ে যে সকল মালমশলা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহারই বলে আর একবার তাহাদের কালনির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবরই পাওয়া যায় না এবং এখানকার এই চেষ্টাই যে শেষ চেষ্টা, তাহাও বলিতে চাহি না। তবে যথাসম্ভব সত্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহা লোক-বিশেষের উপকারে আসিতে পারে বিবেচনা করিয়াই এই বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যখন "বৌদ্ধগান ও দোহা" প্রথম বাহির হইল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বাঙ্গালা ভাষার একটা মস্ত উপকার হইল। কিন্তু ক্রমশঃ নানা উপসর্গ দেখা দিল। শেষ একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিলেন, ওটা বাঙ্গালাও না, হাজার বছরের পুরাণও না, গানও না, আর দোহাও না। বাস্তবিক পক্ষে যাঁহারা এই মত পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে মত সম্পূর্ণ ইতিহাস-বিগর্হিত এবং ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায়। বৌদ্ধতন্ত্রসাহিত্য আজ দশ বৎসরকাল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গুটিকতক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি এবং সেইগুলি "বৌদ্ধগান ও দোহা"র এবং গীতিকারদিগের কালনির্ণয়ে সহায়তা করিতে পারে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দুই চারিটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গান যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তান্ত্রিক ছিলেন এবং অধিকাংশই বৌদ্ধ ছিলেন, কেহ কেহ সিদ্ধাচার্য্য, কেহ কেহ বজ্রাচার্য্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইঁহারা অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এবং অনেকগুলির তর্জ্জমা আজিও তিব্বতীয় তেঙ্গুরে পাওয়া যায়। একদিকে গান-গুলি ও অপর দিকে তাঁহাদের রচিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুস্তকগুলি মিলাইয়া দেখিলে নানারূপ নূতন খবর পাওয়া যায় এবং নানা জটিল প্রশ্নের সমাধান করা যায়। সিদ্ধাচার্য্য ও বজ্রাচার্য্যদিগের সম্বন্ধে খুব কমই মালমশলা আছে, তাহার ভিতর নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তকই উল্লেখযোগ্য।

১। তারানাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস।

২। শরচ্চন্দ্র দাসের সম্পাদিত "পাগ সম জন্ জ্যান্"।

৩। গ্রুণ্ড ওয়েডেল সাহেবের ৮৪ সিদ্ধের ইতিহাস।

৪। ওয়াডেল সাহেবের তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম।

সকল পুস্তকগুলিতেই আজগুবি ব্যাপার এত অধিক যে, সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্থান দিতে ভয় হয়। কিন্তু তান্ত্রিক ব্যাপারে ইহা ছাড়া উপস্থিত আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

তারানাথের পুস্তক হইতে জানা যায় যে, তন্ত্র অসঙ্গের সময় বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে এবং তাহা গুরুশিষ্যপরম্পরায় ৩০০ বৎসর চলিয়া আসিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সময়ে খ্যাতি লাভ করে এবং জনসমাজে প্রচারিত হয়। তারানাথ আর এক জায়গায় বলিয়াছেন, সরহ বুদ্ধকপালতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, লুইপা যোগিনীসঞ্চর্য্যা নামক তন্ত্র প্রকাশ করেন এবং কমল ও পদ্মবজ্র হেবজ্র-তন্ত্র, কৃষ্ণাচার্য্য সম্পুটতিলক, ললিতবজ্র কৃষ্ণযমারিতন্ত্র, গম্ভীরবজ্র বজ্রামৃত, কুকুরিপা মহামায়াতন্ত্র এবং পিটো(?) কালচক্র তন্ত্র প্রকাশ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল সিদ্ধাচার্য্যেরা এক একখানি তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের যদি কালনির্ণয় হয়, তাহা হইলে এই সকল তন্ত্রের যাঁহারা নাম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সেই সেই সিদ্ধাচার্য্যের পরবর্ত্তী কালের লোক হইবেন। এখন দেখা যাউক, সিদ্ধাচার্য্যের কাহারও কালনির্ণয় করিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না।

তেঙ্গুরের এক তালিকা কর্দ্দিয়ে সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রথম ভাগের ২১১ পাতাতে একটি গুরুশিষ্যপরম্পরা দেওয়া হইয়াছে। সেই পরম্পরা এইরূপ :—

১। পদ্মবজ্র
২। অনঙ্গবজ্র
৩। ইন্দ্রভূতি
৪। ভগবতী লক্ষ্মী
৫। লীলাবজ্র
৬। দারিকপা
৭। সহজযোগিনী চিন্তা
৮। ডোম্বী হেরুক

ইঁহারা সকলেই তন্ত্রের পুঁথি লিখিয়া গিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, নেপাল হইতে আনীত একখানি পুঁথিতে এই সকল গ্রন্থকারের পুঁথি পর পর পাওয়া যাইতেছে। পুঁথিখানির একখানি নকল বরোদার পুঁথিখানায় আছে, আর একখানি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আছে।

তারপর আর্থার এভেলনের তন্ত্রপুস্তকের গ্রন্থমালায় "চক্রসম্ভারতন্ত্র" নামক একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। এই পুস্তকখানি কাজী ডাওয়াসম্ ডুপ ছাপাইয়াছেন। ইহার মুখপত্রখানি বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং এই স্থানে তিনিও একটি গুরুপরম্পরা দিয়াছেন। এই তালিকাও এখানে তুলিয়া দিতেছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বলা দরকার যে, এই তালিকাটিতে বোধ হয়, কোন কোন স্থলে নাম বাদ পড়িয়াছে। কেন, তাহা পরে বলা হইবে।

এই যে দুইটি তালিকা দেওয়া হইল, ইহাতে যে সকল গ্রন্থকারের নাম আছে, তাহার একটির সময় নির্ণয় হইলেই বাকী সকলগুলির সময় ঠিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক, উক্ত তালিকার কয়জনের সময় নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা সম্ভবপর।

তেঙ্গুরের তালিকায় দেখি, কমলশীল নামক একজন পণ্ডিত সরহের ব্যাখ্যানুসারে 'ডাকিনী-বজ্রগুহ্যগীতিমর্ম্মোপদেশ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, কমলশীল সরহের পরবর্ত্তী কালের লোক। কমলশীল সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু জানা আছে। তিনি শান্তরক্ষিত নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন এবং শান্তরক্ষিতের রচিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক বৃহৎ তর্কশাস্ত্রের পুথির উপর প্রায় পনর হাজার শ্লোকের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ও তাহার টীকা সম্প্রতি গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছে। কমলশীল তিব্বতের রাজা থি-সন-ডিউ সান্ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিব্বতদেশে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে পদার্পণ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সরহপাদ অন্ততঃ এই সময়ের পূর্ব্বকার লোক।

বৌদ্ধগানের সংশোধক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ পুস্তকের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, গানগুলি দশম শতকের লেখা। তাঁহার পর অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে গানগুলি দশম শতকের লেখা বলিয়া গিয়াছেন এবং এই অনুমানের স্বপক্ষে নানারূপ ভাষাবিষয়ক যুক্তি দিয়াছেন। মোটের উপর গানগুলি দশম শতকের লেখা বলিয়া নির্ণয় করিবার কারণ একটি। সেটি এই—লুইপাদ ও দীপঙ্কর

শ্রীজ্ঞান, দুই জনকেই তেঙ্গুরের তালিকায় "লুইঅভিসময়বিভঙ্গ" নামক একখানি পুথির গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে অবশ্য প্রমাণ হয় না যে, লুই এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান একই সময়ের লোক। বরং ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, লুইপাদ "লুইঅভিসময়" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং দীপঙ্কর তাহার টীকা "বিভঙ্গ" লিখিয়াছিলেন এবং যেহেতু মূল ও টীকা এই পুস্তকে ছিল, তাই দুই জনকেই গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভাষাবিষয়ক যত প্রকার কারণই থাকুক না কেন, ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বপক্ষে না থাকিলে গানগুলিকে দশম শতকের লেখা বলিয়া কিছুতেই ধরা যাইতে পারে না।

উপরোক্ত দুইটি তালিকার আরও দুই একজনকে আমরা চিনি। তাঁহাদের একজন ইন্দ্রভূতি। এই ইন্দ্রভূতি উড্ডিয়ানের রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম পদ্মসম্ভব। তাঁহার একজন ভগিনী ছিলেন এবং তিনি ভাইয়ের নিকট দীক্ষা লইয়া পরে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ভগিনীর নাম লক্ষ্মীঙ্করা। পদ্মসম্ভব শান্তরক্ষিতের এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শান্তরক্ষিতের বাড়ী ছিল "জাহোরে"। এই জাহোর শব্দটী তিব্বতীয় নাম এবং ঢাকা জিলার সাভারের অপভ্রংশ। যাই হোক, এই সকল অবান্তর কথায় সময় নষ্ট না করিয়া ইন্দ্রভূতির সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক। পদ্মসম্ভব তিব্বতীয় ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। ইনি শান্তরক্ষিতের সহিত তিব্বতে গিয়া সম্যে নামক স্থানে একটি বিহার তৈয়ারী করেন। এইটিই সেখানকার প্রথম বড় বিহার এবং উহা খৃষ্টীয় ৭৪৭ অব্দে নির্ম্মিত হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, পদ্মসম্ভবের পিতা ইন্দ্রভূতি অন্ততঃ তাঁহার ছেলের চাইতে ৩০ বৎসরের বড় হইবেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রভূতির সময় ৭১৭ খৃঃ অঃ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আবার দারিকপাদ নামক একজন গীতিকার একটি গানে লুইপাদকে নমস্কার করিতেছেন। তাহা হইলেই বুঝা যায়, লুইপাদ দারিকপাদের আগেকার লোক। লুইকে সে জন্য অবশ্য দারিকের গুরু বলা যায় না, কারণ, লুইপাদ আদিসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করা খুবই স্বাভাবিক। তার পর তারানাথের কথায় আমরা জানি, কমল ও পদ্মবজ্র দুইজনে হেবজ্রতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং জালন্ধরিপাদ প্রথমে উহার উপর পুস্তক লিখিয়াছিলেন। অতএব পদ্মবজ্র ও কম্বল জালন্ধরিপাদের পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ধরা যাক্, জালন্ধরিপাদ পদ্মবজ্রের এক পুরুষ নীচে।

যদি ইন্দ্রভূতির সময় ৭১৭ খৃষ্টাব্দ হয় এবং যদি প্রত্যেক গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ১২ বৎসর করিয়া ব্যবধান ধরা হয়, তাহা হইলে প্রথম তালিকার গ্রন্থকারদের সময় নিম্নলিখিতভাবে ধরিতে হইবে।

পদ্মবজ্র	৬৯৩	খৃষ্টাব্দ
অনঙ্গবজ্র	৭০৫	"
ইন্দ্রভূতি	৭১৭	"

লক্ষ্মীঙ্করা	৭২৯	খৃষ্টাব্দ
লীলাবজ্র	৭৪১	”
দারিকপা	৭৫৩	”
সহজযোগিনী চিন্তা	৭৬৫	”
ডোম্বী হেরুক	৭৭৭	”

তাহার পর যদি পদ্মবজ্র ও জালন্ধরির মধ্যে ১২ বৎসরের ব্যবধান ধরা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় তালিকার গ্রন্থকারদের সময় নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত হইবে। এই স্থানে বলিয়া রাখা দরকার যে, দ্বিতীয় তালিকাটি নিঃসংশয়রূপে সত্য বলিয়া আমি মনে করি না এবং উহাতে জায়গায় জায়গায় দুই চারিজনের নাম বাদ পড়িয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। কারণ, তিলিপা ও নারোপা মহীপালের সমসাময়িক। মহীপালের রাজত্বকাল ৯৭৮ হইতে ১০৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

সরহ	৬৩৩	খৃষ্টাব্দ
নাগার্জ্জুন	৬৪৫	”
শবরিপা	৬৫৭	”
লুইপা	৬৬৯	”
বজ্রঘণ্টা	৬৮১	”
কচ্ছপা	৬৯৩	”
জালন্ধরিপা	৭০৫	”
কৃষ্ণাচার্য্য	৭১৭	”
গুহ্যপা	৭২৯	”
বিজয়পা	৭৪১	”

উপরে লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সরহ, নাগার্জ্জুন, শবরিপা, লুইপা, বজ্রঘণ্টা, কচ্ছপা ও পদ্মবজ্র সপ্তম শতাব্দীর লোক। জালন্ধরি, কৃষ্ণাচার্য্য, গুহ্যপা, বিজয়পা, অনঙ্গবজ্র, ইন্দ্রভূতি, লক্ষ্মীঙ্করা, লীলাবজ্র, দারিকপা, সহজযোগিনী চিন্তা ও ডোম্বী হেরুক অষ্টম শতাব্দীতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের ভিতর অনেকেই গান ও দোহা রচনা করিয়াছিলেন এবং "বৌদ্ধ গান ও দোহা"র ভিতর তাহার কতক কতক রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই গানগুলি বেশীর ভাগ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, দশম শতাব্দীতে নহে। যে সকল পণ্ডিতেরা গানগুলিকে হাজার বৎসরের পুরাণ না বলিতে চান, তাঁহাদিগকে উহা ১৩০০ বৎসরের পুরাণ বলিতে হইবে। এইবার গানগুলির সময় নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। বারান্তরে সেগুলি বাঙ্গালীর লেখা কি না, তাহার বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

বার্ত্তা—প্রাচীন হিন্দু ধনবিজ্ঞান*

প্রাচীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে অর্থ

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইকনমিক্স বলিয়া যে শাস্ত্র পরিচিত, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানবিশেষ; কিন্তু প্রাচীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে পার্থিব সম্পদের উল্লেখ বা আলোচনা নাই, এ কথা সত্য নহে। হেসিয়ড্ (খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দী) তাঁহার "কাজ ও দিন"[১] নামক গ্রন্থে পার্থিব সম্পদ্ অর্জ্জনের বিষয়ে কার্য্যকারী পথ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

লাঙ্গল-নির্ম্মাণ, বীজ-বপন, বৃক্ষ-রোপণ, শস্য-কর্ত্তন ও শস্য-মাড়াই; দাসমজুরদের তত্ত্বাবধান, বস্ত্র বুনন; কুকুর, ঘোড়া, বলদ ইত্যাদি পালন; মেষের লোম পৃথক্করণ, কাষ্ঠ-কর্ত্তন, জল-বাণিজ্য।

হেসিয়ডের পরবর্ত্তী ইয়োরোপীয় লেখকেরা মুখ্যতঃ রাষ্ট্র-তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইলেও আর্থিক কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন।

প্লেটো—খৃঃ পূঃ ৪২৯ ?-৩৪৭

প্লেটোর রচিত "রিপাব্লিক," "আইন" ও "সোফিষ্ট" নামক গ্রন্থত্রয়ে এমন অনেক আর্থিক চিন্তা ও বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা বর্ত্তমান যুগের সমালোচনার আলোকেও যুক্তিপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। "ইরিক্সিয়াস্" নামে তাঁহার একখানা ধন সম্বন্ধে ছোট কথোপকথন-গ্রন্থও আছে। প্লেটোর মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি আর্থিক, শ্রমবিভাগ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানবিশেষ, কৃষি, গোপালন, কারুকার্য্য, ঘরে ঘরে দ্রব্য বিনিময়, বিদেশ-বাণিজ্য ও কারেন্সি বা সিক্কা অত্যাবশ্যক। তিনি সম্পত্তি বণ্টন, টাকা ধার দেওয়া, সুদ, বাকীজায ও এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন। সত্য বটে, প্লেটোর আর্থিক চিন্তাপ্রণালী সুসংবদ্ধ নহে, তাহাতে রাষ্ট্রীয়, নৈতিক ও আর্থিক মতামতের একত্র সমাবেশ আছে; তথাপি পরবর্ত্তী বহু লেখক তাঁহার নিকট হইতেই অনেক আর্থিক বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন[২]।

জেনোফন—খৃঃ পূঃ ৪৩০-৩৫৭

জেনোফনের "ইকোনোমিকুসে" (œconomicus) কি করিয়া গৃহস্থালী করিতে হয়, তদ্বিষয় বর্ণিত আছে। তিনি গৃহস্থালী বলিতে পরিবার ও আশ্রিতদের কথা বুঝিতেন, কারণ,

---

* ১৩৩৫।২০এ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। টি কুক্ এই কবিতাপুস্তক ৩ খণ্ডে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। জে কে ইনগ্রামের হিষ্টরি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি (অর্থনীতির ইতিহাস), সংবর্দ্ধিত সং, ১৯১৬, পৃ ৯।

২। আর এইচ্ এল্ প্যালগ্রেভ্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ডিক্সনারি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমির (অর্থনীতির অভিধান) অন্তর্গত 'প্লেটো' শব্দ এবং ইন্‌গ্রামের হিষ্টরি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি, পৃঃ ১২ ও ১৩।

তাহাদের ভরণপোষণের জন্য সম্পত্তির দরকার হয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য, মুদ্রার লক্ষণ ও তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি যে সব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার আর্থিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। জেনোফন এথেন্সের রাজস্ব বিষয়ে আলোচনাকালে উন্নতিবিধানের জন্য কার্য্যকারী ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু জেনোফন নূতন কোন কথা বলিতে সমর্থ হন নাই।

এরিষ্টট্‌ল্—খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২

এরিষ্টট্‌ল্ সর্ব্বপ্রথম ধনালোচনাকে বিশেষ এক বিজ্ঞান বা আর্টের মর্য্যাদা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক চিন্তার সহিত না জড়াইয়া তিনি কোথাও আর্থিক তত্ত্বের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দ ক্রেমাতিস্তিকে (Chrematistike) = তেতিকে (Ktet ke) অর্থাৎ সাধারণতঃ ধন-সংগ্রহ। কখন কখন তিনি ঐ শব্দ সঙ্কীর্ণতর অর্থে প্রয়োগ করিয়া বিনিময় ও মুদ্রার সাহায্যে যে ধন সংগ্রহ হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন। ধনসংগ্রহ-বিদ্যাকে তিনি নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করিয়াছেন :—

১। শীকার : (ক) বন্য পশু, (খ) যাহারা প্রকৃতি কর্ত্তৃক দাসরূপে গঠিত।

২। ক্রেমাতিস্তিকে, ধনবিজ্ঞান বা ধনশিল্প (আর্ট)।

(ক) স্বাভাবিক, ইহার মধ্যে আছে—

(১) গোপালন ইত্যাদি।

(২) কৃষি (ফলের চাষও ধরিতে হইবে)।

(৩) মৌমাছি পালন।

(৪) মৎস্যরক্ষা।

(৫) পক্ষী পালন।

(খ) মধ্যবর্ত্তী—

(১) কাঠ চেরা।

(২) খনির কাজ।

(গ) অস্বাভাবিক Metabletike (মেতাব্লেতিকে) = বিনিময়।

(১) বাণিজ্য (ব্যবসা ও খুচরা বিক্রয়) :

১ম, জাহাজ রাখা।

২য়, বাণিজ্য চালান।

৩য়, দোকান চালান।

(২) টাকা ধার দেওয়া।

(৩) ভাড়াতে জন খাটা :

১ম, কুশল কারিগর।

২য়, অকুশল কারিগর।

মাতৃস্তন্য পান না করিলে শিশু বাঁচিতে পারে না, তদ্রূপ কতকগুলি দ্রব্য বা ধন সংগ্রহ দরকার, যাহা না হইলে গৃহস্থালীর কার্য্য নির্ব্বাহ করা সম্ভব নহে, এরিষ্টটল্ সেগুলিকেই 'স্বাভাবিক' আখ্যা দান করিয়াছেন। এই আদর্শ হইতে যে দ্রব্য যত দূরে অবস্থিত, তাহার স্বাভাবিকতা তত কমিয়া যায় অর্থাৎ তাহা মধ্যবর্ত্তী এবং অস্বাভাবিক ধন সংগ্রহে পরিণত হয়। গৃহস্থালী অথবা রাষ্ট্রের কাজে লাগাইবার উপায়সমূহকে এরিষ্টটল্ ধন আখ্যা দিয়াছেন। ধন সংগ্রহ করিতে হইবে বটে, কিন্তু অপরিমিত ভাবে নহে। কারণ, গার্হস্থ্য আর্থিক নীতির অর্থ-শুধু ধন সঞ্চয় করা নহে, কোষবৃদ্ধি ও রাজ্যশ্রী রক্ষাও এক কথা নয়। এরিষ্টটল্ এইরূপে অর্থ শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন, কিন্তু ঐকোনোমিকে (Oikonomike) 'গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান' অর্থেই ব্যবহৃত হইতে থাকে, আধুনিক অর্থশাস্ত্রের কথা বুঝাইবার জন্য ক্রেমাতিস্তিকে (তেতিকে) প্রচলিত ছিল। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পণ্ডিত তাঁহার "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিশাস্ত্র" নামক গ্রন্থে প্রথম "পলিটিকাল ইকনমি" বা "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি' শব্দের প্রচলন করেন।

প্রাচ্যে অর্থশাস্ত্রের ধারা

ক্যালডিয়ান্‌রা কৃষিকার্য্যে বিশেষ উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিল। অল্প আয়াসে তাহারা জমি হইতে অনেক ফসল উৎপাদন করিতে পারিত। তাহাদের প্রণালীসমূহ প্রথমে গ্রীকদের দ্বারা, পরে আরবদের দ্বারা অনুসৃত হইতে থাকে। ক্যালডিয়ান্ সভ্যতার তিরোধানের পরও এই প্রণালীসমূহ বর্ত্তমান ছিল, আব্বাসাইড্ খলিফাদের অধীনে থাকা কালে ইরাকীরা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল, ইবন্ ওয়াহশিয়া প্রণীত "নাবাটিয়ান্ কৃষি" নামক গ্রন্থে (প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত আরবদের নাবাটিয়ান্ বলে) তাহার বিবরণী আছে। রেনাঁ বলেন, "এমন হইতে পারে যে, এই প্রণালীগুলি প্রাচীন এসিরিয়ার রীতিনীতির জ্ঞাপক, যেমন 'অ্যাগ্রিমেনসোরেস্ ল্যাটিনে' গ্রন্থ বর্ত্তমান কালে সম্পাদিত পুস্তক হইলেও ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য পাওয়া যায়'। প্রত্যেক সহরের কোন কোন মন্দিরের গ্রন্থাগারে মৃত্তিকাফলক-লিখিত কৃষিগ্রন্থ রক্ষিত হইত।

ডাক্তার চেন্ হুয়ান্ চাঙ্ প্রণীত "কন্‌ফিউশিয়াস্ ও তাঁহার স্কুল" নামক গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কন্‌ফিউশিয়াস্ (খৃঃ পূঃ ৫৫২-৪৭৯) ও তাঁহার শিষ্যগণের লেখায় ধনব্যবস্থা ও ধনবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্কনির্ণয়, ধন উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহার লইয়া আলোচনা ও রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়-ব্যবস্থার কথা সন্নিবিষ্ট আছে।

ভারতে মহাকাব্যের যুগে বার্ত্তার উৎপত্তি

ভারতবর্ষে ধন সম্বন্ধে আলোচনা 'বার্ত্তা' নামে এক বিশেষ বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ১০০ তম অধ্যায়, ৬৮তম শ্লোকে বিদ্যাকে তিন ভাগে

বিভক্ত করিয়া, এক ভাগকে বার্ত্তা আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুরাণসমূহেও ত্রেতাযুগে বার্ত্তা বলিতে কি বুঝাইত, তাহার উল্লেখ আছে:—বায়ুপুরাণ, পরিচ্ছেদ ৮, শ্লোক ১৩৪, মৎস্যপুরাণ, পরিচ্ছেদ ১৪০, শ্লোক ১৩; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পরিচ্ছেদ ১, শ্লোক ১০৭; পরিচ্ছেদ ৮, শ্লোক ১৯৫ ও পরিচ্ছেদ ৬৩, শ্লোক ৪।

কৌটিল্যমতে বার্ত্তা ও অর্থশাস্ত্রের

কৌটিল্যের মতে বার্ত্তা=অর্থানর্থৌ অর্থাৎ ধন ও ধননাশ; আর অর্থশাস্ত্রের সীমা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে:—"অর্থ (ধন অথবা দ্রব্যাদি) মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু; মনুষ্যাবাসভূমিকে (বা দেশকে) অর্থ কহে; যে বিজ্ঞান ভূমি বা দেশ লাভ করিবার, রক্ষা করিবার ও তাহার উন্নতি করিবার বিষয় আলোচনা করে, তাহা অর্থশাস্ত্র।" বুঝা যাইতেছে, অর্থশাস্ত্র ধনালোচনা হইলেও দণ্ডনীতি বা রাজ্যশাসন লইয়া আলোচনা করিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ বার্ত্তা কেবল ধনালোচনায় সীমাবদ্ধ, আর অর্থশাস্ত্রের সহিত বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিচার-কার্য্য, যুদ্ধবিদ্যা, রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্পর্কনির্ণয় ও রক্ষা, নগরগঠন ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত।

কৌটিল্যের মতে (১) পুরাণ, (২) ইতিবৃত্ত, (৩) আখ্যায়িকা, (৪) উদাহরণ, (৫) ধর্ম্মশাস্ত্র এবং (৬) উল্লিখিত বার্ত্তা-সংবলিত অর্থশাস্ত্র ইতিহাস-বেদের অন্তর্গত। অথর্ব্ববেদ (১৫, ৫), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩, ১২, ৮, ২), শতপথ ব্রাহ্মণ (১১, ৫, ৬, ৪—৮, ১৩, ৪, ৩, ৩; ১৪, ৫, ৪, ১০, ৬, ১০; ৬; ৭, ৩, ১১) তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২, ৯, ১০), শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র (১৬, ২, ২), আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (১০, ৭, ১), শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র (১, ২৪, ৮), আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (৩, ৩, ১—৩), হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র (২, ১৯, ৬). বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (২, ৪, ১০, ৪, ১, ২), মৈত্রায়ণ উপনিষদ্ (৬, ৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থেও ইতিহাসের উল্লেখ বা আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রসমূহে পুরাণ ও ইতিহাস একত্র উল্লিখিত আছে। অতএব 'বৈদিক' ইতিহাস ও কৌটিলীয় 'ইতিহাস' এক বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী সংস্কৃত, পালি অথবা জৈন সাহিত্যেও ইতিহাস শব্দ কৌটিলীয় অর্থে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র অথবা ইতিহাসের যে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বার্ত্তার কাল সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

বৃত্তি, ব্যবসা ও বার্ত্তা

বার্ত্তা বিদ্যার একটা শাখারূপে পরিগণিত ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যদের বৃত্তিকে বুঝাইবার জন্যও ব্যবহৃত হইত[১]। বলা বাহুল্য যে, বৃত্তি অর্থাৎ বৈশ্যদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়কে বিদ্যারূপে উন্নীত করিবার পূর্ব্বেই বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম ও

১। কৌটিল্যমতে বার্ত্তা শূদ্রদেরও জীবিকা অর্জ্জনের উপায় ছিল।

জীবন-ধারণোপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৈশ্যগণের অনুসৃত জীবিকোপায় বুঝাইবার জন্য বার্ত্তার প্রচলন রামায়ণ ও তৎপরবর্ত্তী সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহে ভূরি ভূরি দেখা যায়[১]।

বার্ত্তার প্রধান অঙ্গ হইতেছে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। ইহা ধান্য, পশু, হিরণ্য, বন জাত দ্রব্য, শ্রমিক ইত্যাদি প্রদান করে বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা (কৌটিল্য, ১ম ভাগ, বিদ্যাসমুদ্দেশ, পৃষ্ঠা ৮)। অন্য কেহ কেহ টাকা ধার দেওয়াকেও ইহার অন্তর্গত বিবেচনা করিয়াছেন (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ৫, শ্লোক ৭৯,—নীলকণ্ঠের টীকা, ভাগবতপুরাণ, স্কন্ধ ১০, পরিচ্ছেদ ২৪, শ্লোক ২১—

কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥

তৃতীয় বর্ণের জীবিকার উপায় ছিল বার্ত্তা। কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য ও কুসীদকে মনু বার্ত্তারূপে গণনা করিয়াছেন। পরন্তু বৈশ্যদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন,—"বৈশ্যকে মণি, মুক্তা, প্রবাল, ধাতু, সূতার কাপড়, আতর ও পোষাকের দাম জানিতে হইবে। বীজ কেমন করিয়া বপন করিতে হয়, কোন্ ক্ষেত ভাল আর কোন্‌টা মন্দ, দাঁড়িপাল্লার সঠিক ওজন ইত্যাদির খবর তাহাকে রাখিতে হইবে। দ্রব্যাদির গুণাগুণ, বিভিন্ন দেশের দোষগুণ, পণ্য বিক্রয়ে লাভ ক্ষতি, গোপালনের উপায়, ভৃত্যদের বেতন, বিভিন্ন দেশের ভাষা, জিনিষ রক্ষা করিবার প্রথা ও ক্রয় বিক্রয়ের নিয়মাবলী সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান থাকা চাই।" বলা বাহুল্য, মনুর এই বিস্তৃত তালিকা পূর্ব্বোক্ত ৩৪ দফার মধ্যেই পড়িয়া যায়। প্রত্যেক বৈশ্যই ঐগুলি করিত, এমন নয়, বৈশ্যদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল (মনু, ৪, ৩২৯-৩৩২)। কৌটিল্য ও মনুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, (১) কৌটিল্য কুসীদের উল্লেখ করেন নাই, (২) মনু বলেন, শূদ্রের কর্ত্তব্য হইতেছে—উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা করা। কৌটিল্য তাহার সহিত বার্ত্তা ও কারু কুশীলবকর্ম্ম (বা শিল্পী ও গায়কের বৃত্তি) যোগ করিয়া দিয়াছেন। কারু-কুশীলবের নাম আলাদা করায় বুঝা যাইতেছে যে, গোড়ায় ইহা বার্ত্তার অন্তর্গত ছিল না। বিষ্ণু পুরাণেও (১।৬।২০।২) "বার্ত্তোপায়" ও "কর্ম্মজা হস্তসিদ্ধি" এই উভয়ের ভিতর ভেদরেখা টানা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রামায়ণের সময় হইতেই বার্ত্তাকে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ও দণ্ডনীতি—এই তিন বিদ্যাবিভাগের তুল্য সম্মান প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং যে সময়ে এ বিদ্যা যে

১। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, শ্লোক ৪৭; মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ৬৮, শ্লোক ৩৫; সভা প, পরি ৫ শ্লোক ৭৯; ভগবদ্গীতা ১৮, ৪৪; কৌটিল্য, বিদ্যাসমুদ্দেশ, পৃঃ ৮; বায়ুপু, পরি ৮, শ্লোক ১২১, ১৩০, ১৩৭, পরি ২৪, শ্লোক ১০৩; বিষ্ণুপু, পরি ৬, শ্লোক ২০, ৩২; ভাগ পু, স্ক ৭, পরি ১১, শ্লোক ১৫; স্ক ১০, পরি ২৪, শ্লোক ২০, ২১; স্ক ১১, পরি ২৯, শ্লোক ৩০, ব্রহ্মাণ্ডপু, পরি ৮, শ্লোক ১৩০; পরি ২৩, শ্লোক ১৪; লিঙ্গপু, পরি ৩৯, শ্লোক ৪০, পরি ২১, শ্লোক ১৬, ভবিষ্যপু, ব্রাহ্ম পর্ব্ব, পরি ৪৪, শ্লোক ১০; নারদীয় পু, অত্রিসংহিতা, শ্লোক ১৪, ১৫।

প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তৃতীয় বর্ণকে কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য ও কুসীদের ভাব অর্পণ কবিবার পর এই সাহিত্যেব অধিকতর বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহাকে বিদ্যারূপে গণনা কবাব পব হইতে কৃষি ইত্যাদি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় ও সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত হইতে থাকে। বাম ভরতকে (বামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১০০, শ্লোক ৬৮, ৪৭) ও যুধিষ্ঠিব নাবদকে (মহাভারত, সভাপর্ব্ব, পরি ৫, শ্লোক ৭৬ - ৭৯) কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত লোক ও বার্ত্তাব প্রযোগ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন কবিয়াছিলেন, তাহা হইতেও পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

বার্ত্তাব উল্লেখ ও সীমা

বার্ত্তা বলিতে যে চাবিটি বিষয় বুঝাইত, তাহা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে ব্যবহাবেব সঙ্গে সঙ্গে বার্ত্তা ব্যাপকতব অর্থে ব্যবহৃত হইত[১]। যথা দেবীপুবাণে, পরিচ্ছেদ ৩৭, শ্লোক ৬১—

পশ্বাদিপালনাদ্দেবি কৃষিকর্ম্মান্তকাবণাৎ।
বর্ত্তনাদ্ বাবণাদ্ বাপি বার্ত্তা সা এব গীয়তে॥

বস্তুতঃ বার্ত্তা ধন সম্বন্ধে আলোচনাব একটা শাখা-বিদ্যা ছিল না, ইহা ধনবিষয়ক পরাবিদ্যা ছিল। মধুসূদন সবস্বতী তাঁহাব 'প্রস্থানভেদে' বিদ্যাব ১৮টি ভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—৪ বেদ +৬ অঙ্গ+৪ উপাঙ্গ+৪ উপ-বেদ (আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, ধনুর্ব্বেদ ও অর্থ-শাস্ত্র)। কোন কোন ক্ষেত্রে উপবেদ না ধবায় ১৪ বিদ্যাব কথা বলা হইয়াছে। যে চারিটী বিদ্যাকে সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া হইযাছে, তাহাব মধ্যে বার্ত্তা একটি। দেখা যাইতেছে যে, মধুসূদনের মতে 'অর্থশাস্ত্র' উপবেদ। ইহাতে আলোচিত হয় নীতিশাস্ত্র (বাষ্ট্রীয় দর্শন বা নীতি), অশ্বশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র (কারুকার্য্য ও কলা), সূপকাবশাস্ত্র (বন্ধনবিদ্যা), চতুঃষষ্টি কলাশাস্ত্র। অর্থ অর্জ্জন সম্পর্কে বার্ত্তা সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা। অর্থশাস্ত্র ব্যাপকতব হইলেও উহাব যে যে অংশে অর্থেব আলোচনা আছে, সেই সেই অংশ বার্ত্তাব অন্তর্গত।

১। যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বার্ত্তার নাম করা হইয়াছে, তাহার কতকগুলির নাম দেওয়া যাইতেছে,—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১০০, শ্লোক ৬৮ (পরোক্ষ); মহাভারত, বনপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ১৫০, শ্লোক ৩০, ৩১; শান্তিপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ১৮, শ্লোক ৩৩ ও পরিচ্ছেদ ৫৯, শ্লোক ৩৩; হরিবংশ, পরিচ্ছেদ ৪০, শ্লোক ৩৯ (পরোক্ষ); মনু, ৭, ৪৩; যাজ্ঞবল্ক্য, ১, ৩১১; কৌটিল্য, প্রথম ভাগ, বিদ্যাসমুদ্দেশ, পৃষ্ঠা ৬, ৭; অগ্নিপুরাণ, পরিচ্ছেদ ২২৫, শ্লোক ২১, ২২ (মনু দ্রষ্টব্য); পরিচ্ছেদ ২৩৭, শ্লোক ৫; পরিচ্ছেদ ২৩৮, শ্লোক ৯ (কৌটিল্য, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৭, লাইন ১ ও ২), বায়ুপুরাণ, পরিচ্ছেদ ৬১, শ্লোক ১৯৭; মৎস্যপুরাণ, পরিচ্ছেদ ২১৫, শ্লোক ৫১ (মনু দ্রষ্টব্য), পরিচ্ছেদ ১৪৪, শ্লোক ৩৬, ভাগবতপুরাণ, স্কন্ধ ৩, পরিচ্ছেদ ১২, শ্লোক ৪৪; বিষ্ণুপুরাণ, ভাগ ১, পরিচ্ছেদ ৯, শ্লোক ১, ৯, ভাগ ২; ৪ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৮৫; ভাগ ৫, পরিচ্ছেদ ১০, শ্লোক ২৬—৩০; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পরিচ্ছেদ ১, শ্লোক ১০৭; পরিচ্ছেদ ৬৪, শ্লোক ২৫, ৩২; পরিচ্ছেদ ৬৫, শ্লোক ৩৬, ব্রহ্মপুরাণ, পরিচ্ছেদ ২০, শ্লোক ৮৫, পরিচ্ছেদ ১৭৯, শ্লোক ৪৫; পরিচ্ছেদ ১৮৭, শ্লোক ৪৩—৪৬, দেবীপুরাণ, পরিচ্ছেদ ৩৭, শ্লোক ৬০, ৬১; শিবপুরাণ (বায়বীয় সংহিতা), ভাগ ১, পরিচ্ছেদ ১, শ্লোক ২২।

বার্ত্তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন

রাষ্ট্রে যাহাতে বার্ত্তার নিয়মাবলী যোগ্য লোকদের দ্বারা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, সে জন্য রাজা সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। এই জন্য রাজাকে বার্ত্তার বিশেষভাবে দরকারী বিষয়গুলি, যেমন কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য আয়ত্ত করিতে হইত ও সে জন্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক প্রয়োজন হইত। মনু রাজার বিষয়ে বলেন (৭,৪৩),—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥

কৌটিল্য রাজপুত্রদের পাঠোপযোগী বিষয়ের মধ্যে বার্ত্তার নাম করিয়াছেন, রাজকীয় কার্য্য-বিভাগের অধ্যক্ষগণ—যাঁহাদের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল ও যাঁহারা কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্মের ভার লইতেন, তাঁহারা এই সব বিষয় রাজপুত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন।

বার্ত্তা কাহারা পড়িত ?

ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অথবা ছাত্রদের শিখাইবার জন্য বার্ত্তা অধ্যয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা শুধু যে দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিখাইতেন, তাহা নহে, তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যা, শস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল ও অন্যান্য কার্য্যকরী বিদ্যা শিখাইতে সমর্থ ছিলেন। রাম শস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছিলেন বিশ্বামিত্রের নিকট, আর পাণ্ডবদের যুদ্ধবিদ্যার গুরু ছিলেন দ্রোণাচার্য্য। শান্দীপনি কৃষ্ণকে বিদ্যার নানা শাখা ও ৬৪ কলা শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বার্ত্তা মুখ্যতঃ বৈশ্যদের অবলম্বনীয় ছিল, আর দণ্ডনীতি ক্ষত্রিয়দের। চতুর্থ বর্ণ বা শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার ছিল না। কৌটিল্য বলেন, দ্বিজসেবা ছাড়াও তাহারা বার্ত্তার অন্তর্গত কোন কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত।

গ্রীস্ অথবা ভারতের আর্থিক গ্রন্থসমূহ আজিকার গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে না। বার্ত্তার কার্য্যকারী উদ্দেশ্য ছিল—চাষী, রাখাল, সুকুমার কলাবিৎ শিল্পী ও ব্যবসাপরিচালক প্রভৃতিকে চালিত করা। কিন্তু অদ্যাবধি 'বার্ত্তাশাস্ত্র' এই নাম যুক্ত কোন পুস্তক আমরা দেখি নাই। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কারণ, আন্বীক্ষিকী কিম্বা ত্রয়ী বিদ্যার অন্তর্গত পুস্তকাবলীর কোনটাকেই আন্বীক্ষিকী বা ত্রয়ী নামে পরিচিত হইতে দেখি না। মোটামুটি বার্ত্তার কতকগুলি আলোচ্য বিষয় হইতেছে,—স্থাপত্যবিদ্যা, গৃহনির্ম্মাণ, চিত্রাঙ্কণ, মূল্যবান্ রত্নপরীক্ষা, কৃষি, বৃক্ষপালন, বৃক্ষরোপণ, বাটিকা-নির্ম্মাণ, গো-রক্ষা, হস্তশিল্প, গাড়ী-জাহাজ-নির্ম্মাণ ইত্যাদি। বার্ত্তাবিষয়ক পুস্তকাদিতে আধুনিক অবরোহ ও আরোহ-প্রণালীতে আর্থিক মূলসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা যায় না।

উপসংহার

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে ধনালোচনা বিশেষ এক বিদ্যারূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল। ইহার প্রথম উৎপত্তি হয় রামায়ণের কালে, বৈশ্যবর্ণের বিশেষ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইবার পর এই বিদ্যার সম্ভব হয়। অর্থ সম্বন্ধে চিন্তাবলীর নিদর্শন গ্রীকসাহিত্যের এখানে সেখানে

পাওয়া গেলেও, খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এরিষ্টটল্ ইহাকে প্রথম ধনবিজ্ঞানরূপে বিশেষত্ব প্রদান কবেন। ভারতে বিশিষ্ট বিদ্যারূপে বার্ত্তাব উৎপত্তি সম্ভবতঃ এরিষ্টটলের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ক্যাল্ডিয়ান্বা কৃষিতে সবিশেষ উৎকর্ষলাভ কবিয়াছিল ও তাহাদেব প্রণালী গ্রীকবা ও আববেবা গ্রহণ কবে, তাহাবা তাহাদেব গ্রন্থাগাবসমূহে কৃষি বিষয়ে যে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গ্রন্থ বাখিয়াছিল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, একমাত্র "নাবাটিয়ান্ কৃষি" নামক যে গ্রন্থেব সন্ধান পাই, তাহা হইতে কৃষি-প্রণালীব কথা জানা যায়। কিন্তু ক্যালডিয়ান্বা অর্থ সম্বন্ধে যে ভিন্ন একটি বিদ্যাব চর্চ্চা কবিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ডাক্তার চেন-হুয়ান্-চাঙেব গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, চীনে কনফিউশিয়াস্ ও তাঁহাব শিষ্যগণেব লেখায় অনেক আর্থিক তত্ত্ব নিহিত বহিয়াছে, কিন্তু তিনি এ কথা বলেন নাই যে, কন্ফিউশিয়ান্ জীবনেব আর্থিক উন্নতিকে ভিত্তি কবিয়া বিশেষ এক বিদ্যাব সৃষ্টি কবিয়াছিলেন। ভাবতে এই বিদ্যা প্রাচীন কাল হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল ও তদ্দ্বারা জনসাধারণের আর্থিক কার্য্যাবলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ গতি প্রদান কবিবাব চেষ্টা কবা হয়। গোড়ায় বৈশ্যবৃত্তিরূপে পরিচিত হইয়া ইহার অন্তর্গত বিষয়গুলি তিনটিতে দাঁড়াইয়াছিল—কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য। এই বিদ্যার উল্লেখ যে শুধু সংস্কৃতসাহিত্যে দেখা যায়, তাহা নয়; বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাবলীতেও পাওয়া যায়। কল্পসূত্রে দেখিতে পাইবে ঋষভ তাঁহাব বাজত্ব-কালে লোকেব উপকাবেব নিমিত্ত ৭২ বিজ্ঞান······ স্ত্রীলোকেব ৬৪ বিদ্যা, ১০০ কলা ও পুরুষেব ৩টি বৃত্তি শিখাইতেন। অধ্যাপক য়াকবি এই সম্বন্ধে বলিযাছেন, —"কুমোব, কামাব, পটুয়া, তাঁতি ও নাপিত, এই পাঁচজনের ব্যবসাব প্রত্যেকটীব ২০টী কবিয়া শাখা আছে—এই ব্যবসাগুলি শিখিতেই হইবে। আর কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি বৃত্তি আপনা আপনিই বিকাশ লাভ করিয়াছে।" কিন্তু তিনি পুরুষের ৩ বৃত্তি বুঝিতে পাবেন নাই, উহা কৃষি, গো-পালন ও বাণিজ্য বুঝাইতেছে। মিলিন্দপঞ্হে স্পষ্টই বলা হইযাছে, কষি, বণিজ্জা, গোরক্খা শিখান হইত অর্থাৎ তখন বিদ্যারূপে বার্ত্তাব বিকাশেব প্রথম যুগ চলিতেছিল।

এই বিদ্যা ক্রমে ক্রমে পরিণতি লাভ কবিয়া ধন সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞান বুঝাইত ও পূর্ব্বে মনুষ্যজ্ঞানেব যে ৩ বিভাগ ছিল (আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ও দণ্ডনীতি), তাহাদের সমতুল্যরূপে গণিত হইয়াছিল। এক দিক্ হইতে দেখিলে এই চারিটি বিদ্যা মানবের সমুদয় জ্ঞানসমষ্টি ও মূল্য হিসাবে বার্ত্তা অপর তিনটিব সমান। কিন্তু অন্য দিকে কৌটিল্য বলিতেছেন, সকল রকম বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে যেরূপ অবস্থা দরকার, তাহা যদ্দ্বারা সৃষ্ট হয় অর্থাৎ দণ্ডনীতি হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কারণ, ইহা রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে বলিয়াই লোকেরা অন্যান্য বিদ্যা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়।

বার্ত্তা যে একটা ভিন্ন বিদ্যা ছিল ও বিদ্যায়তনে অধ্যাপক কর্ত্তৃক ইহার পঠন-পাঠন হইত, তাহার প্রমাণস্বরূপ এক শিলালিপি দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গিয়াছে[১]। তাহাতে জানা যায় যে,

১। তলবাগুণ্ডির শিলাশাসন, ১০৩ নং (এল্ রাইসের মহীশূর শিলালিপি, পৃঃ ১৯১)

স্থানগুণ্ডুরু অগ্রহারে "ভেষজ, ইন্দ্রজাল, তর্কবিদ্যা, সম্মোহনবিদ্যা, কাব্য, শস্ত্রবিদ্যা, যজ্ঞ ··· বন্ধনবিদ্যায় সুদক্ষ অধ্যাপকমণ্ডলী বিরাজ করিতেন। এই স্থানের কুঞ্জসমূহ নন্দনকাননকেও পরাজিত করিত, আর অগ্রহারের এরূপ গৌরব ছিল যে, চতুষ্পার্শ্বের সকল দেশ চারি বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসার ৩ পক্ষ, তর্ক ও তদ্রূপ শাস্ত্রসমূহ, ১৮ মহাপুরাণ, কতিপয় স্তুতিরচনা, বাস্তু-নির্ম্মাণরীতি, গীত ও নৃত্য ও স্থানগুণ্ডুরু অগ্রহারের ব্রাহ্মণগণের পরিজ্ঞাত বিদ্যাচতুষ্টয় শিখিবার জন্য লালায়িত হইত।" চারি বিদ্যার মধ্যে একটি বার্ত্তা—বার্ত্তার অন্তর্গত কোন কোন বিষয় শিলালিপিতে পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শিলালিপি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর। সুতরাং বিদ্যারূপে বার্ত্তার চর্চ্চা তখনও ভারতে অপ্রচলিত বা লুপ্ত হইয়া পড়ে নাই, বুঝিতে হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার
গ্রাম্য সঙ্গীত

ইংবাজী ১৮৯৮ সালে জয়কাব জনৈক জমিদাব মহোদয়েব সাহায্যে কিশোবগঞ্জে সংগৃহীত হইযাছিল।

(ক) কার্ত্তিকপূজা উপলক্ষ্যে গীত—ইহা গৃহস্থ অন্তঃপুববাসিনীগণ কর্ত্তৃক গীত হইত :—

(১) বুলেরে কাত্তিক জাইবান্ শশুববাড়ী
আল্লুয়া চাউলে খেঁসাবিব ডাইলে সঞ্জম বালা
কিশোবগঞ্জেব বাজাবেব কাচা মবচে মুলাই বাইংগনে সঞ্জম বালা
বুলেবে এক পুতেব মা ঐইয়া গো দুইয় পুতেব মা ঐইব
বুলেবে য়্যাংবাজেব বাজ্য আমাব শামের ঠক
বুলেবে আমাব শামেব হাতে এক সোনাব খড়ি
বুলেবে ছায়লান্বে ছায়লান্বে কাত্তিক যাইবাইন্ শশুববাড়ী
আল্লুযা চাউলে—ইত্যাদি।

(খ) প্রাদেশিক ও সামাজিক প্রথা অনুসাবে বিবাহেব কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে সন্ধ্যাকালে একত্রিত হইয়া বাদ্যযন্ত্রেব সাহায্য ব্যতিবেকে সমস্বরে নিম্নলিখিতরূপ গান অন্তঃপুরবাসিনীগণ গাইয়া থাকিতেন :—

(১) তুমি গেলে বন্ধু তুমি গেলে দ্বাব ছাইবা তো দিব না
গুমাইয়াছে গো আমার রাই কাচা সোনা।
বন্ধুবে এ সিন্দুবেব বিন্দু বিন্দু অঙ্গে দেখা যাহা কঙ্কনেব ছিলবে বন্ধু
কে দিল তোব গায়, মুই অবাগিবে বন্ধু মুই অবাগি।
যুগল মিলন ওইল না, গুমাইয়াছ গো আমার বাই কাচা সোনা॥
বন্ধুবে বাকিয়া গুপালে বহু কথা মিথ্যা নহে
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেরে বন্ধু গিয়াছে নিরচ॥
তুমি গেলেরে বন্ধু তুমি গেলে যুগল মিলন হইল গুমাইয়া॥

(২) যার লাগ গো যার চিন্তে গো দয়ে ও প্রেম বিচ্ছেদের
উজা বুজি নাইগো সংসাবে যে বিষে দইছে অঙ্গ আমার
নাই মর বাচিতে কি করি বল না সই গো দয্য ধরিতে।
বল পুরা যাহে সবে গো দেখে আমার মনের অনল জলচে দিগুণ
কেউতো না দেখে, বল অনল জল দিলে নিবে।
মন অনল নিবে কিসে॥

সর্পের বিষ বদে গো জাবে প্রেম বিচ্ছেদের উজা বুজি
নাই গো সংসারে, যে বিষে দয়েছে অঙ্গ, আমার নাই মোর বাচিতে॥
কৃষ্ণমণি বলে দনি শ্যাম ভান্দা তোর পিরীতে কি কবি
বল না সই গো দয্য ধরিতে॥

(৩) এ কি শুনা যা হে সুধা পাছে বাশি
বাজাও শ্যাম রা হে জাগ বিসকা জানে আহ॥
বাশিব শব্দ শুনি গৃহে তাকা ঐল দায়
আসে কি না আসে বন্ধু আসে কি না আসে বন্ধু
বল তুছি কি উপায় হে॥
কদম্ব ডালেতে বসি শ্যামে বাজা হে গো বাসি
বাশিব সুবে বাধা বলে গৃহে তাকা ঐল দা হে
জাগ বিসকা জাইলে হায়॥
বিসকাব হাতে ধবি বৃন্দে কহে গো
বিসকে শ্রীগুরু কাঙ্গাল হইলে টেক্‌লাম বাধাব প্রেম দায়॥

বিবাহেব বস্তাজেব (বাসবের) গান।

ছাইবা দেগো চন্দ্রাবলী আমাব অতি সাদেব বংশীদাবী গো ও ছাইবা দে
কবিয়া পুষ্পেব শয্যা আমি সগল বাত্র বইসা তাকি গো ও ছাইবা দে
ছাইবা দে গো বাইকিশোবী আমাব একা কুঞ্জে বৈল পীয়ারি গো ও ছাইবা দে॥
বানাইয়া পানেব বিবি আমি সতে সতে মাতাব কিবা গো ও ছাইবা দে
জালাইয়া মুমেব বাতি আমি সগল বাত্র বইলাম বসি গো ও ছাইবা দে॥
জল ববিতে হইলাম সারি সাবি বাই জলেব বাকাব কৈবে যাই—গো ধনেব
পঞ্চ গটী অম্রপত্র দিয়া তাতে জল বরিতে হইলাম সারি সাবি
রাই জলেব বাকার কৈবে যাই।
কলসি লইয়া কাকে শ্রীরাধিকার হরি বলে কলসি বাসাইয়া
নীল জলে বাই জলের বাকাব কৈরে যাই॥
নিকুঞ্জমন্দিরে বসি মালা গাতে বাই রূপসী—
দিতাম মালা কালাচাঁদের গলে রাই॥
মালা দেখে ননদী কহে এ মালাতো দাদার নহে—
দেখেছি মালা কালাচাঁদের গলে রাই জলের বাকার কৈবে যাই॥

তাৎকালিক প্রাদেশিক ভাষা ও শব্দ সম্বন্ধে উদ্ধৃত গীতগুলি হইতে কতক কতক আভাস

পাওয়া যায়। শেষ গানটী আধুনিক বলিয়া প্রকাশ পায়, অপরগুলি পুরাতন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রচলিত যে ভাষায় স্থানীয় লোকে সাধারণতঃ কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকিতেন, তাহা অন্যরূপ, কেবল কতকগুলি শব্দের ঐক্য আছে। এক্ষণে কথিত ভাষা লিখিত ভাষার কতক কতক অনুরূপ হইয়া আসিতেছে। সুর ব্যক্ত করা কঠিন।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুস্ত্রিংশ খণ্ডের

নির্ঘণ্ট

হ

ক্ষ

সমাবেশ করিয়া তিনি এই দুইখানি গ্রন্থকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। আমরা যথোচিতভাবে গ্রহণ করিলে বই দুইখানি পাঠে স্বদেশ-প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হই। তাঁহাকে জানিবার আমার বিশেষ অবসর হইয়াছিল। তাঁহার সদালাপ, সৌজন্য, সচ্চরিত্রতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাহাকে Gentleman অর্থাৎ প্রকৃত ভদ্রলোক বলে, তিনি তাহাই ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই বিশেষরূপে ভাবিতেন। তিনি পরিষদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন—ইহার উন্নতি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। তিনি নিজ পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও চরিত্রগুণে এই কলিকাতার এক অতি উচ্চবংশীয় যুবকের শিক্ষার ও অভিভাবকতা করিবার ভার পাইয়াছিলেন। সেই যুবক অপর কেহ নহেন, আমাদের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর। তিনি কেমন মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন—তাহা সকলেই জানেন। এমন সদনুষ্ঠান নাই, যাহার সহিত প্রফুল্লনাথ জড়িত নহেন। এমন মানুষ যাঁহারা গড়িতে পারেন, তাঁহাদের কাছে দেশ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। মানুষ লইয়া জাতি ও জাতি লইয়া দেশ গড়িয়া উঠে এবং আমাদের একান্ত আশা যে, দেশে এমন মানুষ ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব। যোগীন্দ্রবাবুর বিয়োগে দেশ ও পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত—আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বন্ধু বিয়োগে বিশেষ দুঃখিত।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, ৺যোগীন্দ্র বাবু মহনীয়কীর্ত্তি পৃথ্বীরাজ ও শিবাজীর চরিত্র ও আখ্যান বঙ্গ-ভাষায় কাব্যাকারে রচনা করিয়া বঙ্গ-ভাষাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার মানব-গীতা সকলের পাঠ করা উচিত। তাঁহার অন্তরটা ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। নীতিকথা এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ কি করিয়া হয়, অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গুছাইয়া তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা সকলেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

শ্রীযুক্ত চুনীবাবু জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় অদ্য অসুস্থ আছেন বলিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি জানাইবার জন্য আমাকে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব দুইটি পাঠ করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলেন।

প্রথম প্রস্তাব—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃদ্, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ভার এই সভা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"এই শোক-প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।"

(খ) ৺অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষিত-সমাজে

বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ছাত্রমণ্ডলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভূত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে ৺অধরবাবুর বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—"গত ৫০ বৎসর আমি স্বর্গীয় অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত ছিলাম। তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ফার্ষ্ট আর্ট্স্ আমরা একত্রে পড়িতাম। ১৮৭৮ খৃঃ আমরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এবং সেই বন্ধুত্ব এতাবৎ-কাল অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কলেজে চাকরি করিবার সময়ে এবং ছাড়িবার পর, আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। বাঙ্গালার শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন—তাঁহার অধ্যাপনার গুণে অনেক ছাত্র কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পড়াইবার ভঙ্গী ও রীতি এমন সুন্দর ছিল যে, সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া সিনেটের সদস্য ছিলেন। তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ নানা ব্যাধিতে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি সিনেটের অধিবেশনে যোগদান করিতেন। স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, ঐ কলেজে এমেরিটাস্ প্রফেসার অব্ হিষ্ট্রী নিযুক্ত হন। তিনি জ্ঞানে যেমন বড় ছিলেন, চরিত্রে, সদালাপে ও সৌজন্যে সমাজে তেমনি উচ্চ স্থান পাইয়াছিলেন। কলেজের বেতন ব্যতীত তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির বিক্রয়-লব্ধ অর্থের দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ সং-গ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছেন। তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অর্থ দান করিয়া 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেক্‌চার' নামক একটি অধ্যাপকের পদ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। ইতিহাসের অনুসন্ধানের জন্য পরিষৎকে তিনি এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে পরিষৎ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবি-ভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি উপস্থিত করিলেন,—

প্রথম প্রস্তাব—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই সভায় বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন। স্বর্গীয় অধরবাবুর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ভার এই সভা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"এই শোক-প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে অধরবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানান হউক।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅখিলনাথ রায়
সভাপতি।

স্থগিত তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাবান্ নাট্যকবি পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, ক্ষীরোদ-বাবুর পরলোকগমনে বঙ্গের ও বঙ্গ-সাহিত্যের এবং বিশেষভাবে এই পরিষদের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। পরিষদ্ মন্দির সংস্কারাবস্থায় ছিল বলিয়া আমরা তাঁহার জন্য ইহার পূর্ব্বে শোকসভা করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে কলিকাতা-বাসী সাধারণে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যে ক্ষীরোদ-স্মৃতি-সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিষৎ যোগদান করিয়াছিলেন।

কুমারী শ্রীমতী শান্তিজল দেবী শ্রীমতী পরিমল দেবী রচিত একটি সঙ্গীত গান করিলে পর, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষীরোদবাবুর জীবনের কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺ক্ষীরোদবাবু শ্রীযুক্ত বিজয়বাবুর বাড়ীতে বসিয়া দুই একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তিনি বিজয়-বাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এল এবং শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস মহাশয় 'নরনারায়ণ' হইতে কর্ণ ও পাঞ্চালীর কথোপকথন আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়

৺ক্ষীরোদবাবুর 'মিলন' কবিতা আবৃত্তি করেন এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এল ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বি এল মহাশয় "প্রতাপাদিত্য" হইতে চণ্ডীবর ও বিজয়ার কোন কোন অংশ আবৃত্তি করেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন,—

"বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান্ সেবক, বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য এবং সহকারী সভাপতি, সাধক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গের, বঙ্গ-সাহিত্যের ও বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া সেই পরলোকগত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু বলিলেন, ক্ষীরোদবাবুকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানিতাম—সেই স্বদেশী যুগ হইতেই প্রথম পরিচয়। তিনি আমাকে অতি আত্মীয় বলিয়াই মনে করিতেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টি। যখন জাতির মধ্যে একটা ভাবের বন্যা আসিয়া পড়ে, তখন শিল্পিগণ কোন্ প্রেরণায় জাগিয়া উঠিয়া নূতন নূতন ভাস্কর্য্য শিল্পে, চিত্রে, কাব্যে, গাথায় দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন, তাহা বলা যায় না। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, পলাসীর প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়া দেশের যুগ-প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বক্তৃতা-মঞ্চে আমরা যাহা করিতে পারি নাই, নাট্যমঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা সম্ভব করিয়াছিলেন। নন্দকুমারে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী মরিতে জানে। ক্ষীরোদ-বাবুর প্রতিভা—রক্তমাংসের নয়, একাদশ মনের নয়, সত্য প্রতিভা—যে বস্তুতে জীব শিব—সেই প্রতিভা—তাঁর সেই বস্তুর সন্ধান পাইয়া যে বিশ্বাত্মা তাঁর মধ্যে আপনার প্রয়োজনের জন্য কিছু কালের মত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম। প্রায়শ্চিত্তে যাহা নাই—পদ্মিনীতে যাহা নাই—নরনারায়ণে তাহা আছে—এমন artisic presentation! এমনটা আর কোথাও পড়ি নাই। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সংগ্রাম, এত জ্ঞান, স্নেহ,—আর কোথায় পাইব? নরনারায়ণের যে অভিনয় দেখিলাম, তাহাতেই মনে হয়, ক্ষীরোদবাবু এই একখানি পুস্তকের এই অধ্যায়টি লিখিয়া আর কিছু না লিখিলেও অমর হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি। তিনি যেন সেই প্রেরণা আমাদের মধ্য প্রেরণ করেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে আমার ৪০ বৎসরের আলাপ। তিনি আমার সখা ছিলেন। আমি তাঁহার সখ্যতা লাভ করিয়া গৌরবান্বিত। তাঁহার লেখা পড়িয়া তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না—তাঁহাকে জানিতে পারিলে তাঁহার প্রত্যেক লেখার মধ্যে যে গূঢ় অর্থ আছে, তাহা জানিতে পারা যায়।

কবি বলিলে তাঁর ঠিক বর্ণনা হয় না—তিনি সাধকও ছিলেন। তাঁর প্রত্যেক লেখার ভিতর তাঁর সাধনার ভাব ও প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সাধনায় তিনি মাতৃমূর্ত্তি প্রকট হইতে দেখিয়াছেন। তিনি বলতেন, মা বলে দিয়েছেন, তাই বলছি। তিনি বাঙ্গালাকে ও বাঙ্গালীকে বড়ই ভালবাসিতেন। মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসব হইত; তিনি বলিতেন, বীরের পূজা করিতে পারে বীরে। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেই বীর আছে, তাকে খুঁজে বের করতে হবে—সে বাঙ্গালী, এই বাঙ্গালার মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাঁর ভিতর শক্তির লীলা দেখিবার জন্ত তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ডাকিলেন, জাগ ক্ষাত্র-শক্তি আর ব্রাহ্মণের হৃদয়। প্রতাপাদিত্য, শঙ্কর ও বিজয়া এক সঙ্গে দেখিলেই তাঁহার উদ্দেশ্তের পরিচয় পাওয়া যাইবে। কি উদ্দেশ্তে তিনি এই সকল শক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ভাবগ্রাহী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

অতঃপর প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

"এই প্রথম প্রস্তাবের প্রতিলিপি অগ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পরিবার-বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষবাবু বলিলেন, আমি সাহিত্যিক নই, সেই জন্ত এই পরিষদে বক্তৃতা করিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্য যে গৌরবের জিনিষ, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। আমি মুক্তির সামান্ত উপাসক মাত্র। যে স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি একজন মুক্তির বড় উপাসক ছিলেন। সাহিত্যের গোড়া কোথায়? অভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে জাতি জাগিয়া উঠে, তাহারাই সৃষ্টি করে সাহিত্য—সাহিত্যের সঙ্গে জাতির প্রাণের নিবিড় সম্বন্ধ। যে জাতি জাগে নাই, সে জাতি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের গত ৩০।৪০ বৎসরের ইতিহাস পড়িলেই জানিতে পারা যায়, বাঙ্গালী সজাগ হইবার চেষ্টা করিতেছে। গত স্বদেশী যুগ হইতেই বাঙ্গালা-সাহিত্যের নবরূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যকে এরূপ নব নব রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা উপাসক ও সাধক। ভারতের যে জাগরণ আজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিদর্শন আধুনিক সাহিত্যে রহিয়াছে। এই সাহিত্য যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের স্থান খুব উচ্চে. প্রাণ জাগাইতে হইলে পরশমণির দরকার হয়। সেই পরশমণির খোঁজ প্রাণের মধ্যেই মিলিবে—প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই মিলিবে। ক্ষীরোদ বাবুর লেখার মধ্যে আমরা ইহার তত্ত্বটুকু বিশেষভাবেই পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয় এই দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, ক্ষীরোদবাবুর বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এখন আমার যা সদাসর্ব্বদা চিন্তা, সেই হিসাবে দেখতে হবে, বিদেশীদের তুলনায় বাঙ্গালাদেশ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ হতে কতখানি বেড়েছে। আমার এই চিন্তা হতে আমি বুঝেছি যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বর্ত্তমান জগতের অন্ততম পহেলা নম্বরের কবি। কেন? না, তিনি ছিলেন স্বদেশ-সেবক। যাঁহারা তাঁকে জানতেন, তাঁরা বলেন, তিনি

স্বরাজ-সেবক ছিলেন। আমাদের ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্যে এবং সাহিত্যে অনেক জিনিষ আছে। তার ভিতর একটা জিনিষ আছে, সেটা স্বদেশ-সেবা ও স্বরাজ-সাধনার কথা। লোক দেশ-সেবক না হলেও কাব্যের ভিতর, সাহিত্যের ভিতর, উপন্যাসের ভিতর স্বদেশের কথা প্রচার করতে পারেন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজে স্বদেশসেবক ও স্বরাজ-সাধক ত বটেনই, তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাব্য-সাহিত্যে স্বরাজ সাধনার প্রেরণা হাজার হাজার ছড়িয়েছেন। ক্ষীরোদ বাবুর নাটকের চরিত্র-চিত্রণ অসাধারণ। এক এক নাটকে এক এক শ্রেণীর অদ্ভুত ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। তাঁহার সৃষ্টি নূতন জিনিষ, মান্ধাতার আমলের পুরাতন জিনিষ আর আজকাল চলে না। যে কোন চরিত্র আসুক, যে-কোন গল্প বা ঘটনা আসুক, তাকে তিনি এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দেবেন, যাতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা কবির গড়ন জ্ঞান বা রূপবিদ্যা দেখতে পাব। মামুলি ধরণের চরিত্র-বিশ্লেষণ তাহাতে পাই না। তাঁর বিশেষত্ব দেখতে পাই নর-নারীর চরিত্রগুলিকে ভাঙ্গা গড়ায়। রামা-শ্যামা, আব্দুল ইসমাইল যে রকম ধরণের লোকই হউক না কেন, সেই লোকগুলোকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলবেন, যাতে পাঠকেরা তাঁর ওস্তাদি বুঝতে পারবে। এই ভাবে ডজন ডজন চরিত্র সৃষ্টি করে ক্ষীরোদপ্রসাদ অমরত্ব লাভ করেছেন। বাঙ্গালাদেশে ৫০।৬০ বছরের ভিতর যে সমস্ত লোক মানুষের মত মানুষ, বাপকো বেটা জন্মেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, যে দুনিয়াটা দেখছি, এটা কিছুই নয়; এই যে বাঙ্গালার নরনারী দেখতে পাচ্ছি, তাও কিছু নয়। বাঙ্গালা দেশ এমন হওয়া সম্ভব, যা এখন নাই। যা নাই, তা ঠিক। যা আছে, তা ঠিক নয়। এই হিসাবে এমন সব কতকগুলি লোক সৃষ্টি করা দরকার, যা বাঙ্গালা দেশকে, বাঙ্গালী জাতিকে অভিনবরূপে গড়ে তুলবে। এই মাপ-কাঠিতে আশুতোষ মানুষের মত মানুষ, বাপকো বেটা; কর্ম্মবীর চিত্তরঞ্জনও আর একজন বাপকো বেটা। আর সেই মাপ-কাঠিতেই বল্‌ছি যে, বাপকো বেটা ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্য-শিল্প একটা নূতন তাজা দুনিয়া সৃষ্টি করে গিয়েছে, আর সেই শিল্প-দুনিয়ার লোকগুলি যেন রক্তমাংসেরই জ্যান্ত নরনারী, ঠিক যেমন জ্যান্ত নরনারী আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিভিন্নতাময় যুবক ভারত।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।" তিনি বলিলেন যে, ক্ষীরোদবাবু পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতেই সদস্য। বহুদিন ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের বহু উপকার করিয়াছেন। এবং পরিষদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা পরিষদেই হওয়া যুক্তিযুক্ত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে আমার বহু দিনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ছিলেন। কিন্তু তিনি নীরস রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকও ছিলেন। স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজে এই শাস্ত্রের

অধ্যাপনা করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার বহু আলোচনা হইয়াছে। তাঁর লেখা লোককে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। সেগুলির অভিনয়ও হইয়াছিল—তার কারণ কি? তিনি রস ও রসান দিতে জানিতেন বলিয়া। তিনি লেখার দ্বারা স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বদেশের অনুরাগ দেশের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন; কারণ, সেগুলিতে তিনি রসান দিতে পারিতেন। প্রতাপাদিত্যের সৃষ্টি তিনি করেন নাই। প্রতাপ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'বঙ্গাধিপপরাজয়' লিখিয়াছিলেন আগে। তার পর তিনি দেশকে জাগাই-বার জন্য 'প্রতাপ-চরিত্রের' অভিনব রূপ ও রসান দিয়াছিলেন। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বতন লেখকদিগকে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ক্ষীরোদপ্রসাদ দেশকে যা দিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। তিনি পরিষদের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিষদে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন ও অবশ্যকর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে, ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টি-টিউটে যে স্মৃতিরক্ষার জন্য শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সহিত একযোগে পরি-ষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করুন। এই সংশোধক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মূল প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, রাত্রি অনেক হইয়াছে, ক্ষীরোদ বাবুর বিষয়ে বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ক্ষীরোদবাবুর পূর্ব্বে প্রতাপ ঘোষ মহাশয় বঙ্গাধিপপরাজয় লেখেন, রামরাম বসু প্রতাপাদিত্যচরিত লেখেন, সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রতাপাদিত্য লেখেন। কিন্তু ক্ষীরোদবাবুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রে নব্য আলোক দিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার ক্ষতি হয় নাই, বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে। এই কথা বলিয়া তিনি ক্ষীরোদবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাস্থলে পরিচিত করিয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত আশুবাবু তাঁহার ভ্রাতার জন্য এই মহতী সভার আহ্বানে পরিষৎকে এবং বক্তৃতাদির জন্য বক্তৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, ৺ক্ষীরোদবাবুর তৈলচিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। আর যাহা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া দিবেন—শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত শৈলপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল ১০৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ১০৲, এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১০৲ মোট ৫০৲। তৎপরে তিনি সভাপতি মহাশয়কে ও যাঁহারা এই অধিবেশনের কার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৯এ মাঘ ১৩৩৪, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টা।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। শোক-প্রকাশ—(ক) ডাঃ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি এবং (খ) বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৪। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত প্রভাচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয়-প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ মহাশয়-লিখিত "শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর জানাইলেন যে, পণ্ডিত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁহার পরিবারের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। সন্ধ্যার পরেও তিনি ভাল ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মাথার শিরা ছিঁড়িয়া গিয়া অবিরাম রক্তস্রাব হয় এবং আট ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তিনি নানা বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকরূপে এই প্রতিষ্ঠানটি সুচারুভাবে চালাইয়া আসিয়াছেন এবং উহার গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার হাতে গড়া জিনিষ—উহা তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন—নানা ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র সুন্দর ছিল। তিনি মৃদুভাষী। তিনি এই পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। আরও শোকের ঘটনা এই যে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা। তিনি দুই বৎসর হইল, তাঁহার অন্যতম পুত্র অমরনাথকে

হারাইয়াছেন। তিনি শয্যাশায়ী হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সংস্কৃত ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইল। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—সকলেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ৺শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ময়মনসিংহ, সহিলপুরনিবাসী ৺বিজয়নারায়ণ আচার্য্য কবিরত্ন মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ দিয়া ময়মনসিংহ সিমুলজানি 'বিজয়া চতুষ্পাঠীর' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত উক্ত কবির বিষয়ে মন্তব্য ও জীবনী পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সরকার মহাশয়-লিখিত "কবি-পুষ্পাঞ্জলি" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

৫। হুগলী ভান্ডাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয়-প্রদত্ত একটি বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৬। সভাপতি মহাশয় অত্যকার প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার লিখিত "শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত" নামক প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে তিনি বলিলেন,—"বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রবন্ধ সংকলনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রবন্ধের সুবিন্যস্ত যুক্তিপরম্পরা পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও আলোক সম্পাত করিবে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কিংবা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়েরও ভুল হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। তাঁহাদের হাতে যেরূপ উপকরণ ছিল, তাঁহারা তদনুরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এখন নব নব আবিষ্কারের ফলে অনেক পুরাণো মতবাদ বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে। তাহাতে কুণ্ঠা প্রকাশ নিরর্থক। লেখক যে পুথিখানি পাইয়াছেন, সময়ের হিসাবে সেখানি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা এখন অসন্দিগ্ধচিত্তে বিজয় পণ্ডিতকে বিদায় দিতে পারি। মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, ভদ্রলোকের অস্তিত্বই ছিল না, তা আবার কবির আসন! বিজয় পণ্ডিতের গাথা বীরভূমেও পাইয়াছি। সঞ্জয় সম্বন্ধে একটু সন্দেহ থাকিয়া গেল। ইনি নিতান্তই ধৃতরাষ্ট্রের সাংবাদিক সঞ্জয়—নামের

ভ্রম সংশোধন—পঞ্চত্রিংশ ভাগ, ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সহিত প্রকাশিত কার্য্যবিবরণের ১৫ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে "কবে কোন্ কালে তুমি বসিবে পাশে।" এইরূপ ছাপা হইয়াছে। উহার স্থলে শুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—"কবে কোন্ কালে তুমি বাসবের পাশে।"

ক্ষেত্রে এ কালে মহাভারত-রচয়িতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—এ কথা বলিবার মত প্রমাণ এ প্রবন্ধে আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। তবে তিনি কোন নাচারী বা পদাবলীগায়ক, নিজের সুবিধার জন্য ত্রিপুরার মত পার্ব্বত্য অঞ্চলে কবীন্দ্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লোকে কবীন্দ্রের পরিচয় না জানিয়া কবিযশঃ তাঁহারই উপর চালাইয়াছে, এ অনুমানের যথেষ্ট প্রমাণ লেখক দিয়াছেন। মোটের উপর, প্রবন্ধটি ভালই হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তিনি আজ এখানে উপস্থিত নাই। তাঁহাকে এখানে পাওয়া গেলে আলোচনায় আরও অনেক বিষয় জানিবার সুবিধা হইত।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয় কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দীর মহাভারত বলিয়া যাহা যাহা প্রচলিত আছে, তাহা একই গ্রন্থ বলেন। উহাই পরাগলী মহাভারত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের সম্পাদন করার পর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উহাকে পরাগলী মহাভারতেরই অংশ বলিয়াছেন। 'বিজয় পণ্ডিত কথা'র স্থলে তিনি 'বিজয় পাণ্ডব কথা' পাঠ করেন। ঐ কথা পরাগলী মহাভারতের অনেক স্থলেই আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু সঞ্জয়ের মহাভারত স্বতন্ত্র বলেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু কিন্তু তাহাও পরাগলী মহাভারতই বলিতে চান। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের ঐক্য থাকিলেই যে তাহা মূলে একই গ্রন্থ, সকল ক্ষেত্রে এরূপ বলা চলে না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মূল কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিতেও পারেন। সুতরাং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করাই উচিত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গুহ রায়, ৪ মুরা স্ট্রীট লেন; প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ৩৮।২ এল্‌গিন রোড, প্র—ঐ, স—শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, সদ—৩। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় এম এস্‌সি, ৭বি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বরাট এম এস্‌-সি, ৩৩ গোয়াবাগান লেন, ৫। শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বি এল,

এটর্নি, ২১ রামলাল মুখার্জ্জি লেন, সালখিয়া, হাওড়া, ৬। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ২০ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, ৭। শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১১২ বলরাম দের ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদ—৮। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন এম এ, স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজের অধ্যাপক, ২২ জয় মিত্র লেন, ৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, পি-এচ্ ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১০। ডাঃ শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি-এচ ডি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ; প্র—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সম—ঐ, সদ—১১। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, ১১৫।৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল, সম—ঐ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত এম এ, বি এল, উকীল, মেদিনীপুর, ১৩। শ্রীযুক্ত পি অনুজন আচারী, রামবর্ম্মা রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক ত্রিচুড়, কোচিন ষ্টেট ; প্র—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সম—ঐ, সদ ১৪। শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ২৭ গ্রে ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, সম—ঐ, সদ—১৫। শ্রীযুক্ত নির্ম্মল দেব এম এ জি, ৫৯।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী, সম—ঐ, সদ—১৬। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, ৭৯ বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জ্জি লেন, হাওড়া ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম—ঐ, সদ—১৭। শ্রীযুক্ত রামশশী মিত্র বি এ, ৫৭ গিরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর ; ১৮। শ্রীযুক্ত কুশীপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,বি এল, ৬৪ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। প্র—ঐ, সম—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, সদ—১৯। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ, বি এল, অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ, ২৩।১।৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, সম—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, সদ—২০। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী জমীদার, হরিপুর, দিনাজপুর, (১৭৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট), প্র—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদ—২১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠপুর, ২৪পঃ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ, সম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদ—২২। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাল চৌধুরী, ৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; ২৩। শ্রীযুক্ত গগনচাঁদ বড়াল, ১৫ ছিদারাম বানার্জ্জি লেন, ২৪। শ্রীযুক্ত পি, আর, যজ্ঞস্বামী আয়ার, ৬০ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, প্র—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সম—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্ এ, সদ—২৫। শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ কুমার এম্ এ, করপোরেশনের কাউন্সিলার, ৩১, ৩১।১ বড়তলা ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্নী, সম—ঐ, সদ—২৬। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম ও পোঃ সাড়াডলা, বর্দ্ধমান ; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সদ—শ্রীযুক্ত জীবনতারা হালদার, ২২।১।১ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, উপহৃত পুস্তক,—(১) ত্রিপুরা জেলার কথ্যভাষা ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—(২) আসমান তারা, (৩) মমতার ফাঁসি ; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন—(৪) সত্যব্রতের পরীক্ষা,(৫) বৃহন্নারদীয় পুরাণ ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৬) গল্পগুচ্ছ, ২য় ভাগ, (৭) যোগবাণী বা সিদ্ধযোগোপদেশ, (৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ), (৯) গিরিশচন্দ্র, (১০) উপাসিকা চরিত, (১১) মার্গত্রয় ; শ্রীযুক্ত দ্বিজবর দাস—(১২) সচিত্র রত্নতত্ত্ববারিধি ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী চৌধুরী—(১৩) তীর্থের পথে ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু—(১৪) মানস-কমল , শ্রীযুক্ত স্বামী রামানন্দ—(১৫) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ ১ম ভাগ ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস—(১৬) শৈলজার কথা , শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ—(১৭)ডেপুটির জীবন , শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত -(১৮) মালঞ্চের ফুল; শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু—(১৯) জন্ম-শাসন; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—(২০) প্রার্থনা-শতক, (২১) উপদেশামৃত, (২২) শ্রীশ্রীগৌর-গীতাবলী; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(২৩) ঝুমুর রসমঞ্জরী; শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী—(২৪) "বাঙ্গালী" নামের অর্থ কি ? ১ম খণ্ড, (আর্য্যাবর্ত্ত বা গৌড়), (২৫) ঐ, ২য় খণ্ড, (ব্রহ্মাবর্ত্ত বা মানভূম ও বঙ্গদেশ বা দ্রাবিড়); শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম - (২৬) গ্রামের কাজের ক, খ, গ, ওরফে মোহমুদ্গর (শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রণীত), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র—(২৭) সপ্তগোস্বামী ; শ্রীযুক্ত শেখররঞ্জন মুখোপাধ্যায়—(২৮) বিদ্রোহী, (২৯) দেবর, (৩০) আলেয়া, (৩১) ধুনিকে খুন, কলের পুতুল, (৩২) তস্কর ও ডাকাত, (৩৩) শোড়া (৩৪) রত্নদ্বীপ, (৩৫) চীনেব জুজু, (৩৬) মায়ের প্রাণ, (৩৭) যুগের আলো, (৩৮) বিরাজ বৌ , শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচার্য্য—(৩৯) বিষপান ; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ—(৪০) হাডুডুডু , শ্রীযুক্ত সেখ কাদের বক্স—(৪১) বিলাতী আতসবাজী শিক্ষার পুস্তক, ১ম ভাগ ; শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দে- (৪২) জয়দেব; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(৪৩) খেজুরী বন্দর ; শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ—(৪৪) আকাশ-কাহিনী, (৪৫) কুণ্ডলী কল্পতরু, (৪৬) দৃক্‌সিদ্ধিমূলক পঞ্জিকা সংস্কার নিবন্ধ, (৪৭) আদর্শ কোষ্ঠী, (৪৮) পাণিনি ১ম খণ্ড, (৪৯) ঐ ২য় খণ্ড ; শ্রীযুক্ত এ এন্ মিত্র—(৫০) শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৪র্থ খণ্ড ; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু,—(৫১) হিন্দী বৈদ্যুত শব্দাবলী, (৫২) রাজনীতি শব্দাবলী, (৫৩) রসায়ন পরিভাষা ; The Assistant Secretary to the Govt of India, Dept. of Education—(৫৪) Antiquities of Indian Tibet Part (Volume) II. The Chronicles of Ladakh and Minor Chronicles , শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৫৫) On Heroes, Hero Worship (Thomas Carlyle) (৫৬) Discovery or Spirit and Service of Science, (৫৭) A Few Problems solved,(৫৮) A Short History of Rome, (৫৯)Revolutionary Biographies ; The Supdt. Govt. Press, Madras—(৬০) A Descrip-

tive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. Oriental Manuscripts Library Madras, Vol. XXVI (Supplement), The Manager, Govt. of India Central Publication Branch—(৬১) Records of the Geological Survey of India, Vol- LX. Part 3, 1927 (৬২) Annual Report of the Archaeological Survey of India 1924-25, (৬৩) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No 30 [The Beginnings of Art in Eastern India with Special Reference to Sculptures in the Indian Museum, Calcttta], (৬৪) Do No 32 [Fragment of a Prajnaparamita from Central Asia.], (৮৫) Records of the Geological Survey of India, Vol LX. Part 2, (৬৬) Statistical Tables relating to Banks in India, 1926, The Registrar, Calcutta University—(৬৭) Report of the Students' Welfare Scheme (Health Examination Section) for the year, 1926 ; The Secretary Jnan Mandal, Benares—(৬৮) Mir Kashim (in Hindi); The Secretary, Indian Science Congress,—(৬৯) Guide Book of the Indian Science Congress, Fifteenth Sessson, Calcutta, 1928, The Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(৭০) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, 27th Session, I927.

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী -সভাপতি।

বিষয়—"বলিদ্বীপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া সে দেশের ভারতীয় সভ্যতা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মাল্যদান করিয়া সম্মানিত করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বলিদ্বীপ বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন এবং বলিদ্বীপের, জনকদের

প্রাকৃতিক দৃশ্যের, ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের, নানা উৎসবাদির ও লোকের চিত্র ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়া সকল বিষয় সুললিতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ও বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
৪।৩।২৮

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

১২ই ফাল্গুন ১৩৩৪, ২৫এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

বিষয়—"যবদ্বীপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু যবদ্বীপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে যবদ্বীপের নানা দর্শনীয় স্থানের, উৎসবাদির, মন্দির প্রভৃতির ও নানা শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীজাতির চিত্র ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে দেখাইয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন। চিত্র প্রদর্শনকালে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত যবদ্বীপের চারিখানি চিত্রও প্রদর্শিত হইল। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

বক্তৃতার শেষে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং জানাইলেন যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় ৪ঠা ও ১৮ই চৈত্র তারিখে বিশেষ অধিবেশনে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে "কাম্বোডিয়ায় হিন্দু-সভ্যতা" এবং "যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব" বিষয়ে চিত্র প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
৪।৩।২৮

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

১৯এ ফাল্গুন ১৩৩৫, ৩রা মার্চ্চ ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম এ, বি এস এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, আজ আমরা স্বদেশপ্রাণ ও অধুনা বৈকুণ্ঠবাসী অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই মন্দিরে সমবেত হইয়াছি। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আজ বিশেষ কাজে লিপ্ত আছেন বলিয়া আসিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহার সহকারী বলিয়া আমাকে এই আসনে বসিতে হইল। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা চিত্র উন্মোচনের সময় বলিব।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার বি এ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয় বলিলেন, স্বর্গগত অশ্বিনীকুমার আমার পিতৃতুল্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে আমার গুরু। তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। রামমোহনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য সেবা, সমাজ সংস্কার, রাজনীতিচর্চ্চা, সকল বিষয়েই ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বর ভক্তি তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি ঈশ্বরগতপ্রাণ হইয়া দেশের নানা কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের কাজ করিবার জন্য একদল মানুষ গড়িতে চাহিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করিয়া নিজে ছেলেদের মানুষ হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতাকে ভিত্তি করিয়া তিনি ছাত্রদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। সত্যপ্রতিষ্ঠা ও লোকহিতকর কাজের জন্য তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে তিনি বিনাবিচারে জেলে গিয়াছিলেন। তিনি প্রেমের সহিত সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকলেরই তিনি বন্ধু ছিলেন। যুবকগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবেন—আমি তাঁহাদিগকে সেই অনুরোধই করিতেছি।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, অশ্বিনীকুমার দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগনে তিনি ভাস্কর ছিলেন। তিনি নিজেকে কখন জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁহাকে বক্তৃতামঞ্চে দেখি নাই—বক্তৃতার স্পর্দ্ধা তিনি করিতেন না। তিনি দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নীরবে কাজ করিতে ভাল বাস-

তেন। তাঁহাতে যে গুণরাশি ছিল, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াও অর্থলাভের কোন পন্থাই অবলম্বন করেন নাই। তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবহারাজীবী ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি শ্রীরামপুরে ইউনিয়ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর দেশে গিয়া ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতা করেন—দেশের যাহারা আগামী, তাহাদের চরিত্রগঠনে ও দেশসেবার মন্ত্রদানে জীবন উৎসর্গ করিলেন। দেশে তিনি শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকিতেন, ছাত্রগণ দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবৃত হইয়া থাকিতেন—ইহাতেই তাঁহার সুখ ও আনন্দ। তিনি শুধু শিক্ষক ছিলেন না—তিনি লোকশিক্ষক Teacher of Humaity ছিলেন। 'মাধবীকঙ্কণ' উৎসর্গ-কালে রমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন,—'তুমি যে পথে গিয়াছ, তাহা মহত্তর।' বঙ্গদেশের মধ্যে শিক্ষার এত আদর ও প্রসার এক অশ্বিনীকুমারের চেষ্টাতেই হইয়াছিল। তিনি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সেবার দ্বারা তিনি দেশের আপামর সকলকে আপনার করিয়াছিলেন—অস্পৃশ্যদের সঙ্গে, নমঃশূদ্রদের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হই-তেন। রামচন্দ্র যেমন গুহককে কোল দিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ অস্পৃশ্যদের কোল দিয়া আপনার করিয়াছিলেন। তিনি সকলকেই সমান দেখিতেন—সকলের মধ্যে শ্রীভগবানের বিভূতি দেখিতেন। রাজনীতি আমাদের ধর্ম্মনীতি। আজকালকার রাজনৈতিক ভেল্কিবাজী আপাত-দৃষ্টিতে সকলের মনোহরণ করিতে পারে, কিন্তু তিনি রাজনীতিকে ধর্ম্মনীতিই মনে করিতেন ও সেই ভাবেই তাহার চর্চ্চা করিতেন। তিনি শ্রদ্ধানিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বরিশালকে তথা বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি চরিত্রমাধুর্য্যে ও আপনার ভাবের দ্বারা দেশকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে তাঁহার মত ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ আর কাহারও হয় নাই। আজ তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইতে পারিয়া, তাঁহার পার্থিব চরিতকথা কীর্ত্তন করিতে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। বঙ্গদেশে তাঁহার অবদান লুপ্ত হইবার নহে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, অশ্বিনীবাবুকে বিশেষ-ভাবেই আমি জানিতাম। ভগবদ্বিশ্বাস তাঁহার অচল ছিল। তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিক আমাদের দেশে ছিল না। তিনি প্রকৃত জাতীয়তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ভার-তের প্রাচীন সভ্যতা সত্ত্বেও প্রকৃত সমাজসেবার অভাবে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতেছে না। আমি বিলাতে দেখিয়াছি, তাহাদের স্বদেশভক্তি অন্যরূপ, তাহারা সকলের উপরে নিজের দেশ-সেবাকে বড় বলিয়া ভাবে। তাহারা বলে, England first, I afterwards. সেখানে তাহারা তাহাদের ভ্রাতাভগিনীদের জন্য যেমন আগ্রহের সহিত ভাবে, আমাদের দেশে সেরূপ দেখা যায় না। তাহারা নিজেদের দেশের লোকের রোগ শোক দুঃখে যেরূপ পরস্পর সাহায্য করে, আমরা সেরূপ করি না। তাহাদের spirit of civic service ও social service অনুকরণীয়। আমাদের দেশের লোকের পীড়া হইল ত বিদেশী ডাক্তার আনিয়া তাহার চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা করা হইল। আমরা কেবল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া

ও কতকগুলি বাহ্যানুষ্ঠান করিয়াই স্বদেশ ও স্বজাতি সেবার পরিচয় দিয়া থাকি। অশ্বিনীবাবু প্রকৃতই স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। যতদিন ভারতবাসী অশ্বিনী-বাবুর মত প্রকৃত জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত ভারত পরাধীন থাকিবে। কেবল 'বন্দে মাতরম্' বলিলেই দেশ স্বাধীন হইবে না।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন যে, আজ মনে করিয়াছিলাম যে, পরিষদের এই ছোট হলে অশ্বিনীকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য এত লোক হইবে যে, সকলকে স্থান দিতে পারা যাইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা হইল না। এমনি করিয়া আমরা আনন্দ-মোহন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে ভুলিতে বসিয়াছি। যাঁর নাম করিলে দিন ভাল যায়, সেই অশ্বিনী-কুমারের নামে আজ লোকসমাগম এত কম। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ালন্দে আমার প্রথম পরিচয়। আমি তখন সেখানে স্কুলের শিক্ষক, আর তিনি তখন Executive ও Judicial Agitation এর সভা করিতে গিয়াছেন। আমার কুটীরেই তিনি উঠেছিলেন। সেখানে আগে ত মনোমোহন, আনন্দমোহন, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মগণ পায়ের ধূলা দিয়া-ছেন। অশ্বিনীকুমার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সংসারের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা পাতিয়ে ফেলি-লেন যে, সে কথা মনে হলে তাঁর স্বভাব ও চরিত্রের উচ্চতায় মাথা স্বতঃই নত হইয়া আসে। তিনি সেই সময় মামলা ছাড়িয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। পরে তিনি বাঙ্গালার Uncro-wned King হইয়াছিলেন। তিনি আত্মজয় করিয়া দেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। সেখান হতে তিনি আসিবার সময় আমার মা তাঁকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—'বাবা, দেশজয়ী হও।' তিনি বলিলেন—'মা, আত্মজয়ী হও বলুন।' মা বলিলেন, 'বাবা, আত্মজয়ী না হইলে দেশ-জয়ী কেহ হতে পারে না।' আমি একমাত্র অশ্বিনীকুমারকেই আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকেই আপন করিয়া লইতে পরিতেন বলিয়া জানি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন যে, অশ্বিনীবাবু চিরদিন স্বদেশ-সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেশসেবার তুলনা নাই। এ বিষয়ে আমি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত একমত। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, আমরা নিজেদের ভ্রাতা ভগিনীদের সেবা করিতে জানি না বা করি না, সে বিষয়ের আমি তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। তিনি বিলাতে সেই সেবার যে ছবি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। বিলাতে তিনি যে social service দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহার অর্থ abstract সেবা। আমা-দের সে প্রেম, সে সেবা শিখিবার জন্য বিলাত যাইতে হইবে না। দেড় শত বৎসর আগে আমা-দের দেশে আতুরাশ্রম, রাস্তাঘাট, দীঘি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, পান্থশালা প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান-গুলি মুসলমান রাজাদিগের আমলেও ছিল। এখনও দেশে দেশে আমাদের মেয়েরা সেবাপরায়ণা। তাঁহাদিগকে এ বিদ্যা শিখিতে বিলাত যাইতে হয় না। এই সব ছোটখাট দেশহিতকর কাজ এখনও গ্রামবাসীরা সাধ্যমত করিয়া থাকে। এখনকার মত তখন দেশে দেশে মিশনারী মোল্লা পাঠাইয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া হইত না। দেশের লোকের এখনও সদ্গুণ আছে, কিন্তু সে শক্তিকে

চাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছে ও প্রতিনিয়তই হইতেছে। সুরেন্দ্রবাবু অবশ্যই এ সব কথা ভাল রকমই জানেন। আমিও বিলাতে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে এক সময়ে এক গ্রামে মশার আধিক্য হয়। সকলে মিলিয়া হৈ চৈ করিয়া পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত তোলপাড় করিয়া মশা তাড়াইবার ব্যবস্থা করিল। এখানেও ত সেই ইংরাজ আছেন—কই, তাঁরা ত এদেশের দুঃখ দূর করিতে যে বিশেষ ব্যগ্র, তা দেখা যায় না। তা যাহাই হউক, আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনাপরম্পরা সমবায়ে আমাদের মধ্যে ভাবের অভাব ঘটিয়াছে। সেই ভাবের হাওয়া বদল করিতে হইবে। আমাদের দেশ গরীব হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাঁহার সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, মানুষ বাঁচে, আবার মরে, কিন্তু যাঁহার কীর্ত্তি বজায় থাকে, তিনি অমর। অশ্বিনীকুমার মরেন নাই। তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আদর্শচরিত্রের লোক ছিলেন। পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া যে নিজেদের ভাই-বোনের সেবা করিতে পারা যায়, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বরিশালের হইলেও তাঁর কার্য্য ও তাঁর প্রভাব বঙ্গদেশের সব জেলায় ধাক্কা দিয়াছে। এই বলিয়া তিনি একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

তারপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অশ্বিনীকুমার শিক্ষক ছিলেন ও ব্রাহ্মণপ্রকৃতির লোক ছিলেন। আজকালকার বিদ্যালয়গুলি যেন বিদ্যাবিপণী—উচিত মূল্যের বিদ্যা পাওয়া যায় না। এখন ছাত্রদের উপর যে কর ও শুল্ক আদায় করা হয়,সে পরিমাণ বিদ্যা তাহাদিগকে দেওয়া হয়না। প্রাচীন কালের আদর্শে তিনি শিক্ষা দিতেন—তখনকার বিদ্যালয় বিদ্যামন্দির ছিল। শ্রী, সংযম, সম্ভ্রমের সহিত, ভয়ের সহিত বিদ্যাদান করা হইত। কিন্তু এখন আমরা বিদ্যালয় হইতে বিদ্যা ক্রয় করিতেছি। অশ্বিনীবাবু বিদ্যাদান করিতেন। তিনি খুব সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভক্তি-যোগ পড়িয়া আমার চিত্ত তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। পুস্তকখানিতে জ্ঞাতব্য ও চিন্তয়িতব্য অনেক জিনিষ আছে। এখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান বলিতে পারা যায়, হৃদয়ের রক্তকে কালী করিয়া তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আন্তরিকতায় পূর্ণ এই বইখানি। তিনি ভক্তিতত্ত্বকে সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতার সহিত তাঁহার সহকারিতা ও সহযোগিতা করিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি রাজনীতিতে সুবিধাবাদী ছিলেন না, যদা যেমন, তদা তেমন—এ ভাবের পোষকতা তিনি করিতেন না। তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল success। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, দৃঢ়তা—তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই সজাগ ছিল। তাঁহাকে তাঁহার Principle হইতে কেহ হটাইতে পারে নাই। তাঁহার দার্ঢ্য ছিল অপূর্ব্ব,তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন—যাহা সঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদক মনে করিতেন, তাহা সাধন করিতে প্রলয় উপস্থিত হইলেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। আমার বিশ্বাস, তাঁহার মত জীবের ইচ্ছা ভিন্ন জন্ম হয় না। খাঁটি স্বদেশপ্রেমে তিনি মাতোয়ারা ছিলেন—তাঁহার দেশমাতৃকার সেবায় কোন

মঙ্গল ছিল না। আমার মনে হয়, তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে না যাইলেই ভাল হইত, রাজনীতির বদ্ধ ও দূষিত বায়ুতে না গেলে দেশের আরও মঙ্গল হইত। তিনি মুক্ত বায়ুর লোক ছিলেন। আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কেন না, বিধাতা আমাদের এই অধঃপতনের দিনে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মুক্ত-প্রাণ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া আমাদের প্রতি তিনি বিমুখ নহেন, তাহা তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন।

সভাপতি মহাশয় অশ্বিনীবাবুর চিত্র দানের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে অশ্বিনীবাবুর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩৩৪, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি" এবং ৫। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, বঙ্গদেশের অন্যতম প্রবীণ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে কাশীধামে অবস্থানকালে দেখিয়াছি। তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি ও তাঁহার "ধর্ম্মব্যাখ্যা" পড়িয়াছি। এতদ্ব্যতীত 'বঙ্গবাসী'তে তাঁহার বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রালোচনা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময় সনাতন ধর্ম্মের প্রচারের জন্য তিনি সর্ব্বদেশে বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীকে সনাতন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করিতে

পারিয়াছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। ইহাঁদের বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি ধর্ম্মরক্ষার জন্য অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে তপস্বী, বাগ্মী, সুলেখক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার অভাব দেশবাসী বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, তর্কচূড়ামণি মহাশয় বাঙ্গালাদেশের গৌরব ছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত মহলে তাঁহার নাম উজ্জ্বল ছিল। তখনকার ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা দূর করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। তিনি ও পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী) এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে দেশের বিশেষ অমঙ্গল হইত। মহাত্মা রামমোহন রায় যেমন খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম অভিযান রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সাধনায় নিরত থাকিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান আচরণ দ্বারা তিনি দেশে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববক্তা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ও বাগ্মী ছিলেন। এই তিন জনে বক্তৃতাশক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার শক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন—বাঙ্গালা ভাষাকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার অবসর পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিষয়ে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। তিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনের চেষ্টা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পণ্ডিত ও বিখ্যাত বাগ্মী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারশক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি যে সভায় বক্তৃতা দিতেন, বহু শিক্ষিত লোক সে সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি এই কথা বলিতেছি। আমি তখন ছাত্র ছিলাম। সাধারণ সভাসমিতিতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দু পূজাপদ্ধতি যুক্তি ও বিচার দ্বারা সমর্থন করিতে তাঁহার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি বাঙ্গালাদেশে তখন আর কেহ ছিলেন না। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্ম প্রচারে হস্তক্ষেপ করেন। "বঙ্গবাসী"র উদ্যোগে ও যত্নে তিনি দেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মমত ও আচার অনুষ্ঠানগুলি (যাহার বিরুদ্ধে সেই সময়ে দেশে বিপুল আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল) যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের বক্তৃতা নানা স্থানে প্রায় প্রত্যহই হইত। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আন্দোলনের ফলে সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুদের মনে সনাতন ধর্ম্মে অনাস্থার ভাব, অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার ভাব আর বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। তিনি সেই স্রোত রোধ করিতে অনেকটা সমর্থ

হইয়া ছিলেন। হিন্দুদিগের প্রচলিত বার মাসে তের পার্ব্বণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু তাঁহার সেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমন্বিত অভিমতগুলি গ্রহণ করিতে অনেকের আগ্রহ দেখা যায় নাই। এই ভাবে তিনি বাঙ্গালাদেশে তাঁহার সময়ে প্রকৃত ভাল কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মত আর একজন বাগ্মী সে সময় হিন্দুধর্ম্মের প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী। তখন দেশে তাঁহাদিগের এই প্রচারকার্য্যের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তিনি ও তর্কচূড়ামণি মহাশয় ২।২॥০ ঘণ্টা অবিশ্রাম বক্তৃতা করিতে পারিতেন—এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদের চিন্তা বা বক্তৃতার স্রোত মন্দীভূত হইতে দেখা যাইত না। তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালার হিন্দুসম্প্রদায় চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমার সঙ্গে তাঁহার অনেকবার দেখা হইয়াছে, তাঁহার আন্তরিক স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় বাহিরের কার্য্যকলাপে যথেষ্ট পাওয়া যাইত তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় জানাইলেন যে, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীগোপাল বসু মল্লিক লেকচারার নলিনীকান্ত দত্ত এম-এ, পি-এইচ ডি মহাশয় সম্প্রতি ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, আর একটি শোকের সংবাদ আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাব-জজ ছিলেন, পরে জেলার জজ হন। তৎপর রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশের কাজে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। বিশেষ উৎসাহের সহিত তিনি পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিতেন, পরিষদের অনেক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনাথ আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। পরিষৎ এই সহৃদয় বন্ধুর বিয়োগে বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ৺পঙ্কজ বাবুর সহিত শান্তি-সমিতি, কলিকাতা অনাথ আশ্রম (Calcutta Orphanage), এই পরিষৎ—এইরূপ নানা সদনুষ্ঠানে এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। যশোহরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সময় তিনি তথাকার জজ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি আমাদের অনেককে ডাকিয়া তাঁহার বাড়ী লইয়া গিয়া বিশেষ আপ্যায়িত করেন। তিনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন। যে যে অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই সকল অনুষ্ঠানই তাঁহার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, শিক্ষা ও অনুষ্ঠানপ্রেমিক আজকাল বিরল। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতাম।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় জানাইলেন যে, ৺পঙ্কজবাবু সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদেও যোগদান করিতেন। তিনি সেখানে সংস্কৃত ভাষায় আধুনিক সাহিত্য

কি কি বাহির হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেগুলি পড়িতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এডুকেশন গেজেটে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

১। তৃতীয় মাসিক এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাঁহার "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত অনেক পুথি আমাদের এই পরিষদে নাই। বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমবিকাশের আলোচনার পক্ষে এই প্রবন্ধ বিশেষ উপযোগী হইবে। পরিষৎ সাহিত্য-পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইলে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য ১। শ্রীযুক্ত লতিকা বসু বি লিট, ৭৬ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, প্র—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, স—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদ—২। শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, বরিশাল, ৩। শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত এম্ এল সি, বরিশাল, ৪। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ৫ আশু বিশ্বাস রোড, ভবানীপুর; প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স—ঐ, সদ—৫। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম এ, ১০।১এ লক্ষ্মী দত্ত লেন; প্র—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ, স—ঐ, সদ—৬। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, 'বসুমতী'র সহকারী সম্পাদক, ২৭ হ্যারিসন রোড।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক,—১। ভূদেবচরিত, ৩য় ভাগ, (২) দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা, (৩) দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী ১ম-২য় ভাগ, (৪) কুন্তলীনের পুরস্কার ১৩০৪, (৫) তরুণ বাঙ্গালী, (৬) অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি, (৭) পাগলা ঝোরা, (৮) কমলাকান্তের

পত্র, (৯) ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা, (১০) মহাত্মা গান্ধী, (১১) শ্রীভগবৎকথা, (১২) বিশ্বত্রাতা ; শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল—(১৩) ইলাবতী নাটক ; শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক—(১৪) উপদেশ সাহস্রী, (১৫) সামবেদসংহিতা, আগ্নেয় পর্ব্ব, (১৬) ঐ, আরণ্যপর্ব্ব, (১৭) ঐ, ঐন্দ্র পর্ব্ব, (১৮) ঐ, পবমান পর্ব্ব, (১৯) ধর্ম্মসমন্বয় ১ম ভাগ, (২০) ঐ, ২য় ভাগ, (২১) ঐ, ৩য় ভাগ, (২২) ঐ, ৪র্থ ভাগ, (২৩) সূর্য্যনারায়ণতত্ত্ব, (২৪) ভাগবতসার, শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত—(২৫) ভক্তিযোগ, (২৬) কর্ম্মযোগ, (২৭) প্রেম, (২৮) মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, (২৯) অশ্বিনীকুমার দত্ত, The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(৩০) Scientific Report of the Agricultural Researches Institute, Pussa, 1926—27, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক —(৩১) Mandukyopanisat, (৩২) God in the Universities, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ—(৩৩) Specimens of Muslim Calligraph in the Ghosh Collection, Calcutta, The Secretary, Smithsonian Institution,—(৩৪)Contributions to Fox Ethnology, (৩৫) Annual Report of the Smithsonian Institution for 1926.

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৭এ ফাল্গুন ১৩৩৪, ১১ই মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার,অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোকপ্রকাশ—৺পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পরলোকগমনে ; ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত সরস্বতী (দ্বিতীয়াংশ) নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই-ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পরলোক-গমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন যে, লর্ড সিংহ মহোদয় দেশ-বিদেশে স্বজাতি ও স্বদেশের মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম দেশ-শাসকরূপে বিহার ও উড়িষ্যার গদিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক স্বভাব, রাজকার্য্য ও আইনঘটিত তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির জন্য তিনি সকলেরই পূজিত হইয়াছিলেন এবং ভক্তি ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব উৎসাহী সদস্য, বঙ্গের—তথা ভারতের মুখোজ্জলকারী সুসন্তান, দেশের চিরসুহৃদ ও হিতৈষী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বহু সম্মান-ভাজন, বৃটিশ জাতি ও বৃটিশরাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চ উপাধিবিভূষিত, দেশনায়ক ও দেশ-শাসক লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ রায়পুরের ব্যারণ মহোদয়ের আকস্মিক পরলোকগমনে দেশের সমূহ ক্ষতি হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিদারুণ শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।"

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল যে, এই প্রস্তাবের অনুলিপি অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় লর্ড সিংহ মহোদয়ের পুত্র অনারেবল সুশীল সিংহ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদস্য—১। খান বাহাদুর মৌলবী আতাহর রহমান বি এ, এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ইন্‌কাম টেক্স, ৮১ লিণ্টন ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এস্ সি, স -ঐ, সদ ২। ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্-এস্ সি, ডি এস্ সি, সায়েন্স কলেজ, কলিকাতা। প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স—ঐ, সদ—শ্রীযুক্ত পুলিনেন্দ্রলাল মিত্র, গোকুল মিত্র লেন, শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর বাটী।

৩। কোন পুস্তক এই অধিবেশনে প্রদর্শনের জন্য উপহার পাওয়া যায় নাই।

৪। গত অধিবেশনেই স্বর্গীয় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশ করা হইয়াছিল বলিয়া অদ্য এই বিষয়ে কোন আলোচনার আবশ্যক হইল না।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সরস্বতী" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশের "সরস্বতীর বলি" শীর্ষক অংশটুকু পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ্ হইবে। তিনি এই প্রবন্ধের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। সরস্বতী সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বে কোথাও শোনা যায় নাই।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্-সি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা চৈত্র ১৩৩৪, ১৭ই মার্চ্চ ১৯২৮, শনিবার, সন্ধ্যা ৬।।০টা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—'কাম্বোডিয়ায় হিন্দুসভ্যতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি-লিট।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট মহাশয় 'কাম্বোডিয়ায় হিন্দুসভ্যতা' বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি কাম্বোডিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক সংস্থান, তথায় হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বহু উপাদেয় তথ্য বিজ্ঞাপিত করিলেন। কি উপায়ে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণের ভাস্কর্য্য ও তক্ষণশিল্পের আবিষ্কার হয় ও সে সমস্ত দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সেগুলি রক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া তিনি কতকগুলি চিত্র ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

বক্তৃতার শেষে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কালিদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩৩৪, ১৮ই মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ

বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এমন শুষ্ক বিষয়কে এত সুন্দর ও মনোজ্ঞ করিয়া লিখিবার ক্ষমতা অমূল্যবাবুর যথেষ্ট আছে, তাঁহার লিপিচাতুর্য্য দ্বারা এই সামান্য বিষয়টিকে আজ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি প্রাচীন মিশর দেশের এবং আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের পুথি সংরক্ষণ বিষয়ের নানা তথ্যপূর্ণ সংবাদ দিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইলেন। তাঁহাকে অনুরোধ যে, তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে নিয়োক্ত চারি জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যপদ প্রার্থিগণের ভোটপরীক্ষার জন্য ভোট পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
" মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ
" মাধবদাস চক্রবর্ত্তী সাঙ্খ্যতীর্থ এম এ
" প্যারীমোহন সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, সংস্কৃত-সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, শ্যামবাজার ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স—ঐ, সদ—২ কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক, কলুটোলা রাজবাটী, শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট, ৩। শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এম এ, কলিকাতা কর্পোরেশনের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, ৪। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র ঘোষ এম এ. বি এল, ১৬।১ মিত্র লেন, চোরবাগান, ৫। মৌলভী গোলাম রব্বানী মল্লিক, বসন্তপুর, মানিকড়া, হাওড়া, ৬। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, 'ফরওয়ার্ড' পত্রের সহকারী সম্পাদক, ৪ সি মোহনলাল ষ্ট্রীট, প্র—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সম—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, সদ—৭। শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন সেন বি এ, গুজরা নয়াপাড়া পোঃ, গ্রাম পশ্চিম গুজরা, চট্টগ্রাম, ৮। শ্রীযুক্ত সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, দ্বারবঙ্গ মহারাজের এষ্টেট, বাঁকুড়া, প্র—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, স—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, সদ—৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী, ছুতারপাড়া লেন, কলিকাতা।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক—(১) গায়ত্রী উপাসনা, (২) স্বপ্ন-জীবন, (৩) মনুষ্য, (৪) ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড, (৫) শ্রীকৃষ্ণ, (৬) হিন্দুধর্ম্ম, ৩য় ভাগ, (৭) চয়নিকা, (৮) স্বাধীন মানুষ ; শ্রীযুক্ত শরৎমোহন পাল,—(৯) বরপণ ও জাত, শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল,—(১০) ত্রিপত্র, ১ম খণ্ড, (১১) আশ্রমে, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন—(১২) ব্রহ্ম-সংহিতা, (১৩) মহিম্নঃ স্তোত্রম্, (১৪) বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত গুরুগীতা, শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ—(১৫) হিন্দু যুবক-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ (শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়), শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাসম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ—মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(১৬) কালীকৃষ্ণ (গদাইচাঁদ দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবন-স্মৃতি আলেখ্য), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১৭) Father India, (১৮) Against Animal Sacrifice. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু—(১৯) History of England, comprising the Reign of Queen Anne. 1701 to 1713.

———

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১৭ই চৈত্র ১৩৩৪, ৩১এ মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম-এ মহাশয়-লিখিত 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। কোন সাধারণ-সদস্য প্রস্তাবিত হইল না।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি-এ মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লিখিতেন। এই উৎসাহী কর্ম্মীর অকালমৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য পণ্ডিত শ্রীপতি কাব্যতীর্থ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সকলেরই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে 'হাওড়া হিতৈষীর' সম্পাদক ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সহকর্ম্মী ছিলেন। অধুনা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন।

সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া ইহাঁদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম-এ মহাশয়কে তাঁহার "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বঙ্গ সাহিত্যের উদীয়মান লেখক। ইতিমধ্যে তিনি বৃহত্তর বাঙ্গালার অতীত গৌরব কাহিনী—নানা সাময়িক সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল প্রকাশ করিয়া তিনি দেশের সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম্ম-চর্চ্চায় বাঙ্গালা দেশ কত উন্নত ছিল, তাহা দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম-এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়

বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হইলে পর স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়া ছিলেন যে, এই গ্রন্থ লইয়া দশ বৎসর ধরিয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই লাগিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। না হইবার অবশ্য কারণ থাকিতে পারে। অনেকে হয় ত প্রয়োজন মনে করেন নাই, আবার অনেকে হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, উহাতে এমন কিছু আছে, যাহাতে একটু না বুঝিয়া এ বিষয়ে কথা বলা সঙ্গত হবে না। প্রকৃত কথা এই যে, এ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়, ততই ভাল—আর আমি এই সকল আলোচনা হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। পূর্ব্বে ইহার ভাষাতত্ত্ব লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু যাহা বলিলেন, তাহাতে ভাবিবার অনেক বিষয় আছে হয় ত তাঁহার সহিত মতের পার্থক্য হইবে। যাহা হউক, প্রবন্ধটি পত্রিকায় বাহির হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে। আমি আশা করি, আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমান্ মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় কিছু আলোচনা করিবেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, চণ্ডীদাস যে সময় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন লেখেন, তখন তিনি সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিয়াছিলেন। তিনি পৌরাণিক ব্যাপার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না, তাহা এক্ষণে বলা দুঃসাধ্য। পল্লীগ্রামে এখনও লোকে লোকপরম্পরায় অনেক পৌরাণিক তথ্যের সংবাদ রাখে। সে সময়ে লোকে বিশেষ করিয়া নানা পুরাণের সংবাদ রাখিত। শ্রীকৃষ্ণের আয়ুধ ও তিনি কয় ভুজ—দ্বিভুজ, না চতুর্ভুজ ছিলেন, তাহার বিষয়ে তখনকার লোকের জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বা পুরাণমতে বিভিন্ন-রূপ ছিল। উজ্জ্বলনীলমণির মতে তিনি চতুর্ভুজ ছিলেন, কাজেই তাঁর আয়ুধ চারিটী—শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ছিল; সাধন ভজনের দিক্ দিয়া তাঁকে দেখিতে হইলে তাঁহার দ্বিভুজই দেখা যায়। সারঙ্গ কথার অর্থ নানা পুরাণে নানা রকম। পদ্মপুরাণে তিন রকম অর্থ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আগে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহা ইহার ভাষা-বিজ্ঞান লইয়া, খোসা লইয়া। এক্ষণে শ্রীযুক্ত রমেশবাবু ইহার খোসা ছাড়িয়া শাঁসে কি আছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে তন্ত্রের অনেক কথা আছে। বৈষ্ণব শাস্ত্র তন্ত্র ছাড়া নয় এই সম্প্রদায়ের মূল কোথায়, তাহা দেখিতে হইলে তন্ত্রের কথা জানিতে হয়। বৈষ্ণবদের সংহিতা আছে, তাহা তন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, নাগার্জ্জুনের সরহ মধ্যে বৈষ্ণবের অনেক কথা পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর আলোচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। পাহাড়পুরের আবিষ্কারের ফলে আমরা অনেক জিনিষ পাইয়াছি। সেখানে যে সকল ভাস্কর্য্য-শিল্পের নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বধর্ম্মের অর্থাৎ বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূর্ত্তিশিল্পের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে যে সকল কৃষ্ণলীলার চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন। ৪৭৯ খৃঃ একখানি শিলালিপিতে নাথশর্ম্মা যে ভূমিদান-পত্র লিখিয়াছিলেন, উক্ত পাহাড়পুরের কৃষ্ণলীলার চিত্র তাহার পূর্ব্বেকার। গাথাসপ্তশতীতে (১ম খৃঃ) রাধা-

কৃষ্ণের তত্ত্ব উল্লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের খোসার দিক্ অর্থাৎ ভাষার দিক্ ছাড়িয়া যে শাসের দিকের আলোচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একটা রূপ পাই, সে রূপ অন্য কোথাও পাওয়া যায় কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। পরমাত্মার মধ্যে জীবের মিলনের যে ভাব, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দ্বারা বোঝান হইয়াছে। প্রেমের দুইটা দিক্ - ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য। সহজিয়াগণ প্রেমের মাধুর্য্যভাব লইয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণের দুই ভুজ দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মতে কৃষ্ণের চতুর্ভুজ কল্পনা করিলে জীবকে অন্য ধামে যাইতে হয়। দীন চণ্ডীদাসে আছে যে, দেবতারা রাধার পদধূলি লইবার জন্য বৃন্দাবনের তরুলতা ধূলি হইয়াছিলেন। এই সকল কথা কবে হইতে প্রচলিত হইল, তাহার আলোচনা হওয়া দরকার। এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে রাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু তাহার ভাষ্য ও টীকা করিলেন। আমি দর্শনশাস্ত্র লইয়া অল্প স্বল্প নাড়া-চাড়া করি। কৃষ্ণলীলা মধুর রসপূর্ণ। দর্শন তাহার বিরোধী। অতএব আমি এ বিষয়ে আলোচনা করিতে অনধিকারী। রমেশবাবু বলিয়াছেন, চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার করিয়াছেন। অবতারবাদ কোন দেশেই নূতন নয়, অবতারবাদের দিক্ হইতে তন্ত্রে ও পুরাণে পার্থক্য নাই। সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব কোন্ সময় হইতে অনুসূচিত, তাহা ঠিক ধরা যায় না। সাংখ্যের প্রকৃতি দেবীরূপে পুরাণ ও তন্ত্রে দেখা দিয়াছেন। গ্রীস ও রোমে বড় বড় রাজা দেবতা হইয়াছেন। তাঁহাদেরও দেবী আছেন। রসতত্ত্ব দেবী ছাড়া হয় না। একা দেবে রস উদ্রেক হয় না। দেব-দেবী যুক্তরূপে Emotional side বা রসের দিক্ প্রকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ না করিলে ধর্ম্মভাব হয় না। জ্ঞানে ও কর্ম্মে শুষ্কভাব আসে। ভক্তি ও রস না মিশিলে প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয় না। আমরা সেই পৌরাণিক ভাবটা অবতার সমেত এখনও টানিয়া আনিতেছি—চৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত এই ভাব। এই ভাব যুগধর্ম্ম—"Sign of the time"—Sign of the age" এমন জগৎ জোড়া ভাব কোথা হইতে হইল, তাহা বলা যায় না। এ ভাবটা আমাদের মধ্যেই আছে। পুরাণ ও তন্ত্র একই জিনিষ, পুরাণে একলা কেউ নাই - একজন দেবী থাকিবেনই তন্ত্রে ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু সময়ান্তরে আমাদিগকে দেখাইবেন। পুরাণোক্ত দেব-দেবীর আয়ুধ ও বেশভূষণ স্থানকালমাহাত্ম্যে পৃথক্ পৃথক্ হয়। শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর আলোচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা আশা করি, তিনি এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে শুনাইবেন। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু পুরাণ ও তন্ত্র এবং রাধাকৃষ্ণ

তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলিলেন, তাহা তিনি অবসরমত বিস্তৃত ভাবে আমাদিগকে শুনাইলে সুখী হইব।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
সভাপতি।
২১।১২।৩৪

পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, উপহৃত পুস্তক –(১) আদিম নদীয়ার কথা, (২) শ্রীঠাকুর হরিদাস, মৌলবী দৌলত আহাম্মদ এম এম্ দাহার—(৩) রাজশ্রী অভিষেক পর্ব্ব; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন—(৪) মহাত্মা গান্ধীর জীবনচরিত (৫) কর্ম্ম-কল্পতরু, (৬) প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন-চরিত ও কবিতাবলী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(৭) ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অশৌচনির্ণয়, (৮) পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয় (২খানি), (৯) স্বরাজ সাধনায় নরসুন্দরসমাজ, (১০) মাহিষ্যজাতির উদ্বোধন, (১১) বঙ্গে বৈশ্য ক্ষত্রিয়, (১২) বড়-হাড়ী সমাজের উদ্বোধন, (১৩) নাপিত-সমস্যা, (১৪) আর্য্য পৌণ্ড্রক, (১৫) বঙ্গীয় জন-সংঘ, (১৬) বঙ্গে দিগিন্দ্রনারায়ণ, (১৭) আরতি, শ্রীযুক্ত শচীভূষণ মিত্র—(১৮) ভ্রমণ-কাহিনী, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ—(১৯) আসাম প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি (২য় সংস্করণ); The Surveyor General of India—(২০) General Report of the Survey of India from 1st Oct.1926 to 30th, Sept 1927; The Director of Industries, Bengal—(২১) The Refining of Tallow for Soap Making and the Recovery as Soap of the Last Traces of Tallow from the Scums and Rejections [Bulletin No 30], (২২) An Investigation into the Shortening of the Period of Steeping Coir Husks by Boiling in water,and the Possibility of the Utilization of the Extract in Tanning. [Bulletin No. 32], শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন—(২৩) Holy Orders.

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব

১৯এ চৈত্র ১৩৩৪, ১লা এপ্রিল ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সমর্থনে স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, এল এল ডি, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়-লিখিত "ব্যোমকেশ মুস্তফী" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এবং ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পরিকল্পিত মাসিক 'পরিষৎ-প্রকাশিকা' প্রদর্শন করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, ব্যোমকেশের স্মৃতি-সভার আয়োজন দরকার হয় না—এই সার্কুলার রোডের উপর দিয়া গেলেই, এই পরিষদ্ মন্দির দেখিলেই ব্যোমকেশের জ্বলন্ত স্মৃতিনিদর্শন দেখা যায়। যাঁহারা পরিষদের ইতিহাস জানেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, রামেন্দ্র যতীন্দ্র হীরেন্দ্র, এই তিন ইন্দ্রকে সম্মুখে রাখিয়া ব্যোমকেশ কি ভাবে এই পরিষৎটিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পরিষদের প্রত্যেক ইট কাঠ তাঁহাদের স্মৃতি দিয়া জড়িত। ব্যোমকেশ পরিষদের জন্য পাগলের মত নিজের স্বার্থ বলি দিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। যেখানে সভা-সমিতি, সেখানেই ব্যোমকেশ পরিষদের পক্ষে হাজির। সাহিত্যের ও সাহিত্যিকদিগের সহিত পরিষদের সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যোমকেশ সকল সাহিত্য-সভার এবং সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকগণের সহিত মিশিত, তাঁহাদের সহিত একটা-না-একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিত। সে সংযোগের চেষ্টা আর নাই, ব্যোমকেশের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। মফস্বলবাসী সাহিত্যিক ও সভাসমিতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের আর সে চেষ্টা নাই—ব্যোমকেশের সঙ্গেই তাহা অবসান হইয়াছে। এত বড় সাহিত্য-সম্মিলন, তাহাও আর বছর বছর হয় না। তার সঙ্গে পরিষদের প্রভাব কিছু ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি কোন ব্যক্তি নাই- যিনি প্রাণ দিয়া এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির গৌরব বৃদ্ধি করিতে খাটিতে প্রস্তুত আছেন? পরিষৎকে জীবন্ত করা দরকার হইয়াছে। একমাত্র আমার বৈবাহিক অমূল্যচরণ শিবরাত্রির শলতের ন্যায় এখনও এখানে আছেন। আসুন, আপনারা আবার পরিষদের উন্নতির জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিন। দেখিবেন, স্বর্গ হইতে ব্যোমকেশের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, বার বৎসর পূর্ব্বে ব্যোমকেশ স্বর্গগত হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে অসময়েই পরিষদের কর্ম্মচেষ্টা হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। পরিষৎই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ছিল। দিবসে পরিষদের জন্য খাটিতেন—নিশায় ইহার উন্নতির মোহন স্বপ্ন দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেন। তাঁহার সহিত সকল সদস্যের পরিচয়—ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি সদস্যগণের মধ্যে কাহার কি গুণ ছিল তাহা জানিতেন এবং তাঁহাদিগকে পরিষদের একটা একটা কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন। তাঁহার কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে স্বার্থের পূতিগন্ধ ছিল না, তিনি নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ছিলেন। তিনি কোন শুভ মুহূর্ত্তে পরিষদের মূর্ত্তি দেখিয়া আপন-ভোলা হইয়া ইহার সাধনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র অনাবিল ছিল। সকল সাহিত্যিকের হাঁড়ির খবর তিনি রাখিতেন। সকলকে তিনি ভ্রাতৃভাবে বাঁধিয়াছিলেন। সাহিত্যিকগণ সেই পরশ-মণির সংস্পর্শে আসিয়া পরিষদের কাজে লাগিয়া যাইতেন। সে ভাব আর দেখা যায় না। এই যে পরিষৎ আজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, ইহার মূলে কে? রামেন্দ্রসুন্দর আর ব্যোমকেশ। French Academy of Literatureএর আদর্শে এই পরিষৎ গঠিত। এই আদর্শেই পরিষৎকে গড়িয়া তুলিতে হইবে—তার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী চাই, পূজারী চাই—কর্ম্মক্ষেত্র ও পূজার উপকরণ প্রস্তুত রহিয়াছে। আসুন, দেশের উদীয়মান কর্ম্মি-সঙ্ঘ, প্রাণপাত করিয়া এই জাতীয় মহাযজ্ঞে প্রাণ আহুতি দিন। আজ বিদেশী সাহিত্যের চাকচিক্যে না ভুলিয়া মাতৃভাষার সেবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করুন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু যে কবিতায় নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিয়াছিলেন, এই সময় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ বাহাদুর বলিলেন, ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে আমার বহু কালের হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব ছিল। তিনি হৃদয়ের মহত্বের দ্বারা অনেককেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। আজ যে পরিষৎ দেখিতেছি, তাহাতে ব্যোমকেশ বাবুর হৃদয়ের স্পন্দন দেখিতে পাইতেছি। এই পরিষৎ দেখিতেছি, আর আমাদের হৃদয়ে গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। পরিষদের গঠনে তাঁহার কৃতিত্ব কতখানি, তাহা যাঁহারা আমাদের মত পরিষদের প্রথম হইতে সেবা করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিশেষভাবে জানেন। তিনি পরিষৎকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যিককে তাঁহার অফুরন্ত স্নেহ-ধারায় সিক্ত করিয়াছিলেন। অনেক সাহিত্যিককে পরিষদের সেবায় নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। পরিষদের ইতিহাসের সহিত ব্যোমকেশবাবুর জীবনেতিহাস ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। এই কয়েক দশকের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূল এই পরিষৎ—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরিষদের মত সদস্য-সংখ্যা ভারতের আর কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের ছিল না বলিলে বেশী বলা হয় না। এই যে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার এতখানি প্রসার হইয়াছে, তাহার মূলে পরিষৎ, আর

ব্যোমকেশবাবু ইহার জন্ম কত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। ভারতের নানা স্থানে এই পরিষদের আদর্শে—ইহার নিয়ম ও কার্য্যপদ্ধতির অনুকরণে বহু সাহিত্য পরিষদের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি বল গড়াইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহার ধাক্কা অনেক স্থানেই লাগিতেছে ও লাগিবে। আমার বিশ্বাস, যদি আমাদের জাতি গড়িয়া উঠে, তবে এই পরিষদের মধ্য দিয়াই হইবে—এমন দিন অবশ্যই আসিবে। মহৎ ব্যক্তির স্মৃতি লুপ্ত হয় না। যতদিন এই পরিষৎ ও বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন ব্যোমকেশবাবুর স্মৃতি দেশে বজায় থাকিবে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সফলতার মূলে এক একজন কর্ম্মী থাকেন। পরিষদের গঠনের ও উন্নতির মূলে রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশ বাবুকে দেখিতে পাই। ইঁহারা প্রকৃতই পরিষদ্‌গতপ্রাণ ছিলেন। আমাদের মত ইঁহারা দু'নৌকায় পা দেন নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই হলে আসিবার সময় রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশবাবুর যুগ্মমূর্ত্তি সোপানশ্রেণীর পার্শ্বে দেখিলাম। তাঁহারা উভয়ে সকলকে আহ্বান করিতেছেন এই বলিয়া যে, হে বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষানুরাগী—এস, আমাদের কথা স্মরণ কর; সাহিত্য, সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্যিকগণের সেবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর। আজ এই পুণ্য-স্মৃতি-বাসরে শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত আপনাদের নিকট এই কথাই বলিয়া দিতেছি। ১৩২২ বঙ্গাব্দে ব্যোমকেশ বাবুর মৃত্যুর পর যে শোক-সভা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক সাহিত্যরথী উপস্থিত ছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরও ছিলেন। আজ তাঁহাদের মধ্যে ১৮।১৯ জন স্বর্গগত। সেখানে তাঁহারা হয়ত এইরূপ স্মৃতি-সভা করিতেছেন। এই সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষের অভাবে আমরা শক্তিহীন হইতেছি। কে তাঁহাদের স্থান পূরণ করিয়া তাঁহাদের আরব্ধ কাজ শেষ করিবেন? এখন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নিজ নিজ শক্তিমত কাজ করুন এবং নূতন নূতন কর্ম্মী লইয়া পরিষদের উন্নতির জন্য তৎপর হউন। ব্যোমকেশবাবু শুধু সাহিত্য-সেবী ছিলেন না, তিনি সাহিত্যিক-সেবীও ছিলেন। সেই হিসাবে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি দেশে দেশে জাতীয় সাহিত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন—অনেক সাহিত্য-সভা ও পরিষৎ-শাখার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি নিজের জন্য কিছুই করিয়া যান নাই। কলিকাতা হাইকোর্টে সামান্ত কেরাণীগিরি করিতেন মাত্র। সেই অবস্থাতেই সাহিত্য-সেবা, পরিষদের সেবা, সাহিত্য-প্রচার, সাহিত্যিকগণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তুলনা নাই—আর বোধ হয়, তাঁহার অভাব পূরণ করিবার লোকও নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু তাঁহার একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনিও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরিষদের সেবা করিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি নিষ্কামভাবে পরিষদের সেবা করুন, পরিষৎকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলেই ব্যোমকেশবাবুর স্মৃতি রক্ষা হইবে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়, বক্তৃগণ ও প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, অত্রকার সভাপতি মহাশয় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, সেই সময় ব্যোমকেশবাবু বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন। তিনি

মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া কাগজ দেখিতে অক্ষম হইলে তাঁহার ভাগের কাগজ অন্যান্য পরীক্ষকগণ অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া দেন। তাঁহার প্রাপ্য টাকা তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার স্ত্রীকে দেওয়া হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২১এ চৈত্র ১৩৩৪, ৩রা এপ্রিল ১৯২৮, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬।০টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম-এ, এফ-জি-এস্ মহাশয়-লিখিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটী কথা" নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

এই সময় সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য প্রবীণ সাহিত্যিক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ-জি-এস্ মহাশয় তাঁহার "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ-জি-এস্ (লণ্ডন) মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম্-এস্ সি, এফ জেড-এস্ মহাশয়ের মন্তব্য পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিলেন যে, 'আস্তিক' ও 'পূর্ণাস্তিক' এক বস্তু নহে।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের বিজ্ঞান-শাখাকে পরিভাষা প্রকাশের বিষয়ে সজাগ হইতে অনুরোধ করিলেন। বহুদিন হইতে এই কার্য্য চলিতেছে এবং বহু দেশের লোক পরিষদের এই কার্য্যের অপেক্ষা করিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, স—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, সদ—১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সরকার, বাঙ্গালীটোলা, কাশী। প্র—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, স—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ, রংপুর। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—ঐ, সদ—৩। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভড়, ১৭ কোগলকুডিয়া গলি।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক—(১) মুকুল; শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ, (২) হৃদয় ও মনের ভাষা, (৩) নির্ব্বাণ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, (৪) শিক্ষা সংস্কারে রামেন্দ্রসুন্দর, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত, (৫) চরকা বুড়ী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, (৬) সুভাষচন্দ্র বসু, (৭) আমার দেখা লোক।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৪, ৮ই এপ্রিল ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬া০টা।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব।

সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন, আজ বঙ্কিম-চন্দ্রের স্মৃতি-বাসর। ১৩০০ বঙ্গাব্দে এই দিনে তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন। আমরা আজ

তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিতে সমবেত হইয়াছি। তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই পিতৃস্থানী, সেই জন্য সকলেই তাঁর তর্পণ করিতে অধিকারী।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 'বন্দে মাতরম্' গান করিলেন। সমবেত ব্যক্তিবর্গ এই গানের সময় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত বামেন্দু দত্ত মহাশয় তাঁহার বঙ্কিম তর্পণ' নামক কবিতা ও কা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মেদিনীপুরের কবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয় লিখিত কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকুমার সান্যাল মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন, আজ এই সভায় বড় আনন্দ পাইয়াছি, আর কোন সভা এমন জমজমাট আনন্দ পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্ব বিষয়ে ভারতে, এমন কি, জগতে অদ্বিতীয়—তুলনাবিহীন। বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধু সাহিত্যসম্রাট্ বলিলে তাঁহার প্রকৃত সম্মান হয় না—তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে লোক শিক্ষায় বর্ত্তমান যুগের একজন আদর্শ পুরুষ বা অবতার ছিলেন। যখন বাঙ্গালী ইংরাজি বুলি ব্যতীত আর কিছুতে কথা বলিতে ভালবাসিত না, তিনি সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার দৈন্য দূর করেন, আর একটা ভাষায় যুগান্তরের সৃষ্টি করেন। যে দেশে ব্যাস, কপিল ও বঙ্কিমের মত লোক জন্মে, সে দেশ মহামহিমময়, এই ভাবিয়া আমরা গৌরবান্বিত হইতে পারি। শ্রাদ্ধের সময় যেমন 'বেদব্যাসায় নমঃ' বলা হয়, তেমনি "বঙ্কিমচন্দ্রায় নমঃ" বলা উচিত। বঙ্কিম চন্দ্রকে দেশবাসী এখনও ভুলিতে পারিবে না—এই সভার লোকবাহুল্য ও সকলের তন্ময়তাই তাহার প্রমাণ। তিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের হৃদয়েই বিরাজমান।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন,—আমি আমার জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বঙ্গসাহিত্যের যে গতিই হউক না কেন, যতই কবিতা গল্প, উপন্যাস লিখিত হউক না কেন, আমি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' নিয়তই উচ্চারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস চলিয়া যাইতে হয় যাক, তাঁহার সাহিত্য-সম্রাট্ উপাধি লুপ্ত হয় হোক, তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব কূটতত্ত্ব হয় হোক, শুধু এক 'বন্দে মাতরম্' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ঔপন্যাসিক ও সমাজসংস্কারকরূপে তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তিনি যে জাতীয় ভাবাপন্ন নব্যভারতের স্রষ্টা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জাতীয় মুক্তি কামনায় এ দেশ যদি কেবলমাত্র এই অতুলনীয় সন্দর্ভসমন্বিত জাতীয় সঙ্গীতটি স্মরণ করিয়া সসম্মানে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে, তবেই ভারত ধন্য ও গৌরবান্বিত হইবে। আজ চারিদিক্ হইতে যে আনন্দধ্বনি উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, জাতীয়তার দেবতাগণ স্বর্গ

হইতে বলিতেছেন—'বন্দে মাতরম্'। দশপ্রহরণধারিণী সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলার যে চিত্র তিনি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি আমরা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারি, তবেই তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সার্থক হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, আজকালকার উপন্যাস দেখিলে মনে হয়, বঙ্কিমের আদর্শ হইতে তাহা অনেক সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শ সংস্থাপনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখা 'কৃষ্ণচরিতে' তিনি ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট আদর্শ দেখাইয়াছেন। এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সাহিত্য রচনার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, 'তোমরা যাহা লিখিবে, তাহা আদর্শবাদের উপর লেখ, বাস্তববাদের দিকে যাইও না।' তিনি নিজে এই আদর্শ খাড়া করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা তিনি দিব্য নেত্রে দেখিতে পাইতেন এবং নানাভাবে তাহার দ্বারা দেশবাসীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের চেষ্টা করিতেন। দেশে মানবতার অভাব দেখিয়া তিনি পূর্ণ মানবতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাস নায়ক নায়িকার খেলা নহে, পূর্ণ মানবতার বিকাশ। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব না বুঝিলে 'বন্দে মাতরম্' বোঝা যাইবে না। আজ যাহা সম্মিলিত সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া সমাদৃত, সেই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে তিনি মায়ের দিব্য মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন। এবং সেই মূর্ত্তি তিনি সমস্ত দেশবাসীর সম্মুখে সহজ ও সরলভাবে সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। যদি আমরা যথাযথভাবে সেই মায়ের পূজা করিতে পারি, তবেই আমাদের 'বাহুতে অপূর্ব্ব শক্তি' ও হৃদয়ে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হইবে এবং অচিরেই আমরা মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, যে দিন সাহিত্য-সম্রাট্, ভাষার নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করিলেন, সেই দিন বাঙ্গালার আলো নির্ব্বাপিত হইল। তিনি আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে আলো দেখাইবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের জাতীয়তার সর্ব্বপ্রথম প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক। যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আপাতমধুর চাকচিক্যে তদানীন্তন দেশবাসী আত্মভোলা হইয়া বিপথে চলিতে লাগিল—বঙ্কিমচন্দ্র তখন দিব্য আলোকবর্ত্তি হস্তে লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সুপথের সন্ধান দিয়া দেশবাসীর ভ্রম নিরাসের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগপ্রবর্ত্তক আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি উপন্যাসে বিরাট্ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে বাঙ্গালার ওয়াল্টার স্কট বলিলে তাঁহার অপমান করা হয়। তিনি ভাষার যে পরিবর্ত্তন সাধন করেন, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার দুকূল প্লাবিত করিয়া একটা রসস্রোতের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি দেবী চৌধুরাণীতে মানুষ গড়ার ভাব এবং সীতারামে কাম্যর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আনন্দমঠ নভেল নহে, উহা এক সুবৃহৎ মহাকাব্য, তাহাতে তিনি জড়জগতের মধ্য দিয়া মায়ের দিব্য মূর্ত্তি নিজে দেখিতে পাইয়া দেশবাসীকে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাতে মৃণ্ময়ী মায়ের মধ্য দিয়া চিন্ময়ী মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখাইয়া গিয়াছেন। এই মাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই প্রকৃত স্বরাজ আসিবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে কিরূপ সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী ছিলেন তাহা সমগ্রভাবে না চিন্তা করিলে বুঝা যায় না। তাঁহার নিজ চরিত্রমাহাত্ম্য বা নভেলের চরিত্র একটু আধটু বিশ্লেষণ করিয়া সেই গভীর ভাবুকতার ধারণা করা যায় না। যেমন নাক, চোক, কান, কেশ, কপাল, হস্তপদ একটি একটি স্বতন্ত্র গড়িয়া—কল্পনা করিয়া বা দেখিয়া কোন লোকের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি হয় না, পরন্তু এই সকলের একত্র সমাবেশে সৌন্দর্য্য স্বতঃই প্রতিভাত হয়, সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্রকে সমগ্রভাবে না ভাবিতে পারিলে তাঁহার উপযোগিতা ও মহানুভবতা আমাদিগের কিছুতেই উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয় না। সকল দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষ, অংশ নহেন, অংশতঃ বিচার্য্যও নহেন। যখন স্যর ওয়াল্টার স্কটের নভেল কাব্যাদি পড়িয়া দেশবাসী ভাববন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল, তখন দুর্গেশনন্দিনীর প্রতিভাবান্ লেখক লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গবাসীকে সহসা চমকিত ও চিরবাধিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয়ের রচনা ও ভব্য ভাবনিচয়ের সমাবেশ হয় না—এই ভ্রান্ত ধারণা তিনি দেশবাসীর হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই 'দুর্গেশনন্দিনী' ইংরাজীর ঘিয়ে ভাজা বাঙ্গালা ডিস হইলেও সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাতীয়তার ভাব উদ্দীপিত করিয়া দেয়। স্বাধীনভাব ও স্বাধীন চিন্তার আনুকূল্যে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার উপযোগিতা অনুভব করিয়াছিলেন, বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখী ও আনন্দমঠের শান্তির চরিত্রে তাহা তিনি ফুটাইয়াছিলেন। আজ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের জন্য সমগ্র জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই মন্ত্র বাঙ্গালীর বা কেবল হিন্দু বা মুসলমানের নহে—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দেশকালপাত্রের বিচার না করিয়া উহা মানবমাত্রেরই আরাধ্য ও উপাস্য হইতেছে—হওয়া উচিত বটে। এই ভাবে ঐ মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য স্কটের জাতীয় সঙ্গীতাবলী হইতেও উচ্চ হইতে উচ্চতর; তাহা ইংরেজি ভাষারসিক সকলেই অন্তরে অনুভব করিবেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের ফলে দূরদর্শিতাও চরম সীমায় উঠিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের তাৎপর্য্য তাৎকালিক দেশবাসীরা সামান্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এতদিনে সেই কলঙ্কের মোচন হইল। আজ ঋষিকল্প বঙ্কিমচন্দ্রের মহামন্ত্রের মহীয়সী শক্তি ঘরে ঘরে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতেছে। এই মাত্র কলকণ্ঠনিনাদিত সেই মন্ত্রের উচ্চারণের প্রভাবে এই সভাস্থলে বিপুল জনসঙ্ঘ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ভাবাবেশে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যামবিলাসিনী রে' এই গানটি গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করেন।

অতঃপর বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ "কমলাকান্তের জবানবন্দী"র অভিনয় করেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে, কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখক এবং পাঠকগণকে, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়কে এবং বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যবৃন্দকে ও বক্তৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী — সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২৮এ চৈত্র ১৩৩৪, ১০ই এপ্রেল ১৯২৮, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬৷৷০ টা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ (ক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ কাব্যতীর্থ মহাশয় লিখিত "ফরিদপুর কোটালীপাড়ার গ্রাম্যশব্দ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ মহাশয় লিখিত "অনুমতি দেবী" নামক প্রবন্ধদ্বয়, ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত অষ্টম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, সদস্য—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রুদ্র এল্, এম্, এস্।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জয়েন্দ্রনাথ ভগবান্‌লাল দুরকান এম্-এ, উপহৃত পুস্তক (১) থোডাক ছুটটাং ফুল (গুজরাটী), শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় ভিষক্‌শাস্ত্রী,—(২) সত্যনারায়ণের পাঁচালী; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ, এটর্ণি (৩) sayings of the soul.

৪। (ক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "ফরিদপুর, কোটালীপাড়ার গ্রাম্যশব্দ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ মহাশয় উপস্থিত হইতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁহার "অনুমতি দেবী" নামক প্রবন্ধটি সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় পাঠ করেন।

প্রবন্ধ দুইটি পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং সভাপতি মহাশয় লেখকদ্বয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, পরিষদের উৎসাহী সদস্য ও ইহার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি-এ মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নবীন সাহিত্যিক ছিলেন, এবং ছোট ছোট গল্প, ছেলেদের পাঠোপযোগী গল্প ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির সম্মান করিলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পঞ্চত্রিংশ ভাগ]   [চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ

কৌলমার্গ-রহস্য

৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত

গ্রন্থকার, খ্যাতনামা তান্ত্রিক পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বা পূর্ণানন্দ গিরির বংশধর। তিনি এই গ্রন্থে তন্ত্রোক্ত সাধনা-পদ্ধতির অন্যতম কৌলমার্গের আচারাদি ও বিধিনিষেধগুলি সরলভাবে ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদবাহ্য নহে—বরং বেদানুগত, তাহা তিনি নানা গ্রন্থকারের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। এই গ্রন্থমধ্যে সমগ্র বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সমেত কৌলোপনিষৎ, পরশুরামকল্পসূত্রের রামেশ্বর কৃত বৃত্তির তাৎপর্য্য সহ কৌলধর্ম্ম-বিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্র ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং উমানন্দকৃত নিত্যোৎসব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তন্ত্র সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে একটা বিরুদ্ধ ধারণা বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই গ্রন্থ অন্ততঃ আংশিকভাবে তাহা দূর করিতে সমর্থ হইবে। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে ১।০, শাখাপরিষদের সদস্য পক্ষে ১৷৶০ ও সাধারণের পক্ষে ৷৷০।

রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাজপেয়ী প্রণীত।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সমেত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের এই বিস্তৃত জীবনী-গ্রন্থে (ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৪১৫ পৃষ্ঠা) সমসাময়িক বঙ্গসাহিত্যের গতি ও প্রসার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠনের ও বর্ত্তমান পরিণতির ইতিহাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার, স্বদেশসেবা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা ও সেই সকল বিষয়ে ত্রিবেদী মহাশয়ের মন্তব্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিবেদী মহাশয় গ্রন্থকারের মাতুলপুত্র। এই জন্য তাঁহার জীবনের অতি ক্ষুদ্রতম অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনাবলীও লেখকের আলোচনায় স্থান পাইবার সুবিধা হইয়াছে। বঙ্গবাসী মাত্রেরই, বিশেষতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রত্যেক সদস্যেরই এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য। মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে ১৷৷০ এবং সাধারণের পক্ষে ৩৲।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষদের সদস্য পক্ষে—শ্রীরামকমল সিংহ, ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ও সাধারণের পক্ষে—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহিত্য পরিষদের কতিপয় গ্রন্থাবলী

১। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় —শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ। ।০, ।৵০

২। মায়াপুরী—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ। ৵০, ।০

৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ। ১৲

৪। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার। (দ্বিতীয় সংস্করণ) সকলের পক্ষে ॥৵০

৫। কল্কি পুরাণ—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—॥৵০, ১০।

৬। জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এম্ এ—১৲, ১।০

৭। প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড, ১ম ও ২য় ভাগ) মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—॥/০, ১৵০ (২য় খণ্ড, ১ম ভাগ)—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র—।০, ৷৷০ (৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ)—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—।৵০, ॥৵০ (৩য় খণ্ড, ২য় ভাগ)—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—।৵০, ॥৵০

৮। অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল—ব্যোমকেশ মুস্তফী—॥০, ১৲

৯। সঙ্গীত রাগ-কল্পদ্রুম—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ—১০৲

১০। তীর্থ-মঙ্গল—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—।৵০, ॥৵০

১১। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই—২৲, ৩৲

১২। ধর্ম্মপূজা-বিধান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—॥০, ৸০

১৩। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—২৲, ২॥০

১৪। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৲, ১।০

১৫। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস—মুনশী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—।০, ।৵০

১৬। গোরক্ষ-বিজয়—মুনশী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ॥০, ৸০

১৭। শ্রীকৃষ্ণবিলাস—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—॥৵০, ৸৵০

১৮। সত্ত্বসংবাদিনী—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ৸০, ২।০

১৯। মনোবিজ্ঞান—নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—১৲ ১॥০

২০। উদ্ভিদ্-জ্ঞান—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, এফ সি এস (১ম পর্ব্ব)—১৲, ১॥০, (২য় পর্ব্ব)—॥০, ৸০

২১। লেখমালানুক্রমণী (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ)—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ—॥০, ৸০

২২। রসকদম্ব—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ—১৲, ১॥০

২৩। কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল—৸০, ১৲

২৪। মাথুর কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত—২৲, ২॥০

২৫। শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—১৲, ১॥০

তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ত্ব

রসকদম্বের অন্যতম সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ-লিখিত 'তরুণী-রমণের পদাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধে (সা০ প০ প০, ২৬শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা) সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় হইতে কবির ৭টি এবং অপর একখানি পদসংগ্রহের পুথি হইতে ১০টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। শেষে আলোচনার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সন্দেহ হইয়াছে যে, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থের রচয়িতা স্বয়ং তরুণীরমণ। বিগত ১৩১২ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্তরঙ্গ শিষ্য মুকুন্দদাস গোস্বামি-প্রণীত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের সম্পাদকতায় কাশীমবাজারের মহারাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। উহাতে তরুণীরমণের সর্ব্বসমেত ৪৫টি পদ আছে। প্রবন্ধোদ্ধৃত 'অম্বর হেরি হরল ধনী সম্বিত' ইত্যাদি পদ সাতটি মুদ্রিত পুস্তকের পর পর ১২৮—১৩৩ পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে। পদসংগ্রহের উদ্ধৃত দশটি পদের মধ্যে 'বেদ বেদান্তর বিচার করিয়া জাহারে কহয়ে হীন', 'রসের সায়রে পীরিতি মগর প্রেম তরআরপারী', 'তিনটী আখরে না জানি কি আছে তিনের কহিলে বশ', 'তিনের মরম জেবা নাহি জানে তিনে কিবা তার কাজ' এবং 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর বিদিত ভুবন মাঝে' পাঁচটি পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ২৮৬৫ সংখ্যক তরুণীরমণের পদাবলীর (* * রসামৃত পদাবলী) খণ্ডিত পুথিতে পাওয়া গিযাছে। চণ্ডীদাসের পরিষৎ-সংস্করণে 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর' এবং 'তিনটী আখরে না জানি কি আছে' পদ দুইটি চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তরুণীরমণের কত পদ অন্যের নামে চলিয়া গিয়াছে কে জানে? সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে ধৃত তরণীরমণের (তরুণীরমণ ?) সাতটি পদই মুদ্রিত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের যথাক্রমে ১৩০, ১৩২, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭ ও ১৫৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১১ সংখ্যক রত্নসার পুথি হইতে 'ইহা জানি চণ্ডীদাস তরণীরমণ। গীতছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন॥' পঙ্‌ক্তিদ্বয় এবং পরবর্ত্তী 'পিরীতি বলিয়া তিনটি আখর' ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চান যে, বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় তরণীরমণ চণ্ডীদাস আর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন (মাসিক বসুমতী, আষাঢ, ১৩৩৪)। সে কথা পরে হইবে। আমরা শুনিয়াছি, বীরভূম বিবরণের সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় তরুণীরমণের বহু পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুথিশালাতেও তরুণীরমণের অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরাও তরুণীরমণের বিস্তর পদের সন্ধান পাইয়াছি। এখন দেখা যাইতেছে, তরুণীরমণ যথেষ্টসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং পদগুলি উচ্চভাবপূর্ণ। অতঃপর আমরা অঙ্গহানি না করিয়া কবির সহজ উপাসনা-তত্ত্ব আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। ইহা সহজসম্প্রদায়ের একখানি

উপাদেয় গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে সংক্ষেপে সহজ-সাধনের গূঢ় রহস্য বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য ইহার মাঝে মাঝে এমন সব কথা আছে, যাহা আ'জ কালিকার দিনে কেমন কেমন ঠেকিবে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। আদর্শ পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। বয়স এক শত বৎসরের অনধিক।

Glimpses of Bengal Lifeএর রচয়িতা ও বীরভূম-বিবরণের লেখক প্রসঙ্গতঃ তাঁহাদের গ্রন্থে উপাসনা-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

সহজ উপাসনা তত্ত্ব

৵শ্রীশ্রীহরিঃ

শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস নবরসিক ভক্ত মহাশয় আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নকুল ঠাকুর মহাশয়কে শিক্ষা দিলেন ॥

অষ্টম শ্লোকার্থে দেবী শ্রীশ্রীবাসুল্যুক্তম্। কামং ব্রহ্মময়ং পরং পরপরং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডজাতং কামদ্বয়ং প্রকৃতয়ঃ কৃতয়ো ক্রীড়ন্তি স্বেচ্ছাময়ম্, কামং সর্ব্বরসাদিভিশ্চ সমূলং সারঙ্গরঙ্গাসৌ কামং সর্ব্বসুনিত্যয়া বিহরতি কামং পরং ধীমহি ॥

জয় জয় সর্ব্বাদি বস্তু রসরাজ কাম।
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস নিত্যধাম ॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহাঅপ্রাকৃতে।
বিহার করিছ তুমি নিজ স্বেচ্ছামতে ॥
স্বয়ং কাম নিত্য বস্তু রসরতিময়।
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আদি তুমি মহাশ্রয় ॥
এক বস্তু পুরুষপ্রকৃতিরূপ হৈয়া।
বিলাসহ বহু রূপ ধরি দুই কায়া ॥
তুমার চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম।
মোর দেহে কৃপা করি স্ফুর অবিরাম।
নব রসিক ভক্তগণে কোটি পরণাম।
মো অধম প্রতি সভে হয় দয়াবান্ ॥
তরুণীরমণ কহে রসিকচরণে।
সভে দেহ পদধূলি করিএ ভোজনে ॥ * ॥

শুন শুন রসিক ভকত বন্ধুগণ।
চণ্ডীদাস নকুলে দিলেন প্রেমাঞ্জন ॥
রামা রজকিনী সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রীত।
নকুলে পাঠাল্য রাজা বুঝাইতে হিত ॥
রাজা কহে বাণীতুল্য বিদ্বান্ চণ্ডীদাস।
সর্ব্বদেশপূজনীয় নাহি তার হ্রাস ॥
আমার পণ্ডিত তিহ বিদ্যাশিরোমণি।
সকল করিল নাশ রামা রজকিনী ॥
রাজা না জানএ দেবীর হইআছে কৃপা।
তাহা না জানিঞা সভে কহে কামখেপা ॥
এক অংশ বাসুলী জে রামা রজকিনী।
চণ্ডীদাসে কৃপাবান্ হএছে আপনি ॥
রহিত হইএ আছে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
নকুলে ডাকিএ রাজা করএ সম্ভাষ ॥
সভামধ্যে কহে রাজা শুন হে নকুল।
চণ্ডীদাস বিনে আমি হএছি আকুল ॥
রহিত করিলু তারে ধোবিনী ছাড়িতে।
তভু না ছাড়িল চণ্ডীদাস কোনমতে ॥
উদ্ধার করিব তারে পতিত হইতে।
জায় হে নকুল চণ্ডীদাসের সাক্ষাতে ॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী করি অনুমতি লৈয়া।
চলিলা নকুল মনে হরষ হইয়া ॥

যথা চণ্ডীদাস আছে রামিনী সহিত।
নকুল আসিএ তথা হৈল উপনীত ॥
তাহারে দেখিএ তবে বামা রজকিনী।
সম্ভ্রম হইএ ঘরে গেলা জে ঐমনি ॥
নাহুড় গ্রামেতে বাসুলীর ঈশান কোণেতে।
চণ্ডীদাসের বাসাঘর আছএ সেথাতে ॥
রামা রজকিনীর ঘর সেখান হইতে।
দক্ষিণেতে এক পুআ নিকট সাক্ষাতে ॥
যদি কহ একত্রেতে না থাকএ কেন।
পীরিতের রীতি নহে স্বকীযাকরণ ॥
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ স্বকীযাতে নাই।
কেবল সম্ভোগ মাত্র প্রেম নাহি পাই ॥

নকুল প্রণাম কহি কহিল বৃত্তান্ত।
চণ্ডীদাস সকল বুঝিল আদ্যোপান্ত ॥
ধোবিনী ছাড়হ ভাই জাতে উঠ তুমি।
শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম আমি ॥

ইহা শুনি নিশ্বাস ছাড়এ চণ্ডীদাস।
ছাড়িতে নারিব ধোবিনীর প্রেমফাঁস ॥
ধোবিনীর প্রেমে আমি হইআছি ভোর।
জাতি পাতি জ্ঞাতি বন্ধু ধোবিনী সে মোর ॥
এ দেহ সঁপেছি আমি ধোবিনীর পায়।
সকল সম্পদ মোর অন্য নাহি ভায় ॥
সর্ব্বস্ব ধোবিনী মোর এ ভূমি আকাশ।
ধোবিনী ছাড়িলে মোর প্রাণে নাহি আশ ॥
আমি দেহ সেহ প্রাণ শুন ওরে ভাই।
পরাণ ছাড়িএ গেলে দেহ রবে নাঞি ॥
ধোবিনী ধোবিনী বলি আনন্দ হইআ।
নকুলে করিলা কোলে রামিণী বলিআ ॥

চণ্ডীদাসের স্পর্শমাত্র নকুল ঠাকুর।
জত দুর্ব্বাসনা তার সব হৈল দূর ॥
নকুল কহএ গোঁসাঞি কৃপা কর মোরে।
জাতি পাঁতি সর্ব্ব মোর জাউ ছারখারে ॥
চণ্ডীদাস কহে জাহ রামিনীর ঠাঁঞি।
তিহুঁ জা করিবেন আমি করিব তাহাই ॥
ইহা শুনি নকুল ধোবিনীর বাড়ী গেলা।
জাইএ দেখএ চণ্ডীদাস সনে মেলা ॥
আশ্চর্য্য হইল তবে নকুল ঠাকুর।
কোন পথে আইল [ঞিহ] হইএ আন্তর ॥
দেখিএ বিস্ময় নকুল হইল তথায়।
অষ্টাঙ্গ হইএ পড়ে রজকিনীর পায় ॥
উঠ উঠ বলি রামা নকুল ঠাকুরে।
দু করে ধরিএ বসাবন নিজ কোরে ॥
অস্পর্শী রজকী [আমি] তুমি ত ব্রাহ্মণ।
মোর পাএ দণ্ডবত কর অকারণ ॥
নকুল কহএ তোমায় জে কহে ধোবিনী।
ত্রিভুবনমধ্যে হয মহাপাতকিনী ॥
মোরে অনুগ্রহ কর তোমরা দুজন।
জাতি পাঁতি জ্ঞাতি মোর নাহি প্রযোজন ॥
রাজা কুটুম্বাদি ঘণে (গণে ?) সকলে কহিবে।
কহিবে তোমাদের বাক্যে কুলেতে উঠিবে ॥
রামা চণ্ডীদাস দুহে তারে আজ্ঞা দিলা।
মহানিশাকালে তুমি আসিবে একলা ॥
সম্ভোগ সাধন তোমায় দেখাব শিখাব।
মহাঅপ্রাকৃত নিত্যকুলেতে উঠাব ॥
আশ্বাসিএ নকুলেরে বিদাই করয।
তরুণীরমণ কহে শুন ভক্তচয ॥

প্রথম স্তবক ॥

নকুল বিদাই হই বৃত্তান্ত কহিল।
কুটুম্বাদি রাজা শুনি আনন্দ পাইল ॥
দিবসান্তে হৈল তবে অধিক রজনী।
একলা আইলা যথা চণ্ডীদাস রামিণী ॥
অষ্টাঙ্গ হইল তবে নকুল ঠাকুর।
দুহে অনুকূল তারে হইলা প্রচুর ॥

কামরতি গায়ত্রীবীজে করিলা আশ্রয়।
আশ্রয় করি রতিকামতত্ত্ববস্তু কয়॥
প্রথমে কহেন তাবে কাম রতি ভেদ।
জাহা শুনি মানসের ঘুচে ধন্ধ খেদ॥
কাম কৃষ্ণ রতি রাধা শুন হে নকুল।
অহিংসা হইলে দুহে হয় অনুকূল॥
স্থাবর জঙ্গম আদি জত দেহ হয়।
রতি কাম সর্ব্বদেহে বিলাস করয়॥
সর্ব্ব আদি বৃত্তান্ত শুনহ একমনে।
সর্ব্ব আদি নিত্য বস্তু আছে মর্ম্মস্থানে॥
মহারস নিত্যবৃন্দাবন সেই ধাম।
মহা অপ্রাকৃতে বসে সেই স্বয়ং কাম॥
তাহা হৈতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উপজিল।
সেই রজবীজ হৈতে সর্ব্ব সৃষ্টি হৈল॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহা অপ্রাকৃত।
ত্রিবিধ বিহার তার শুনহ নিশ্চিত॥
সেই রজবীজ হৈতে নিশ্চয় জানিহ।
* * * আর অন্য নহে কেহ॥
সেই কাম রজবীজ রস রতি সত্তা।
সেই সর্ব্বরসময় সর্ব্বময় কর্ত্তা॥
ধারণ পোষণ রস বিনে অন্য নাঞি।
অহিংসা হইলে বস্তু সিদ্ধতত্ত্ব পাই॥
সেই রজবীজ হৈতে সর্ব্ব দেহ হয়।
ঈর্ষা কর্ষা তাপ আদি ছাড়হ নিশ্চয়॥
সেই রস প্রাকৃত অপ্রাকৃত শুন কহি।
রসের হইলে ভক্ত নিন্দা হিংসা নাহি॥
সকল ব্রহ্মাণ্ড রস রস গুরু কয়।
কোথায় করহ নিন্দা গুরুনিন্দা হয়॥
প্রাকৃত রূপেতে তিহু হএন বিস্তার।
মহা অপ্রাকৃত রূপে নিত্যবস্তু সার॥
ইহা শুনি নকুল কহএ শুন প্রভু।
কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে নাহি জানি কভু॥

কৃপা করি সবৃত্তান্ত কহিবে আমায়।
এই নিবেদন আমি কৈলু তব পায়॥
ইহা শুনি চণ্ডীদাস নকুলেরে কয়।
সেই রস এই দেহে বর্ত্তমান হয়॥
দেখ জেন ইক্ষুরস দ্রবের সমান।
অনলের যোগে দেখ হয় বর্ণ আন॥
দেখ জেন ইক্ষুদণ্ড নিষ্পীড়ন করি।
অগ্নি আবর্ত্তন করে অতি যত্ন করি॥
অনলের জ্বালেতে বিরাগ জে উঠয়।
বিরাগ নির্ম্মল হএ রজগুড় হয়॥
সেই গুড় মোদকেতে পুন লৈয়া জায়।
গাঞ্জ যোগ দিআ পুন বিকার ঘুচায়॥
গাঁজযোগ সাঙ্গ হৈলে ভুরা তার নাম।
সূর্য্যাগ্নিতে পুনরপি করএ শুখান॥
অনলে চাপায় পুন দিএ দুগ্ধ যোগ।
নির্ম্মলতা হয় তার জায় গাদ রোগ॥
শুভ্রবর্ণ হয় রস নাম তার চীনি।
তস্য পর ভিআনেতে ওলা লাড্ডুখানি।
পুন দুগ্ধ যোগ দিএ তাহার ভিয়ান।
অখণ্ড লড্ডুকা হয় মিশ্রী তার নাম॥
তারপর দুগ্ধ যোগে ভিআন করয়।
সিতামিশ্রী নাম তার নির্ব্বিঘ্নে তা হয়॥
অখণ্ড মধুর রস সিতামিশ্রী নাম।
হেমবর্ণ ররিষণ হয় অবিরাম॥
সর্ব্বাদ্য সে নিত্যরস নিত্যেতে রময়।
গোপনেতে দুহা অঙ্গে বরিষণ হয়॥
সেই রস মহাঅপ্রাকৃত তার নাম।
বিহারে বরিষে রস সদা অবিশ্রাম॥
দুহু দোহ বিশ্রাম সেই উজ্জ্বল বিকার।
ডগমগ দুহু অঙ্গ শত শুদ্ধ সার॥
রাধাকৃষ্ণ রসপ্রেম একুই সে হয়।
নিত্য নিত্য ধ্বংস নাই নিত্য বিরাজয়॥

মধুর হইলে রস জরা মৃত্যু নাই।
রাধাকৃষ্ণ বিহরএ দেহে সর্ব্বথাই ॥
মৃত্যুকে করিএ জয় জায় নিত্যস্থান।
নিত্য সহ (?) প্রায় তার হয় অবস্থান ॥
মধুর শৃঙ্গার রস দেহে জনমিলে।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যবস্তু প্রাপ্তি সেই কালে ॥
মধুর শৃঙ্গাররসে বর্ত্তমান হয়।
মহা মহাপ্রলয়াদি নাহি তার ভয় ॥
তরুণীরমণ কহে ভক্তগণপায়।
প্রেমসমাধি সিদ্ধ হৈলে নিত্য সিদ্ধে জায় ॥*॥

মহাকৃপাবান নেত্রে (?) করিএ আশ্বাস।
সাধন উপায় তবে কহে চণ্ডীদাস ॥
এই দেহে প্রাকৃত রস দ্রব দুগ্ধ হয়।
অগ্নি আবর্ত্তন হৈতে হৈতে শুদ্ধ হয় ॥
এই রস কর তুমি অগ্নি আবর্ত্তন।
অখণ্ড মধুর হবে শুদ্ধ হৈলে মন ॥
ইহার অনল হয় প্রকৃতির সঙ্গ।
ক্রমে ক্রমে বিরাগ জাইএ হবে রঙ্গ ॥
প্রকৃতি অনলে রস কর আবর্ত্তন।
স্বভাব ধীরতা হএ গুরুকে স্মরণ ॥
সম্বৎসর দিন আগে ধৈর্য্য হৈলে মন।
গাঢ় রতি দিনে দিনে হইবে তখন ॥
চারি মাস আগে তার চরণ সেবিআ।
পদতলে স্থিতি রবে স্বভাব লইআ ॥
পুন আর চারি মাস চরণ সেবিআ।
বামভাগে স্থিতি রবে স্বভাব লইআ ॥
পুনরপি চারি মাস সর্ব্বাঙ্গ সেবিআ।
ছন্দে বন্দে স্থিতি রবে স্বভাব লইআ ॥
আর চারি মাস তার চরণ সেবিএ।
হৃদএ রাখিবে তারে স্বভাব লইএ ॥

পুন আর চারি মাস যন্ত্রে যন্ত্র দিএ।
সুস্থির হইএ রবে গুরু স্মঙরিএ ॥
আর চারি মাস হয় সর্পের শৃঙ্গার।
চন্দ্রঘরে নিঃশ্বাসেতে শোষণ তাহার ॥
এই মত করণেতে রতি স্থির হবে।
সাবধান হোএ চন্দ্র চালন করিবে ॥
সুজাতি সর্পের হয় জেমন গমন।
তেন মতে নিজ যন্ত্র করিবে চালন ॥
তাহাতে যদ্যপি রতি শূন্য হোতে চায়।
চন্দ্রঘরে গুণিএ লইবে উর্দ্ধ বায় ॥
কামগায়ত্রী কামবীজ মনে স্মঙরিবে।
ক্রোড়াগত বন্দেতে শৃঙ্গারসুখ দিবে ॥
তারপর হৃদে রাখি করিবে শৃঙ্গার।
তাহাতে অধিক সুখ হইবে দুহার ॥
আসিতে চাহিলে বস্তু স্থিরতা হইবে।
চন্দ্রের ঘরেতে উর্দ্ধে নিঃশ্বাসে তুলিবে ॥
ঈশ্বরের ঘর এই ঈশ্বরের শৃঙ্গার।
মানুষের ঘর আছে সকলের পার ॥
তরুণীরমণ কহে শুন ভক্তগণ।
সভে কৃপা করি দেহ মধুরত্ন ধন ॥*॥

ইবে কহি মানুষসাধনতত্ত্বকথা।
তাহার আস্বাদে জায় হৃদয়ের ব্যথা ॥
আপনার স্বভাব সপিবে তার স্থানে।
তাহার স্বভাব নিবে করিএ যতনে ॥
শৃঙ্গার ছাড়িএ তার স্থিতি রবে বামে।
তাহাকে আপনা মানি রবে শুদ্ধমনে ॥
তাহারে নাএক রসরাজ মনে করি।
তাহারে আপন জ্ঞানে হইবে সুন্দরী ॥
তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধ্যান করি ভাবে রবে।
মন্ত্রবিদ্যা আদি করি আপনা ভুলিবে ॥

আপনে উঠিএ তিহু কবিবে শৃঙ্গাব।
সেই দিনে শুদ্ধ হবে মানুষশৃঙ্গাব॥
শৃঙ্গাব সাক্ষাৎ বসবাজ বাধাকৃষ্ণ।
বর্ত্তমান সদত থাকিবে হোএ তুষ্ট॥
মধুব মাধুর্য্য বাধা হৃদযে বহিবে।
মহাঅপ্রাকৃত বস ববিষণ হবে॥
নাএকস্বভাব বস যাবৎ থাকয়।
মধুব মাধুর্য্য বস তাবৎ না হয॥
অপ্রাকৃত প্রকৃতি স্বভাবসিদ্ধ হৈলে।
কৃষ্ণ বশী হয সদা শুনহ সকলে।
সাক্ষাৎ শৃঙ্গাব কৃষ্ণ বস অনুবান॥
সে জন হইবে বশ শুনহ বিধান॥
কেমনে হইবে শুন কহিএ বিধান।
নিজনাবী সহ কব সাধন ধিআন॥
আগেতে পক্কতা হআ নিজনাবী সহ।
সিদ্ধ হআ কর পবকীয়া প্রেম লেহ॥
পুন কহি শুন ভাই সাধন পত্তন।
অপঙ্গেতে পবকীয়া নবকে গমন॥
শৃঙ্গাব সাধন তাহাব কবণ
শুনহ কবিএ মন।
স্বকীয়াব সহ বাড়াইএ নেহ
কব রসআবর্ত্তন॥
স্বকীয়াব রাগে ষড় ঋতু আগে
সুস্থিব কবিএ মন।
যন্ত্রে যন্ত্র পুবি গুরুকে স্মঙবি
কব নামের জপন॥
হৃদএ রাখিবে হৃদএ থাকিয়ে
স্থিবতা করিএ মতি।
গুমরি গুমবি পক্কতা হইবে
অপক্ক এ দেহরতি॥
ষড় ঋতু পুন করিবে সাধন
গুরুমন্ত্র জপনেতে।
আপনা ভুলিবে গুরুদেহ নিবে
জীববতি জাবে তাথে॥
শুন মহাভাগ পুন ষড় রাগ
জপন জে মূলমন্ত্র।
গুরু কৃষ্ণ হবে সে দেহ পাইবে
স্থকিত চালন যন্ত্র॥
পুন ষড ঋতু সাধন কবিবে
কামগাযত্রী কামবীজে।
তিনে এক কবি একতে বহিবে
সে দেহ ধবিএ নিজে॥
প্রতি জপনেতে উভয যন্ত্রেতে
মন্থন সাধিবে ভাই।
সপ্ত এক কবি সে বস্তু মাধুবী
পক্কতা হইবে তাই॥
স্বভাব ছাড়িএ স্বভাবাদি লৈএ
পুন ষড় ঋতু রবে।
মধুব আনন্দ গোপনে বর্ষণ
দুহু অঙ্গ না লডিবে॥
পিআ নিত্য বস মধুববিলাস
উজ্জ্বল দুহাবি অঙ্গ।
তকণীবমণ কহএ সঘন
অপার রসের রঙ্গ॥ * ॥
স্বকায়াতে জাবদেহ সাধন করিআ।
পক্কতা হইএ সাধন কব পরকীয়া॥

পদং॥

পক্কতা না হএ পীরিতি করে।
দুকুল হারায়ে পড়এ ফেরে॥
মহা কষ্ট পাএ নবকে রয়।
পীরিতি ভজন কভু না হয়॥
ব্রজ অনুসার জেমন রীত।
না বুঝি করএ সকাম প্রীত॥

সকাম কামেতে কামুকী নারী।
লোএ ফিরএ সঙ্কেত করি ॥
তাহাতে জগৎ নিন্দিত হয়।
ভ্রষ্টাচারী বলি সকলে কয় ॥
প্রেম প্রীত চিন্তা তাহাতে নাই।
সামান্য চিন্তাতে ভ্রমে সদাই ॥
হিংসা নিন্দা আদি বেড়এ আসি।
কুক্রিয়া কুভাষা সদত ঘুষি ॥
দেখহ এ পথ বিচার করি।
কেবা ভ্রমিঞাছে লোইএ নারী ॥
ব্রজের সহজ জেমন রীত।
নিজঘরে রহি করিল প্রীত ॥
সংযোগে পীরিতি ভজন করে।
অসংযোগে প্রেম মনন ধরে ॥
গুরু দুরজন গঞ্জএ জত।
প্রেমানন্দ রাগ বাঢ়এ তত ॥
গুরুজনা আদি ভএতে রহে।
দেখি দেখি প্রাণ সদত চাহে ॥
কভু বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ কভু।
সদাই চিন্তএ পীরিতি প্রভু ॥
জলাদি ছলনে চলিএ জায়।
নির্জ্জনে জাইএ মিলে দুহায় ॥
কহএ তরুণীরমণ তাই।
কত প্রেম বাঢ়ে ওর না পাই ॥ * ॥
এই ত কহিনু শুদ্ধ সহজ বিধান।
ইবে কহি প্রেমরতির লক্ষণানুষ্ঠান।

পদং ॥

রাধার লক্ষণ ধরএ জে জন
এমন নায়িকা দেখি।
তনু মন প্রাণ করি সমর্পণ
সে রূপ হৃদয়ে রাখি ॥
বয়স কৈশোর চাঁচর চিকুর
সুদীর্ঘ হইব অতি।
বঙ্কিম চাহনী হাস্য সুবদনী
বচন মধুর জিতি ॥
কমল চরণ স্থলপদ্ম জেন
সুকোমল সারাসার।
জবার কলিকা জিনি অঙ্গুলিকা
অতি সুশোভন আর ॥
প্রেমপুলকিত সে দেহ সদত
পীরিতি জানএ সার।
নআন বাহিয়া পুলক হইআ
পড়ে প্রেমজলধার ॥
সুমৃদু বচন কহে সর্ব্বক্ষণ
অতি সুবোদন মিলে।
সদানন্দময় সদা বিহরয়
কৃষ্ণপ্রেমের হিল্লোলে ॥
কিশোরীর ভাব আর অনুরাগ
সেই সুবদনী ধরে।
নাহি জানে আন প্রিয় অঙ্গ ধ্যান
সদা বিরহ অন্তরে ॥
এই ত নায়িকা তত্ত্বের অধিকা
সপ্তগুণাশ্রিত সেই।
তরুণীরমণ * *
* * * ॥ * ।

স্বামীর সেবাতে জে ধনী রত।
সেই প্রেমবতী জানএ প্রীত ॥
সে ধনী যদ্যপি পীরিতি করে।
তনু মন প্রাণ সঁপিবে তারে ॥
পীরিতি ভজন হইবে পূর্ণ।
প্রেমে প্রেমধন পাইবে তূর্ণ ॥

নিজস্বামী নিন্দা জে নারী করে।
প্রেমী নহে কামী বলিএ তারে ॥
পীবিতি কব্য না তাহাব সনে।
সে নাবী মাবিতে পাবএ প্রাণে ॥
তরুণীবমণ কহএ ভাই।
এমন পীবিতি কবিহ নাই ॥ * ॥

জাতের বিচার নাহিখ করে।
রমণ লাগিএ সদত ফিরে ॥
তরুণীবমণে এই সে কয়।
বিচারিএ প্রেম করিতে হয় ॥ * ॥
এই ত কহিনু তোমায় শুনহে নকুল।
পীবিতিসাধনতত্ত্ব বিধান এই মূল ॥

বসিক বমণী মিলাবে জে।
তাহাবি চবণে সঁপিবে দে ॥
মিলাইএ দিএ সুখ জে পায়।
সেই প্রাণবন্ধু বিকাবে পায ॥
অন্যেব আলাপে ক্রোধ জে কবে।
স্পর্শ না কবিএ তেজিবে দুবে ॥
ভকতি কবিএ সকাম কামে।
কত ছল কবি সকামে বমে ॥
বৃন্দা আদি কবি সকামী নাবী।
ভুলায় নাগব ভকতি কবি ॥
তাব বস বতি মন্থিআ নিএ।
চিকণ কবএ আপন গাএ ॥
জেমন জোখেতে শোণিত খায়।
তেমন সে নাবী জানিবে তায় ॥
তাহার আদবে জে জনা ভুলে।
সে জনা আপনা হাবাল হেলে ॥
বহু কান্তভোগী বোগে হয়।
শুনহ চতুব বসিকচয় ॥
তাব ঋতুপদ্মে জনমে কীটে।
বীর্য্য না পাইএ পদ্মকে কাটে ॥
তাহাব কামড়ে বাউলী প্রায়।
যথা তথা সদা শৃঙ্গার চায় ॥
শৃঙ্গারেতে জত বীর্য্য সে পায়।
পদ্মে বসি তাহা কীটেতে খায় ॥

পয়ার ॥

সহজ শৃঙ্গাব রূপ মদনর্তবঙ্গ।
শৃঙ্গার সহজ রূপ আপনি অনঙ্গ ॥
মদন অনঙ্গ কৃষ্ণ শৃঙ্গার আকৃতি।
সাক্ষাৎ শৃঙ্গাব কৃষ্ণ মদনমূবতি ॥
জিহু শৃঙ্গার তিহু কৃষ্ণ বুঝহ মবমে।
সহজ বসিক হৈলে জানএ যতনে ॥
সহজ মানুষ হৈলে জানএ শৃঙ্গাব।
তবে সে দেখিতে পাবে শৃঙ্গার আকাব
শৃঙ্গারমাধুবী কৃষ্ণ জে জন জানিবে।
সহজ মানুষতত্ত্ব সে জনা পাইবে ॥
বিশ্বাস হইব জাব পাইবা সে জনা।
অবিশ্বাস হৈলে হবে নরকযাতনা ॥
মর্ম্ম না জানিলে কেহ না জানে ভজন।
ভজন না জানিলে হয় বৃথাই জনম ॥
মায়াবশে বন্দী হয় নানা যোনি ফিবে।
ঈশ্বর মায়াব বশে জানিতে না পারে ॥
কদর্য্য ভক্ষণ কবে নাহি জানে দুঃখ।
আপনার দেহে সেহ মানে মহা সুখ ॥
মহাসুখ নির্ম্মল শৃঙ্গার না জানিঞা।
নানা যোনি ভ্রমণ করএ ভ্রান্ত হয়া ॥
নির্ম্মল শৃঙ্গার সামবস অফুরান।
ইহা না জানিঞা মাত্র অধঃপাতে জান ॥
প্রকৃতি পুরুষ হয় রমণ কারণ।
রমণ না জানিলে কেহ না জানে মবম ॥

অতঃপর কহি শুন আশ্রয় নির্ণয়। প্রকৃতি পুরুষ এই দুই দেহ হয়।
কে কার আশ্রয় হয় শুনহ নিশ্চয়॥ উভয়েতে দুহে দুহার হএন আশ্রয়॥

অথ কথা॥ পুরুষ কার আশ্রয়। প্রকৃতির আশ্রয়॥ প্রকৃতি কার আশ্রয়। পরকীয়ার আশ্রয়॥ পরকীয়া কার আশ্রয়। দেহরতির আশ্রয়॥ দেহরতি কার আশ্রয়। কামরতির আশ্রয়॥ কামরতি কার আশ্রয়। শৃঙ্গাররতির আশ্রয়॥ শৃঙ্গাররতি কার আশ্রয়। সুখ-রতির আশ্রয়॥ সুখরতি কার। ভাবরতির॥ ভাবরতি কার। প্রেমরতির। প্রেমরতি কার। কৃষ্ণরতির॥ কৃষ্ণরতি কার। শ্রীরাধার॥ শ্রীরাধা কার। প্রেমরসের॥ প্রেমরস কার। মানুষের॥ মানুষ কার। সহজের॥ সহজ কার। রসিকের॥ রসিক কার। সামান্য মানুষের॥

পদং॥

সামান্য মানুষ কে। বুঝিআ আনন্দ রস।
সহজে পশেছে জে॥ সদাই তাহার বশ॥
সহজে পশিল জারা। কে তাহা রহিতে পারে।
কেমনে সামান্য তারা॥ পীরিতি লাগিয়া ঝুরে।
কেমনে সামান্য হয়। নয়ানে নয়ানে রাগ।
সামান্য আচারময়॥ সেই সে প্রেমেরি দাগ॥
উত্তম সামান্য হয়া। পহিল নয়ানে প্রীত।
সহজে পশিল জায়া॥ হিযায় হিয়ার চিত॥
সহজ বুঝিবে কে। প্রীতিএ হানিল বাণে।
আপনা জানিল জে॥ রসিক সঁপিল প্রাণে॥
আপনা জেমন জানে। চতুর্থে মরমে ভোর।
সহজে রাখিল প্রাণে॥ পঞ্চমে রসেরি চোর॥
সহজ মদন রতি। শৃঙ্গার রতিতে ভোরা।
শৃঙ্গার ভাবক নিতি॥ তিলে শতবার হারা॥
শৃঙ্গার বিলাসময়। তরুণীরমণে কয়।
সদাই আনন্দে রয়॥ শুনহ রসিকচয়॥ * ॥

পয়ার॥

সহজ পরকীয়া রস পরম উল্লাস। উজ্জ্বল পরকীয়া রস সর্ব্বোত্তমোত্তম।
ব্যক্ত করি লিখিলে হইব সর্ব্বনাশ॥ বেদবিধি অগোচর শুনহ বচন।
অতি গুহ্য এই সব ব্যক্ত কভু নয়। রসিকের মনে সদা পরকীয়া স্থিতি।
ব্রহ্মাণ্ডের অগোচর কহিল নিশ্চয়॥ তরুণীরমণে কহে শুনহ যুকতি॥ * ॥

অথ স্থায়ী ১। স্থিতি ২। বিলাস ৩। স্থায়ী শৃঙ্গার ১। স্থিতি পীরিতি ২। বিলাস সম্ভোগ ৩। যথা স্বয়ং ১। রূপ ২। প্রকাশ ৩। স্বয়ংপ্রেম ১। রূপ রস ২। প্রকাশ শৃঙ্গার ৩।

অথ আশ্রয় ১। আলম্বন ২। উদ্দীপন ৩। আশ্রয় প্রকৃতি ১। আলম্বন বিলাস ২। উদ্দীপন শৃঙ্গার ৩॥

অতি গুহ্য এই কথা নির্দ্ধার কহিল।
রসিক এ কথা শুনি আনন্দ পাইল॥
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
মদনতরঙ্গ মূর্ত্তি আনন্দ অপার॥
রসিকের দেহ হয় রসের আকৃতি।
রসময় মর্ত্তি সেই আনন্দমরতি॥
তিহু রস তিহু কৃষ্ণ আনন্দ আখ্যান।
সেই রস এই দেহে আছে মূর্ত্তিমান॥
মূর্ত্তিমন্ত হএ রস বিহরে আপনি।
রসিক জানএ ইহা অন্যে নাই জানি॥
সমগ্র (?) মানুষ জারা এই তত্ত্ব জানে।
রস মূর্ত্তিমন্ত আছে রসিকের মনে॥

পদং॥

রসিক মুরতি শৃঙ্গার আকৃতি
সহজ মানুষ কে।
রমণ শৃঙ্গার রসিক ভাবন
হইলে হইব সে॥
দুহে দুহা ভাব স্বভাব সঙ্গতি
* * রস।
দুহু দুহাঁ রসে শৃঙ্গার আবেশে
দুহে দুহাকার বশ॥
জে জনা হইবে সে জনা পাইবে
সহজ মানুষ রীত।
অনুরাগ মন রাগের ভাবন
সদা * * প্রীত॥
মধুর শৃঙ্গার সদাই * *
* মধুর মনে।
সহজ প্রকৃতি * * *
* * * *॥
* * * সহজই প্রীত
সদাই সহজ মন।
সদাই সহজ হাস পরিহাস
সহজ * জন॥
সহজ দিশেতে সহজ বসতি
সহজ মানুষ সনে।
সহজ * সহজ পীরিতি
তরুণীরমণ ভণে॥ *॥

এই সব সাধ্যাদি কহিলা চণ্ডীদাস।
ইহা শুনি নকুল মনে হইলা উল্লাস॥
সহজ উপাসনাতত্ত্ব কহিল নির্দ্ধারি।
অতি গোপনীয় কথা কহিতে না পারি।
জাতি বিজাতি নাই এই প্রেমের হাটে।
সহজ মানুষ তার এক জাতি বটে॥
মানুষে মানুষ আছে রসিকের গণ।
নিশ্চয় জানিহ তারা নিত্যসিদ্ধ জন॥
চণ্ডীদাস নকুলে জাহা শ্লোকে শিক্ষা দিলা।
আপন বুঝিতে কিছু প্রচার করিলা॥
তরুণীরমণ কহে শুন সর্ব্বজন।
বিশ্বাস করিএ সভে করহ গ্রহণ॥ *॥

বিবিধ রাগাত্মিক পদে, নানা সহজিয়া পুথিতে এবং প্রচলিত প্রবাদে আমরা পাইতেছি, মহাকবি চণ্ডীদাস একজন শ্রেষ্ঠ সহজ-সাধক ছিলেন (সহজ-সাধনা বলিতে অধুনা লোকে যাহা বুঝে) ও রজকিনী রামী তাঁহার প্রধান অবলম্বন। বাস্তবিকই কি তাই ? ইহাতেও কি সংশয়ের অবসর আছে ? আমরা বলি, নাই কেন ? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অন্যত্র বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবসন্ত রায

জৈন মূর্ত্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ *

এ দেশের মূর্ত্তি-তত্ত্ব (Iconography ও Iconology) সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা যেরূপ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিতেছেন, তাহার তুলনায় আধুনিক কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত এ বিষয়ের এ যাবৎ উল্লেখযোগ্য কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস বা বিবরণ এ দেশে প্রকাশিত হয় নাই। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর মহাশয়, যিনি এই সম্মিলনীর ইতিহাস-শাখার সভাপতির স্থান অলঙ্কৃত করিতেছেন, তিনি আমাকে জৈন-মূর্ত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিবার জন্য কয়েকবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এবার তাঁহারই আগ্রহে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি। আমার এই প্রথম উদ্যমের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

যে দেবতাকে ভক্তি ও পূজা করা আবশ্যক, সেই দেবতার প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া ইষ্ট সিদ্ধ করাই মূর্ত্তিতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। জৈনেরা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতার ও ধর্ম্মাচার্য্যাদির প্রতিমা ব্যতীত চরণ ও চরণ-চিহ্নেরও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধারণতঃ যে কয়প্রকার জৈন দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইবে।

জৈন মূর্ত্তি-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে জৈন দেবতত্ত্ব জানা আবশ্যক। তজ্জন্য আশা করি, তাঁহাদিগের উপাস্য তীর্থঙ্কর অর্থাৎ অর্হন্ত দেবগণ ব্যতীত জৈন মতে দেব ভেদ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জৈন শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বপ্রকার দেবগণের বিভাগ এইরূপ বর্ণিত আছে,—ঊর্দ্ধলোকে—১। বৈমানিক বার প্রকার, ২। কিল্‌বিষ তিন প্রকার, ৩। লোকান্তিক নয় প্রকার, ৪। গ্রৈবেয়ক নয় প্রকার, ৫। অনুত্তরবিমান পাঁচ প্রকার। অধোলোকে— ১। ভুবনপতি দশ প্রকার, ২। পরমাধামিক পনের প্রকার, ৩। ব্যন্তর ও বানব্যন্তর ষোল প্রকার। তির্য্যক্‌লোকে—১। জ্যোতিষ্ক দশ প্রকার ও তির্য্যক্ জৃম্ভক দশ প্রকার, মোট ৯৯ প্রকার এবং পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত-ভেদে সর্ব্ব-সমষ্টি ১৯৮ প্রকার দেববিভাগ আছে। উপরি উক্ত দেববিভাগের ব্যন্তর বিভাগে যক্ষ ও যক্ষিণীরাই তীর্থঙ্কর-দেবের বিশেষ ভাবে সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া জৈনমন্দিরে ঐ সেবক ও সেবিকা দেব-দেবীদিগের মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক পূজা হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত দেব-বিভাগের মধ্যে বৈমানিক দেবগণের নাম যথাক্রমে এই :—(১) সৌধর্ম্ম, (২) ঈশান, (৩) সনৎকুমার, (৪) মাহেন্দ্র, (৫) ব্রহ্ম, (৬) লান্তক, (৭) মহাশুক্র, (৮) সহস্রার, (৯) আনত, (১০) প্রাণত, (১১) আরণ, (১২) অচ্যুত।

ভুবনপতি দেবগণের বিভাগ যথাক্রমে এইরূপ :—(১) অসুরকুমার, (২) নাগকুমার, (৩) সুবর্ণকুমার, (৪) বিদ্যুৎকুমার, (৫) অগ্নিকুমার, (৬) দ্বীপকুমার, (৭) উদধিকুমার, (৮) দিক্‌কুমার, (৯) বসুকুমার ও (১০) স্তনিতকুমার।

---

* ১৩৩১ বঙ্গাব্দে রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার পঠিত।

ব্যন্তর দেবগণের নাম যথাক্রমে এইরূপ :—(১) পিশাচ, (২) ভূত, (৩) ঋষিবাদী, (৪) ভূতবাদী, (৫) কন্দী, (৬) মহাকন্দী, (৭) কোহণ্ডি, (৮) পয়ঙ্গি।

উপরি উক্ত পিশাচ, ভূত ও যক্ষাদিরও অনেক প্রকার বিভাগ আছে। যথা,—পিশাচ পনের প্রকার, ভূত নয় প্রকার, যক্ষ তের প্রকার, রাক্ষস সাত প্রকার, কিন্নর দশ প্রকার, কিম্পুরুষ দশ প্রকার, মহোরগ দশ প্রকার, গন্ধর্ব্ব বার প্রকার।

জ্যোতিষী দেবতাগণের—(১) সূর্য্য, (২) চন্দ্র, (৩) গ্রহ, (৪) নক্ষত্র ও (৫) তারকা, এই পাঁচটী প্রধান বিভাগ পাওয়া যায়।

উপরি উক্ত দেবগণের বিস্তৃত বিবরণ "সংগ্রহণীসূত্রে" বর্ণিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ জৈন মন্দিরে উপরি উক্ত সামান্য দেবগণের মূর্ত্তি থাকে না। যে সমস্ত মূর্ত্তি সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাই নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

জৈনশাস্ত্রোক্ত বর্ণনানুসারে মূর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করাইয়া, দেবালয় অথবা অপর পবিত্র স্থানে বিধিমত স্থাপন করিয়া, শ্রাবক ও শ্রাবিকারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা ও উপাসনা করিয়া থাকেন। সচরাচর জৈনমূর্ত্তিগুলি স্ফটিক, মরকত ইত্যাদি রত্নের ও নানাপ্রকার পাষাণ, ধাতু ও কাষ্ঠ ইত্যাদি উপাদানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জৈনমন্দিরে বর্ত্তমান যুগের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে যে কোন এক জন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি "মূলনায়ক" করিয়া বেদির সর্ব্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করা হয় ও অন্যান্য তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি বেদির অন্যান্য স্থানে স্থাপন করা হয়। হিন্দুদিগের দেব-মূর্ত্তি প্রধানতঃ চল, অচল ও চলাচল, এই তিন ভাগে বিভক্ত। কিন্তু জৈনমূর্ত্তির এরূপ বিভাগ নাই। তাহাদের মধ্যে আবশ্যক হইলে সমস্তগুলিই চল এবং অনুষ্ঠান দ্বারা সেই ভাবে স্থাপনা করিলে সর্ব্বপ্রকার বিগ্রহই অচল হইতে পারে।

জৈন তীর্থঙ্কর অর্থাৎ অর্হন্তমূর্ত্তিগুলি প্রধানতঃ পদ্মাসন-মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থঙ্করদিগের কায়োৎসর্গমুদ্রার বিগ্রহ অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্ত্তিও প্রচলিত আছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈন মূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, দিগম্বর জৈন-দিগের তীর্থঙ্করমূর্ত্তিগুলি বস্ত্রহীন অর্থাৎ দিগম্বর, শ্বেতাম্বর মূর্ত্তিগুলির কটিদেশে সূত্রচিহ্ন ও কৌপীনের চিহ্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের কোন কোন জৈনমন্দির তীর্থঙ্করের "অর্দ্ধপদ্মাসন" মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের জৈনমন্দিরে তীর্থঙ্করগণের আর এক প্রকার "চতুর্ম্মুখ" বিগ্রহ পূজা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এই চতুর্ম্মুখের, অর্থাৎ সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে, দক্ষিণে ও বামভাগে চারিটী তীর্থঙ্করদেবের মূর্ত্তিগুলির মধ্যভাগে একটী অশোকবৃক্ষ স্থাপন করা হয়। শ্বেতাম্বর মন্দিরে সহস্র কূটমূর্ত্তি অর্থাৎ একটি ফলকে শতাধিক তীর্থঙ্করমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। দুই পার্শ্বে দুইটী কায়োৎসর্গ-মুদ্রার উপরিভাগ ২টী পদ্মাসন ও মধ্যে আর একটী পদ্মাসন, এই পাঁচটী মূর্ত্তি সাধারণতঃ অষ্ট ধাতুতে প্রস্তুত করা হয়, ইহার নাম পঞ্চতীর্থ। এই ২৪টী তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি অষ্ট ধাতুতে থাকিলে তাহাকে চওবিশী পট্ট অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি পট্ট বলা হয়। প্রায় সমস্ত জৈনমন্দিরে

"সিদ্ধচক্র" বা নবপদেবও পূজা হইয়া থাকে। ইহাতে (১ অর্হন্ত ও সিদ্ধেব দুইটী "পদ্মাসনমুদ্রাব" মূর্ত্তি ২) আচার্য্য,উপাধ্যায় ও সাধু,এই তিনটী "উপদেশমুদ্রাব"মূর্ত্তি ও (৩) চাবিটী প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ঈশান. অগ্নি, নৈঋ‌র্ত ও বাযুকোণে যথাক্রমে দর্শন, জ্ঞান, চাবিত্র্য ও তপ,—এই চাবিটীর স্থাপনা থাকে। প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি মধ্যে কল্পবৃক্ষ সহ পূর্ব্বযুগেব "যুগলিক" মূর্ত্তিও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মন্দিবেই দুইটী বা ততোধিক ইন্দ্রদেবেব বা ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীব মূর্ত্তি, মূল মন্দিব দ্বাবেব উভয় পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিগুলিব হস্তে সচবাচব চামব থাকে। কোন কোন স্থলে দ্বাববক্ষক দেবতাদিগেব হস্তে স্থূল যষ্টিও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক শ্বেতাম্বব জৈনমন্দিবে এক বা ততোধিক ভৈবব বা দ্বাবপালেব স্থাপনা থাকে। দ্বাবপাল চাবি প্রকাব,—পূর্ব্বে কুমুদ, দক্ষিণে অঞ্জন, পশ্চিমে বামন ও উত্তব দিকে পুষ্পদন্ত। সাধারণতঃ কেবল একটী নারিকেল বসাইয়া তৈল ও সিন্দূবদ্বাবা ক্রমে ক্রমে আয়তন বর্দ্ধিত কবা হয়। দিগম্বব সম্প্রদায়েবা তাঁহাদিগেব মন্দিবে ভৈববের স্থাপন কি পূজা কবেন না; তীর্থঙ্কবেব মাতাগণের মূর্ত্তিও কোন কোন মন্দিবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত হিন্দুমূর্ত্তিগুলির ন্যায় জৈনমন্দিবে সবস্বতী ও লক্ষ্মীদেবীব মূর্ত্তিপূজাও দেখিতে পাওয়া যায়। "অষ্ট মাঙ্গলিক" (স্বস্তিক, নন্দ্যাবর্ত্ত, মৎস্যযুগল, দর্পণ, সিংহাসন, কুম্ভকলস, শ্রীবৎস ও সম্পুট) অধিকাংশ শ্বেতাম্বব মূল-মন্দিবের দ্বাবেব শিবোভাগে খোদিত থাকে। কোথাও বা এই দ্বাবেব মধ্যভাগে একটী পদ্মাসনেব জিনমূর্ত্তিও থাকে—যাহাকে "মঙ্গলমূর্ত্তি" বলা হয়। চতুর্দ্দশ শুভ ও উৎকৃষ্ট স্বপ্ন (যাহা তীর্থঙ্কবেব মাতাবা গর্ভবাত্রে দেখিয়া থাকেন, যথা—হস্তী, বৃষভ ইত্যাদি) প্রায় শ্বেতাম্বর-মন্দিবে উপযুক্ত স্থানে অঙ্কিত পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত কেবলী, শ্রুত-কেবলী, প্রাচীন ও আধুনিক প্রাভাবিক আচার্য্যগণেব কোথাও বা মূর্ত্তি, কোথাও বা চরণ বক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। জৈন উপাস্য দেবীদিগের মধ্যে ষোড়শ বিদ্যাদেবীবও পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাবা ভুবনপতি দেবজাতীয়, কিন্তু তির্য্যক্‌লোকে বাস করেন ও তাঁহাদিগেব নাম যথাক্রমে,—(১) বোহিণী. (২) প্রজ্ঞোপ্তি, (৩) বজ্রশৃঙ্খলা, (৪) বজ্রাঙ্কুশা, (৫) চক্রেশ্বরী, (৬) পুরুষদত্তা, (৭) কালী, (৮) মহাকালী, (৯) গৌরী, (১০) গান্ধারী, (১১) সর্ব্বাস্ত্রমহাজ্বালা, (১২) মানবী, (১৩) বৈবোট্যা, (১৪) অচ্ছুপ্তা, (১৫) মানসী, (১৬) মহামানসী। বলা বাহুল্য, হিন্দুদিগেব মত জৈন পূজাদিতেও নবগ্রহ ও ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋ‌র্ত, বরুণ, বাযু. কুবেব, ঈশান, ব্রহ্ম ও নাগ, এই দশ দিক্‌পাল ও সোম, যম, বরুণ, কুবের, এই চারিটী লোকপালেরও স্থাপনা করিয়া পূজা হইয়া থাকে। দিক্‌পালগণও ভুবনপতি দেবশ্রেণীর অন্তর্ভূত। এতদ্ব্যতীত ৯টী নিধান-দেবতা ও ৪টী বীর দেবতার পূজা দেওয়া হয়। নবনিধান ও বীর দেবগণ ব্যন্তর শ্রেণীভুক্ত। নবনিধান দেবগণের নাম যথাক্রমে—(১) নৈসর্প, (২) পাণ্ডুক, (৩) পিঙ্গল, (৪) সর্ব্বরত্ন, (৫) মহাপদ্ম, (৬) কাল, (৭) মহাকাল, (৮) মানব ও (৯) শঙ্খ। বীর-দেবগণের নাম (১) মানভদ্র, (২) পূর্ণভদ্র, (৩) কপিল ও (৪) পিঙ্গল।

প্রসিদ্ধ Indian Antiquary নামক পত্রিকার Vol. XIII এর ২৭৬ পৃষ্ঠায় ডাঃ বার্জেস সাহেব লিখিয়াছেন যে, জৈনদিগের প্রত্যেক তীর্থঙ্করের দুইটী করিয়া সেবিকাদেবী (একটী যক্ষিণী ও একটী দেবী) থাকে, ইহা ঠিক নহে। এ বিষয়ে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরসম্প্রদায়ের মতভেদ নাই। কেবলমাত্র কয়েকটী নামের ও চিহ্নের ইতরবিশেষ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় মতে প্রত্যেক তীর্থঙ্করের একটী করিয়া যক্ষ ও একটী করিয়া যক্ষিণী থাকে, যক্ষিণী ও দেবী পৃথক্ নহে। ইহাঁদিগকে শাসন-যক্ষ ও শাসন-যক্ষিণী বা দেবী বলা হয়।

পরিশেষে জৈনদিগের একখানি প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ "প্রবচনসরোদ্ধার" নামক গ্রন্থ হইতে তীর্থঙ্করগণের শাসন, যক্ষ-যক্ষিণীর বিবরণ, মূল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহ পাঠকগণের গোচরার্থ উদ্ধৃত করা হইল।

উক্ত গ্রন্থের ষড়্‌বিংশতি ও সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে এই বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত জৈনমূর্ত্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বারান্তরে তাহা প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

(১)

গোমুখোযক্ষঃ স্বর্ণবর্ণো গজবাহনশ্চতুর্ভুজো বরদাক্ষমালিকাযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো মাতুলিঙ্গ পাশান্বিতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১ ॥

গোমুখযক্ষ,—স্বর্ণবর্ণ, হস্তিবাহন, চতুর্ভুজ, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষমালা এবং বাম করদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ (ফলবিশেষ, হিন্দী নাম 'বিজোরা", অনেকটা মোচার মত) ও পাশ শস্ত্র।

(২)

মহাযক্ষশ্চতুর্ম্মুখঃ শ্যামবর্ণঃ করিবাহনোঽষ্টপাণির্বরদমুদ্গরাক্ষসূত্রপাশান্বিতদক্ষিণপাণিচতুষ্কো মাতুলিঙ্গাভয়াঙ্কুশশক্তিযুক্তবামকরচতুষ্টয়শ্চ ॥ ২ ॥

মহাযক্ষ —চতুর্ম্মুখ, শ্যামবর্ণ, হস্তিবাহন ও অষ্টপাণি, ইহার দক্ষিণের চারিটী হস্তে ক্রমান্বয়ে বরমুদ্রা, মুদ্গর, অক্ষসূত্র ও পাশ আছে। চারিটী বাম হস্তে ক্রমশঃ মাতুলিঙ্গ, অভয়মুদ্রা, অঙ্কুশ (শস্ত্রবিশেষ) ও শক্তি (অস্ত্র)।

(৩)

ত্রিমুখোযক্ষস্ত্রিবদনস্ত্রিনেত্রঃ শ্যামবর্ণো ময়ূরবাহনঃ ষড়্‌ভুজো নকুলগদাভয়যুতদক্ষিণকরত্রয়ো মাতুলিঙ্গনাগাক্ষসূত্রযুতবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ৩ ॥

ত্রিমুখ যক্ষ,—ত্রিমুখ, ত্রিনেত্র, শ্যামবর্ণ, ময়ূরবাহন, ষড়্‌ভুজ। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে নকুল (অস্ত্রবিশেষ), গদা ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করত্রয়ে মাতুলিঙ্গ, নাগ ও অক্ষসূত্র।

(৪)

ঈশ্বরোযক্ষঃ শ্যামকান্তির্গজারূঢ়শ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলাঙ্কুশান্বিত-বামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৪ ॥

ঈশ্বর যক্ষ,—শ্যামকান্তি, হস্তিবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণকরদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অক্ষসূত্র এবং বামপাণিদ্বয়ে নকুল ও অঙ্কুশ ॥ ৪ ॥

(৫)

তুম্বুরুঃ শ্বেতবর্ণো গরুড়ারূঢ়শ্চতুর্ভুজো ববদশক্তিযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো গদানাগপাশযুতবাম-পাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৫ ॥

তুম্বুরু যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, গরুড়বাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ ভুজ দুইটিতে ববমুদ্রা ও শক্তি অস্ত্র এবং বাম হস্ত দুইটীতে গদা ও নাগপাশ।

(৬)

কুসুমোযক্ষঃ নীলবর্ণকুরঙ্গবাহনশ্চতুর্ভুজঃ ফলাভয়যুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুক্তবাম-পাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৬ ॥

কুসুম যক্ষ,—নীলবর্ণ, কুরঙ্গবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ করদ্বয়ে ফল ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করদ্বয়ে নকুল ও অক্ষসূত্র।

(৭)

মাতঙ্গোযক্ষঃ নীলবর্ণো গজারূঢ়শ্চতুর্ভুজো বিল্বপাশযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাঙ্কুশযুতো বাম-পাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৭ ॥

মাতঙ্গ যক্ষ,—নীলবর্ণ, গজবাহন চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করদ্বয়ে বিল্ব (ফলবিশেষ) ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুল এবং অঙ্কুশ।

(৮)

বিজয়োযক্ষঃ হরিদ্বর্ণস্ত্রিলোচনো হংসারূঢ়ো দ্বিভুজঃ সচক্রদক্ষিণহস্তঃ সমুদ্গরবামহস্তশ্চ ॥ ৮ ॥

বিজয় যক্ষ,—হরিদ্বর্ণ, ত্রিলোচন, হংসবাহন, দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং বাম হস্তে মুদ্গর।

(৯)

অজিতোযক্ষঃ শ্বেতবর্ণঃ কূর্ম্মারূঢ়শ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলকুন্ত-কলিতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৯ ॥

অজিত যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, কূর্ম্মবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুল ও কুন্তশোভিত।

(১০)

ব্রহ্মা যক্ষশ্চতুর্ম্মুখস্ত্রিনেত্রঃ সিতবর্ণঃ পদ্মাসনাষ্টভুজো মাতুলিঙ্গমুদ্গরপাশকাভয়যুতদক্ষিণপাণি-চতুষ্টয়ো নকুলগদাঙ্কুশাক্ষসূত্রযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, সিতবর্ণ, পদ্মাসন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে মাতুলিঙ্গ, মুদ্গর, পাশ ও অভয়মুদ্রা এবং বামপাণিচতুষ্টয়ে নকুল, গদা, অঙ্কুশ ও অক্ষসূত্র।

(১১)

মনুজোযক্ষো মতান্তরেণেশ্বরো ধবলবর্ণস্ত্রিনেত্রো বৃষভবাহনশ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গগদাযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১১ ॥

মনুজযক্ষ, মতান্তরে ঈশ্বর যক্ষ,—শুভ্রকান্তি, ত্রিনেত্র, বৃষভবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ করদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও গদা এবং বাম পাণিদ্বয়ে নকুল ও অক্ষসূত্র।

(১২)

অসুরকুমারো যক্ষঃ শ্বেতবর্ণোহংসবাহনশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকবীণান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলকধনুর্যুক্তবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১২ ॥

অসুরকুমার যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, হংসবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও বীণা এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুলক ও ধনু।

(১৩)

ষণ্মুখোযক্ষ শ্বেতবর্ণঃ শিখিবাহনো দ্বাদশভুজঃ ফলচক্রবাণখড়্গপাশাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণপাণিষট্‌কো নকুলচক্রধনুঃফলকাঙ্কুশাভযযুতবামপাণিষট্‌কশ্চ ॥ ১৩ ॥

ষণ্মুখ যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, ময়ূরবাহন, দ্বাদশভুজযুক্ত। দক্ষিণ ছয়টী হাতে ফল, চক্র, বাণ, খড়্গ, পাশ ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্ত ছয়টিতে ক্রমশঃ নকুল, চক্র, ধনু, ফলক, অঙ্কুশ ও অভয়মুদ্রা।

(১৪)

পাতালোযক্ষস্ত্রিমুখো রক্তবর্ণো মকরবাহনো ষড়্ভুজঃ পদ্মখড়্গপাশযুক্তদক্ষিণপাণিত্রয়ো নকুলফলকাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিত্রযশ্চ ॥ ১৪ ॥

পাতাল যক্ষ,—ত্রিমুখ, রক্তবর্ণ, মকরবাহন, ষড়্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে ক্রমান্বয়ে পদ্ম, খড়্গ ও পাশ এবং বাম হস্তত্রয়ে নকুল, ফলক ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৫)

কিন্নরোযক্ষস্ত্রিমুখো রক্তবর্ণঃ কূর্ম্মবাহনঃ ষড়্ভুজো বীজপূরকগদাভয়যুক্তদক্ষিণপাণিত্রয়ো নকুলপদ্মাক্ষমালাযুক্তবামপাণিত্রযশ্চ ॥ ১৫ ॥

কিন্নর যক্ষ,—ত্রিমুখ, রক্তবর্ণ, কচ্ছপবাহন, ষড়্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে বীজপূরক, গদা ও অভয়মুদ্রা এবং বাম হস্তত্রয়ে নকুল, পদ্ম ও অক্ষমালা আছে।

(১৬)

গরুড়োযক্ষো বরাহবাহনঃ ক্রোড়বদনঃ শ্যামরুচিশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকপদ্মান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১৬ ॥

গরুড় যক্ষ,—বরাহবাহন, বরাহবদন, শ্যামরুচি (শ্যামবর্ণ), চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করদ্বয়ে বীজপূরক ও পদ্মফুল এবং বামকরদ্বয়ে নকুল ও অক্ষমালা আছে।

(১৭)

গন্ধর্ব্বোযক্ষঃ শ্যামবর্ণো হংসবাহনশ্চতুর্ভুজো বরদপাশকান্বিতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো মাতুলিঙ্গাঙ্কুশাধিষ্ঠিতবামকরদ্বয়শ্চ ॥ ১৭ ॥

গন্ধর্ব্ব যক্ষ—শ্যামবর্ণ, হংসবাহন, চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ক্রমান্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম পাণিদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অঙ্কুশ আছে।

(১৮)

যক্ষেন্দ্রোযক্ষঃ ষণ্মুখস্ত্রিনেত্রঃ শ্যামবর্ণঃ শিখিবাহনো দ্বাদশভুজো বীজপূরকবাণখড্গ-মুদ্গরপাশকাভয়যুক্তদক্ষিণকরষট্কো নকুলধনুশ্চর্ম্মফলকশূলাঙ্কুশাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিষট্কশ্চ ॥ ১৮ ॥

যক্ষেন্দ্র যক্ষ,—ষণ্মুখ, ত্রিনেত্র, শ্যামবর্ণ, ময়ূরবাহন, দ্বাদশ হস্তযুক্ত। দক্ষিণ ছয় হস্ত ক্রমান্বয়ে বীজপূরক, বাণ, খড্গ, মুদ্গর, পাশ ও অভয়মুদ্রাযুক্ত, বাম ছয় হস্তে নকুল, ধনু, চর্ম্মফলক (ঢাল), শূল, অঙ্কুশ ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৯)

কূবরো যক্ষশ্চতুর্ম্মুখ ইন্দ্রায়ুধবর্ণো গজবাহনোঽষ্টভুজো বরদপরশুশূলাভয়যুক্তদক্ষিণপাণি-চতুষ্টয়ো বীজপূরকশক্তিমুদ্গরাক্ষসূত্রযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥ ১৯ ॥ (কূবরস্থানে কুবেরমাহুঃ)।

কূবর যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ইন্দ্রায়ুধবর্ণ, গজবাহন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে ক্রমশঃ বরমুদ্রা, পরশু (অস্ত্রবিশেষ), শূল ও অভয় এবং বাম পাণিচতুষ্টয়ে বীজপূরক, শক্তি, মুদ্গর ও অক্ষসূত্র আছে।

(২০)

বরুণোযক্ষশ্চতুর্ম্মুখস্ত্রিনেত্রোঽসিতবর্ণো বৃষভবাহনো জটামুকুটভূষিতোঽষ্টভুজো বীজপূরকগদা-বাণশক্তিযুক্তদক্ষিণকরকমলচতুষ্কোনকুলপদ্মধনুপরশুযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥ ২০ ॥

বরুণ যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, কৃষ্ণবর্ণ, বৃষভবাহন, জটামুকুটভূষিত, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে বীজপূরক, গদা, বাণ ও শক্তি, এবং বাম হস্তচতুষ্টয়ে নকুল, পদ্ম, ধনু ও পরশু আছে।

(২১)

ভৃকুটিযক্ষশ্চতুর্ম্মুখস্ত্রিনেত্রঃ সুবর্ণবর্ণো বৃষভবাহনোঽষ্টভুজো বীজপূরকশক্তিমুদ্গরাভয়যুক্ত-দক্ষিণকরচতুষ্টয়ো নকুলপরশুবজ্রাক্ষসূত্রযুক্তবামকরচতুষ্টয়শ্চ ॥ ২১ ॥

ভৃকুটি যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, সুবর্ণবর্ণ, বৃষভবাহন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে বীজপূরক, শক্তি, মুদ্গর ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে নকুল, পরশু, বজ্র ও অক্ষসূত্র আছে।

(২২)

গোমেধোযক্ষস্ত্রিমুখঃ শ্যামকান্তিঃ পুরুষবাহনঃ ষড়্ভুজো মাতুলিঙ্গপরশুচক্রাঙ্কিতদক্ষিণকরত্রয়ো নকুলশূলশক্তিযুক্তবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ২২ ॥

গোমেধ যক্ষ,—ত্রিমুখ, শ্যামকান্তি, পুরুষবাহন (নরবাহন), ষড়্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করত্রয়ে মাতুলিঙ্গ, পরশু ও চক্র, এবং বাম করত্রয়ে নকুল, শূল ও শক্তি আছে।

(২৩)

বামনোযক্ষো মতান্তরেণ পার্শ্বনামা গজমুখ উরগফণামণ্ডিতশিরঃ শ্যামবর্ণঃ কূর্ম্মবাহনশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকোরগযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলভুজগযুক্তবামপাণিযুগশ্চ ॥ ২৩ ॥

বামন, মতান্তরে পার্শ্ব যক্ষ,—গজমুখাকৃতি, সর্পফণাশির, শ্যামবর্ণ, কচ্ছপবাহন ও চতুর্ভুজ-যুক্ত। দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে বীজপূরক ও সর্প এবং বাম বাহুদ্বয়ে নকুল ও সর্প আছে।

(২৪)

মাতঙ্গো যক্ষঃ শ্যামবর্ণো গজবাহনো দ্বিভুজো নকুলযুক্তদক্ষিণভুজো বামকরধৃতবীজ-পূরকশ্চেতি ॥ ২৪ ॥

মাতঙ্গ যক্ষ,—শ্যামবর্ণ, গজবাহন, দ্বিভুজযুক্ত, দক্ষিণ হস্তে নকুল এবং বাম হস্তে বীজপূরক আছে।

চতুর্ব্বিংশতি যক্ষিণী

(১)

আদিজিনস্য চক্রেশ্বরী দেবী মতান্তরেণাপ্রতিচক্রা সুবর্ণবর্ণা গরুড়বাহনা অষ্টকরা বরদবাণ-চক্রপাশযুক্তদক্ষিণপাণিচতুষ্টয়া ধনুর্বজ্রচক্রাঙ্কুশযুক্তবামপাণিচতুষ্টয়া চ ॥ ১ ॥

চক্রেশ্বরী দেবী, মতান্তরে অপ্রতিচক্রা দেবী,—সুবর্ণবর্ণা, গরুড়বাহনা, অষ্টভুজা। দক্ষিণ পাণিচতুষ্টয়ে বরমুদ্রা, বাণ, চক্র ও পাশ এবং বাম করচতুষ্টয়ে ধনু, বজ্র, চক্র ও অঙ্কুশ আছে।

(২)

শ্রীঅজিতজিনস্যাজিতাঽজিতবলা বা দেবী গৌরবর্ণা লোহাসনাধিরূঢ়া চতুর্ভুজা বরদ-পাশকাধিষ্ঠিতদক্ষিণকরদ্বয়া বীজপূরকাঙ্কুশালঙ্কৃতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ২ ॥

অজিতা দেবী বা অজিতবলা দেবী,—গৌরবর্ণা, লোহাসনাধিরূঢ়া, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও অঙ্কুশ আছে।

(৩)

শ্রীসম্ভবস্য দুরিতারিদেবী গৌরবর্ণা মেষবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রভূষিতদক্ষিণভুজদ্বয়া ফলা-ভয়ান্বিতবামকরদ্বয়াচ ॥ ৩ ॥

দুরিতারি দেবী,—গৌরবর্ণা, মেষবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে ফল ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৪)

শ্রীঅভিনন্দনস্য কালীনামা দেবী শ্যামকান্তিঃ পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদপাশাধিষ্ঠিতদক্ষিণকর-দ্বয়া নাগাঙ্কুশালঙ্কৃতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৪ ॥

কালী দেবী,—শ্যামকান্তি, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে নাগ ও অঙ্কুশ আছে।

(৫)

শ্রীসুমতের্ম্মহাকালী দেবী সুবর্ণবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদপাশাধিষ্ঠিতদক্ষিণকরদ্বয়া মাতুলিঙ্গাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৫ ॥

মহাকালী দেবী,—স্বর্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বামকরদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অঙ্কুশ আছে।

(৬)

শ্রীপদ্মপ্রভস্যাচ্যুতা মতান্তরেণ শ্যামাদেবী শ্যামবর্ণা নরবাহনা চতুর্ভুজা বরদবাণান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়া কার্ম্মুকাভয়যুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৬ ॥

অচ্যুতা, মতান্তরে শ্যামা দেবী,—শ্যামবর্ণা, নরবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও বাণ এবং বাম করদ্বয়ে ধনু ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৭)

শ্রীসুপার্শ্বস্য শান্তা দেবী সুবর্ণবর্ণা গজবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া শূলাভয়যুক্তবামহস্তদ্বয়া চ ॥ ৭ ॥

শান্তা দেবী,—সুবর্ণবর্ণা গজবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে শূল ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৮)

শ্রীচন্দ্রপ্রভস্য জ্বালা মতান্তরেণ ভৃকুটির্দেবী পীতবর্ণা বরালকাখ্যজীববিশেষবাহনা চতুর্ভুজা খড়্গামুদ্গরভূষিতদক্ষিণকরদ্বয়া ফলকপরশুযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৮ ॥

জ্বালা, মতান্তরে ভৃকুটিদেবী,—পীতবর্ণা, বরালক (জীব বিশেষ) বাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করযুগলে খড়্গ ও মুদ্গর এবং বাম করযুগলে ফলক ও পরশু আছে ॥

(৯)

শ্রীসুবিধেঃ সুতারাদেবী গৌরবর্ণা বৃষভবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণকরদ্বয়া কলশাঙ্কুশান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৯ ॥

সুতারা দেবী,—গৌরবর্ণা, বৃষভবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম ভুজদ্বয়ে কলশ ও অঙ্কুশ আছে ॥

(১০)

শ্রীশীতলস্যাশোকাদেবী নীলবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা, বরদপাশযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া ফলকাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১০ ॥

অশোকা দেবী,—নীলবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ বাহুযুগলে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম বাহুযুগলে ফলক ও অঙ্কুশ আছে।

(১১)

শ্রীশ্রাংসস্য শ্রীবৎসাদেবী মতান্তরেণ মানবী গৌরবর্ণা সিংহবাহনা চতুর্ভুজা বরদপাশযুক্ত-দক্ষিণকরদ্বয়া কলশাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়াচ ॥ ১১ ॥

শ্রীবৎসা দেবী, মতান্তরে মানবী দেবী—গৌরবর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে কলশ ও অঙ্কুশ আছে।

(১২)

শ্রীবাসুপূজ্যস্য প্রবরাদেবী মতান্তরেণ চণ্ডা শ্যামবর্ণা তুরগবাহনা চতুর্ভুজা বরদশক্তিযুতদক্ষিণ-করযুগা পুষ্পগদাযুতবামকরদ্বয়া চ ॥ ১২ ॥

প্রবরা বা চণ্ডা দেবী,—শ্যামবর্ণা, তুরগবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও শক্তি এবং বাম করদ্বয়ে পুষ্প ও গদা আছে।

১৩)

শ্রীবিমলস্য বিজয়া মতান্তরেণ বিদিতাদেবী হরিতালবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বাণপাশযুক্ত-দক্ষিণকরদ্বয়া ধনুর্নাগযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৩ ॥

বিজয়া, মতান্তরে বিদিতা দেবী,—হরিতালবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বাণ ও পাশ, বাম হস্তদ্বয়ে ধনু ও নাগ আছে।

(১৪)

শ্রীঅনন্তজিনস্য অঙ্কুশাদেবী গৌরবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা খড়্গপাশযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া ফলকাঙ্কুশযুক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ১৪ ॥

অঙ্কুশা দেবী,—গৌরবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে ফলক ও অঙ্কুশ আছে।

(১৫)

শ্রীধর্ম্মস্য পন্নগাদেবী মতান্তরেণ কন্দর্পা গৌরবর্ণা মৎস্যবাহনা চতুর্ভুজা উৎপলাঙ্কুশযুক্তদক্ষিণ পাণিদ্বয়া পদ্মাভয়াযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৫ ॥

পন্নগা দেবী, মতান্তরে কন্দর্পা দেবী,—গৌরবর্ণা, মৎস্যবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও অঙ্কুশ এবং বাম পাণিদ্বয়ে পদ্ম ও অভয়মুদ্রা আছে।

(১৬)

শ্রীশান্তিনাথস্য নির্ব্বাণীদেবী কনকরুচিঃ পদ্মাসনা চতুর্ভুজা পুস্তকোৎপলযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া কমণ্ডলুকমলকলিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ১৬ ॥

নির্ব্বাণী দেবী,—স্বর্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম এবং বাম করদ্বয়ে কমণ্ডলু ও কমল আছে॥

(১৭)

শ্রীকুন্থোরচ্যুতাদেবী মতান্তরেণ বলাভিধানা কনকচ্ছবিময়ূরবাহনা চতুর্ভুজা বীজপূরক-শূলাহিতদক্ষিণপাণিদ্বয়া মুষুণ্টিপদ্মান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৭ ॥

অচ্যুতা, মতান্তরে বলা দেবী,—কনকছবি, ময়ূরবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বীজপূরক ও শূল এবং বাম পাণিদ্বয়ে মুষুণ্টি ও পদ্ম আছে।

(১৮)

শ্রীঅরজিনস্য ধারণীদেবী নীলবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা মাতুলিঙ্গোৎপলযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া পদ্মাক্ষসূত্রান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৮ ॥

ধারণী দেবী,—নীলবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও পদ্ম এবং বাম পাণিদ্বয়ে পদ্ম ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৯)

শ্রীমল্লিজিনস্য বৈরোট্যাদেবী কৃষ্ণবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া বীজপূরকশক্তিযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৯ ॥

বৈরোট্যা দেবী,—কৃষ্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম করদ্বয়ে বীজপূরক ও শক্তি আছে।

(২০)

শ্রীমুনিসুব্রতস্য অচ্ছুপ্তাদেবী মতান্তরেণ নরদত্তা কনককর্চিভদ্রাসনারূঢ়া চতুর্ভুজা বরদাক্ষ-সূত্রযুক্তদক্ষিণভুজদ্বয়া বীজপূরকশূলযুক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ২০ ॥

অচ্ছুপ্তাদেবী, মতান্তরে নরদত্তা,—কনকবর্ণা, ভদ্রাসনারূঢ়া, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর-মুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম করদ্বয়ে বীজপূরক ও শূল আছে।

(২১)

শ্রীনমিজিনস্য গান্ধারীদেবী শ্বেতবর্ণা হংসবাহনা চতুর্ভুজা বরদখড়্গযুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া বীজ-পূরককুন্তকলিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ২১ ॥

গান্ধারী দেবী,—শ্বেতবর্ণা, হংসবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও খড়্গ এবং বাম হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও কুন্ত (বর্শাবিশেষ) আছে।

(২২)

শ্রীনেমিজিনস্য অম্বাদেবী কনককান্তিরুচিঃ সিংহবাহনা চতুর্ভুজা। আম্রলুম্বিপাশযুক্ত দক্ষিণ-করদ্বয়া পুত্রাঙ্কুশাসক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ২২ ॥

অম্বাদেবী,—স্বর্ণবর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে আম্রলুম্বি ও পাশ এবং বাম-করদ্বয়ে পুত্র ও অঙ্কুশ আছে।

(২৩)

শ্রীপার্শ্বজিনস্য পদ্মাবতীদেবী কনকবর্ণা কুর্কুটসর্পবাহনা চতুর্ভুজা পদ্মপাশান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়া ফলাঙ্কুশাধিষ্ঠিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ২৩ ।

পদ্মাবতীদেবী--কনকবর্ণা, কুর্কুটসর্পবাহনা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ করদ্বয়ে পদ্ম ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে ফল ও অঙ্কুশ আছে।

(২৪)

শ্রীবীরজিনস্য সিদ্ধায়িকাদেবী হরিদ্বর্ণা সিংহবাহনা চতুর্ভুজা পুস্তকাভয়যুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া বীজপূরকবীণাভিরামবামকরদ্বয়া চেতি ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধায়িকা দেবী,—হরিদ্বর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ করযুগলে ক্রমান্বয়ে পুস্তক ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করযুগলে বীজপূরক এবং বীণাযন্ত্র আছে।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

পূজায় বৈচিত্র্য*

আমরা আফ্রিকার সর্প দেবতার গল্প শুনে কৌতুক অনুভব করি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেক গৃহে, প্রতিমাসে কত প্রকার জীব, জন্তু, বৃক্ষ বা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের যে কত ভাবে আমরা পূজা করে থাকি, তার ইতিহাস সংগ্রহ করলে একটী বিরাট্ পুস্তকের আকার ধারণ করে।

পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, যা কিছু প্রয়োজনীয় বা যার দ্বারা আমরা কণামাত্র উপকার পাই, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভগবানের সত্তা বিরাজমান, ইহাই হিন্দুদিগের ধারণা। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুদের প্রত্যেক জাতি তাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জনের সরঞ্জাম বা উপাদান-গুলিকে ভক্তি সহকারে পূজা করে থাকেন। ইহা ব্যতীত এই সকল পূজার উপচারের বা দেবতার বিভিন্নতার বা তাঁহাদের বরদানের প্রণালীর বিচিত্রতাও অসংখ্য রকমের।

কুমারেরা পূজা করেন—তাঁহাদের চাক, ময়রারা গণেশ পূজার দিন পূজা করেন গুড়ের পায়া, মুড়ি বলিয়া মেদিনীপুরে এক জাতি বাস করেন তাঁরা সরস্বতী পঞ্চমীর দিন রঙ্কিণী দেবীর যে পূজা করেন তাতে দেবতার আসনে বসানো হয় একটি লোহার হাতা ও একটি লোহার ছুরিকে। ধোপারা তাদের কাপড় কাচবার পাথরকে পূজা করে ও তার মানের জন্য একদিন বিশ্রাম বার পালন করে। এখানে পশ্চিমদেশীয় জাতি যাঁরা বাস করেন তাঁদের দেখতে পাই, গাত্রহরিদ্রার দিন মেয়েরা গান করতে করতে মাঠে যেয়ে মাঠের পূজা করেন। তার নাম—"মাঠ কোড়া"। তাঁদের কার্ত্তিক মাসে ষষ্ঠীর দিন যে ব্রত হয়, তাতে সূর্য্যপূজা করে ফেরবার সময় ব্রতধারিণীরা রাস্তায় পতিত গোবরের উপর সিন্দুর ও চাল-গোলা জল দিতে দিতে যান। এও ব্রতের অঙ্গবিশেষ।

সোণার বেণেদের মধ্যে একটি বার্ষিক পূজা প্রচলিত আছে। উহার নাম "সুয়ো দুয়ো"। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন বেণেদের ঘরে ঘরে এই পূজা হয়। পূজার জন্য কলাগাছ কেটে তার ডিঙ্গি করতে হয়। কোন কোন বংশে মালিবাড়া হতে সোলার ডিঙ্গি কিনে আনে। তাতে দিতে হয়—পোরো একটা, জোড়া কুল, জোড়া সিম, বেতো শাক, মুলো, লাউফুল, ক্ষীরের পুতুল দুইটি, ঘৃতের প্রদীপ দুইটি ও গাঁদা ফুল প্রভৃতি। অপরাহ্ণ দুইটা তিনটার সময় পুরোহিত এসে ডিঙ্গা পূজা করেন। বাড়ীর গৃহিণী সারাদিন উপবাস করে থাকেন। পুরোহিতের বাড়ীর গৃহিণী এসে "সুয়ো দুয়ো" ব্রতকথা শুনিয়ে যান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভৃত্য ডিঙ্গা ভাসাইবার নিমিত্ত পুকুরে বা নদীতে নিয়ে যায় ও ছেলে মেয়েরা কাঁসী বাজাতে বাজাতে বলে,—

"সুয়ো দুয়ো যায় ভেসে।
সাত ভাই আসে হেসে॥"

এখানে সুয়ো দু'য়ো পূজার ব্রতকথা সংক্ষেপে বলতে ইচ্ছা করি।—

---

* ১৩৩৫।২৩এ ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

একজন সদাগর ছিল। তার সাত পুত্র ও এক কন্যা। ঐ সাত পুত্র পিতার বৃদ্ধ বয়সে ডিঙ্গা নিয়ে সদাগরিতে যাত্রা করে ও পথিমধ্যে নৌকা লাগিয়ে এক ডাকাতের বাড়ীতে পাকশাকের আয়োজন করে। ঘটনাক্রমে ঐ বাড়ীটি তাদের ভগ্নীর ও ডাকাতের। ডাকাতের মা ঐ সাত ভাইকে আদর করতে লাগল ও পুত্রদের আসার অপেক্ষায়, দেরী করিবার জন্য তাহাদিগকে ভিজা কাঠ, ভিজা উনান ও ছেঁড়া কলাপাত দিল। ভগ্নীর কৌশলে ভাইয়েরা যখন জানতে পারল যে, তারা ডাকাতের বাড়ীতে এসেছে, তখন তারা একে একে নৌকা খুলে পালিয়ে যায়। ডাকাতেরা চেষ্টা করেও যখন ধরতে পারল না, তখন সাত ভাইকে বল্‌ল,-–"যারে বেটা যা, তোর মা কলা দিয়ে পূজেছিল, গলা এড়িয়ে গেলি, যারে বেটা যা, তোর মা সিম দিয়ে পূজেছিল, সিমসিমিয়ে গেলি, যারে বেটা যা, তোর মা কুল দিয়ে পূজেছিল, কুলকুলিয়ে গেলি, যারে বেটা যা, তোর মা ক্ষীর দিয়ে পূজেছিল, ধীর হয়ে গেলি, যারে বেটা যা, তোর মা বেতো দিয়ে পূজেছিল, কলা দেখিয়ে গেলি। তোর মা মূল দিয়ে পূজেছিল, মূলমূলিয়ে গেলি। যারে বেটা যা, তোর মা সুযো দুয়োর পূজা করেছিল, তাই বেচে গেলি", ইত্যাদি।

মন্থনষষ্ঠী পূজায় পূজা করা হয়—একখানি পাখা ও একটি বংশনির্ম্মিত মন্থন-দণ্ডের। ঘণ্টাকর্ণ পূজায় গোবরের নাড়ু ও কড়ি চাই। সাবিত্রী ব্রতে লাঙ্গল পূজা না করিয়া উপবাস ভঙ্গ করা যায় না। বিয়ের আগে ঢেকি বরণ করে, পরে গায়ে হলুদের হলুদ কোটা চাই। ষষ্ঠী পূজায় শিল মাতারূপে ও নোড়া তার পুত্ররূপে পূজা পেয়ে থাকেন। অরন্ধনের দিন পূজা করতে হবে হাঁড়ির ও উনুনের। বিয়ের পরে বাসর-ঘরে ঢোকবার সময় ঝাঁটা দেবীকে ষষ্ঠীরূপে দেখতে পাওয়া যায়। কালী পূজার দিন শেষ রাত্রে মেদিনীপুরের অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকের বাড়ীতে "মশা তাড়ানো" ব'লে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে কুলোকে আখের ডগা দিয়া বাজাতে বাজাতে ছেলেরা গান করে,—"এ পাড়ার মশারা ও পাড়ায় যা, অমুক দাদা বা দিদির গায়ে বসে খা। এ পাড়ার মশারা ও পাড়ায় যা, অমুক দাদা বা দিদির গায়ে বসে খা", ইত্যাদি। সেখানে কুলোকে বাদ দিলে উৎসবই চলবে না।

এবারে এখানকার কতকগুলি রকমারি জন্তু পূজার কথা বলব। আপনারা গোমাতা ও হনুমান্ জীউ ঠাকুরের পূজার কথা শুনেছেন। কিন্তু লালগড় অঞ্চলে ধান পাকার পর কয়েকটি ঠাকুরের পূজা হয়, তাদের নাম যথাক্রমে "বেঘাশিনি বা বাঘাৎ, বরাশিনি ও নেকড়াশিনি।" এগুলি ব্যাঘ্ররাজ বা বরাহপুঙ্গবের দেব-নাম। তারা দয়া করে যাতে মানুষের বা ধান্যের অনিষ্ট না করে, তার জন্য গ্রামবাসীরা পাঁঠা ও মদ মানসিক করে থাকে। ঐ পূজার দিন উপবাস করে থাকতে হয় ও এক শনি বা মঙ্গলবার গাঁয়ের বাইরে, বনের ধারে এক গাছের তলায় মদ ও পাঁঠা নৈবেদ্য সহযোগে পূজা দিতে হয়। পূজার পর সকলে ঠাকুরের প্রসাদ পায় ও সারা রাত ধরে নাচগান চলতে থাকে।

জিতাষ্টমীর ব্রতে শিয়াল ও চিলের মূর্ত্তি গড়তে হয় ও ব্রতধারিণী তাহাদিগকে সকালে দন্ত-

মার্জ্জনী ও জলখাবার দিয়ে আবাহন কবেন ও বাত্রে পিঠে পায়স দিয়ে ভোগ দেন। ব্রতেব পবদিন তাহাদিগকে পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দিয়ে এসে, পবে ব্রতভঙ্গ কবতে পান। বড়ামেব পূজার সময মাটিব ঘোড়া ও মাটিব হাতীব পূজা হয। জেলেবা কোনও বড় পুকুবে মাছ ধবতে নামবাব আগে, কুমীবেব পুজা না দিলে জলে নামতে সাহস কবে না। মেদিনীপুবে আব একটি জন্তুব পূজা দেখতে পাই। গ্রীষ্মকালে যে বৎসব ইন্দ্রদেব বাবিদানে অযথা বিলম্ব বা কার্পণ্য কবেন, সেই সময় এ দেশেব এক শ্রেণীব লোক বৃষ্টি হবাব জন্য "ব্যাং"এব পূজা কবে থাকে। এবা একটি কোলা ব্যাং ধবে, তাকে হলুদ মাথায় ও তাব মাথায় সিন্দুব দিয়ে একটি হলদে নেকড়া গায়ে পবিয়ে দেয। পবে তাকে একটি থালায় বসিয়ে দল বেঁধে, সুব কবে এই গানটি গাইতে গাইতে দ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষা কবে,—"ব্যাং পড়া পড় পানি দে, নদী নালা ভাসিযে দে। ব্যাং পড়া পড় পানি দে, নদী নালা ভাসিয়ে দে" ইত্যাদি। আব চাল-পয়সা যা ভিক্ষা পায়, তা নিয়ে এক পুকুবেব ধাবে উপস্থিত হয। সেখানে ব্যাংটিব পূজা কবে, তাব মাথায় সকলে অনববত জল ঢালতে থাকে। তাদেব ধাবণা, আকাশ হতে ঐরূপ অজস্রধাবে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। পবে ভিক্ষালব্ধ চাল প্রভৃতি বন্ধন কবে ভোগেব উৎসব চলতে থাকে। তমলুক মহকুমাব দোবো অঞ্চলে "বদব" পূজা হয। নৌকা প্রভৃতি জলযানেব নিবাপদেব জন্য এ পূজাব অনুষ্ঠান। বৎসবেব সব সময সকলেই এ পূজা কবতে পাবেন।

এইবাবে গাছেব পূজাব কথা। ইতু বা মিত্রপূজায় কত বকম ওযধিব আবশ্যক হয়, তা আপনাদেব জানা আছে। মহিষাদলে গাছতলাব "পঞ্চ দেবতা" বলে এক বকম ঠাকুবেব পূজা দেওয়া হয়, বাড়ীব ছেলে মেয়েদেব অসুখ নিবাময়েব জন্য মানৎ কবে। তাতে পূজাব আগেব দিন নিবামিষ খেযে থাকতে হয়। আশ্বিন কাত্তিক মাসে পান গাছেব ববোজে পূজা দিতে হয়। আম কাঁটাল গাছেব পূজা না দিলে অনেকে সেই গাছেব উৎপন্ন ফল খান না। জগদ্ধাত্রী পূজাব দিন ধাত্রী বা আমলা বৃক্ষেব পূজা দিতে দেখেছি। মেয়েবা ঐ গাছতলায় নৈবেদ্য নিয়ে যেয়ে নিজেবা পূজা কবে আসেন। আব একটি গাছ আপনাবা খুব চেনেন—'শেওড়া গাছ'। দুইবাব বিপত্নীক হবাব পব এ গাছের সঙ্গে ববেব বিয়ে হলে, তবে বিয়ে কবতে যাবার প্রথা চলে আসছে।

শেষে আর একটি পূজাব কথা বলে আমাব প্রবন্ধ শেষ করব। এ উৎসবটি প্রত্যেক চাষীর। এব নাম নলডাকা। আশ্বিন সংক্রান্তিব দিন এই অনুষ্ঠান হয়। সংক্রান্তিব পূর্ব্ব দিন চাষীবা নল বা অভাবে শব কেটে এনে পুকুবে ভিজিয়ে বাখে। পরে আদা, হলুদ, মান, ওল, শষা ডাঁটা, কাঁটানটে, শিয়াল কাঁটা, শাল ঝাটি, আথপানি, পুরাতন ধান, সবিষা প্রভৃতি দ্রব্যকে কাটারি করে কেটে, গাওয়া ঘি ও মধু মাখিয়ে, বড়ের কুড়ি গাছেব পাতায় রেখে ঐ নলের গাঁটে সন্ধ্যা বেলা বাঁধে। পবে ভোব বেলা সূর্য্য উঠবার আগে ঐ নলগুলি মাঠে নিয়ে যায়। ধানের ক্ষেতে কতকগুলি ছড়া আছে, সেগুলি ব'লে ঐ নলগুলি মাঠে পুঁততে হয়। এরূপ করলে ধান শীঘ্র ফুলবে বলে প্রবাদ। পরে আড়াই হালা (মুঠো) ঘাস কেটে একটি নলের সঙ্গে

বেঁধে, কাপড় চাপা দিয়ে, কাঁধে করে বাড়ী আসতে হবে। সে সময় যাতে ঐ কাপড়টি পেছন দিকে ঝুলে থাকে, সে রকম করে আনতে হয়। বাড়ীতে ফিরে এলে মেয়েরা শাখ বাজিয়ে ও জলের ধারা দিয়ে তাকে বরণ করে নেবে ও সে ঐ নল নিয়ে বাড়ীর সামনের চালে তিন বার ছোঁয়াবে। তারপর ভেতর থেকে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করবে,—"লক্ষ্মী ঠাকুর কি বললেন ?" সে বলবে,—"আইবুড় বরের বিয়ে দিতে বললেন।" আবার জিজ্ঞাসা করবে,—"লক্ষ্মী ঠাকুর কি বললেন ?" "ডাইনে বায়ে হামার সবাই দিতে বললেন।" আবার প্রশ্ন,—"লক্ষ্মী ঠাকুর কি বললেন ?" "সামনে খামার টানতে বললেন।" এইগুলি বলে ভেতরে ঢুকবে। যে নল ডেকে আসবে, তাকে সে দিন তালশাঁস খেতে হয়। এইবারে ছড়াগুলি বলব,—

বাই সরিষা পাকট খাড়ি,
ঝুট পাট কাঁকুর নাড়ি।
এতে আছে শুকতা,
ধান হবে গজমুক্তা।
এতে আছে পুরাণো বড়,
মাচা করবে কড়্‌কড়্।
এতে আছে সিন্দুর,
বিল থাকতে পালাবে ধেড়া ইন্দুর।
এতে আছে কেঁউ,
ধান হবে সাত বেঁউ।
এতে আছে শুকা,
পোকা মাকড় লুকা।
নলে আছেন নিম,
ধান ফুলবেন ভীম।
নলে আছে হল্‌দি,
মহাজনকে ঝোল দি।
ওল ওল মহাদেবের বোল,
ছোট বড় ধান ফোল। (ফুলে ফুলে)
আকাশের জল পাতালের নল,
ধান ফুলে গল গল।
ওল গুল গুল মান পাত,
ভজ গোঁসাই দুধ্ ভাত।
হয়ো ধান ভাল থাল,
ধান হয়ো শুধু চাল।

ছোট বড ধান ফুলে ফুলে।
আশ্বিন গেল কার্ত্তিক হল সব ধানেব গর্ভ হলে।
নল পডল ভুয়ে, যা চাষি তুই উত্তব মুয়ে॥

এই দিনে মুসলমান চাষীবা মাঠে যায়. কিন্তু তাদেব এরূপ কোনও ছডা নেই। তাবা বলে,—

হিন্দকা যা বোল, মুসলমানকা ঐ বোল ;
ছোট বড ধান ফোল ফোল ফুলে ফুলে।

বলে, একটি তাডা নিযে মাঠে গিটতে আবম্ভ কবে। এমন কোনও চাষীবাডী নেই, যাদেব এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত না হয।

শ্রীসতীশচন্দ্র আঢ্য

প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ

[দ্বিতীয় অংশ]

কিছু দিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে প্রাচীন পুথি এবং মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে গানের ধূয়া সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেগুলি ভিন্ন আরও নানা স্থান হইতে ধূয়া পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে আরও কিছু সংগ্রহ করা গেল।

ধূয়া সম্বন্ধে সাধারণ কথাগুলি পূর্ব্বের প্রবন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। এ প্রবন্ধে আর বেশী কিছু বলিবার নাই। দু একটি কথা মাত্র এখানে বলা যাইতেছে।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গানে ধ্রুবপদ আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ধূয়া যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য প্রদেশে উহা সেরূপভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে যে ভাব জাগে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থকারের নিজের রচিত সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের গ্রন্থ হইতে ধূয়াগুলি আসরে গান করা হয়। যথা, শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার সময়ে রামের বনবাসের কথা ধূয়া দ্বারা মনে করাইয়া দেওয়া হয়। আমাদের প্রাচীন সমাজে যে সব গ্রন্থ বা উপন্যাস চলিত ছিল, তাদের মধ্যে ভাবসাম্যের দ্বারা শ্রোতাদের মনে শুধু রসের সঞ্চার হয় না, উহা নানা নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের কাহিনীকে যেন নূতন একটা জীবন দান করে। একজনের সুখে আর এক জনের সুখকে মনে করায় এবং একজনের দুঃখে আর একজনের দুঃখের চিত্র দ্বারা যেন সাহিত্য-রাজ্যে একটা সামাজিকতার আভাস পাওয়া যায়। এই কাজ ধূয়া দ্বারা যেরূপভাবে সম্পন্ন হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। এই দিক্ হইতে দেখিলে ধূয়ার প্রচলন দ্বারা বাঙালীর সাহিত্য-বুদ্ধির একটা নূতন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়।

গানের আসরের জন্য ধূয়া রচিত হইত। সুতরাং হস্তলিখিত পুথি নকল করিবার সময় অনেক লিপিকার ধূয়াগুলিকে অনাবশ্যক মনে করিয়া, সেগুলিকে একেবারে বর্জ্জন করিতেন। ইহার ফলে অনেক সুন্দর সুন্দর ধূয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ধূয়ার গঠন সম্বন্ধেও আগে বলিয়াছি। এবার পরধূয়া সম্বন্ধে একটু বলিব। যখন ভাব খুব ঘন হইয়া উঠে, তখন ধূয়ার পরে আবার পরধূয়া গাওয়া হইত।

কান্দ্য না কান্দ্য না বাছা আর কান্দ্য না ॥ ধূয়া।
তোমা ধন বই, আর কেহ নাই,
আর আমায় দুঃখ দিও না ॥ পরধূয়া ॥

—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাস (রতন লাইব্রেরী)।

বাঙলা পুথিতে এখনও বহু ধূয়া, ঘোষা, ঠাট প্রভৃতি লুকাইয়া রহিয়াছে। এমন অনেক পুথি আছে, যেগুলি সাহিত্য হিসাবে মামুলী ধরণের এবং মূল্যবান্ নহে, কিন্তু সেগুলির কোন

কোনটির মধ্যে অতি সুন্দর ধূয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ভাল পুথিও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সেগুলি হইতে ধূয়া সংগ্রহের উপায় নাই। মুনশী আব্‌দুল করিম সাহেব বলিয়াছেন যে, দ্বিজ জয়নারায়ণ-রচিত "রাধাকৃষ্ণবিলাস" গ্রন্থে এবং রামজীবন বিদ্যাভূষণ-রচিত "মনসামঙ্গল" গ্রন্থে বহু সুন্দর ধূয়া আছে। বর্ত্তমানে সেগুলি পাইবার কোন উপায় নাই।

ধূয়ার প্রাথমিক স্তরের নমুনা।

(ক) সুর-প্রধান,—

আরে ভাল।—মৈমনসিংহ-গীতিকা।

কি মোর জীবন রে!—লোরচন্দ্রাণী, দৌলত কাজী।

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ।—ফাতেমার ছুরতনামা, শাহ বদিয়ুদ্দিন (পুথি)।

নিতান্ত বলি হে।—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

আরে ও।—ঐ

ও বাছা নিমাই রে।—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

ও কাল নিদ্রাণী রে।—ঐ

ও নদ্যাবাসী রে।—ঐ

ও গৌরাঙ্গ হে।—ঐ

হরি হরি হরি রে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

(খ) কথা-প্রধান,—

ভাল হইল মোরে পরিচয় দে।—ঐ

বড়াই করগো মিছা কাজে।—ঐ

আনন্দে চলিয়া যায় রে।—ঐ

(আমার) মনে কি হইল ভাবনা রে।—ঐ

আজু আনন্দের সীমা নাই।—ঐ

এ না দুঃখ কাহারে কহিব।—ঐ

এ ছার পেটের জন্য পরের বোঝা মাথায় করি বই।

পথের উদ্দেশ কহিবা হে মোরে।—ঐ

এ কোন চাতুরী ভাই রে।—ঐ

আমার মনের দুঃখ মনে র'ল রে।—ঐ

কৃষ্ণ

কাহ্নাই লইয়া কি আনন্দ হইল গোকুলে॥—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

(কৃষ্ণের জন্মের পর)

ঘোষা। যাদব আমার মুকুন্দ মুরারি॥—ঐ

দেখ সখি নন্দের নন্দন কাহ্নু ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
দেখরে সখি নন্দের নন্দন চলি জাএ।
কামিনীমোহন বাঁশী বাহে ॥—ঐ

দিশা। দেখ রে চান্দের হাট কদম্বের তলে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
আনন্দে গোপাল চলিল বৃন্দাবন।—ঐ
আজু নিশি স্বপনে দেখিনু নন্দলালা।—ঐ
সাজ হে শ্যাম নাগর কানাই।—ঐ

দিশা। দেখনি কানুরে বাহির হইবা সজনী।—ঐ
দেখসিয়া নন্দের সুন্দর হরি।—ঐ
দৈবকী উদরে জন্মিল দামোদর।—ঐ
চলরে গোপাল আনন্দ দেখি গিয়া
(কৃষ্ণের জন্মের পর) —ঐ
আনন্দে নন্দিত নন্দের নন্দন। —ঐ
আমি জীব না রে আমি জীব না।
নন্দের গোবিন্দ বিনে আর জীব না ॥—ঐ
যাদব সোনা ধন বাছারে কানাই। —ঐ
জন্মিল রে শ্রীহরি তুলিয়া লও কোলে।—ঐ
রমণীমোহন বেশ ধর হে শ্যাম। —ঐ
জয় আনন্দ গোপাল গোবিন্দ রায়। —ঐ
যমুনার তীরে ফিরয়ে শ্যাম রায়।
সোনার পাঞ্জনী হাতে মুরলী বাজায় ॥—ঐ
সখি গো চল দেখি গিয়া।
সাজিছে বিনোদ শ্যাম রাধার লাগিয়া ॥—ঐ
কাল কালিন্দীর তীরে হে শ্যাম।—ঐ
চল গোপবধূ দেখি যদুমণি। —ঐ

রূপ

দিশা। চান্দ মুখ দেখি নয়ন জুড়ায়।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
বন্ধু কালিয়া সোণা রে। —ঐ
রাধার বন্ধুয়া রে কাজল বরণ। —ঐ
দেখিতে নন্দের বালা নয়ন জুড়ায়। —ঐ

বংশী

ও সখি শুনহ শ্রবণে,
কোন বিপিনে মুরারি বাজাএ কোনে।
স্বেচ্ছা মৃগী হানে ব্যাধ কি বনে,
এহা হানে মোর মনে। ঘোষা। —দূতী-সংবাদ (পুথি)।

দিশা। বৃন্দাবনের মাঝে কানু বাশরী বাজায়।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
শ্রবণমঙ্গল শ্যাম মুরলী বাজায়। —ঐ
ওহে মুরলীধর মুরলী বাজাও। —ঐ
বংশীবদনের বদনে।
বাশী জানে রাধা নাম কেমনে॥ —ঐ
ওহে রসিয়া নাগর মুরলী বাজাও। —ঐ
বাশী বাজাও না শ্যাম।
ঘরে রৈতে না লয় মোর প্রাণ হে॥ —ঐ
বৃন্দাবন মাজে কানাই বাশরী বাজায়।—ঐ
বাশী হইল কাল যাইতে যমুনার জলে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

রাধা

ঘোষা। বোল হে বড়াই কে চল্যাছে যমুনার কূলে।
কাহার সুন্দরী নারী গোপীগণ সঙ্গে করি
চলিযাছে মন কুতূহলে॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

দিশা। চল বিনোদিনী রাই।
মন্থনে চল যাই॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
সাজিল সুন্দরী গোবিন্দ ভেটিবার।
নানা মতে সাজ করে দধির পসার॥ —ঐ

রাধা ও কৃষ্ণের লীলা-বিলাস

সই দেখ রে রঙ্গকেলি।
নাটমন্দিরে নাচে রাধা বনমালী॥—তালমালা (পুথি)।

ঘোষা। চলিল কাহ্নু রাধিকার মন্দির মাঝে॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
„ (কাহ্নু দরশনে) বৃন্দাবনে চল বিনোদিনী॥ —ঐ
„ (জাও রে দূতি) বৃন্দাবনে আন বিনোদিনী॥ —ঐ

রাধা কাহ্নু কুঞ্জবনে কেলি করে।
দেখিয়া সকল গোপী ফিরি গেল ঘরে॥
সখিগণ সম্বোধিয়া বলিল শ্রীমতী।
হরি লইয়া কেলি করে রাধা ভাগ্যবতী॥
আহ্মারা সভারে হরি দিল ফিরাইয়া।
কুঞ্জবনে কেলি করে রাধিকারে লৈয়া॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
চল যাই ওএ সখি রস-বৃন্দাবনে।
আশু ব্রজ কর রাধা কৃষ্ণ দরশনে॥—ঐ
ওরে রাধে আশু চল রস-বৃন্দাবনে।
আহ্মারে পাঠাই দিছে নন্দের নন্দনে॥
শুন রাধে তোর ভাগ্য কহন না জাএ।
তোহ্মা ভাবে ব্যাকুল হৈয়াছে শ্যামরাএ॥
দূতীর বাক্য শুনি রাধে আনন্দিত মনে।
অঙ্গবেশ করি জাএ কাহ্নু দরশনে॥—ঐ
কি আনন্দ হইল সই গো রস-বৃন্দাবনে।
শ্যাম নাগরে খেলায় পাশা মনমোহিনীর সনে॥—কথা-রামায়ণ, চন্দ্রাবতী।
দিশা। অঞ্চলে না ধর নাগর কানাই।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
কাল কাজল মোর কানাই রে।
কেলি করে কাল কানু রাধা লৈয়া উরে॥—ঐ
রাধা কোলে করি কানাই ভাসে।
কোলে থাকিয়া রাধা খল খল হাসে॥—ঐ
চল ধনী কুঞ্জ নিকুঞ্জ-বিলাসিনী।—ঐ

ব্রজলীলার নানা-কথা

ঘোষা। রাখোয়াল কান্দে বিপিনেতে ধেনু হারাইয়া॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
কাহ্নু আজু তোরে করিমু প্রহার॥—ঐ
আমার কানাঞা ভাই গা তোল॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাস।
তোর ভরে নৈকা নাই চলে রে গোপালিনি।—সৃষ্টিপত্তন, (সঙ্গীতগ্রন্থ) পুথি।
দিশা। আজি কি আনন্দ হইল মধুপুরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
„ কেন রে বৃন্দাবনে আইল বড়াই।
নীপ তরুমূলে দেখিয়া কানাই॥—ঐ
„ দেখ রে চান্দের হাট কদম্বের তলে।

অখিল ভুবনপতি রাখালের দলে ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

দিশা। নাচে সুন্দর কৃষ্ণ রাসের মণ্ডলে।

ভুবনের পতি হরি গোপিনী মেলে ॥—ঐ

" কে যাবা যমুনা জলে ভরিবারে পানী।—ঐ

" রাখানে বলাইর শিঙ্গা বাজে রে।—ঐ

" রমণীমোহন বেশ ধর হে বাম।—ঐ

ও গোপীরা তোমরা মোরে বোল কি।

আমি সোনার কমল ছাড্যাছি।—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

আমি কৃষ্ণপ্রেমে জখন মরি।

তখন সবে বৈল হরি হরি ॥—দূতীসংবাদ (পুথি)।

প্রাণ সই রে, কালা কলঙ্কিনী আর ব'লো না মোরে।—রাধাকৃষ্ণ-বিলাস,

দ্বিজ জয়নারায়ণ (পুথি)।

তুমি বহি কে মোর আছে।

কৈব দুঃখ কার কাছে ॥—শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন, চণ্ডীদাস (পুথি)।

ঘোষা। বন্ধু বুঝিলাম তোর সর্ব্ব মর্ম্ম ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

মোহন বাঁশীর স্বরে

আর না ডাকিয় মোরে।

আর না আসিয় মোর ঘরে।

আপনে রহুহ যথা

আমিহ না জাবো তথা

ভণে দাস ভবানীশঙ্করে ॥—ঐ

ঘোষা। দূতী কি হবে উপাএ।

বাঁশী-রবে রাধা বলি ডাকে শ্যামরাএ ॥

তাহাতে নিষেধ করে দারুণ ননদী।

শান্ত মোর নহে স্বান্ত কিরূপে প্রবোধি ॥

দূতী বোলে লজ্জাভীতি ত্যাগিলে সে পাবি।

যদি ভয় কর আর না পাবে মুরারি ॥

হেরিয়া রৈয়াছে পন্থ ওই নীলমণি।

চাতক রৈয়াছে জেন হেরি কাদম্বিনী ॥—ঐ

আমার প্রাণ কেমন করে না দেখি তাহারে ॥—কালিকামঙ্গল, ভারতচন্দ্র।

দিশা। সই আজি নিশি দেখিলুঁ স্বপন।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

আজি নিশি স্বপনে দেখিলুঁ নন্দলালা।—ঐ

দিশা। শ্যাম নাগরে কি বলিয়া গেল মোরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" কে নিল কোথায় রৈল শ্যাম চিকণ কালা।
বনে বনে ফিরি আমি হইয়া অবলা॥—ঐ

" কেন হে প্রাণের নাথ কাতর দেখি।
কোথায় আছিলা কেন টলমল আঁখি॥—ঐ

রাধানাথ কি না হইল মোরে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

মিতা রে স্বরূপে কহিবে মোরে সার।—ঐ

মিতা রে তুমি এ কি করিলে আমারে।—ঐ

যাইছে নবীন পীরিতের প্রেম বাড়াইয়া।
কামিনী মোহিত করিয়া॥—ঐ

সেই সে মরম জানে।
যার সনে নবীন পীরিতি॥—ঐ

মাথুর

ঘোষা। জাও উদ্ধব, গোকুলেতে কাহ্নু আন গিয়া॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা,
ভবানীশঙ্কর দাস।

" রাম কাহ্নাই চলিল মথুরাতে॥—ঐ

" রাম কাহ্নাই কেমনে রহিব পাসরিয়া॥—ঐ

" গোপাল নন্দ গোবিন্দ ছাড়িয়া দেয় কেনে॥—ঐ

দিশা। রসের মাধুরী রাধার বিনোদ শ্যাম কে কৈল চুরি॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" উদ্ধব চলরে জন্মভূমে যাই।—ঐ

" রথ রাখ রে খানিক।
নয়ন ভরিয়া দেখি ওই কাল মাণিক॥—ঐ

মধুপুরী যাইতে কেন মানা।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

আর কথা বল্য পাছে।
রাধা নি কুশলে আছে॥

শ্রীবৃন্দাবন পড়িল মনে।
প্রেমধারা দুই নয়নে॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

মাতার সুখ-দুঃখ

কান্দ্য না কান্দ্য না বাছা আর কান্দ্য না॥ ধ্রু॥
তোমা ধন বই আর কেহ নাই
আর আমায় দুখ্‌খ দিও না॥ পরধূয়া॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাস।

দিশা। গোপাল বনে যায় রে (অহোরে) মায়ের প্রাণ লৈয়্যা।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" এথা নাই রে যাদুমণি। না শুনি তার মুরলীর ধ্বনি॥ { যাদব এথা নাই রে মায় না শুনে মুরলীর ধ্বনি। }—ঐ

" বাছা কোলে আয় রে।
হিয়ার মাজারে তোরে রাখি॥—ঐ

" গোপাল ধীরে ধীরে চল পথ নিরখিয়া।
উঝুট লাগিব পায় পাষাণ ঠেকিয়া॥—ঐ

" ও দুঃখের নীলমণি।
মা বলিয়া কোলে আয় রে॥—ঐ

" নিমাই, কে ভাঙ্গিল আমার নদীয়ার বসতি।—ঐ

" যাবে নাকি গো মা,
যাবে নাকি অনাথা করিয়া।—ঐ

" আমার জীবন ধন কে লইয়া যায়।
কি দেখি রক্ষিব ঘরে অভাগিনী মায়।—ঐ

কোথায় যাও রে আমার নন্দদুলাল।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

বাছা মোরে ছাড়ি যাবে।
মাএর বধের ভাগী হবে॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

আহ্মা সম অভাগিনী নাই গো নদ্যা দেশে।
কিনা জানি ঘটে বাছার লোকমুখে(র) দোষে॥—ঐ

ওগো নিমাই কি বোলিলে।
মাএর প্রাণটি হর্যা নিলে॥

এহ্মনি কথা বল্য না।
বধভাগী হইঅ না॥—ঐ

বাছা নাচ্যা নাচ্যা কোলে আএ।
পদধূলি মাএর লাগুক গাএ॥

(বাছা) নাচ্যা নাচ্যা গলে ধর।
দোলন হৈআ মাএর গলে দোল॥—ঐ

বাছা মা বল্যা ডাক তুমি।
খাইতে ননী দিব আমি॥

তুহ্মি জাকে বল মা।
ওহার জন্ম হবে না॥—ঐ

বাছা ঘরে বসি ননী খাও।

বিধু-মুখে বোল দাও ॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।
আএ বাছা কি বোলিলে।
বজ্রঘাত বুকে দিলে ॥—ঐ
গৌর আন্ধার নয়ানের তারা।
প্রাতঃকালে হইলাম হারা ॥
নিমাই মোকে ছাড়ি গেল।
শচীর কোল শূন্য হইল ॥ ঠাঠ।—ঐ
অমূল্য রতন ছিল।
কোন বিধি হর‍্যা নিল ॥—ঐ
(ও নদ্যাবাসী রে)　　তুমি আমাকে ছাড়ি
যাইয় না রে ও বাছা।—ঐ

ইষ্টদেবতা

তুহ্মি সে অনাথের বন্ধু।
আমি দুস্কৃতির　　উপায় নাহি আর,
ত্রাণ কর ভবসিন্ধু ॥—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
কমল-চরণ ছার‍্যা আহ্মি দিবো না।
সদাএ হেরিব　　শিরেতে ধরিব
হেনামূল্য রত্ন পাবো না ॥—ঐ
দিশা। না হৈলাম নাথ সংসার পার।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
মোরে পার কর ওহে দিননাথ।
ভব-সাগরে ডুবিয়া রহিলু।—ঐ
দীননাথ কি না হইল মোরে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

ব্রহ্ম

দিশা। ভাব রে ও মন প্রভু নিরঞ্জন।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

অভেদ-তত্ত্ব

ভজো ওরে মন সেই কাল মাধুরী।
কালী বল কিম্বা কৃষ্ণ বলো সমান দঞা উভএরি।
শুন মন তোরে বলি,　　কালী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালী,
অভেদে জে ভাবে ভবে সেই জাএ তরি ॥—রাধাকৃষ্ণবিলাস, দ্বিজ জয়নারায়ণ (পুথি)।
ঘোষা। অভেদ গৌরী শিব সীতা রাম।
দীনদাস জ্ঞানে মোর পুরাও মনস্কাম ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
(একবার আন্ধার পুরাও মনস্কাম)

ঘোষা। কালী হরি হর বদ।
তিন এক ব্রহ্ম হএ অপি নহে ভেদ॥
হর-কালী বনমালী জপে জেই নরে।
তারে দেখি ভীতি বাসে বৃজিন্যধিকারে॥
জথ জীবে ত্রাস ভাবে শমনের ভএ।
দুর্গাভক্তের কি মহিমা শমনে ডরাএ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

সংসার ও মানব-জীবন

ঘোষা। দারুণ বিধি হেন তোর না হএ উচিত।
শুভ-যাত্রা কেনে মোর কৈলে বিপরীত॥
কি করিব কথা জাব কোন উপাএ হবে।
আহ্মার লাঞ্ছন প্রাণী কত দিনে জাবে॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
দারুণ বিধি কি লেখিল আহ্মার কপালে।—ঐ
দিশা। ডুবি রইলাম ভব-নদী মাঝে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" অসার জীবন ধন সব মিছা মায়া।
জলের বিম্ব যেমন দর্পণের ছায়া॥—ঐ
" আমার কি হৈব বল উপায়।—ঐ
" বিধি বাম হইল রে।
নিদয় নিঠুর বিধি বঞ্চিত কৈল রে॥—ঐ
" ডুবি রৈলু ভবনদী মাঝে।—ঐ
" নাথ কবে জানি মোকে হবে দয়া।
বুঝিতে না পারি তব কি বিষম মায়া॥—ঐ
" কিবা রে দেবের মায়া বুঝন না যায়।—ঐ

হরি

অএ প্রভু ত্রিবিক্রম অনাথ দেখিয়া মোরে
অপরাধ ক্ষেম।
অএ ঠাকুর লাগহ চরণ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
হরি বোল রে গোবিন্দ বোল রে
ভাই গোবিন্দ বোল রে॥ দিসা॥—ঐ
আএ প্রভু ভগবান
মোর পানে কর অবধান।

কর জোড় শিবে করি   দণ্ডবত ভূমিগত পড়ি
তোহ্মার চরণে পরণাম ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
হরি বোল রে গোবিন্দ বোল ভাই রে
হেলাএ তরিয়া জাইবা বৈকুণ্ঠ নগরে ॥ দিশা ॥—ঐ
দিশা। হরি মোরে দেও হে অই পদছায়া।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" আনন্দে বল হরি ভব তরিবারে।—ঐ
" হরি কেশব বল, বল হরি রাম।—ঐ
" হরি ভজিবার সময় যায় বহিয়া।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
আমি বৃন্দাবনে কবে জাব।
হরির নামটি কবে পাব ॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।
দিশা। ভজ রে গোবিন্দ মন, দিন যায় রে বৈয়া।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" জগন্নাথ ভজ রে ছাড় রে কুমতি।—ঐ
আমি কেন আসিলাম রে,
না ভজিলাম গোবিন্দচরণ।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

শিব

কৈলাশ জিনিয়া শিব (শ্বেত) দেহের বরণ।
প্রতি অঙ্গে শোভিয়াছে নানা অভরণ ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
করুণাম্বুরু সঙ্কটে শম্ভু শিব।
ভবার্ণবে আছি মুগ্ধ উদ্ধার উদ্ধার ?) জীব ॥—দুর্গামঙ্গল (নলদময়ন্তী),
রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (পুথি)।
ঘোষা। কি বর্ণিব শম্ভুনাথ স্তান ॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
" হর অর্চ্চা কর হরষিতে ॥—ঐ
" ভজ দীনজনের বন্ধু হর ॥—ঐ
হিমালয়ে চলিলেন শঙ্কর ॥—ঐ
ঘোষা। হর কালী বলহ বদনে ॥—ঐ
" হর, তুহ্মি অনাথের বন্ধু।
ভয় পাইছি গুরু, মাং করুণাং কুরু,
ত্রাণ কর ভীতিসিন্ধু ॥—ঐ
দিশা। কেনে দয়া না হইল ভোলা মহেশ্বরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" ও সদাশিব তুয়া বিনে আর লক্ষ্য নাই।—ঐ
নাচে রে ভোলানাথ আপনে বিভোর।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

দুর্গা ও কালী

নীলকমলদলখঞ্জননয়নী ।
আব কত দিনে দয়া কবিবে ভবানী ॥—যোগাদ্যা-বন্দনা, কৃত্তিবাস (পুথি) ।

ঘোষা । দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কব দাস ।

" বন্দম নাবায়ণী দেবী আদ্যাশক্তি ।
জন্মে জন্মে তুয়া পদে বৌক মোব ভক্তি ॥—ঐ

" অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভবসা ।
বালক প্রতি ভগবতী পূর্ণ কব আশা ॥—ঐ

" দুর্গে ! পশ্য পশ্য নবাধম ॥ —ঐ

" চরণাববিন্দে ভক্তি দেহি ॥ দুর্গানাম ॥—ঐ

" দুর্গানাম ভিক্ষা দেহি মোবে ॥—ঐ

মানসে মাএব রূপ হের ।
কি কহবো সেই রূপ কেবল ত্রিজগতান্তর ॥—ঐ

ঘোষা । মা অভয়া ভবানী হে পশ্য নয়ন-কোণে ।
দুষ্কৃতির নাহি স্থান তবাঙ্ঘ্রি বিহনে ।—ঐ

" কি কহবো ভবানীব রূপেব মহিমা ।
বেদাগমে জে রূপের কবিতে নারে সীমা ;
ভকতবৎসলা দেবী পাতিতপাবনী ।
ভক্তজন পুত্র তুল্য দেখেন নারায়ণী ॥
রত্নময় মন্দিরেতে হএ জার স্থান ।
ভক্ত হেতু ভগ্নালয়ে হইলা অধিষ্ঠান ॥—ঐ

" ভজ এক ব্রহ্ম নাবায়ণী ॥—ঐ

" দুর্গে পুনঃ পুনঃ করি নিবেদন ॥—ঐ

" জগদম্বে অবলম্ব স্থান দেহি মোবে ।
সরোরুহাঙ্ঘ্রিতে জেন পাংশু প্রাএ রহে মন
কৃপাং কুরু ময়াধম তবে ॥—ঐ

" জননী জননী বলে ডাকে ॥
দুর্গানামাক্ষরদ্বয় বদ নিরবধি ॥
কৃতান্তের যন্ত্রণা হোস্তে নিস্তার হবে যদি ॥—ঐ

" দুর্গে আজ্ঞা পশ্য সকরুণে ॥
দুর্গামন্ত্র বল বক্ত্র নিতান্ত নির্ভ্রমে ।

আশুক্রমে কালান্তে জাইবে নগোত্তমে ॥ —মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

ধোয়া। দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর জান মহামন্ত্র।
জাহা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে বেদাগম তন্ত্র ॥—ঐ
ভজ ত্রাহি শঙ্কর শঙ্করী ॥
দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর জেই জন বদে।
তাহার বিপদ নাই বোলিয়াছে বেদে ॥—ঐ

ধোয়া। দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর বদ মূঢ় চিত্ত।
রক্ত যত্নে রসনা দণ্ডে বাক্য কর নিত্য ॥—ঐ

„ দুর্গানাম লিপি যদি পঠে গদগদ।
শ্রোতা পাঠগিতার আর নাহিক বিপদ ॥—ঐ

„ দুর্গানামাক্ষরদ্বয় হৈয়াছে তরণী।
দুস্তর নিস্তার হেতু অপার ধরণী ॥—ঐ

„ দুর্গানামযুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
দুরিতেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার ॥—ঐ

„ ভো মন ভব তরিতে ভবানীর চরণ ধর।
কালী ভজ কালী পূজ অন্য কাজ সকলি মিছে ॥—ঐ

„ হে মা ডাকি কাকু করি।
মোরে ত্রাণ কর মা শঙ্করি ॥—ঐ

দিশা। আগে বন্দম ভবানীর চরণ।—পদ্মাপুরাণ, দ্বিজ বংশী দাস [illegible]।

„ ভবানী মোরে ছাড়িও না।
অধম জানিয়া কেন দয়া কৈলা না ॥—ঐ

„ কেনে নিদয়া হইলা শঙ্কর ভবানী।—ঐ

„ জয় ভবানী গো মা।
অধম বালকে ডাকে দয়া কৈলা না ॥—ঐ

„ দেখিলাম সকল চাইয়া।
যা করে ওই কাল মাইয়া ॥—ঐ

„ যা কর জগৎ মাতা। } যা করে জগতমাতা }
যা ছিল মোর করমে ॥ } যা আছে মোর করমে। } —ঐ

„ ওগো মা জানিলাম জানিলাম।
পতিতপাবনী তোমার নাম গো ॥—ঐ

„ মা এইবার জানিব তব নামের মহিমা।—ঐ

„ ভবানী পূজিব গোঁ ওই গঙ্গাজলে।—ঐ

দিশা। মা আর কে আমার আছে।
তুমি বিনে যাব কার কাছে ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" এইবার তরাসে নেও শঙ্কর ভবানী।—ঐ
" আনন্দে ভবানীপদ সেবিব।—ঐ
জগৎ গৌরী জগতের মাতা।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
জয় ভবানী গো মা
মুই তোমার চরণ করিলাম সার।—ঐ
সেবক উদ্ধারিণী।—ঐ

শিব-দুর্গার লীলা

দিশা। ও ভাই রে সদাশিব ছাড়িলা গৌরীরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" ভাই রে শিবপুরে কি আনন্দ হইল।—ঐ
সেই ভগবতী দেবী সবারে কর দয়া।
শঙ্কর ভৎ সিয়া ঘরে গেলা দেবী মহামায়া ॥—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
কান্দে গৌরী শিবের মুখ চাহিয়া।—ঐ

রাম

ঘোষা। বদ মন রাম নাম সুধাবাণী ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
রাম নাম জপ একবার ॥—ঐ
ঘোষা। বদ মন রাম নাম বাণী।
অএ মন দুরাচার ভবে বন্ধু নাহি আর
রাম বলি ত্যাগ কর প্রাণী।—ঐ
" রাম-পদে কহো নিবেদন ॥—ঐ
" কান্দে রাম সীতা না দেখিয়া ॥—ঐ
" বোল মনে রাম নাম বাণী।
বিষ তুল্য বিষয়েত কেহে মন হৈল রত
রাম বলি ত্যাগ কর প্রাণী ॥—ঐ
" (মহীরাবণায়ে) রাম লক্ষ্মণ ধরি লৈয়া জাএ ॥—ঐ
বোল রাম রঘুমণি।
অন্তকালে বন্ধু কেবল রাম নামখানি ॥—রাবণের কবিতা (অঙ্গদ রায়বার পুথি)
দিশা। আমি আর না জানি। } আমি আর না জানি } —পদ্মাপুরাণ,
রাম রাঘব বিনে আর না জানি ॥ } রাম রাঘব বিনে। } বংশীদাস রায়।

দিশা। দেখ লো সই রঘুকুলমণি।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" জানকীজীবন হরি।
কবে দেখিব নয়ন ভরি॥—ঐ

" রাম বল নিরবধি।
এ ভব তরিবা যদি॥—ঐ

" এবার তরাও মোরে সীতাপতি রাম।—ঐ

" নাম পরম ধন রে, আর সব মিছা।—ঐ

" হরি রাঘব মোরে ছাড়িও না।—ঐ

" জানকীজীবন হরি।
যাহাকে ভাবিলে ভব তরি॥—ঐ

" দোহাই রঘুনাথের লাগে।
মৈলে কেহ না যায় লাগে॥—ঐ

" কি হৈল কি হৈল মোরে দিয়া রে, ও রাম। -ঐ
রাম পরম ধন সদা কর জপ।—ঐ

" রক্ষার শিরোমণি রাঘব রাম।
ভুবনমোহন রামনাম॥—ঐ
ও রাম রঘুনন্দন রে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত

গঙ্গা

আরে ভগীরথ চল ঝাঁটে গঙ্গা আরাধনে।
তোরে উপদেশ দি শুভক্ষণে॥—গঙ্গা মঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
অএ ভগীরথ গঙ্গা দিলাম তোহ্মারে।
লই জাইবা দক্ষিণ সাগরে॥—ঐ
নম নমো নমো বন্দম গঙ্গার চরণে।
কোটি কোটি দণ্ডবত করিয়া প্রণামে॥—ঐ
অএ ভগীরথ পৃথিবী জাইমু কোন পথে।
আহ্মারে লইয়া জাইবা কথাতে॥—ঐ
জয় জয় জয় গঙ্গা জয় শুভধনি।
মহা পরাক্রমে গঙ্গা করিলা উঠানি॥ দিশা॥—ঐ
মুই ত না জানো গঙ্গা রহিব হরজটে।
তবে কেনে আসিতু মুই এতেক সঙ্কটে॥
তিন দেবের সেবা করি তবে পাইনু বর।
তপোবলে গেলু মুই সুমেরুশিখর॥

কান্দে কান্দে ভগীরথ করিয়া বিবাদ।
দেবের সমাজে আছে এথ পবমাদ ॥ —গঙ্গা-মঙ্গল, দ্বিজ মাধব।

না কর আরতি হর না কর আরতি।
জাইব সাগরে তোমা করিব পিরিতি ॥—ঐ

ভগীরথ হিমালয় বড়হি গহন।
এথাতে কারো নাহিক গমন ॥
উভে শত যোজন পাথর।
কেমতে গড়িয়া জাইব জল ॥
কোন দিগে দক্ষিণ সাগর।
সম্মুখে দেখি পর্ব্বত সিখর ॥—ঐ

মাতল ঐরাবত হিমগিরিমাজে।
রতন-জড়িত ঘণ্টা উক মাল বাজে ॥—ঐ

পৃথিবী পড়িলা গঙ্গা জল নির্ম্মল।
সেই হোতে পৃথিবীর হৈল মঙ্গল ॥ —ঐ

রৈঅা জাএ গো মাতা মকরবাহিনী ভাগরথী।
বরুণ পবন ইন্দ্র করি সংহতি ॥ দিশা ॥ —ঐ

মনিরাজ দেন গঙ্গা কেন অপবাদ।
মোর কি লাগিয়া এথ পবমাদ ॥—ঐ

গঙ্গা লইয়া জাএ কি আর ভাল ভগীরথ রাএ ॥ দিশা ॥—ঐ

পতিত-পাবনী গো দেবী স্বরধুনী (সুর স্বরদনী)।
তোমার চরণ বিনে আন নাহি জানি ॥ দিশা ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।

শুন দেবি ত্রিদশ ঈশ্বরি।
তোমার মহিমা গুন জে জনে স্মরে পুন
ভব বাসে না আইসে বাহুরি ॥—ঐ

জয় জয় স্বরধুনি নমো দেবি গঙ্গে।
গহন গম্ভীর নীর তরল-তরঙ্গে ॥—ঐ

ঘোষা। ত্রাহি ত্রাহি বরদাই গঙ্গে তরঙ্গিণি।
দাস জ্ঞানে ভব ভোনে ত্রাহিমাং তারিণি ॥ —মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস

রামায়ণ

দিশা। রাম না যাইব অযোধ্যা ভুবন।
কৌশল্যা মায়েরে কৈও ভাই লক্ষ্মণের মরণ ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়

মহাভারত

ওহে রাজা [পরীক্ষিৎ] কৃষ্ণকথা শুনিবা
যদি বৈষ্ণব রাখ দ্বারে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

কমলে কামিনী

ঘোষা। কমল উপরে নাচে (পদ্ম) রামা।
নূতন যৌবনী ষোল কলা পূর্ণ রামা ॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা।

" কালীদহে সৃজিলা কমল ॥—ঐ

পদ্মাপুরাণ, মনসা-মঙ্গল এবং বেহুলা

দিশা। ও মনি না ছাড়িও মোরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" ভাসিল রে বেউলা গুঞ্জরী সাগরে।—ঐ

" অহো আরে দেশে চল ভাই,
মরা পতি লৈয়া আমি ভাসিয়া বেড়াই।—ঐ

" বেউলা নৃত্যকী তুই নাচে মোহিলে দেবপুরী।—ঐ

" আরে গরল বিষ নাম তুমি ধারে।
আগম উদ্দেশে বসি পদ্মাবতী ঝাড়ে ॥—ঐ

" প্রভু কহি তব ঠাই।
নাও হনে না নামিও পদ্মার দোহাই ॥—ঐ

" সনাই বাহির হৈয়া চাও।
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘরে লৈয়া যাও ॥—ঐ

আসিলা মনসা দেবী গো না করি বিচার।
উনকোটি নাগে ধরে রথের পাটোয়ার ॥—মনসা-মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

আসিলা মনসা দেবী গো।—ঐ

বলে আইলাম মনসা দেবী গো।—ঐ

অকান্দনে কান্দেন কান্দেন মনসা।—ঐ

কান্দে সাধু হইয়া বিষাদ।—ঐ

পদ্মা কিসেরে সাজাইলা বিষ-দধি।—ঐ

মনসা চলিল সহেলার বেশে।—ঐ

কান্দে চান্দ খোনার মুখ চাহিয়া।—ঐ

পদ্মার সনে বিবাদে নাহি গুণ।—ঐ

পূজা লও গো পূজা লও।—ঐ

বব লও ওগো সোনাই গো ।—মনসা-মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত ।

মা মঙ্গলা একবাব চাও না ফিবি গে ।—ঐ

প্রাণনাথ নাবীব বচনে কব হিত ।
এবার পাটনে গেলে বড অনুচিত ॥—ঐ

ডিঙ্গা বাহ বে কাণ্ডাবী ওবে ভাই
আজব খিচিয়া ডিঙ্গা বাহ না বে ।—ঐ

বড বিবাদী বিষহবী ।—ঐ

দুলাই বে দড কবি ধবিও কাণ্ডাব ।—ঐ

সাধু বে এবাব জীবনে বক্ষা নাই ।—ঐ

কান্দে সাধু বলে হবি হবি ।—ঐ

শাক তুলিতে পডিয়া গেল সাডা ।
নাগে খাই দিয়া বাতলাডা ॥—ঐ

কান্দে সোনা কবিয়া কাকুতি ।—ঐ

চান্দব করুণাব সীমা নাই ।
বাকল খাইল চোরা গাই ॥—ঐ

মিছা শাপ দিলা গো বাক্ষসি ।—ঐ

মুকাই বে দেশে গেলে তোমাব মবণ ।—ঐ

সোনা লো নিকটে ঘনাইয়া শুন ।—ঐ

ধনী দেখ গো আসিয়া ।
স্নান করে লক্ষীন্দব বিবলে বসিয়া ॥—ঐ

ছাড কানাব জীবনেব আশা ।—ঐ

সাধু সাধু মনসা কুমাবী ।—ঐ

মায়েব ঠাই মেলানী মাগে বে যাইতে উজানী ।—ঐ

আ গো নেতা চল গো উজানী বাজ্যে যাই ।—ঐ

বেহুলা বলে মাবিয়াছ মোব পতি
বিষে জব জব তনু ।—ঐ

কিসেব ক্রন্দন প্রভুব চাবি পাশে ।—ঐ

মালী বে বাপ বাবেক বেহুলার হিত
কব বে ওবে ও বাপ মালী রে ।—ঐ

কাক, স্বরূপে কহিও মোবে সার ।—ঐ

পদ্মা, তোব কপটেব নাহি ওব ।—ঐ

বসিল মনসা লখাই জীয়াইতে ।—ঐ

ও বিষ নাই নাই রে।
লখাইর শরীরে বিষ নাই রে॥—মনসা মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত
পূজা লও গো মা পূজা লও।—ঐ
মাগো জয় বিষঅরি।
বাঞ্ছিত পূরাও মাগো শিবের ঝিয়ারী॥—গ্রাম্য গান।

শ্রীচৈতন্য

ঘোষা। (দেখ রে) গৌরাঙ্গ নাচে করে করতালি দিয়া॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

প্রাণ কান্দে গৌরাঙ্গ না দেখি।—চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাস।

দিশা। ও প্রাণ শচীর দুলাল গৌর কিশোর রে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

গৌরাঙ্গ নাচে নবদ্বীপের মাঝে।—ঐ

শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস (বাসুদেব ঘোষ) হইতে

১। আইস প্রেমের মহাজন।
প্রেম কর বরিষণ॥
২। গৌরাঙ্গ অবনীতে।
হরিনাম জীবেরে দিতে॥
৩। কি বলিলে গৌরাং রায়।
শুন্যা বুক ফাট্যা জাএ॥
৪। জয় রাধে শ্রীরাধে বল্যা।
গৌরাং চান্দ উঠ্যাছে কান্দ্যা॥
৫। কবে পাব সাধুসঙ্গ।
জাব কবে রাধাকুণ্ড॥
৬। বৃন্দাবন পড়িল মনে।
প্রেমধারা দুই নয়ানে॥ ঠাঠ।
৭। কান্দ্য না গো শচী মা।
আজ্ঞা রাখা জাবে না॥
৮। নূতন কোকিলার স্বরে।
গুরু গুরু কেবা বোলে॥
৯। ওগো ভারতী গোসাঞি।
আমি ব্রজের কাঙ্গাল আস্যাছি।
১০। গুরু তুমি এথা বর কি।
আমি ব্রজের কাঙ্গাল আস্যাছি॥
১১। শচী মাতা জাগ তুমি।
ব্রজের বিদায় মাগি আমি॥ ঠাঠ।
১২। অখন মা বল্যা ডাকি আমি।
পুত্র বল্যা ডাক তুমি॥
১৩। জাগ জাগ শচী মাই।
জাইবার কালে চরণ দেখ্যা জাই॥
১৪। গৌর গদগদ চল্যা ছন্দে।
ফিরা্যা নদ্যার পানে চাহে॥
১৫। সুরধুনীতীরে গোরা।
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা॥ ঠাঠ।
১৬। জে দেখি সোনার ভেশ।
না মুড়াঅ চাচর কেশ॥
১৭। তোমার মাএর কঠিন হিআ।
ছাড়্যা দিল কি লাগিআ॥
১৮। জাও রে গৌর আপন দেশে।
তোকে সাজে না সন্ন্যাসী ভেশে॥

১৯। আমাকে উদ্ধার করি।
পাছে হও দণ্ডধারী ॥ ঠাঁই।

২০। ডোর কপীন দেহ মোরে।
বিলম্ব না সয় শরীরে॥

২১। যার শ্রীচরণে নেপুর বাজে।
তার কি কপীনে সাজে॥

২২। ব্রজপুরে যাইও না।
নগ্যা আন্ধার করিঅ না॥

২৩। অল্প বয়সে বাছা হইছ সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাসী না হইয বাছা মাএর গৃহ নাশি॥

গুরু-তত্ত্ব

ভাবা না রে মন গুরু কেমন ধন।— গুরুভক্তি শ্লোক (পুথি)।

সন্তানের জন্য মায়ের সুখ-দুঃখ

আমার কপালে বিধি এমত লিখিয়াছিল
কলমে না ছিল কালি।
কার হবিলাম ধন জন লখাই ম'ল তেকারণ
পুত্রশোকী বলে মোরে কেবা দিল গালি॥— মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

বেহুলা লো, ওগো প্রাণের বেহুলা,
জীয়ন্ত শরীরে তুমি মড়ার সঙ্গে গেলা।—ঐ

ওহে প্রভু, ঘরে ঘরে কেন্দে ফেরে
তোমার জননী।—ঐ

পুত রে, এনা বুদ্ধি দিল তোরে কে।—ঐ

মায় ছেড়ে যেও না বনে
মায় ছেড়ে যেও না।—ধর্ম্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলি।

মায়ের জন্য সন্তানের আকুলতা

ওগো বেহুলা,
মায় নি মোর আছেন কুশলে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

অকারণে কান্দ তুমি।
তোহ্মার কোলে আছি আমি॥
নয়নে মুদিআ দেখ তুমি।
তোহ্মার কোলে আছি আমি॥—শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

স্বামীর সুখ-দুঃখ

তুহ্মি ডাক প্রাণনাথ বোল্যা।
আহ্মি ডাকি প্রাণের প্রিয়া বল্যা॥—শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

ডাকিলাম প্রিয়া শুন না।
কান্দ্যাহ পাছে পাবে না ॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।
মন আমার কথা রাখ।
একবার প্রাণপ্রিয়া বোল্যা ডাক ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ তুন্ধি।
নগ্যা ছাডা হইব আন্ধি ॥—ঐ

নারী—জীবনের সুখ-দুঃখ

খেল রে প্রেমের খেলা রসের কামিনী।
খেলে হেলে দিন গেলে আর পাবে নি ॥—বসবঙ্গের বারমাস (পুথি)।
দিশা। মঙ্গলবাদ্য বাজে রে জোকারধ্বনি পড়ে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস বাগ।
" কান্দিও না লো কমলা সুন্দরী।—ঐ
" আমার মনের দুঃখ পরাণে সে জানে।—ঐ
" আহা রে প্রাণের নাথ কি হইল মোরে।—ঐ
" বিধি বাম হইল রে।
নিদয় নিঠুর বিধি বঞ্চিত কৈল রে ॥—ঐ
মই না জানিতাম এমন হবে রে মোরে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
নাথ বিনা কে মোর আছে আর।—ঐ
আমি বড জনমদুঃখিনী।—ঐ
কান্দে সোণা বিষাদ ভাবিয়া।—ঐ
কান্দে কমলা প্রভুর মুখ চাহিয়া।—ঐ
গা তোল ওগো অভাগিনী প্রিয়ে কমলা।
কেন প্রিয়ে হেন বুদ্ধি করিলা ॥—ঐ
নাগরী ওগো বেহুলা
সুন্দর করিয়া ররিও লখাইরে।—ঐ
ও গো বেহুলা তোমার আঁচলের নিধি নিল চোরে,
কত নিদ্রা যাও গো সুন্দরী।—ঐ
ওহে জাগিতে চাপিল কালঘুমেরে
প্রাণবন্ধুয়ার লাগি।—ঐ
আরে প্রভু কি হইল মোরে।
বজ্র ভাঙ্গিয়া প'ল অভাগিনীর শিরে ॥—ঐ
প্রাণনাথকে বিষে ছাইল রে।—ঐ

আজু কেন মোরে বঞ্চিত হইল রে

দারুণ বিধাতা।—মনসা-মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

আমি কোন দেশেরে যাব ও যাব রে।—ঐ

ও বে মোব কি হইল কি হইল প্রভুব রে।— ঐ

অভাগিনী কাব মুখ চাহিবে।—ঐ

দাতা আবে শিব তুমি পুণ্যবান্।

আঁচল পাতিয়া বেহুলা মাগে স্বামিদান॥—ঐ

মাল্যানী সই কি বোলিলে।

হৃদেব আনল জ্বাল্যা দিলে॥ ধুআ (করুণ)—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

শ্রীচবণ কমল পাশে।

নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে॥

কমল চবণ হৃদে থুইআ।

বান্ধে ভুজলতা দিআ॥—ঐ

আন্ধা ছাড়ি যদি জাবে।

প্রভু বধেব ভাগী হবে॥—ঐ

গৌর তোরে ছাডি জাবে।

দিবসে আন্ধার হবে॥—ঐ

আন্ধার মন দেখ্যা ভারি।

ছাড্যা গেল ব্রজের গৌবহবি॥—ঐ

কেবা চুরি প্রাণনাথ কৈল।

আমার মন্দির শূন্য হইল॥

পুষ্পেব পালঙ্গ পড্যা রইল।

প্রাণনাথ কথাএ গেল॥—ঐ

প্রাণনাথ আঞ্চলে মাণিক্য ছিল।

কোন বিধি হর‍্যা নিল॥

গৌবাঙ্গ জাগএ মনে।

নিদ্রা নাই দুই নয়ানে॥—ঐ

সাংসারিক ব্যাপার

ছিল হাসেন হোসেন।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

বিবিধ

কামিনী কামিনী সরবর মাজে।—প্রাচীন গীতাবলী (পুথি)।

ঘোষা। রাজা এবে তোর কি হবে উপায় ॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

চিত্ত স্থির নহে নিত্য বৎস হে ॥—ঐ

সেয়ামি সোয়াগলি আনন্দে আন বালি

কতুক রঙ্গে রে।

ফুল লই আজু খেল সাহা সঙ্গে ॥—রঙ্গমালা (মুসলমানী গান) (পুথি)।

বাজা রে না খাইও নারিকেল।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

ধাই লো মিতার সঙ্গে কহ গিয়া কথা।—ঐ

আরবার আনিব মিতা মান্দারের ফুল।—ঐ

মিতা রে কত কব দুঃখের কথা।—ঐ

আরে অবোধ ধাম্ রে।—ঐ

ওলো মালিনী ঘর তোমার কোন্ নগরে।—ঐ

তরণি প্রচণ্ড ধরণী খণ্ড খণ্ড

গগন খণ্ড খণ্ড রাজেউ।

বাহির দিনকর বিরহ অন্তর

নিদাঘ সময় কঠিনে ॥—লোরচন্দ্রানী, সৈয়দ আলাওল।

গ্রাম্য

আর না যাইয়ম্ বুড়ীর ভাঙ্গা ঘরে

রে কালিয়া সোণা ॥—প্রাচীন হেঁয়ালি।

আমার মন বাল না,

অ রে সাদন পন্তে গেলি না,

চোক থুইয়া ঐলি রে কানা।—ত্রিপুরা জেলার গান।

কুকিল ডাইক না রে

ঐ মহুর সুরে।

শুন্যা অবলার পরাণ

যাইরম্ যাইরম্ করে ॥—ঐ

রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিলাস

রাধিকার মানভঙ্গ (নরোত্তম ঠাকুর) হইতে,—

১। দুই রূপ সমতুল।
কালা জলে জবা ফুল॥
২। যেন শোভে শ্যামর কোলে।
চান্দের মালা মেঘের গলে॥
৩। মোর রূপ শশিকলা।
যেন শোভে মেঘমালা॥
৪। ঘাটের নৌকা ঘাটে আছে।
কাণ্ডারী পলাইযা গেছে॥
৫। জা রে নাগর মান ভিতে।
জথা তোমার লএ চিতে॥
৬। যার প্রাণধন যে।
তারে মান করে কে॥
৭। রবির প্রকাশ দেখি।
প্রফুল্ল কমলামুখী॥
৮। তুমি যদি মাযা কর।
জগৎ ভুলাইতে পার॥
৯। তোমার ভকতো যেই।
তব মাযা বুজে সেই॥
১০। ললাটে সিন্দুর ফোটা।
যেন রবি করে ছটা॥
১১। তোমার কঠিন হিয়া।
দয়া নাই চান্দমুখ চাইয়া॥
১২। যদি মরে নীলমণি।
কেমনে বাচিবে ধনী।
১৩। মান করে কি করিলি।
পাইয়া নিধি হারাইলি॥
১৪। তর মানে এই হবে।
কান্দিতে জনম জাবে॥
১৫। তৃণের আনল যেন।
নারী লোকের মান তেন॥
১৬। শুন রসবতী গোরী।
তোমার অন্তরে হরি॥
১৭। তোমার মান অতি হস্যা।
দংশিবে তোমার হিযা॥
১৮। তুমি বল কাল কাল।
যার কাল তার ভাল॥
১৯। শ্যাম অঙ্গ যদি দেখে।
রাই নয়ান মুদিযা থাকে।
২০। চান্দে মেঘে হইল দেখা॥
২১। মধুভরে ভাঙ্গে কলি।
তথাপি না য়াইসে অলি॥

শ্রীরমেশ বসু

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চত্রিংশ খণ্ডের

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

য

র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

নরেন্দ্রনাথ লাহা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৫

গ্রাহক পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।] [মফস্বলে ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।

পঞ্চত্রিংশ ভাগের সূচী

চত্বারিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

ন্যায়দর্শন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। সাধারণ ও সদস্য-পক্ষে মূল্য যথাক্রমে—২৷৷০, ১৷৷০, ২৸০, ২৷০, ২৲, ১৷৷০, ২৲, ১৷৷০; ২৷৷০, ২৲, সমগ্র গ্রন্থ এক সঙ্গে ৮৷৷০, ৬৷৷০।

Indian Antiquary (Oct.1938)--*** If we could get such volumes not only in other systems of philosophy but also in different branches of Sanskrit literature from the hands of similar old-type *Pandits*, much valuable tradition which is still living would be preserved

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (April 1933, P 471)···This work will remain for many years the standard work in Bengali on the Nyayasutras

কৌলমার্গ-রহস্য—৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্তৃক সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম.এ, বি.এল. মহাশয়-লিখিত ভূমিকা এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম.এ. মহাশয়-লিখিত সঙ্কলয়িতার জীবন-বৃত্তান্ত সমেত। এই গ্রন্থমধ্যে বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সমেত কৌলোপনিষৎ, বামেশ্বর-কৃত বৃত্তির তাৎপর্য্য সহ পরশুরাম-কল্পসূত্রের কৌলধর্ম্ম-বিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্র ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ এবং উমানন্দ-কৃত নিত্যোৎসবের অংশ-বিশেষের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৷০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৷৵০ ও সাধারণের পক্ষে ১৷৷০।

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন—সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ, এম-এ, বি-এল। এই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত বহু জ্ঞাতব্য কথা সুললিত পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য—১৲, পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৸০।

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-বিরচিত। সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বাইশ অধ্যায়ে বাইশ রসের অবতারণা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম-তত্ত্ব সুললিত কবিতায় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেরও পূর্ব্বে লিখিত এবং অপ্রকাশিতপূর্ব্ব। সম্পাদক মহাশয়দ্বয় বৃহৎ ভূমিকা, ভাষা-টীকা এবং শব্দ-সূচী সংযোজনা করিয়াছেন। মূল্য—সাধারণের পক্ষে ১৷৷০; পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৲।

প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩৩৪):—প্রাচীন বাঙলা কাব্যসাহিত্যের রত্নাগার হইতে যে কয়েকটি বহুমূল্য পুথিরত্ন গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও কবিবল্লভের এই রসকদম্ব গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পরেই ইহার স্থান। ইহা সহজ-তত্ত্ব বিষয়ক বহি হইলেও কাব্য হিসাবে খুব উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ। সকলকেই এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই বইখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর An Introduction to the Study of the Post-Caitanya Sahajiya Cult পুস্তকের পরিশিষ্টে এই পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বাঙলার সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার এতটুকু শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে, তিনি যেন এই বইখানি পাঠ করিয়া দেখেন।

সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম—কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর সঙ্কলিত। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত এই বৃহৎ সঙ্গীতের কোষ গ্রন্থে ভারতের প্রচলিত নানা ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরব্য, পারস্য, পেগুয়ান, ইংরেজী ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান রহিয়াছে। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গানের সংখ্যা ১৩৮৯২। ইহা সঙ্গীতালোচনাকারিগণের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। মূল্য ১০৲ টাকা।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'সমাচারদর্পণ' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র হইতে সে কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই গ্রন্থে বিষয়-বিভেদে এবং পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, সমাজ, ভাব ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনাকারিগণের অবশ্যপাঠ্য বলিলে বেশী বলা হয় না।

প্রথম খণ্ডের মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২৶০, সাধারণের পক্ষে ২।০।

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য—৩৲, ৩।০, ৩॥০ টাকা।

কয়েকটি অভিমত

আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—"Mr. Brajendranath Banerji has been doing a public service by unearthing from the newspaper-files of a century or more ago valuable materials.—*Life and Experiences of a Bengali Chemist*," p. 377.

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার—"ব্রজেন্দ্রবাবু ইতিহাস-রচনায় যে-সব গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই সংকলন ও সম্পাদন কার্য্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই গ্রন্থখানিকে এক দিকে সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ সাহিত্যে এবং অপর দিকে পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন। যুগে যুগে বঙ্গের ঐতিহাসিক ছাত্রগণ ইহার সাহায্য লইতে বাধ্য হইবে।"—ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৯।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর—"যত দিন যাইবে, ইহার মূল্য তত বাড়িবে।"

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—"It is a book for all libraries—family libraries as well as personal collections of books, and I can thoroughly recommend it for perusal by all Bengali readers."—*The Amrita Bazar Patrika, Jan 15, 1932.*

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—"Highly interesting and useful work all students interested in the cultural history of Bengal during last centnry will be eagerly looking forward to the continuation of these studies."—*The Modern Review*, Nov. 1932.

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—"বাঙ্গালীর একশত বৎসরের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সাহিত্য ও সমাজের যদি একখানি নিখুঁত ছবি আপনারা দেখিতে চাহেন, তবে এই বইখানি পাঠ করুন।"—বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৯।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

৩য় ভাগ, ৩য় খণ্ড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির এই বিবরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয়ের লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা এবং বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সমেত প্রকাশিত হইল। মূল্য সদস্য-পক্ষে ॥০ সাধারণের পক্ষে ৷৶০।

এডওয়ার্ডস্ টনিক
ম্যালেরিয়া আদি
জ্বররোগে অব্যর্থ
বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস
কলিকাতা

এই পুস্তকগুলি পরিষদের কার্য্যালযে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে ঃ—

১। পরিষদেব চিত্রশালাব অন্তর্গত প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি, ধাতুমূর্ত্তি প্রভৃতির ইংরেজী সচিত্র বিবরণী—*Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad*। ভূতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি. ই., এম. আর. এ. এস প্রণীত। মূল্য—পরিষদেব সদস্য-পক্ষে ৩৲, শাখাব সদস্য-পক্ষে ৩৸০ ; সাধারণ-পক্ষে ৬৲।

২। **প্যারীচাঁদ মিত্র**—ডকটব স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম. এ. এল. এল. ডি., সি আই ই—৴০।

৩। **মন্দিরা**—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ৷৷০।

৪। **ভাষাতত্ত্ব** (১ম ও ২য় খণ্ড)—৺শ্রীনাথ সেন মহাশয়-রচিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ১৲।

৫। **সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব**—স্বর্গীয় অধ্যাপক ডক্টব অভয়কুমাব গুহ এম এ, পি-এইচ ডি। মূল্য—২৲।

৬। **গৌড়ের ইতিহাস** (১ম খণ্ড, হিন্দু রাজত্ব)—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত—১৲

এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ (নৈহাটী) এবং পঞ্চদশ (বারানগর) অধিবেশনের সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণ (মূল্য, প্রতিখণ্ড ২৲) ও সম্মিলনের কতিপয় শাখার সভাপতির অভিভাষণ (মূল্য প্রতি খণ্ড ৵০) বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী

(ক) বৃন্দাবন-কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, মূল্য সাধারণ-পক্ষে ২৷৷০, সদস্য-পক্ষে ১৸০

(খ)	মেঘদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ ...	১৲,	৸০
(গ)	ঋতু-সংহারম্ (মূল টীকা ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ...	১৲,	১৲
(ঘ)	পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার ...	৷৵০,	৷৵০
(ঙ)	উত্তরপাড়া-বিবরণ—শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৷০,	৷০
(চ)	ভারত-ললনা—৺রামপ্রাণ গুপ্ত ...	৴০	৴০
(ছ)	A History of Bengali Literature—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বি-এ	২৲,	২৲
(জ)	Rabindranath : His Mind and Art and other Essays ঐ	১৲,	১৲

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নিবেদন

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যে অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে, তৎপ্রকাশার্থ এবং তাঁহার মহনীয় স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে যথোচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য গত ২০এ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনের নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নে লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়, এবং ঐ প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য "হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতি" নামে এক সমিতি গঠিত হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কীর্ত্তি বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে সুপরিচিত। যথোপযুক্তরূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা হয়, এ বিষয়ে সকলেই একমত। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট সম্মান পোষণ করেন—এই বিশ্বাসে পরিষদের সঙ্কল্পিত এই স্মৃতি-রক্ষার ব্যাপারে তাঁহাদের নিকট সহযোগ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। পরিষদের এই স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক যথোচিত সহায়তা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

বশংবদ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

সভাপতি।

—স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইবে।

(খ) স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য যে চাঁদা সংগৃহীত হইবে, তদ্দ্বারা একটি ভাণ্ডার স্থাপন করা হইবে। সেই ভাণ্ডারের লভ্য হইতে বর্ষে বর্ষে কিংবা দুই তিন বৎসর অন্তর যিনি ভারতীয় ইতিহাস (Indology) সম্বন্ধে গবেষণামূলক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বা সন্দর্ভ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাকে অভিনন্দনস্বরূপ পদক বা পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হইবে।

(গ) যদি যথোপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহ হয়, তবে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বিক্ষিপ্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধসকল স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইবে।

এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আপাততঃ নিম্নলিখিত অর্থের প্রয়োজন—

(ক) প্রথম প্রস্তাব অনুসারে মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণে	আনুমানিক	১৫০০৲
(খ) দ্বিতীয় ,, ,, বৃত্তির জন্য	,,	৫০০০৲
(গ) তৃতীয় ,, ,, গ্রন্থপ্রকাশের জন্য	,,	১০০০৲
		৭৫০০৲

শ্রীগণপতি সরকার

হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[চত্বারিংশ ভাগ]

বঙ্গে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালি *

বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র সৌরসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু তথাপি হিন্দুসমাজে সূর্য্যদেবের সম্মান বিশেষ কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাঁচটী প্রধান দেবতার পূজা করিয়া থাকে বলিয়া আধুনিক কালের হিন্দু 'পঞ্চোপাসক' নামে অভিহিত। এই পাঁচ-দেবতার[১] মধ্যে সূর্য্য অন্যতম। সমস্ত কৃত্যের প্রারম্ভে বিঘ্ননাশের জন্য যেমন বিঘ্নবিনাশন গণেশের অর্চ্চনা করিবার বিধান আছে, সেইরূপ, সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান করিবারও নিয়ম রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনায় সূর্য্যের উপাসনাই যে প্রধান স্থান অধিকার করে তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

বঙ্গের নানাস্থানে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তি একসময়ে বঙ্গে সূর্য্যপূজার বহুল প্রচারের সূচনা করে।[২] প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁহার একটী পদে[৩] সূর্য্যপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বঙ্গের নানা স্থানে বিভিন্নসময়ে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যব্রত ও আনুষঙ্গিক উৎসবাদির প্রচলন আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] এই সকল অনুষ্ঠান সাধারণতঃ স্ত্রীসম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। কুমারীদিগের মাঘব্রত বা মাঘমণ্ডলব্রত, গৃহিণীদিগের চুঙীর ব্রত বা ইথুপূজা ও বর্ষীয়সীদিগের চাপরা বা সূর্য্যব্রত সূর্য্যোপাসনারই বিভিন্ন প্রকার[৫]।

---

* ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২০এ মাঘ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। এই পাঁচ দেবতার নাম সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক মতে 'সূর্য্যো গণেশঃ শিবো দুর্গা ততো বিষ্ণুশ্চ পঞ্চমঃ।' আর এক মতে—'গণেশং সবিতা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা ইতি ক্রমাৎ।'

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩শ খণ্ড) চুঁচুড়ায় প্রাপ্ত এক সূর্য্যমূর্ত্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত একটী সূর্য্যমূর্ত্তি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোণারঙ্গ ও আবদুল্লাপুর প্রভৃতি গ্রামে এখনও সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত ও পূজিত হইতেছে (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৬, পৃঃ ৫০৯)।

৩। চণ্ডীদাসের পদাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ—পৃঃ ২৮)।

৪। সূর্য্যদেবতাকে আশ্রয় করিয়া নানা লৌকিক কৃত্য কেবল বাঙ্গালা দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল এবং আছে। জগতের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবতার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ভারতের নানা স্থানে জনসাধারণের মধ্যে সূর্য্যপূজার স্বরূপ ক্রুক্ (W. Crook) সাহেবের *An introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India* গ্রন্থের ৪-৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

৫। এই সকল অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। চুঙীর ব্রত পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত। এই ব্রতে অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে নল গাছের চোঙার মধ্যে একুশটি দূর্ব্বা ভরিয়া উহা দুগ্ধে স্নান করাইয়া সূর্য্যকে নিবেদন করা হয়। ইহার 'কথা' পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ইথুপূজার 'কথা'র অনুরূপ। মাঘমাসের শুক্লপক্ষের রবিবারে চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সূর্য্যব্রতের এক বিবরণ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক Journal of the Anthropological Society of Bombay নামক পত্রে (১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬) প্রদত্ত হইয়াছে।

সূর্য্যমাহাত্ম্যদ্যোতক এবং সূর্য্যচরিতবর্ণনাত্মক বিভিন্ন কাহিনী এই সকল ব্রতাদি উপলক্ষে শ্রদ্ধার সহিত গীত ও কথিত হইয়া থাকে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে লহনা ও খুল্লনা—এই দুই ভগ্নীর করুণ বিবরণপূর্ণ কাহিনী বেহুলা-লখীন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা, এবং শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীরই ন্যায় করুণরসপূর্ণ। ইহাও সাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদ্। তবে দুঃখের বিষয়, সাহিত্যিক সমাজে এই কাহিনী তেমন পরিচিত নহে। সূর্য্যপূজার কথা হিসাবে মেয়েলি ব্রতকথার পুস্তকগুলিতে এই কাহিনীটা বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৩১ শকে রামজীবন এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া সূর্য্যের এক পাঁচালী রচনা করেন। এই পাঁচালী চট্টগ্রামের স্বর্গগত কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters-এর পঞ্চদশ খণ্ডে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। সূর্য্যের বাল্যলীলা, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-পূর্ণ আর একটী সরস উপাখ্যানের কিয়দংশ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে[১] প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে[২]। সম্প্রতি আমি ফরিদপুরের কোটালিপাড়া হইতে সংগৃহীত সূর্য্যের এক পাঁচালীতে এই উপাখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ পাইয়াছি। তবে আমার সংগৃহীত উপাখ্যানও বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে—অনেক স্থলেই ইহার অংশবিশেষের পরিসমাপ্তি নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। মাঘমণ্ডল ব্রতোপলক্ষে মাঘমাসে প্রাতঃকালে কুমারীগণ মধুর স্বরে এই পাঁচালী গান করিয়া থাকে। মাঘমণ্ডল ব্রতের কিছু বিবরণ দেওয়া এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ব্রত শ্রীহট্টে প্রচলিত মাঘব্রতের অনেকটা অনুরূপ। ফরিদপুর অঞ্চলে কুমারীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে বৃত্তাকার মণ্ডল উৎকীর্ণ করিয়া তাহার উপর পাঁচ বৎসর যাবৎ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এই বৃত্তের উপরে ও নীচে বৃত্তাকারে ও অর্দ্ধবৃত্তাকারে যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতীক কল্পিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষে এক একটী মধ্যবৃত্ত বর্দ্ধিত করিয়া পঞ্চম বর্ষে প্রতিষ্ঠার সময় পাঁচটী বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া থাকে[৩]।

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দূর্ব্বাগুচ্ছ সহযোগে চোখে এবং মুখে জল ছিটাইয়া দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'চউখে মুখে পানি দেওয়া'।

সূর্য্য উদিত হইলে 'বাবৈল' ভাসাইতে হয় এবং এই প্রসঙ্গেই সূর্য্যের পাঁচালি গান করা

১। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়—প্রথমখণ্ড, পৃঃ ১৬৪ প্রভৃতি।

২। Journal of the Department of Letters, পঞ্চদশ খণ্ড।

৩। এইরূপ ব্রত অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই ভারতের নানা স্থানে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। গৌতমধর্ম্মসূত্রের ব্যাখ্যায় (২।১।২০) হরদত্ত এইরূপ একটী ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"মেষস্থে সবিতরি চৌলেষু কুমার্য্যো নানাবর্ণৈর্জ্যোতি র্ভূমাবাদিত্যং সপরিবারমালিখ্য সায়ং প্রাতঃ পূজয়ন্তি।" (গৌতমসূত্র, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, পৃঃ ৮৫)। তবে হরদত্তের উল্লিখিত ব্রত মাঘমাসে অনুষ্ঠিত না হইয়া বৈশাখে হইত।

হয়। মাটী দিয়া তৈয়ারী করা সূর্য্য ও গৌরীর প্রতীকের নাম বারৈল। এই বারৈল দুইটাকে ফুল ও দূর্ব্বা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া একখানি পিড়িতে বসাইয়া ব্রতিনী নিম্নোক্ত-রূপে গান করিতে করিতে উহা পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দেয়।

বারৈল যান ভাসিয়া ভাই আসেন হাসিয়া।
হলদিয়া পক্ষীটী ডালে ডালে
আমার ভাই আসতে লাগ্‌ছেন কড়িয়া জাঙ্গালে।
কড়িয়া জাঙ্গাল কড়িয়া জাঙ্গাল মিষ্ট মালুম মাজা।
ভাই আমার লঙ্কেশ্বর বাপ আমার রাজা॥
দইলো লোচা লো চা।
সূর্য্যাইরে দিব মোরা ক্ষীরোদের কোছা।
ক্ষীরোদের কোছা না লো গরদের জোড়।
আন্ গৌরীরে ডাক দিয়া বড় ঘরের ছাইচ দিয়া।
বড় ঘর কড়মড় করে গৌরীর কানের সোনা নড়ে।
গৌরী গো বসে মোর কম্ম দশে।
গৌরীর মায় ঝাটিকাটি গুয়া কাটে কুটি কুটি
পান সাজায় বাটা বাটা
খাও লও গৌরীর জামাই চুনে আর খড়ে।
তবে সে দিব মোরা গৌরমণিরে দানে॥
ও গাছের জালিয়া কে
সোনার বারৈল জলে দিয়া জল ছিটাইয়া দে।
আম কাঠালিয়া পিড়িখানি ঘৃতে ম ম করে।
তাতে বসিবে কে
আমার ভাই ··· তাতে বসিবে সে॥

বারৈল ভাসানের পর মণ্ডলের উপর ফুল ছড়াইতে হয়। এই অবসরে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হয়।

মাঘমণ্ডল মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল সোনার কুণ্ডল।
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া লাড়ু শাখার আগে সোনার খাড়ু॥
মাঘমণ্ডল ·· ··· ·· ··· ···
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া মৌ আমি বড় মানুষের পুতের বৌ॥
রুক্মিণী পূজি কি বড় মাগি।
আপনি স্থির সোয়ামী হইলেন পৃথিবীর বীর॥
আগ পূজিয়া মাগলাম বর ছোট জামাই বড় ঘর॥
ঘাইটী কাটিয়া লো ভাইটী পাইলাম।
ভাইটীর দুইটী শত্রু নখে খুটিয়া ফেলাইলাম।

দহেশ্বর কাটি মোয়া পাঞ্জা পাঞ্জা
ভাই মোর লক্ষেশ্বর বাপ মোর রাজা ॥
শ্রীসূর্য্যদেব তুমি ফের বাড়ী বাড়ী।
আমি কাটি তোমার চাম্পা১র দাড়ী ॥
সূর্য্যের কাণে দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল।
চন্দ্রের কাণে দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥
মধ্য আকে২ দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥

পিতৃকুল ও পতিকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা এই ব্রতের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পতিবিষয়ক প্রার্থনার মধ্যে 'বড়মানুষের পুতের বৌ' হইবার ইচ্ছা, 'ছোট জামাই বড় ঘর' লাভের আগ্রহ এবং 'পৃথিবীর বীর' স্বামী পাইবার ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধনী এবং বীর স্বামী পাইবার লোভ সকল দেশের ও সকল সময়ের স্ত্রীলোকেরই স্বভাবসিদ্ধ 'ছোট জামাই' পাইবার প্রার্থনা পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথার বহুল প্রচলনের যুগের সূচনা দেয়।

এই মাঘমণ্ডলব্রতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সূর্য্যের পাঁচালির বিভিন্ন অংশ গীত হয়। শীতের প্রত্যূষে কুমারীকণ্ঠনিঃসৃত এই মধুর সঙ্গীত ঘরে ঘরে শুনিতে পাওয়া যায়। যিনি একবার এই সঙ্গীত শুনিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। অবশ্য এই পাঁচালি সর্ব্বত্র সুসঙ্গত নহে—ইহার সর্ব্বাংশের অর্থও তেমন সুপরিস্ফুট নহে। তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ ও করুণরস শ্রোতৃমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। সূর্য্যের পূর্ব্বরাগের বিবরণ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের কথা মনে জাগাইয়া দেয়। বিবাহের পরে গৌরীর শ্বশুরগৃহাভিমুখে যাত্রাকালীন যে করুণ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানকালে অল্পপরিচিত হইয়া উঠিলেও একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। অন্যান্য গ্রাম্যসঙ্গীতের ন্যায় ইহাও অজ্ঞাত কবির হৃদয় হইতে স্বত উৎসারিত, তাই ইহা অনায়াসেই শ্রোতা এবং পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করে।

আমি এই পাঁচালি আমার নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ কোন কোন স্থলে শব্দের গ্রাম্য রূপ ত্যাগ করিয়া সাধু রূপ দিয়াছি মাত্র।

এই পাঁচালিতে উল্লিখিত সূর্য্যের শ্বশুর উড়িয়া ব্রাহ্মণ রাজা কে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পুরাণমতে সূর্য্যের স্ত্রীর নাম ছায়া—আমাদের আলোচ্য পাঁচালির মতে তাঁহার নাম গৌরী, গৌরমণি, গৌরা বা গৌরা পার্ব্বতী। সূর্য্যকে একস্থানে পাঁচালি মধ্যে শিবাই শঙ্কর (৯৯ পংক্তি) বলা হইয়াছে। সূর্য্যের সহিত শিবের এই অভেদ স্থাপনের মূল কোথায় জানি না। তবে এই পাঁচালিতে এবং অন্যত্র একাধিক স্থলে সূর্য্যের সহিত বিষ্ণুর অভেদ

১। ঘাই, দহেশ্বর, চাম্পা—ঘাসজাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ্। ছড়া আবৃত্তির সময় এইগুলি নখ দিয়া ছিঁড়িতে হয়।

২। আক—দাগ।

প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই পাঁচালিতে (৬০, ৭২, ৯৭ পংক্তিতে) সূর্য্যকে জগন্নাথ, নারায়ণ ও গদাধর বলা হইয়াছে। সূর্য্যের অন্যান্য কোন কোন কাহিনীতে সূর্য্যনারায়ণ বা ইথুনারায়ণ শব্দেও সূর্য্য ও নারায়ণের অভিন্নত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়[১]। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত সূর্য্যব্রতে স্ত্রীলোকেরা কৃষ্ণের গান গাহিয়া থাকে।[২]

এই সকল কাহিনীতে কয়েকটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। দুই একটী বিবরণে সূর্য্যের আকৃতির বর্ণনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। যথা—

'ইথু নারায়ণ ঠাকুর নমঃ নমবর্ণে, তাম্রাহন কর্ণে, গেরুয়াবস্ত্র পরনে, হাতে সোঁটা [illegible]
মহিলাব্রতকথা, কিরণবালা দাসী, (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী), পৃ [illegible]
'লাটার ল্যাখান চোখ, বাটার ল্যাখান মুখ, কুলার ল্যাখান কান, মূলার ল্যাখান দাঁত তামকুণ্ডের মত মাথা, লাল লাঠি হাতে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় —চুঁটি ব্রতের কথা (ফরিদপুর)

শক্তিপূজায় যেরূপ কোন কোন স্থানে সাধক স্বগাত্র-রুধিরাদি দ্বারা দেবীর তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, সূর্য্যপূজায় সেইরূপ আচারের ইঙ্গিত আমরা সূর্য্যের এক কাহিনীতে পাইয়াছি। যথা—

পাত্রের বাতী আপনার জিব কেটে সাজুত করে প্রদীপ [illegible], ঠাকুর মালুইচাকি বটে তাইতে করে ধূপ দিলেন, মাথার চুল দিয়ে চামর ঢুলাইতে লাগিলেন মহিলাব্রতকথা কিরণবালা দাসী, পৃঃ ৭৮।

এই মুখবন্ধের পর আমরা নিম্নে আমাদের সংগৃহীত পাচালিটী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

[সূর্য্যের জাগরণ]

ওঠো-ওঠো রাউল রে ঝিকি মিকি দিয়া।
সুবর্ণের [২]খুম খাড়ু নিশিরে থুইয়া॥
নিশিরে থুইয়া না লো ঝাপুর ঝুমুর।
আমাদের রাউলের হাতে তাম্বুল॥
হাতে তাম্বুল না লো পাছে থুইয়া।
নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়া॥
নিলি নিলি বাওন ঝি ও তোর কে।
ভাসুর পো না লো দ্যাওর্ পো॥
দ্যাওর্ পো হৈয়া কি কাম করে।
রাজার দুয়ারে পাশা খেলে॥ ১০

১। সূর্য্য ও নারায়ণের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও অভেদ এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রিয়ারসন্ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সূর্য্যপূজা হইতেই বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় (Bulletin of the School of Oriental Studies পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৬৬৯ পৃষ্ঠায়) গ্রিয়ারসন সাহেবের এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

২ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্ব্বাংশ)—অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পৃঃ ৯৩-৪।

১ রাউল— রাজা, যোদ্ধা। (এই পাদটীকাগুলি পাঁচালির পংক্তির সংখ্যানুসারে দেওয়া হইয়াছে)।

২ খুমখাড়ু—অলঙ্কারবিশেষ। নিশিরে—শিশিরে।

খেলুক পাশা জিতুক কড়ি।
তা দিয়া কেন্‌বো মোরা সূর্য্যাই বাউলের পিড়ি ॥
সূর্য্যাই বাউলের পিড়িখানি নেতে পিছল।
তাতে লাইগ্‌গা গেল ধোপাঝির আচল ॥
নে নে ধোপাঝি নেত্‌খান ধুইয়া। ১৫
যাইট কাওনের পান গুয়া খাইয়া ॥
যাইট কাওন না লো ঝড়ার মূল।
ভায়া যাবেন লো বিক্রমপুর ॥
বিক্রমপুর না লো বড় বড় লাড়ু।
মার্ লৈয়া আন্‌বেন লো সুবর্ণের খাড়ু ॥ ২০
বাপের লৈয়া আন্‌বেন লো দোলা ঘোড়া।
ভাইর লৈয়া আন্‌বেন গো পাজি পুথি ॥
বুইনের লইয়া আনবেন লো খেলার ড়ুখি ॥
সতাইর লৈয়া আনবেন কুইয়া পুঠি।
এইয়া শুনিয়া সতাই তুমি সুন্দর বনে যাও। ২৫
সুন্দরবুনিয়া বাঘ ওরে সতাইরে ধরিয়া খাও।
চাপ ছিপ না লো বেড়ের মাটী ॥
আমাগো বাপ ভাই লোহার কাঠী ॥
লোহার কাঠী হইয়া কি কাজ করে।
স্বর্গে উঠিয়া জোকার পাড়ে ॥ ৩০
জয় দিব না লো জোকার দিব।
সোণার দুইটি ভাই বুইন কোলে করিয়া নিব ॥
আগর চল লো দুয়ার মেল লো।
জুতি মালতী মেলিয়া মার্‌লাম ঘরে।
কত নিদ্রা যাও রে সূর্য্যাই জোর পাশর ঘরে ॥ ৩৫
সূর্য্যাইর ঘরের দুয়ারে সোণার মৃদঙ্গ বাজে।
তবু না সূর্য্যাই রাউলের নিদ্রা ভাঙ্গে ॥

---

১৩ নেত—রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র।

১৪ লাইগ্‌গা—লাগিয়া। ধোপাঝি—রজককন্যা।

১৬ কাওন—কাহণ। ২৩ ড়ুখি—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত খুড়িজাতীয় বস্তু।

২৪ কুইয়াপুঠি—অতি ছোট ছোট পুঁটিমাছ।

২৫ সত্যাই—বৈমাত্রের ভ্রাতা

২৬ সুন্দরবুনিয়া—সুন্দরবনের। ২৭ বেড়—ডোবা।

৩০ জোকার—উলুধ্বনি। ৩৪ মেলিয়া মার্‌লাম—ছুড়িয়া মারিলাম।

ওঠো বাউল উদয় দিয়া   নগুণ পৈতা গলায় দিয়া
ছগুণ ছাতি মাথায় দিয়া   রাঙা লাঠি হাতে কইর্যা
বাওন বাড়ীর উপর দিয়া। ৪০
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান   পৈতা কাটে অতি বেয়ান।
ওঠো রাউল উদয় দিয়া   ... .
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান   ফুল জোগায় অতি বেয়ান
ওঠো বাউল ..   ..
কুমারের মাইয়া বড় সেয়ান   নাগী জোগায় অতি বেয়ান। ৪৫
ওঠো বাউল ...   .
বারির মাইয়া   পান জোগায় অতি বেয়ান।
ওঠো বাউল   ... ...
তেলির মাইয়া বড় সেয়ান   তেল জোগায় অতি বেয়ান।
ওঠো বাউল ৫০
ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান   কাপড় জোগায় অতি বেয়ান।
ওঠো রাউল   ... ..
বাওনের মাইয়া সেয়ান   ফুল চন্দন জোগায় অতি বেয়ান।

সূর্য্যাই ওঠেন কোন বণে
সূর্য্যাই ওঠেন তাম্বূল বণে। ৫৫
সূর্য্যাই ওঠেন কোন দিক্ দিয়া
সূর্য্যাই ওঠেন পূব দিক্ দিয়া
তিতৈল গাছের আড় দিয়া
তিতৈল গাছ মেলিল পাত
সূর্য্যাই ঠাকুর জগন্নাথ। ৬০

আমতলার শীতল পানি   তাতে সূর্য্যাইর গাড়ু গামছা ধোয়া পানি।
চন্দনতলার শীতল পানি   তাতে সূর্য্যাইর মুখধোয়া পানি॥

[সূর্য্যের পূর্ব্বরাগ]

উড়িয়া রাজার দুইটী কন্যা বসিয়া রৈছে ঘাটে।
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন মাঠে মাঠে॥
উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে সাড়ী। ৬৫
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী॥

---

৫৫ তাম্বূল—এস্থলে ইহার অর্থ 'তাম্র'।

উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে কেশ রে।
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ধরেন নানা বেশ রে ॥
উড়িআ রাজার দুই কন্যা মলখাড়ু দিছে পায় রে।
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায় রে ॥৭০

[সূর্য্যের স্বপ্ন দেখান]

শুইয়া রইছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর নিদ্রায় দিছ মন রে।
চক্ষু মেলি চাইয়া দেখ শিয়রে নারায়ণ রে ॥
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তাহার মনে বড় ইচ্ছা সূর্য্যাইরে পাবে পতি ॥
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম। ৭৫
শঙ্খবস্ত্র দিয়া কন্যা সূর্য্যাইরে কর দান ॥

[কন্যার পিতাকে সূর্য্যের সাহায্য দান]

ব্রাহ্মণী বলেন—'ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি নাই তোর ঘটে।
ভিক্ষা করি খাও রে ব্রাহ্মণ কন্যা দিবা কারে।'
কেমন করি দিব রে কন্যা আমার চালে নাই ছোন রে।
সূর্য্যদেবের বরে লামলো ঘরামি চৌদ্দ জন রে ॥ ৮০
কেমন করি দিব রে কন্যা আমার উঠান ভরা বন রে।
সূর্য্যদেবের বরে লামলো ভূইমালি চৌদ্দ জন রে ॥
ঘর হৈল দুয়ার হৈল হৈল টাকা কড়ি।
সূর্য্যদেবের বরে হৈল সোনার চৌয়াড়ি ॥
যে দোকানে গৌরমণি শঙ্খ কেনতে যায় রে ॥ ৮৫
সেই দোকানে ছাওয়াল সূর্য্যাই ছত্র ধরেন শিরে রে ॥
সাক্ষী থাইকক দেবধর্ম্ম সাক্ষী থাইকক তোমরা।
অকুমারী গৌরী আমি ॥
সম্মান নারিকেল তেলে কামারে দোকান মেলে।
সোণা দিব সেরে সেরে (আরে) রূপা যত লাগে। ৯০
এমন করি গড়বা গয়না আমার গৌরীর অঙ্গে লাগে ॥
দেখ দেখ মালিয়া রে কিসের ভরা আইসে।
অর্দ্ধেক গাঙ জুড়িয়া রে ফুল মটুকের ভরা আইসে ॥
আসুক আসুক আসুক ভরা লাগুক আসি ঘাটে।
আমার গৌরমণির বিয়া শনি মঙ্গল বারে ॥ ৯৫

---

৮২ ভুইমালি—যাহারা ভূমি পরিষ্কার করে।
৮৮ অকুমারী—কুমারী, অবিবাহিতা। ৯৩ ভরা—নৌকাপরিপূর্ণ জিনিষ।

[সূর্য্যের বিবাহ যাত্রা]

ওপারে কিসের বাদ্য বাজে।
বাউলের বেটা গদাধর বিয়া করতে সাজে ॥
আম পাতা মচ মচ করে   কাঁঠাল পাতা কড়মড় করে
শিবাই শঙ্কর বিয়া করে।
সাজ সাজ গদাধর পায়ে নূপুর দিয়া। ১০০
ঘরে আছে গৌরা পার্ব্বতী তুলিয়া দিব বিয়া ॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন মায়ের আজ্ঞা লৈয়া।
মায়েতে আশীর্ব্বাদ করেন শিরে হাত দিয়া ॥
বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই চিরজীবি হৈয়া।
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন বাপের আজ্ঞা লৈয়া ॥ ১০৫
বাপেতে আশীর্ব্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া।
বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই দিগ্বিজয়ী হৈয়া ॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন গুরুপুরৈতের আজ্ঞা লৈয়া।
গুরু পুরৈতে আশীর্ব্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া।
বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই রাজরাজেশ্বর হৈয়া ॥ ১১০
আমের ছত্র বিল্বপত্র দধির আশ্রয় দিয়া।
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন (সুমুখে) সোনার ঘটি লইয়া ॥
জননীতে ধোয়ায় হাত দুগ্ধেতে ডুবাইয়া।
অঞ্চলে মুছাইয়া মুখ বলে কর্ণে গিয়া ॥
একেশ্বরে যাও গো বাপ দোসরে আসিও। ১১৫
পরের ঝিরে পাইয়া না জননী পাসর ॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন সুমুখে সোণার ঘটী।
আগে পাছে লোক লস্কর মধ্যে নাচে নটী ॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করিয়া এদিক্ ওদিক্ চান।
যেদিকে শোনেন বাজনার শব্দ সেই দিক্ চলিয়া যান ॥ ১২০
চন্দন গাছ কাটিয়া দেরে সূর্য্যাই হবেন পার।

[সূর্য্যের বিবাহ]

নব রত্তন পিড়িখানি মধ্যে মধ্যে সোনা।
দেবগণে ধরিয়া তোলে পিড়ির চাইরো কোণা ॥
দেবগণ দেবগণ রত্নসিংহাসন।
চারি চক্ষে দুই মুখে হইল দরশন ॥ ১২৫

---

১১৫ একেশ্বর—একাকী। দোসরে—দুজনে।

স্থর্য্যাই ভাল বিচার কব
নিকটিয়া ফুলেব মালা উদয় মেলিয়া ধর।
এক ফুল খোটেন স্থর্য্যাই আরো ফুল চান।
মালিয়াব মালঞ্চ পুষ্প অধরে যোগান॥
লামা লামা ডাক্ পড়ে লামা স্থিতি স্থলে। ১৩০
পঞ্চ হরতকী দিয়া দিয়া বস্থা দান করে।
মানুষ জনে ডাকিয়া বলে আকাশে নাই বে তারা।
শীঘ্র কবিয়া তুলিয়া দ্যাও বে স্থর্য্যাইব বিয়াব দাড়া॥
শাশুরীতে বাঁধেন দাড়া দুধে আব গুড়ে।
শালা বৌতে ঢালেন দাড়া স্থবর্ণেব থালে॥ ১৩৫
শাশুরী আইলেন ভাত দিতে
খসিয়া পইল সাড়ী
রাম রাম বলিয়া স্থর্য্যাই নাকে দিলেন হাত।
কেন বা আসিলাম আমি শাশুরীর সাক্ষাৎ॥ ১৪০
তোমরা বল আমার স্থর্য্যাই পাগল পাগল।
আমার স্থর্য্যাই পাগল নয় বে রসেব নাগর॥

[সূর্য্যের গৃহ প্রত্যাগমনের প্রস্তাব]

স্থবর্ণের খাটপাট নেতের মশারী।
তাহাব মধ্যে শয়ন করেন স্থর্য্যাই আব গৌরী॥
কাউয়ায় কবে কল বল কোকিলেব ধ্বনি।
জাগ রে জাগ রে গৌরমণি দেশে যাব আমি॥ ১৪৫
'তোমার দেশে যাব রে আমি মা বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার মা যে মা বলিও তারে॥'
'শোন রে বুদ্ধির সাগব বুদ্ধি নাই তোর ঘাড়ে।
পরের মারে মা বলিলে কাব প্রাণ ভরে॥
পরের বাপকে ডাকলে বাপ কার প্রাণ ভরে॥' ১৫০

---

১৩৫ দাড়া—বিবাহের দিন কন্তার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া অন্য কেহ ধান সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া সেই ধানের চাউল প্রস্তুত করেন। সেই চাউল হইতে রাত্রিতে অন্ন প্রস্তুত হয়।, ধান সিদ্ধ করিবার সময় একটী আথের পাতায় আঠার জন স্ত্রৈণ পুরুষের নাম লিখিয়া তাহা হাড়ির মধ্যে দেওয়া হয়, আড়াইটী আথের পাতা অন্য কাষ্ঠের সঙ্গে উনানে দেওয়া হয় এবং সিদ্ধকারিণী বা ধান্যপ্রস্তুতকারিণীকে মুখে মিষ্ট দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিবাহান্তে বর এই অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া নববধূকে খাইতে দেয়। নববধূ ইহার কিছু অংশ গ্রহণ করে। এই অন্নের নামই দাড়া।

দৌড় দিয়া যায় গৌরমণি মায়ের কাছে।
'আমারে যে নিতে আইছে লুকাইয়া রাখ পাশে॥'
'টাকা নয় রে পয়সা নয় রে বাক্সে তুলিয়া থোব।
পরের লইয়া হইছ গৌরা পরেরে সে দিব॥'

[সূর্য্যের ভ্রাতার বধূ আনয়নের প্রস্তাব]

থাট থাট কলা গাছটা বাইয়া পড়ে মৌ। ১৫৫
সূর্য্যাই ঠাকুর বিয়া করছে বড় সুন্দর বৌ॥
ছোট ভাই উঠিয়া বলে "বড় দাদা ভাই।
গাদি ভরা পান দেও বউ আনিতে যাই॥"
ছোট ভাই ... ..
কলসী ভড়া তেল দেও ১৬০
ছোট ভাই ... ...
থান ভড়া সিন্দুর দেও .. . "

[গৌরীর শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ও সকলের বিলাপ]

সূর্য্যাই গৌরাই যাত্রা করাইয়া দিয়া।
গৌরমণির মায় কাঁদে শানে পাছাড় খাইয়া॥
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রইয়া। ১৬৫
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া॥
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে পর।
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে বেলা আড়াই প্রহর॥
"আগে যদি জান্‌তাম মা-ধন পরে নিবে তোরে।
কোলের ছাওয়াল মাটিতে রাখিয়া কোলে নিতাম তোরে॥ ১৭০
আগে যদি .. ...
কাণের সোণা খসাইয়া থুইয়া কাণে রাখতাম তোরে॥
আগে যদি ... ...
গলার হার খসাইয়া থুইয়া গলায় রাখতাম তোরে॥"
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রৈয়া। ১৭৫
গৌরমণির যে বাপ-ধন কান্দে মুখে গামছা দিয়া॥
চৌদ্দ দাড়ের নৌকা খানি ষোল ছয়জন মাঝি।
"নাইয়ারে দিব তার বয়লা মাঝিরে দিব কড়ি।

---

১৫৮ গাদি—স্তূপ, গাদা (পশ্চিমবঙ্গ)। ১৭৮ নাইয়া—নৌকার মালিক।

ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা মায়ের কান্দন শুনি।
ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা বাপ ভাইর কান্দন শুনি ॥ ১৮০
এখন কেন কান্দ মা-ধন শানে পাছাড় খাইয়া।
সেইকালে কৈছিলাম মা দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ বাবা মুখে গামছা দিয়া।
সেইকালে কৈছিলাম বাবা দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ ভাই-ধন মুখে কাপড় দিয়া। ১৮৫
সেই কালে কৈছিলাম ভাই-ধন দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ বুইন খেলার সজ্জা লইয়া।
সেই কালে কৈছিলাম বুইন দূরে না দিও বিয়া।
এখন কেন কান্দ ভাইর বউ লেমু পান্থা লৈয়া।
সেইকালে কৈছিলাম বউ দূরে না দিও বিয়া" ১৯০

[সূর্য্যের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন]

"বিয়া করলা সূর্য্যাই ঠাকুর দানে পাইলা কি ?"
"ভাঙ্গা গাড় ভাঙ্গা থাল উড়িয়া রাজার ঝি।
থাল পাইলাম গাড়ু পাইলাম অন্নজল খাইতে।
উড়িয়া রাজার ঝি পাইলাম গৃহ বাস করিতে।
ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল ফেলিয়া আইলাম পথে। ১৯৫
উড়িয়া রাজার ঝিরে লইয়া আইলাম সাথে ॥"

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১৮১ শান—পাথর। পাছাড়—আছাড়

কৃত্তিবাসের জন্মশক*

কৃত্তিবাসের জন্মশক নির্ণয়ের এই তৃতীয় উদ্যম। ইহার আধার, তাঁহার "আত্ম-বিবরণে" লিখিত

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

মাঘ মাস পূর্ণ, রবিবারে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় এই দিন পাই নাই। তদনন্তর ১৩২০ বঙ্গাব্দের উক্ত পত্রিকার ১র্থ সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম, ১৩৫৪ শকে (১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত দিনটি পাওয়া যায়। অতএব যদি পয়ারটির অর্থ বুঝিতে ভুল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত শকে জন্ম হইয়াছিল।

কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এই শকে কোন হিন্দু গৌড়েশ্বরের সন্ধান পান নাই। শকটি সন্দেহাত্মক হইয়া রহিয়াছিল। তাহারা বলেন, 'পূর্ণ মাঘ মাস' নয়, 'পুণ্য মাঘ মাস' এই পাঠ হইবে।

কয়েক দিন হইল, শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত্তিবাসের জন্মশক পুনরায় গণিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "দনুজমর্দন—রাজা গণেশ ১৩৩৯ শকে ও ১৩৪০ শকে মুদ্রাপ্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর তাহার পূর্ণ প্রতাপের কাল। ইহারই সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, ধরিতে হইবে। তৎকালে কৃত্তিবাসের বয়স ২০ হইতে ৩০এর মধ্যে ছিল। অতএব ১৩০৮ হইতে ১৩২০ শকের মধ্যে এক শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী হইয়া থাকিলে সে শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল।"

গণিয়া দেখিতেছি, ১৩০৮ হইতে ১৩২০ শকের মধ্যে ১৩২০ শকে

১৬ই মাঘ শুক্লা চতুর্থী রবিবার ৫ দং
১৭ই মাঘ শুক্লা পঞ্চমী সোমবার ৬ দং

রবিবারে চতুর্থী মাত্র ৫ দং ছিল। ইহার পরে সরস্বতী-পূজা হইয়াছিল। (১৩২০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় চতুর্থী-যুক্তা শ্রীপঞ্চমীর গ্রাহত্ব-বিচার দ্রষ্টব্য।)

১৩৫৪ শকের সহিত তুলনা করি। এই শকে মাঘ শুক্ল চতুর্থী রবিবার ২৮ দং। অতএব সেদিন সরস্বতী-পূজা হয় নাই, প্রকৃত শ্রীপঞ্চমীও হয় নাই। অন্য শকে 'পূর্ণ মাঘ মাস' পাওয়া যায় নাই বলিয়া শ্রীপঞ্চমী অর্থে সরস্বতী-পূজা না বুঝিয়া মাঘ শুক্ল-পঞ্চমী বুঝিতে হইয়াছিল।

১৩২০ শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী ও হিন্দু গৌড়েশ্বর দুই-ই পাইতেছি। কৃত্তিবাস এগার বৎসর বয়সে পাঠার্থে উত্তর দেশে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে রাজভেটে

* ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

গিয়াছিলেন। নয় দশ বৎসর পাঠ করিয়া থাকিবেন। রাজভেটের সময় তাঁহার বয়স ২০।২১ বৎসর হওয়া সম্ভবপর। ইহাও মিলিয়া যাইতেছে।

অতএব এখন বলিতে পারি,

কবি কৃত্তিবাস ১৩২০ শকে ১৬ই মাঘ (ইংরেজী ১৩৯৯ সালে পুরাতন পাঞ্জির ১২ই জানুআরি) রবিবার শ্রীপঞ্চমীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩২০ শকের পরে ১৩৩৭ শকে ৮ই মাঘ (ইংরেজী ১৪১৬ সালে পুরাতন পাঞ্জির ৫ই জানুআরি) রবিবার শ্রীপঞ্চমী (৩৩ দং) পাইতেছি। কিন্তু সে শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়া থাকিলে ১৩৫৭-১৩৬০ শকে হিন্দু গৌড়েশ্বর চাই। ঐতিহাসিকেরা এই সময়ে কাহাকেও পান নাই। অতএব কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩২০ শকে স্বীকার করিতে হইতেছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও 'চণ্ডীদাস'*

পঞ্চদশ শতক হইতেই শ্রীখণ্ড বাঙ্গালা দেশের একটি প্রধান সাহিত্যিক স্থান বলিয়া গণ্য হইত। শ্রীখণ্ডের সহিত গৌড় দরবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, শ্রীখণ্ডের বৈদ্য অধিবাসীদের অনেকেই গৌড় দরবারে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। পঞ্চদশ শতকে গৌড়ের দরবারে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ সমাদর ছিল; গৌড়ের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীখণ্ডের অনেকে কবিতা বা পদ রচনায় মনোযোগ দেন। ইঁহাদের মধ্যে যশোরাজ খান ও কবিরঞ্জন প্রধান।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মুকুন্দদাস, নরহরি ও রঘুনন্দনের প্রভাবে শ্রীখণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। নরহরির আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস আমরা অন্যত্র দিয়াছি [বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০]। এখানে নরহরির সাহিত্যিক জীবনের কিছু পরিচয় দিয়া শ্রীখণ্ড ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কবিদিগের রচনার সহিত তথাকথিত চণ্ডীদাসের কবিতার কিছু সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

নরহরির গৌরবিষয়ক পদ রচনা

• নরহরি সরকার-ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে গৌরলীলার উপর ভাষায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীতে, পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কথা তাঁহার লিখিত নিম্ন-উদ্ধৃত পদ হইতে বুঝা যায়।

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহুঁ॥
গৌর-গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥
[গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ১১-১২]॥

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১৯এ চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

'গৌর-গদাধর' পূজার অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন নরহরি সরকার-ঠাকুর, এবং এই বিষয়ের পদাবলীরও ইনিই স্রষ্টা। উপরের কবিতাটি হইতে মনে হয়, তখনও (মুরারি গুপ্তের কড়চা ছাড়া ?) গৌরলীলা-বিষয়ক পদ বা গ্রন্থাদি রচিত হয় নাই। বাসুদেব ঘোষ মহাশয় অনেক পরে গীত রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের এই উক্তিটি বিচার করিলে বোধ হয় যে, বাসুদেব ঘোষ মহাশয়ের 'নদীয়া-নাগরী'-বিষয়ক পদগুলি শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার পরে রচিত হইয়াছিল।

অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥
[শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ১-১৩]॥

হয়তো এখানে সরকার-ঠাকুরের উপর একটু কটাক্ষ আছে।

নরহরির কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ

গৌরলীলাত্মক পদ রচনা করিবার পূর্ব্বে সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলার উপর পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়াছেন রঘুনন্দনের শিষ্য রায় শেখর (নামান্তর, কবিশেখর, কবি শেখর রায়)।

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
[গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৫০৬]॥

সরকার-ঠাকুর মহাপ্রভু হইতে সাত আট বৎসরের বেশী বড় ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর জন্মের আগে পদরচনা করা সম্ভবপর নহে। তবে ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, নরহরি গৌর-পদ রচনার পূর্ব্বে ব্রজ-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

সরকার-ঠাকুরের পদসমূহ নরহরি-চক্রবর্ত্তীর পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কারণ উভয়েরই এক ভণিতা। তবে যে সকল পদসংগ্রহ-গ্রন্থ নরহরি-চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বে রচিত, তাহাতে যে সকল 'নরহরি' ভণিতার পদ পাওয়া যায়, সেগুলি অবিসংবাদিতভাবে নরহরি সরকার-ঠাকুরের রচনা বটে। এইরূপ পদ পাওয়া যায়, 'ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি'তে একটি ও 'পদামৃতসমুদ্র'-তে একটি। দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্ত্তনামৃত'-গ্রন্থ 'নরহরি' ভণিতায় যে তিনটি পদ আছে, সে তিনটি পদই সরকার-ঠাকুর মহাশয়ের। 'সংকীর্ত্তনামৃত'-এ নরহরি-চক্রবর্ত্তীর কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই। প্রকৃত কথা বলিতে কি 'নরহরি' ভণিতার পদসমূহের মধ্য হইতে সরকার-ঠাকুরের পদগুলি চিনিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। সরকার-ঠাকুর মহাশয়ের ভাষা প্রাঞ্জল ও ছন্দঃ সরল, ভাবও জটিল বা কৃত্রিম নহে।

আমার মনে হয়, সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলার উপর বিস্তৃতভাবে পদ রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণ বৈষ্ণব কবিদের মত টুকরা-টাকরা ভাবে নহে। 'কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু'-তে যে কয়টি পদ পাইয়াছি, তাহা হইতে নরহরি-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গোড়ার

কথা জানিতে পারা যায়। পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ ও রাধার সংঘটন ইচ্ছা করিয়া প্রথমে রাধার নিকট গিয়া কৃষ্ণের রূপ-গুণের বর্ণনা করিলেন, এবং পরে কৃষ্ণের নিকট গিয়া রাধার রূপ-গুণের বর্ণনা করিলেন। পৌর্ণমাসীর দৌত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন সংঘটন পরবর্তী বৈষ্ণব কবি বা আলঙ্কারিকদের সৃষ্টি নহে। মথুরাদাসের 'বৃষভানুজা'-নাটিকায় এই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকেও মদনিকা (=পৌর্ণমাসী) রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম মিলন সংঘটন করাইতেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকেও তদ্রূপ।

এই বিষয়ের প্রথম পদ তিনটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। রাধাকৃষ্ণলীলা-কাহিনীর বিচারের পক্ষে পদগুলির মূল্য আছে।

ব্রজের পূজিতা মুনির দুহিতা
জগজনে মনে ঘুষি।
একদিন রঙ্গে ফিরি বৃন্দা সঙ্গে
বনে ফিরে পৌর্ণমাসী॥
বৃন্দাবনে আসি কুঞ্জে কুঞ্জে বসি
নানা শোভা দেখে তায়।
ডালেতে বসিয়া সারী শুক পাখী
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায়॥
মধুর শবদে কোকিল ডাকিছে
কোকিলা তাহার সঙ্গ।
তার কাছে কাছে ময়ূর নাচিছে
দেখিয়া বড় রঙ্গ॥
মন্দ পবন বহে অনুক্ষণ
ষড়্ঋতু অনুবন্ধে।
মল্লিকা মালতী ফুটেছে সুজাতি
আমোদ করিছে গন্ধে॥
জাতি যূথী ফুল ফুটেছে বকুল
শেফালী চম্পকদাম।
তাহা বেড়ি বেড়ি ভ্রমরা ভ্রমরী
আসি করে মধুপান॥
অতি নিরমল যমুনার জল
হংস তাহে করে কেলি।
তাহার উপর দেখি ভরাভর
ফুল্ল কদম্বকলি॥
দেখি বৃন্দাবন মন উচাটন
কহে পৌর্ণমাসী হাসি।

দেখি শোভা অতি লীলা করে যদি
কিশোর কিশোরী আসি ॥
তবে পৌর্ণমাসী জগজনে ঘোষি
বলয়ে স্বরূপবাণী ।
নন্দের নন্দন সঙ্গে গোপীগণ
যদি এ বনেতে আনি ॥
কহয়ে ধীমতী ইহার যুকতি
উপায় করিব কি ।
গোকুলে আছয়ে সে বড় নাগর
যাবটে রাজার ঝি ॥
কেমন করিয়া একত্রে মিলাব
বান্ধিব পিরীতিখানি ।
নরহরি-বাণী শুন ঠাকুরাণী
যাবটে চল আপনি ॥ [পৃঃ ১৩৫] ॥

সখী সঙ্গে করি ভানুর কুমারী
যেখানে বসিয়া খেলে ।
তবে ভগবতী আসি আচম্বিতে
রাইরে করিল কোলে ॥
হেদে গো নাতিনী পরাণ নন্দিনী
বলি গো তোমার কাছে ।
কৃষ্ণ নামে এক রসিক নাগর
গোকুল-পুরেতে আছে ॥
তার কি কব রূপের বাণী ।
আমার বচনে শুনহ সুন্দরি
করহ পিরীতিখানি ॥
তোমার যেমন এরূপ যৌবন
তেমন রসিকরাজ ।
বিধির সংযোগে হৈয়াছে মিলন
বুঝিয়া করহ কাজ ॥
শুন গো রাধিকা প্রাণের অধিকা
পিরীতি রসের সার ।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

যুবতী হইয়া রসিক লইয়া
রস পান করে যে।
বড় সুখে সেই রহে চিরকাল
তাহা বা জানিবে কে॥
সুখের সাগরে শ্যামের পিরীতি
যোজিতে পারহ যবে।
জগতের সুখ একত্র করিলে
এতসুখ পাবে তবে॥
ধরম করম বড়ই বিষম
অনেক যতনে হয়।
সহজ পিরীতি করহ যুবতী
পাইবে গোকুল-রায়॥
কহে নরহরি শুন গো সুন্দরি
কহি গো তোমার হিত।
এ নব যৌবন সুখে গোঙাইবি
করহ শ্যামের প্রীত॥ [পৃঃ ১৩৪-১৩৫]

কৃষ্ণ ভু-আঁখর প্রেমের অঙ্কুর
রোপিয়া রাধার কানে।
বলহ সুন্দরী আশীর্ব্বাদ কার
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
কহে বিনোদিনী শুন ঠাকুরাণী
কখন আসিবে তুমি।
তোমার লাগিয়া পথ নিরখিয়া
বসিয়া রহিলাম আমি॥
রাইয়ের বচন শুনি ঠাকুরাণী
মুচকি মুচকি হাসে।
রাইয়ের অঙ্গের সৌরভ লইয়া
চলিল শ্যামের পাশে॥
যেখানে বসিয়া সখাগণ লইয়া
আছয়ে রসিকমণি।
হাসিতে হাসিতে গেল তথাকারে
পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী॥
যত সখাগণ পদধূলি লন
কোথাকারে আগমন।

কহে ঠাকুরাণী পাঠাইল রাণী
বিষাদ ভাবিয়া মন ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আছয়ে বিস্তর
মোর বাছা নীলমণি।
আপনি যাইয়া বিরলে বসিয়া
শিখাহ এই মন্ত্রখানি ॥
করেতে ধরিয়া চলিল লইয়া
দেখিয়া বিরল স্থান।
হাসিতে হাসিতে কহে ভগবতী
মন্ত্র লেখ মঝু প্রাণ।
সারাদিন তুমি এমন মন কেন
সদা ফির বনে বনে।
নরহার-বাণী শুন গুণমণি
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥ [পৃঃ ১৩৫] ॥

নরহরির অনেক পদে 'কহে নরহরি শুন গো সুন্দরি', 'পিরীতি রসের সার', 'পিরীতি রসের রসিক নহিলে কি ছার জীবন তার' ইত্যাদি ভণিতা বা ভণিতাংশ পাওয়া যায়। নরহরি-শিষ্য লোচনদাসের পদেও এইরূপ ভণিতাংশ পাওয়া যায়। সরকার-ঠাকুরই বোধ হয়, 'পিরীতি' শব্দটি 'প্রেম' এই অর্থে সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম চালাইয়া দেন।

নরহরি ও 'চণ্ডীদাস'

সরকার-ঠাকুরের কয়েকটি ভাল ভাল পদ 'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতায় চলিতেছে। "কি না হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি। আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি ॥" ইত্যাদি বিখ্যাত পদটি [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস-পদাবলী' পদসংখ্যা ৩৫৫] 'পদামৃতসমুদ্র'-এ নরহরির ভণিতায়ই পাওয়া গিয়াছে [বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪১৫]। অন্য দুই একটি পুঁথিতেও ইহা নরহরির ভণিতাতেই পাওয়া যায়। "সই কেমনে ধরিব হিয়া। আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥" এবং "দেখিব যেদিন আপন নয়নে কহিতে তা সনে কথা।" ইত্যাদি পদ দুইটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৪০, ৩০২] সরকার-ঠাকুরের নিম্নোদ্ধৃত পদটি ভাঙ্গিয়া সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—

সই কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
যেদিনে দেখিব আপন নয়নে
কহে কারো সনে কথা।

কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
যাহার লাগিঞা সব তেয়াগিলাম
লোকে অপযশ গায়।
এ ধন পরাণ লএ আন জন
তা না কি আমারে সয় ॥
কহে নবহরি শুন ল সুন্দরি
কারে না করিহ রোষ।
কানু গুণনিধি বিধি মিলাওল
আপন করম-দোষ। [সংকীর্ত্তনামৃত, ৩৯১] ॥

'পিরীতি'-ঘটিত নবহরির কতকগুলি পদও 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। 'পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সায়র মাঝে।' ইত্যাদি পদটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৩৫] 'পদরসসার'-এর একস্থানে ও কয়েকটি পুঁথিতে নবহরির ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয়। সরকার-ঠাকুরের রচিত 'পিরীতি'-ঘটিত পদ অনেকগুলি পাওয়া যায় [শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু প্রণীত 'সহজিয়া সাহিত্য' দ্রষ্টব্য]। হয়তো এইগুলির মধ্যে তাঁহার সাধন-সঙ্কেত কিছু কিছু নিহিত আছে।

লোচন ও 'চণ্ডীদাস'

নবহরি সরকার-ঠাকুরের শিষ্য 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা সুলোচন বা লোচনদাস একজন বড় কবি ছিলেন। ইনিই 'ধামালী' পদের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। গ্রাম্যছড়া হইতে বোধ হয় 'ধামালী' ছন্দের উদ্ভব। এখানে লোচনদাসের একটি ধামালী পদ উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

ব্রজপুরে রূপনগরে
রসের নদী বয়।
তীর বহিয়া ঢেউ আসিয়া
লাগিল গোরার গায় ॥
গৌর-অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
উঠিছে দিবারাতি।
জ্ঞানকর্ম্ম যোগধর্ম্ম
তপ ছাড়িল যতি ॥
মনে মনে কত জনে
দিচ্ছে রূপের দায়।
সে যে রূপ সুধাকূপ
চৌর নাহিক পায় ॥

রূপ ভাবনা গলায় সোনা
ঘুচিবে মনের ধাঁধা।
রূপের ধারা বাউল পারা
বহিছে জগত আঁধা॥
রূপ রসে জগত ভাসে
এ চৌদ্দ ভুবনে।
খাইলে যজ্ঞে দেখিলে মজ্ঞে
কহিলে কেবা জানে।
বিষম সেবা লইয়া যেবা
আপনা মারে যে।
লোচন বলে অবহেলে
গৌর পাবে সে॥
[বিবর্ত্তবিলাস, পৃঃ ৯৮]॥

ব্রজলীলা-সম্পর্কে লোচনের অনেকগুলি ধামালী পদ আছে। চণ্ডীদাসের নামেও দুই একটি ধামালী পদ চলিত আছে। সেগুলি লোচনদাসের পরবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

লোচনের সাধন-প্রণালী গুরু-অনুগত ছিল। গুরুর অনুসরণে ইনি কতকগুলি 'পিরীতি' ঘটিত পদ লিখিয়াছিলেন। নিম্নে যে পদটি উদাহরণ স্বরূপ তুলিয়া দিতেছি, উহা আসামে পাওয়া গিয়াছে [ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৯—'আসামে প্রাপ্ত লোচনদাসের একটা গীত', অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বেদশাস্ত্রী, এম্.এ]। 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদের সহিত [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৭৮৮, ৭৯০ (এই পদটির ভণিতা নাই)] এই পদটির ভাব ও ভাষাগত মিল আছে।

ফলের উপরে ফুলের জনম
তাহার উপরে ফল।
শুনিতে ধান্ধা এ বড় বিষম
জলের উপরে জল॥
ভাবের উপরে ভাবের জনম
তাহার উপরে ভাব।
ধারার উপরে ধারার জনম
গন্ধ ভেদিলে লাভ॥
কহয়ে লোচন পিরীতি-বচন
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি-রসের রসিক নহিলে
কিসের জীবন তার॥

লোচনদাসের আরও কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

'চণ্ডীদাস'-নামাঙ্কিত সেই বিখ্যাত পদটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ১৩], যাহাতে 'চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিত মোর' এই চরণটি আছে, সেই পদটি প্রায় সর্ব্বত্রই লোচনের ভণিতায় পাওয়া যায়। 'পদকল্পতরু'র অসংখ্য পুথির মধ্যে কেবলমাত্র দুই একটি পুথির প্রমাণকে সম্বল করিয়া পদটিকে জোর করিয়া চণ্ডীদাসের বলিয়া চালানো হইয়াছে।

শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক সাধনা

নরহরি সরকার-ঠাকুর বা শ্রীরঘুনন্দনের সাধনার মধ্যে কোন তান্ত্রিকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই ভক্তিরসিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যদিগের মধ্যে তান্ত্রিক সাধনা কতক পরিমাণে প্রবেশ করে। শ্রীখণ্ডের চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিকতার স্রোত বাহ্যতঃ লুপ্ত হইলেও অন্তঃসলিলরূপে প্রবাহিত ছিল। শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যদের মধ্যে দুই চারিজন তান্ত্রিক বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট কাটোয়ার যদুনাথদাসের লেখা 'সংগ্রহতোষণী' গ্রন্থের একখানি পুথি আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, শ্রীরঘুনন্দনের অন্যতম শিষ্য রায় শেখরের দুর্গাদাসী নাম্নী এক সাধনসঙ্গিনী ছিল [বীরভূমবিবরণ, তৃতীয়খণ্ড, পৃঃ ৪১]। মহাপ্রভুর ধর্ম্মে সাধনসঙ্গিনী চলে না।

ত্রিপুরা (নামান্তর ললিতা) দেবীর উপাসনা এক কালে সমস্ত উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া চলিত। কারণ, 'ত্রিপুরা (বা ললিতা)-স্তব', 'ত্রিপুরা-মাহাত্ম্য' প্রভৃতি গ্রন্থ উত্তর-ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এইরূপ দুই একটি গ্রন্থ 'কাব্যমালা'-তেও ছাপা হইয়াছে। রাঢ় দেশেও এই দেবীর পূজার যথেষ্ট প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। রঘুনন্দনের অপর এক শিষ্য কবিরঞ্জন (বৈদ্য)—ইঁহারই নামান্তর ছিল 'ছোট বিদ্যাপতি' [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ৪৩]—তাঁহার দুইটি পদের ভণিতায় এই ত্রিপুরা দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভণিতার কলিগুলি এই—

ত্রিপুরা-চরণকমল-মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন ভান॥
[পদকল্পতরু ২১৮৯ (পাঠান্তর)]॥

কহে কবিরঞ্জন　　ত্রিপুরাচরণে মন
অবধান কর তুহুঁ কান।
সহচরী কহে কথা　　ত্বরিতে পাঠাহ তথা
তবে সে হইবে সমাধান॥
[কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ১৭০]॥

এমনও হইতে পারে যে, কবিরঞ্জন প্রথমে শাক্ত ছিলেন, এবং এই পদ দুইটি তখনকার রচনা।•

সরকার-ঠাকুরের শিষ্য মুকুট রায়ের বন্ধু, ও শ্রীখণ্ডের উদ্ধবদাসের শিষ্য কবিবল্লভ

তাঁহার 'রস-কদম্ব' গ্রন্থে [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত] এই ত্রিপুরাসুন্দরী বা ত্রিপুরা দেবীকে রাধাকৃষ্ণের আবরণী শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন [রসকদম্ব, পৃঃ ৩৮]।

রায়শেখর বা কবি শেখর রায়

শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর বা কবিশেখর (কবি শেখর) একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। ইনি বহু পদ লিখিয়া গিয়াছেন এবং সকল পদই উচ্চ শ্রেণীর নহে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইঁহার ব্রজবুলী পদগুলি মোটের উপর খুবই ভাল। "কি পুছসি অনুভব মোয়" ইত্যাদি চমৎকার পদটি ইঁহারই রচিত। ইঁহার দুই একটি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদ 'বিদ্যাপতি'র নামে চলিতেছে। "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" ইত্যাদি পদটি 'রসনির্য্যাস', 'পদ-রত্নাকর' প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রন্থে শেখরের ভণিতায় পাওয়া যায়। শেখরের ভণিতাটি এইরূপ—"ভণয়ে শেখর কৈছে নিবরহ সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥" প্রচলিত ভণিতা এইরূপ—"বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া॥" ছন্দের দিক দিয়া বিচার করিলে শেখরের ভণিতাটিই ঠিক বলিয়া মনে হয়। অনেকে আবার 'শেখর' বা 'কবিশেখর' বিদ্যাপতির উপাধি বা নামান্তর ছিল বলিয়া মনে করিয়া শেখরের ভাল ভাল পদগুলি বিদ্যাপতির উপর চাপাইয়া পুকুর চুরি করিয়া থাকেন।

শেখরের নিম্নোদ্ধৃত পদটি 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়'-এ আছে [পৃঃ ১৫৭-১৫৮]।

কিবা সে দোঁহার রূপ।
কিশোরা কিশোরী পসরা পসারি
রভসরসের কূপ॥
রবির কিরণে মলিন ইন্দু
কুমুদ মুদিত লাজে।
চাঁদের ভরমে চকোর মাতল
ইন্দীবর হাসে মাঝে॥
চাঁদের উপরে এক বিধুবর
তাহার উপরে শশী।
চকোর আবেশে পিয়ে সুধারস
খঞ্জন উপরে বসি॥
তড়িত উপরে সুমেরু-শিখর
ঘনের জনম তায়।
কনক লতায় মুকুতা ফলল
কেবা পরতীত যায়॥
যমুনা তরঙ্গে অরুণ উদয়
তারার পসার তথা।

অরুণ ব্যাপিয়া　　তিমির রহল
বড় অদভুত কথা ॥
রাধিকা-মাধব-　　আরতি যে সব
কহিতে ভরসা কায়।
ও রস-সায়রে　　না জানি সাঁতার
ডুবিল শেখররায় ॥

এই পদটির একটি ছোট সংস্করণ 'কবিকণ্ঠহার'-এর ভণিতায় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্যে এই পদটি পাইয়াছি। পদটি তুলনার জন্য উদ্ধৃত করিতেছি। পদটিতে কিছু কিছু ভুল আছে।

সই প্রেম অপরূপ।
কিশোর কিশোরী　　পসরা পসারি
রভসবসের কূপ ॥
নলিন-কিরণে　　মলিন ইন্দু
কুমুদ মুদিত লাজে।
চাঁদের ভরমে　　চকোর মাতল
ইন্দীবর হাসে মাঝে ॥
যমুনা-তরঙ্গে　　অরুণ উদিত
তাবার পসরা তথা।
চপলা ঝাঁপিয়া　　তিমিব উয়ল
কি অদভুত কথা ॥
কনকলতায়ে　　মুকুতা ফলিল
কে না পরতীত যায়।
অনুভবি জন　　ভাবে মনে মন
কবিকণ্ঠহারে গায় ॥

'কবিকণ্ঠহার' ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ কতকগুলি পাওয়া যায়। 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি'তে একটি ব্রজবুলী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'কবিকণ্ঠহার' বিদ্যাপতির একটি উপাধি ছিল মনে করিয়া অনেকে এই-নামাঙ্কিত ব্রজবুলী কবিতাগুলি বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া থাকেন। 'কবিকণ্ঠহার'-এর দুইটি বাঙ্গালা পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩ সংখ্যক পুথিতেও আছে। শ্রীখণ্ডের প্রবাদ অনুসারে 'কবিকণ্ঠহার-ঠাকুর' শ্রীরঘুনন্দনের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। উপরের পদটি কি শেখরের, না 'কবিকণ্ঠহার'-এর? ইহা এক সমস্যা বটে। 'কবিকণ্ঠহার' নাম হিসাবে একটু অদ্ভুত। ইহা রায়শেখরের উপাধি ছিল না তো?

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি ও 'চণ্ডীদাস'

কবিরঞ্জন বা 'ছোট বিদ্যাপতি'র সহিত এক 'চণ্ডীদাস'-এর মিলন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ['চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন' শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা]। এই 'চণ্ডীদাস' যে কে, সে বিষয়ে এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই। যাহা হউক, শ্রীরঘুনন্দনেব শিষ্য এই কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির অনেকগুলি আধ্যাত্মিক বা 'রাগাত্মিক' পদ আছে। নরোত্তমদাস-প্রণীত 'বসসার' গ্রন্থ হইতে [পৃঃ ৪৪-৪৫] এরূপ দুইটি পদ তুলিয়া দিতেছি। দ্বিতীয় পদটিতে 'চণ্ডীদাস'-এর উল্লেখ আছে।' 'রসসাব' যদি সত্য সত্যই নরোত্তম-ঠাকুরেব রচিত হয় (না হইবার কোন বাধা নাই), তাহা হইলে চণ্ডীদাসের 'সহজ-ভজন' বিষয়ে এইটিই একটি প্রাচীনতম উল্লেখ বলিয়া মনে হয়।

সহজ না জানে যে জন আচরে
সামান্য মানিহ তায়।
সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায়॥
সহজ ভজন সহজাচবণ
এ বড় বিষম দায়।
স্বকাম লাগিয়া লোভেতে পড়িয়া
মিছা সুখ ভুঞ্জে তায়॥
বামন হইয়া যেন শশধর
ধবিবারে কবে আশ।
কিন্নরের গান শুনিয়া যেমন
ভেকে কবে অভিলাষ॥
সুধাকব দেখি খদ্যোত যেমন
সমতেজ হইতে চায়।
শত শত কোটি কবিয়ে উদয়
তবু সম নাহি হয়॥
শিবনৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে
দেবের সমাজে হাস।
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ
কপিতে করয়ে আশ॥
যেমতি নৃত্য (? নিত্য) সহজ শুনিঞা
সামান্য দেহেতে যজে।
না জানে মরম করে আচরণ
কেবল রৌরবে মজে॥

লছিমা সহিতে লেহ বাড়াইনু
হেরিয়ে ও রূপ তার।
সেই অনুভাবে ব্রজভাব লইঞা
গোপী-অনুগত সার॥
নিজ দেহে যেবা ঘটায় সহজ
আচরিতে করে আশ।
ভণে বিদ্যাপতি কোটি জন্ম তার
রৌরবেতে হবে বাস॥
এক দিন [তারা ?] রজকিনী সনে
চণ্ডীদাস বসি কয়।
শ্যামের পিরীতি শুন লো প্রেয়সী
যেমত অমিয়াময়॥
আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।
তোমা আমা যেন রতিশূন্য হেন
এমতি হইলে পারে॥
এক রহি আর পুরুষ নাহিক
সেই সে মানুষ সার।
তাহার আশ্রয়ে প্রকৃতি না হলে
কোথা না পাইবে আর॥
তোমা আমা যেন করিনু পিরীতি
রতি বাড়াইয়া অতি।
এমতি হইলে তবে সে পাইবে
ভণে কবি বিদ্যাপতি॥

প্রথম পদটি সামান্য রূপান্তরিতভাবে 'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতায় পাওয়া যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮১৭]।

'চণ্ডীদাস-'এর সহিত 'তারা', 'রামতারা' বা 'রামী', ও 'বিদ্যাপতির'-র সহিত রাজকন্যা বা রাজপত্নী 'লছিমা'-র প্রণয় অথবা তান্ত্রিক-সাধনার প্রবাদ খুব অল্পদিনের নহে। 'রসসার'-এর কথা ছাড়িয়া দিলেও, সপ্তদশ শতকের (শেষভাগের ?) বই 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়'-এ ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ঐ গ্রন্থে প্রমাণ হিসাবে এই দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে [পৃঃ ১১২-১১৩]।

তারাখ্যরজকীসঙ্গী চণ্ডিদাসো দ্বিজোত্তমঃ।
লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সক্তো বিদ্যাপতিস্ততঃ॥

বেশ্যা চিন্তামণিস্তত্র সক্তো লীলাশুকস্তথা।
এতেষাং সাত্ত্বিকঃ পুংসাং ভাবঃ প্রৌঢ়ঃ স্মরোত্তমঃ॥

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির 'লছিমা' নাম্নী অথবা অন্য কোন সাধনসঙ্গিনী ছিল কি ?

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির অনেক ব্রজবুলী পদ অসন্দিগ্ধভাবে মৈথিল বিদ্যাপতির প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে। একটি উদাহরণ দিতেছি। 'বিদ্যাপতি'র একটি বিখ্যাত পদের [পদকল্পতরু ১৯৭] রূপান্তর একটি পুথিতে পাওয়া গিয়াছে [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি ২৩৫৩, এই সংবাদটির জন্য আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী]। রূপান্তরিত পদটির ভণিতাটি এইরূপ—

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি।
সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমল বাণী॥

এই সুলতান সম্ভবতঃ হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) হইবেন। কবিরঞ্জন রঘুনন্দনের শিষ্য, সুতরাং তাহার পক্ষে নসরৎ শাহের অধীনে কাজ করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীখণ্ডের বৈদ্যেরা অনেক দিন যাবৎ গৌড়-দরবারে উচ্চপদ দখল করিয়াছিলেন।

শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও 'চণ্ডীদাস'

নরহরি, লোচন, রায় শেখর ও কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি ছাড়া আরও কতিপয় শ্রীখণ্ডবাসী কবির পদ 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। শুধু শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় নহে, শ্রীখণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেরও অনেক কবির পদের তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানদাস, যদুনন্দন ও যদুনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের মধ্যে রামচন্দ্র, রামগোপাল দাস (গোপাল দাস) ও দীনবন্ধুর নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতাযুক্ত একটি সুন্দর পদ [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৫৮] প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্রের। এই রামচন্দ্র খুব সম্ভব রঘুনন্দনের শিষ্য রামচন্দ্র ঠাকুর। পদটি তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চীত॥
গুরুজন আগে বসিতে না পাই
সদা(ই) ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সঙ্গে যদি জলে(রে) যাই
সে কথা কহিল নয়।

যমুনার জল আকুল কবরী
ইথে কি পরাণ রয় ॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিলুঁ
কহিল সবার আগে।
রামচন্দ্র কহে শ্যাম নাগর
সদাই মরমে জাগে ॥
[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথি ২০১]

'রসকল্পবল্লী'-প্রণেতা রামগোপালদাস বা গোপালদাসের অনেকগুলি পদ 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। "থির বিজুরী বরণ গোরী দেখিলু ঘাটের কূলে'। ইত্যাদি পদটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ১২] 'রসকল্পবল্লী'তে গোপালদাসের ভণিতায় আছে [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১০৯]। "ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।" ও "চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে পুলক যৌবন ভার।" ইত্যাদি পদ দুইটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ২২১, ৭২৪] গোপালদাসের পুত্র পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী'-তে গোপালদাসের নামেই আছে [রসমঞ্জরী, পৃঃ ৩২-৩৩, ৬১-৬২]।

'সংকীর্ত্তনামৃত'-কার দীনবন্ধুদাস অনেক স্থলে 'মধুমতী'-র আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন [সংকীর্ত্তনামৃত ৪৭৬, ৪৮৯]। নরহরি সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলায় 'মধুমতী' সখী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং দীনবন্ধু শ্রীখণ্ডের শিষ্য বা শিষ্যানুশিষ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। দীনবন্ধুর পদসংগ্রহ গ্রন্থে 'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত কোন পদই নাই। ইহা বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। দীনবন্ধুর একটি পদে বিশেষ করিয়া 'চণ্ডীদাস'-এর ধ্বনি পাওয়া যায়। পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। পদটির সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদ [চণ্ডীদাস পদাবলী ৭৩৭, ৭৩৯] তুলনীয়।

বন্ধু কি আর বলিব তোরে।
এ তিন ভুবনে আর কেহ নাহি
দয়া না ছাড়িহ মোরে ॥
জাতি কুলশীল ছাড়িঞা সকল
তোমার হইলাম আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হয়্য তুমি ॥
আমার পরাণে তোমার চরণে
একুই করিঞা বাসি।
নিশ্চয়ে জানিহ জনমের মত
হইলাম তোমার দাসী ॥
শয়নে স্বপনে তোমা ধন বিনে
আর কিছু নাহিঁ জানি।

অকিঞ্চনে বিধি মিলাওল নিধি
দেখিলে এমতি মানি ॥
মন-সূত দিঞা তোমা গুণনিধি
গলাএ গাথিঞা নিব।
দীনবন্ধু ভণে জীবনে মরণে
আর কি ছাড়িঞা দিব ॥ [সংকীর্ত্তনামৃত ১২৫, ১৭৪] ॥

মুকুন্দদাস গোস্বামী ও 'চণ্ডীদাস'

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-প্রণেতা মুকুন্দদাস গোস্বামী আপনাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দদাস শ্রীখণ্ড কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রামগোপালদাস তাঁহার 'রসকল্পবল্লী'তে স্বীয় শিক্ষাগুরুদের মধ্যে এক মুকুন্দদাস গোস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১০২]। আমার সন্দেহ হইতেছে, ইনিই 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা মুকুন্দদাস গোস্বামী। যাহা হউক, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' চণ্ডীদাস ও 'পিরীতি-সাধন' সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এখন সেই বিষয়ে কিছু বলিব। 'চণ্ডীদাস' ও 'বিদ্যাপতি'র সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহার প্রাচীনতম উল্লেখ (অবশ্য 'রসসার'কে বাদ দিলে) এই 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে'ই পাওয়া যায়।

'চণ্ডীদাস', 'বিদ্যাপতি' ও 'লীলাশুক' (বিল্বমঙ্গল)—এই তিন কবির 'পিরীতি-সাধন' সম্পর্কীয় শ্লোক দুইটি পূর্ব্বেই তুলিয়া দিয়াছি। এখন প্রথম দুইজন সম্বন্ধে যে গল্প মুকুন্দদাস লিখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। ['সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-কার জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, ইহা লক্ষণীয়।]

পূর্ব্বকবিগণের অনেকে নিজসুখে কৃষ্ণসুখ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে—

তারা রজকিনী সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
আস্বাদিলা প্রেম সুখ রসের নির্য্যাস ॥ [পৃঃ ১০৪] ॥

তারার রূপের কথা বর্ণনায় আসে না। সে অপূর্ব্ব সুন্দরী—"সহজে হরিতে পারে রসিকের মন", আর চণ্ডীদাস—

তারার যতেক গুণ যতেক রচিত।
রাধাকৃষ্ণলীলা রসে করিল বিদিত ॥ [পৃঃ ১০৫]।

চণ্ডীদাস একদিন সঙ্কেত করিয়া এক মেঘান্ধকার রাত্রিতে তারার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। রাত্রি দশ দণ্ড বহিয়া গেল, তবুও তারার দেখা নাই। তারাও এদিকে সখীর সহিত নিজ গৃহে বসিয়া আছে। তাহার—"নিরবধি ঝুরে প্রাণ প্রভু প্রেমগুণে ॥" চণ্ডীদাস অবশেষে থাকিতে না পারিয়া—"কান্দিতে কান্দিতে আইলা ধুবিনীর ঘর ॥" আসিয়া অঙ্গনের এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় রজকিনী সখীকে বলিল, আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল কেন? নিশ্চয়ই ঠাকুর সঙ্কেত স্থানে আসিয়াছেন। তুমি একবার

দেখিয়া আইস তিনি সেখানে আছেন কিনা। সখী সেখানে গিয়া চণ্ডীদাসকে দেখিতে পাইল না। ইহাতে তারা কাঁদিয়া আকুল হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া তারা প্রদীপ লইয়া অঙ্গন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন দেখিল—

আঙ্গিনার এক ভিতে আছয়ে ব্রাহ্মণ।
মদনে পীড়িত অঙ্গ সঘনে কম্পন।
সব তনু তিতিঞাছে মন্দ বরিষণে।
অনর্গল প্রেমধারা বহিছে নয়নে॥ [পৃঃ ১০৬]॥

তখন—

ঠাকুরের দুই কর ধুবিনী ধরিঞা।
কহিতে লাগিলা কিছু বিলাপ করিঞা॥ [ঐ]॥

তারা বলিল, এমন মেঘের ঘোর ঘটা, তুমি কি করিয়া আসিলে? তুমি আমার জন্য এত কষ্ট পাইলে কেন? আমি একাকিনী, অসহায়া,—"দুরন্ত শাশুড়ী আমার ননদী বাঘিনী॥" আজিকার এই দুঃখ তুমি সুখ বলিয়া মানিতেছ। আর আমার মনের কথাও তো তোমার অজ্ঞাত নাই।

এই মত যত কথা কহিল ধুবিনী।
ঘরে আসি চণ্ডীদাস করিল গাঁথনি॥ [ঐ]॥

অতঃপর মুকুন্দদাস "এ ঘোর রজনী মেঘ ঘটা বন্ধু কেমনে আইলে বাটে" ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর 'বিদ্যাপতি'-ঠাকুরের কাহিনী।

শিবসিংহ রাজার স্ত্রী লছিমা সুন্দরী।
বিদ্যাপতি আস্বাদিলা সে রস মাধুরী॥ [পৃঃ ১০৭]॥

একদিন শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে নিভৃতে বলিলেন, 'কৃষ্ণ যেন রাধাকে এইমাত্র দেখিয়া আসিয়া তাঁহার প্রিয় নর্ম্মসখাগণকে বলিতেছেন', এইভাবে এক পদ বর্ণন করিয়া আমার কর্ণ পরিতৃপ্ত করুন। এদিকে লছিমাকে না দেখিলে বিদ্যাপতির কবিত্ব স্ফূর্ত্তি হয় না, সুতরাং—"সমস্ত দিবস গেল ভাবিতে ভাবিতে॥" গোধূলি সময়ে কবি কোন ছলে অন্তঃপুর মহলে প্রবেশ করিলেন।

সুবেশা হইয়া সেই লছিমা সুন্দরী।
দর্পণে দেখয়ে মুখ আপন মাধুরী॥
হেন কালে বিদ্যাপতি তাহারে দেখিল।
ইঙ্গিত করিয়া বামা অভ্যন্তরে গেল॥ [ঐ]॥

কবি এই ক্ষণিক দর্শনে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ঘরে আসিয়া তিনি—"নিজ ভাবে কৃষ্ণভাব করিলা বর্ণন॥" তিনি সেই পদ রাজাকে শুনাইলেন, রাজা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। এই পদটি হইতেছে—"যব গোধূলি সময় বেলা" ইত্যাদি [পদকল্পতরু ২০১]।

এই গল্প দুইটির মধ্যে 'শুকসপ্ততি'র ধাঁচের লৌকিক গল্পের ভাব আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়াই যে 'চণ্ডীদাস' ও তারা এবং 'বিদ্যাপতি' ও

লছিমার প্রণয়কাহিনীর কোনই ভিত্তি নাই ইহা বলা চলে না। রজকিনীর নাম 'তারা' হইতে 'রামতারা' হইয়া 'রামী'তে পরিণত হইয়াছে।

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে'র পঁয়ষট্টিটি সম্পূর্ণ পদ ও দুইটি পদাংশ উদ্ধৃত করা আছে। সম্পূর্ণ পদগুলির মধ্যে একটি 'চণ্ডীদাস'-এর [পৃঃ ১০৬-১০৭], চারিটি 'বিদ্যাপতি'র, পঁয়তালিশটি 'তরুণীরমণ'-এর, দশটি গোবিন্দদাসের, এবং শ্যামানন্দ, জগন্নাথদাস, লোচন, জ্ঞানদাস ও শেখর-রায়ের একটি করিয়া। পদাংশ দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

পিরীতি বলিয়া তিনটী আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
যাহারে পশিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে॥ [পৃঃ ১১৫]॥

এই অংশটি কিছু পাঠভেদের সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর একটি পদে পাওয়া যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৮৫]।

দোঁহার অধর- সুধা-রস পানে
তাহে উপজিল 'পি'।
নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে
তাহে উপজিল 'রী'॥
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহে উপজিল 'তি'।
এ তিন আঁখর মুনি-মনোহর
তাহার তুলনা কি॥ [পৃঃ ১১৮]॥

এই পদাংশটি কোন পদে পাওয়া যায় নাই। তবে ইহার রূপান্তর 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদে দেখা যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৭৯, ৩৮৫]। মুকুন্দদাস এই পদাংশটির এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—

দোঁহার অধর সুধা দোঁহে করে পান।
পীরিতি প্রথম তাহে হয় উপাদান॥
নয়নে নয়নে করে বাণ বরিষণ।
রিকার মধ্যমাক্ষর তাহাতে জনম॥
হিয়া হিয়া পরশিতে তৃপ্ত হৈল মতি।
তৃপ্ত অন্তরে রতি হয়েত উৎপত্তি॥
অতুল তুলনা এই তিনটী আঁখর।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে মুনি মনোহর॥ [ঐ]॥

মুকুন্দদাস যখন ব্যাখ্যা দিয়া পদাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন ইহা মুকুন্দদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচনা হওয়াই সম্ভব। এই পদাংশটি "তরুণীরমণ ও 'চণ্ডীদাস'" শীর্ষকে পুনরায় আলোচনা করিব।

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-স্থিত এই চারি চরণ 'চণ্ডীদাস'-এর একটি পদে পাওয়া যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮০০]—

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন॥
পূর্ব্বরাগ হৈতে সীমা সমৃদ্ধিমান্ আদি।
রসের ভুঞ্জিত ক্রমে যতেক অবধি॥ [পৃঃ ১৬২]॥

তরুণীরমণ ও 'চণ্ডীদাস'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' তরুণীরমণের পঁয়তাল্লিশটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলির অধিকাংশই ব্রজবুলীতে লেখা। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় [ষড়্‌বিংশ ভাগ, পৃঃ ২০৯-২২০] তরুণীরমণের সতেরোটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই পদগুলির মধ্যে আটটি মাত্র ব্রজবুলীতে লেখা। এই সতেরোটি পদের মধ্যে সাতটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' পাওয়া যায়, এবং পিরীতি ঘটিত পাঁচটি পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৬৫ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া যায় ['তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনাতত্ত্ব', শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৭১]। শ্রদ্ধাস্পদ বসন্তবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত শীর্ষকে 'সহজ উপাসনাতত্ত্ব' নামে তরুণীরমণের যে গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, তাহাতে তরুণীরমণ নিজের রচিত কতকগুলি পিরীতি-সাধনার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন [পৃঃ ১৭২-১৮০] 'পদকল্পতরু'তে [৩৫৪] তরুণীরমণের ব্রজবুলী পদ একটি আছে। এই পদটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১১ সংখ্যক 'রত্নসার' নামক পুথিতে ["The Padas of Candidasa," by Manindramohan Bose, Calcutta University Journal of Letters, Vol. XVI, পৃঃ ৭৭]—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরুণীরমণ*।
গীত-ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন॥

এই ভূমিকা করিয়া নিম্নোদ্ধৃত পদটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পিরীতি বলিয়া তিনটী আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
যাহারে পশিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে॥
দুঁহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি।
নয়ানে নয়ানে বাণ বরিখনে
তাহে উপজিল রি॥

---

* পুথিতে আছে 'তরণি রমণ'।

হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আঁখর অতি মনোহর
ইহাব তুলনা কি ॥
তাহে দুখ সুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পাড়া[১]।
তরুণীবমণ করে নিবেদন
মবিলে না যায় ছাড়া ॥

এই পদটির সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর একটি পদেব গভীব ঐক্য আছে [চণ্ডীদাস-পদাবলী, ৩৮৫]। মধ্যেব কলি দুইটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' উদ্ধৃত পদাংশটিব সহিত এক [পূর্ব্বে দ্রষ্টবা]। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা মুকুন্দদাস এই পদাংশটির একটি ব্যাখ্যা বা টীকা দিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে বোধ হয় যে, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-বচয়িতা পদাংশটিব বচয়িতা নহেন। অতএব শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভটাচার্য্য মহাশয় যে অনুমান করিয়াছেন—মুকুন্দদাস ও তরুণীবমণ একই ব্যক্তি, তাহা সমীচীন বোধ হইতেছে না। 'তরুণীবমণ' নামটি অবশ্য এতই বিশেষত্ব-পূর্ণ যে, ইহা ছদ্ম নাম না হইয়া যায় না। শ্রদ্ধাস্পদ বিম্ববল্লভ-মহাশয় প্রকাশিত 'সহজ উপাসনাতত্ত্ব' যদি এই তরুণীরমণেবই হয়, তাহা হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব অনুমানেব বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি পাওয়া যাইতেছে। সেটি এই—'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' রজকিনীর নাম 'তারা', 'রামা', 'বামী' বা 'বামিনী' এই নাম উহার মধ্যে নাই। সুতরাং হয় দুই 'তরুণীরমণ' স্বীকার করিতে হয়, নতুবা 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' তরুণীরমণের নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

'চণ্ডীদাস'-এর নামে প্রচলিত আব একটি পদ [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮২২] তরুণী-রমণের বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বব ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা তরুণীরমণেব ভণিতায়ই উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৬৫ সংখ্যক পুথিতেও তাহাই আছে [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৭১]। এই পদটির সহিত 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' উদ্ধৃত [পৃঃ ১৫৩–১৫৪] 'বিদ্যাপতি'-র একটি পদের সহিত কিছু ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

'রত্নসার' গ্রন্থের উক্তি অনুসারে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় অনুমান করেন যে, তরুণীরমণ উপাধিক এক 'চণ্ডীদাস' ছিলেন [মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৩৪]। এই অনুমান অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ ইঙ্গিত করিয়াছেন, তরুণীরমণ মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি ছিলেন। তাহা ঠিক নহে। তরুণীরমণের কয়েকটি পদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ছাপ লক্ষিত হয়। তরুণীরমণের নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না [সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠাস্থিত পদ দ্রষ্টব্য]।

১ পুথিতে পারা।

নিত্যানন্দদাস

'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা শ্রীখণ্ডনিবাসী নিত্যানন্দদাস (নামান্তর, বলরামদাস) ব্রজলীলা অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি পদ লিখিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল জাতীয় কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, নিত্যানন্দদাসের দানকেলি-বিষয়ক একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর ভাব লক্ষণীয়। পদটি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্বলিত।

রহ রহ রসি তনু যাও।
ডাকিলে না শোন কানে এত অহঙ্কার কেনে
গরবে ফিরিয়া না চাও॥
গোলোকের নাথ আমি আমারে না চিন তুমি
কত না বিনয় করি বলি।
ব্রহ্মা আদি যত দেবে আমার চরণ সেবে
তুমি মোরে না চাও মুখ তুলি॥
শুনিয়া কানুর বাণী হৃদয়ে হরিষ ধনী
কপটে কঠিন কহে কথা।
গোলোক ছাড়িয়া কেনে গোধন চরাও বনে
কি সুখে গোলোকপতি হেথা॥
তোমার কারণে ধনি পথে আমি মহাদানী
গোচারণ ছলে থাকি বনে।
নিশি দিশি তোমা বিনে আন নাহি লয় মনে
কাল আমি তোমার কারণে॥
যে তুমি বচন বল কখন না দেখি ভাল
মণি লোভে ছোঁয় কাল সাপে।
পরদারে নাহি ডর ডুবাবে নন্দের ঘরে
গোকুল মজিব এই পাপে॥
ক্ষীর সর ছানা দধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ আদি
সকলের দান নিব রাধে।
পাইয়া কংসের পান সাধিতে যৌবনের দান
দেহ দান কি কাজ বিরোধে॥
হরিয়া অহল্যা সতী জানহ ইন্দ্রের গতি
সীতা হরি রাবণ সংহার।
বল হে গোলোকপতি তবে কেন হেন মতি
ভাল বুঝ ধরম বিচার॥

নিত্যানন্দদাসে কয় পিরীতে সকল হয়
বচসা করিয়া কাজ নাই।
হাসিয়া সুবোল বল পিরীতে তোষিয়া চল
পিরীতে গোলোকপতি পাই ॥

[কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৬৮-৬৯] ॥

এক কবির পদ অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া গেলে পদটি যে তাহারই হইবে, এমন কোন কথা নাই। সুতবাং 'চণ্ডীদাস'-এর পদ অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া গেলে যে, পদটি সেই কবিরই, তাহা বলা চলে না। তবে প্রাচীনতার প্রমাণ যাহার পক্ষে, তাহার দিকেই অনুকূল মত দিতে হয়। 'চণ্ডীদাস'-এর স্বত্বেব বিরুদ্ধে আব একটি বড় কথা আছে, সেটি এই—অষ্টাদশ শতকেব পূর্ব্বের কোন পুথিতে (এবং 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' ছাড়া কোন গ্রন্থে) চণ্ডীদাসের কোন পদ পাওয়া যায় নাই। সুতবাং চণ্ডীদাসেব দাবী অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না কি ?

শ্রীসুকুমার সেন

শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত*

মাঘ-ব্রত মেয়েরা সু-স্বামী কামনায় এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে যাপনের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে।

শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমায় প্রচলিত মাঘ-ব্রতের মন্ত্রগুলি, কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া, গ্রাম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইল। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে শ্রীহট্টের পল্লীভাষা আলোচনার সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া এইরূপ করা হইয়াছে।

পৌষ মাসের শেষ তারিখ হিন্দু মেয়েকে পাঁচ বৎসর বয়সে ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ব্রত গ্রহণ করিয়া মাঘ মাসের শেষ তারিখ তাহা পূর্ণ করিতে হয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরের পাঁচটি মাঘ মাস যুড়িয়া ব্রত করা হইলে পর ব্রতের 'পূর্ণার' দিন অর্থাৎ শেষ বৎসরের মাঘ মাসের শেষ দিন ব্রতিনী ব্রত ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছানুযায়ী সমবয়স্কা কোন মেয়ের সহিত 'সখীত্ব' স্থাপন করে। ইত্যাকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তাহারা একে অন্যকে 'সই' বলিয়াই ডাকে, কখনও একে অপরের নাম উচ্চারণ করে না।

প্রাত্যহিক পূজায় ব্রতিনী অতি ভোরে স্নান করিয়া, কোন কিছু না খাইয়া, ভিটিতে অঙ্কিত দেবদেবী ও মণ্ডলাদি যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণে পূজা করে। পূজা সমাপনান্তে পূজনীয় ও পূজনীয়াগণকে প্রণাম করিয়া কিছু খাবার খাইলেই ব্রত ভঙ্গ করা হয়।

মাঘ-ব্রতের জন্য একটি স্থায়ী 'ভিটি' প্রস্তুত করা হয়। ভিটির পূর্ব্ব সীমায় একটি বৃত্তাকার ও আর একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত করা হয়। বৃত্তাকারটির নাম সূর্য্যকুণ্ড, চতুষ্কোণটি কালীদহসাগর। গর্ত্ত দুইটির পূর্ব্বে চতুষ্কোণ একটি ছোট বেদি করিতে হয়, তাহা সূর্য্যকুণ্ড ও কালীদহসাগরের পাড় বলিয়া কল্পিত। এই পাড়ের উপর বৃত্তাকার ও চতুষ্কোণ দুইটি মাটীর ঢেলা রাখা হয়, ইহা দেউল (দেবালয়)। ভিটির পশ্চিম প্রান্তে ভিটিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ খানিকটা জায়গা বাড়াইয়া দেওয়া হয় ইহা 'দেবদ্বার'।

প্রাত্যহিক পূজায় যে সব দেবদেবী ও অলঙ্কারাদির পূজা হইয়া থাকে তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

পূজাপ্রণালী—

'কালীদহসাগরের জলের উপর সাতগাছা দুর্ব্বাসহ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়'।

ল-ল সুরুযাই ল ল পানি, লেখিয়া জুকিয়া সাত কুরু পানি।

সাত কুরু পানি মর সাত ডালে যায়, এক কুরু পানি দিয়া বাইচালি খেলায়।

বাইচালি খেলাইতে খেলাইতে ফুটি আইল কাটা, ঘাইট ঘিলা বাটরে সুরুযাইর বেটা।

এক হাতে ঘাইট'ঘিলা আর হাতে তেল্, নাইবারে সুরুযাই কুন ঘাটে গেল্।

নাইয়া ধুইয়া রৃদিৎ দিল পিঠ, তাৎ তনে পড়িয়া গেল সতর ভইনের দিশ।

---

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৫ই চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সৎর ভইন মর সৎর রাণী, উঠিয়া দেউকা জুকার কিনি।
উঠিতে ঝক্‌মক্‌ পড়িতে রাঙ্গা, মাসাবদি মাঘাইর সেবা।
মাঘাইর বর্ত্তি ভইন না খাও গুয়া, আমার বাপ ভাই পাণ্ডয়ের সুয়া।
পাণ্ডবের সুয়া মর ভাই সব বে, চন্দনে লেপিল মর সব গারে॥

---

১ ভিটি, ২ সূর্য্যকুণ্ড, ৩ কালীদহসাগর, ৪ দেউল, ৫ সূর্য্য, ৬ চন্দ্র, ৭ পৃথিবী, ৮ তিন কুণ্ডল, ৯ মাঘমণ্ডল, ১০ অন্নব্যঞ্জন সমেত থালা, ১১ ভৃঙ্গার, ১২ সীতামণ্ডল, ১৩ দেবদ্বার, ১৪ ছত্র, ১৫ আটঘাট, ১৬ আসন, ১৭ বেগুন, ১৮ কুরুয়া ('উৎক্রোশ' পক্ষী সংস্কৃত 'কুরর'), ১৯ ইনাগাছ (বৃক্ষবিশেষ) ও মেয়ে।

সূর্য্যকুণ্ডের জলের উপর 'ধনাই মনাই' ফুলসহ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়'।

আভাঙ্গুলি পানিপুটি ভাঙ্গুলে যায়, মা বাপর রাজ্যখিনি পুজিবারে যাই।
মায়ে বাপে পাঠাইলা চাম্পাফুলর কলি, এরে দিয়া মুখখিনি পাখালি।
মুখখিনি পাখালি জলে থলে, মা বাপর রাজ্যখিনি লক্ষ্মীর থলে।

নানাবিধ ফুলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেউল প্রভৃতি পূজা করিতে হয়।

দেউলি—

দেউল পূজি দেউলেশ্বর, ইন্দ্ররাজা মহেশ্বর ;
কানে কুণ্ডল মাথায় ভার, দেউল পূজি শতবার।

সূর্য্য পূজা—

উঠ উঠ সুরুযাই ঝকমক দিয়া, তুমারে পুজিমু আমি রক্তজবা দিয়া।

চন্দ্র পূজা—

চান্দ্ আইলা চন্দনে, সুরুয আইলা বন্দনে,
পিডত্তিম আইলা আসিয়া মুই বর্ত্ত করি সিঙ্গাসনে বসিয়া।

পৃথিবী পূজা—

পিডত্তিম পূজি তিনকুণা, রাজ্য পূজি সম্পূর্ণা।
পিডত্তিম পূজি পাইলাম বর, বিষ্ণুপুরী মর ঘর।

তিন কুণ্ডলি—

তিন কুণ্ডলি পুজি আমি। তিন বাজে ভজি আমি।
পড়ত্তম্ কালে বাপর ঘর। দুধে ভাতে খাইয়া,
যুবনেতে স্বয়ামির ঘর, মাছে মাংসে খাইয়া :
বুড়াকালে পুতের ঘর, ঘিয়ে ভাতে খাইয়া।

মাঘ মণ্ডল পূজা—

মাঘমণ্ডল সুণার কুণ্ডল,বাপ রাজা ভাই পরজা,
আপ্নে বিদ্যাধরী, মাই পাটেশ্বরী,
করলির গুবর ভিঙ্গার পানি, জন্মে জন্মে আয় রাণী।

ভাত সহ থালা ও ভৃঙ্গার পূজা—

থাল ভাত ভিঙ্গার পানি, জন্মে জন্মে আয় রাণী।

আটঘাট পূজা—

আটঘাট পূজি আমি সিড়ি সিড়ি বাইয়া,
দেউল মাঘাই পূজি আমি আয় রাণী অইয়া।

সীতা মণ্ডল পূজা—

সীতা মণ্ডল পূজি আমি, সীতা যেমন সতী অইমু ;
রাম যেমন স্বয়ামি পাইমু, দুর্গা যেমন স্বয়াগি অইমু ;
পাটা পুতাইলে গুয়া ছেচি খাইমু।

ভিটি পূজা—

ভিটি পূজি ভিটীশ্বর, আমার বাপ্ ভাই অউকা লক্ষীশ্বর।

দেওদুয়ার পূজা ও মাঘাইর পরণাম—

দেওদুয়ার দেওদুয়ার, পূজি উঠি স্বর্গ দুয়ার ;
স্বর্গ দুয়ার পূজিতে, সুণার খাট বইতে,
দেও মাঘাই দেও বর, বিষ্ণুপুরী মর ঘর।

সুরুযাইর বিদায় মন্ত্র বা প্রণাম—

যাও যাও সুরুযাই, যাও তুমার ঘরে ,
তুমার আমার দেখা অইব, কাইলকু বিয়ানে।

অলঙ্কারাদি পূজার সময় "মুই পূজি গুড়ির খাড়ু মর লাগি থাকৌক সুনার খাড়ু" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কেবল কুরুয়া, বাইঙ্গন (বেগুন) ও ইনাগাছ পূজায় পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের প্রয়োজন , যথা—

কুরুয়া—"ডাল থাকে কুরুয়া ডাল তার বাসা
আমার বর্ত্তর গুড়ি খাইবার তার বড় আশা।"
বাইঙ্গন—"আইঙ্গন বাইঙ্গন গুড়িৎ কাটা জন্মে জন্মে ভাইর বাটা।"
ইনাগাছ—"ইনা গাছো তিনা জাগে কইন্যা বালি তারা জাগে
জাগে কইন্যা মাগে বর ধনে পুত্রে সুয়ামির ঘর।"

দেউল ভাসাইবার নিয়ম—

১লা, ১৫ই এবং শেষ দিনের পূজাসমাপনান্তে পূজিত দেউল, পুষ্প ও দূর্ব্বা ইত্যাদি একখানি থালায় উঠাইয়া তাহা মাথায় করিয়া অপরাপর বয়স্কা মেয়ে ও নিজ সঙ্গিনীরা সহ গান করিতে করিতে পুকুরে যাইয়া তাহা জলে বিসর্জ্জন করে। পুকুরে যাইয়াই প্রথম তার কূল পূজা করিতে হয়।

পুকুরের পূজা—

পুকুরির কুল লাঙ্গলের মাটি, (আমার) বাপ, ভাই অউকা লুয়ার কাটি।

পূজিত দেউল ইত্যাদি জলে বিসর্জ্জন মন্ত্র—

দেউল ভাসে জলে, মর বাস অউক লক্ষ্মীর থলে।

ছাতি পূজা ও তাহা ঘুরাইবার নিয়ম—

দেউল জলে বিসর্জ্জন করিয়া, ঘরে ফিরিবার সময় থালায় করিয়া ব্রতিনী সেই পুষ্করিণীর কিছু মাটি নিয়া আসে এবং সেই মাটি ভিটির অদূরে অঙ্কিত ছাতির মধ্যস্থলে রাখিয়া, সেই ছাতি ও তাহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে অঙ্কিত চন্দ্র ও সূর্য্যের পূজা করিয়া, তাহার উপর একখানি ছোট চৌকিতে বসে, তখন একটি বাঁশের ছাতি ব্রতিনীর মাথার উপরে ধরা হয়, তাহা ঐ বালিকা নিজে অথবা অন্য কেহ ঘুরাইতে থাকিলে নানা উপহারাদি তাহার উপর দেওয়া হয় এবং দর্শকেরা তাহা কুড়াইয়া নেয়।*

* মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম. এ. মহাশয় বলেন যে, শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ অঞ্চলে ছাতি ঘুরান সর্ব্বদা হয় না, সংক্রান্তি ও রবিবারে মাত্র হয়।

চন্দ্রপূজা—

চান্দ আইলা চন্দনে, সুরুয আইলা বন্দনে,

পিড়ত্তিম্ আইলা আসিয়া, মুই বর্ত্ত কবি সিঙ্গাসনে বসিয়া।

সূর্য্যপূজা—

উঠ উঠ সুরুযাই ঝকমক দিয়া তুমারে পূজিমু আমি রক্তজবা দিয়া।

ছাতিপূজা—

মুই পূজি গুড়ির ছাতি, মর লাগি থাকউক সোণাব ছাতি।

ছাতি ঘুবাইবাব সময় যথাক্রমে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ছাতিব উপর দিতে হয়।

ছাতির নীচে বসিয়া ব্রতিনী ছাতি ঘুরাইতে থাকে—

১ম—দই। ২য়—ফল। ৩য়—খই ও লাড্ডু। ৪র্থ—জল। ৫ম টাকা পয়সা (যথাশক্তি)। ৬ষ্ঠ—কাটা গুয়া ও পান।

প্রত্যেক 'ছাতি' পূজাব দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রতীকে 'উদ' পূজা করিতে হয়। তাহা নিম্নোক্ত প্রকারে হইয়া থাকে।

• ১লা—ব্রতী প্রাতঃকালে যে সকল দেবদেবী এবং মণ্ডলাদি পূজা করিয়া থাকে, তাহাই আবার ভিটিব অদূরে পাঁচ প্রকার গুড়ি দ্বারা অঙ্কিত কবিয়া সন্ধ্যাব পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

১৫ই—২বা হইতে ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত ব্রতিনী যে সকল দেবদেবী ও মণ্ডলাদি পূজা করিয়া থাকে, সে সকল দেবদেবী ও মণ্ডলাদি পৃথক্ পৃথক্ দিনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অঙ্কিত করিয়া এক সঙ্গে ১৫ দিনেব পূজা করিতে হয়।

মাসের শেষ দিন—পূর্ব্বোক্তরূপে ১৬ই হইতে মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে পূজা করিতে হয়।*

শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

---

* এই সঙ্গে যে মাঘমণ্ডলের চিত্রখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা অঙ্কিত।

শালগ্রামবন্ধকের দলিল

পুরাণ বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত নানারকম দলিল (আত্মবিক্রয়-পত্র, মনুষ্যবিক্রয়-পত্র প্রভৃতি) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ৫২৬ সংখ্যক স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডের একখানি পুথিতে এক নূতন রকমের দলিলের নকল পাইয়াছি[১]। নকলটি পুথির শেষ পত্রে পুষ্পিকার নিম্নে, পত্রের বাম পার্শ্বে এবং উপরে জড়ান অক্ষরে লেখা আছে। সব জায়গা ভালরকম পড়িতে পারা যায় না।

পুথিখানি ১৬০৬ শকাব্দে রামেশ্বর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল।[২] দলিলের নকলখানি কিন্তু অন্য হাতে এবং পরবর্ত্তী যুগে লেখা। তবে মূল দলিলখানি ও আমাদের পুথি প্রায় সমসাময়িক। দলিলের তারিখ ১০৯৬ বঙ্গাব্দ।

দলিলদাতা রামচন্দ্র শর্ম্মা, রামেশ্বর সেন মজুমদার মহাশয়ের নিকট পৈতৃক দুইটি শালগ্রামশিলা বন্ধক রাখিয়া দুইটি টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এ জন্য সুদ কিছু দিতে হয় নাই সত্য, তবে শালগ্রামসেবাজনিত পুণ্য সেন মহাশয়েরই হইবে, এ কথা লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের দিক্ হইতে ইহার মূল্য উপেক্ষণীয় নহে বিবেচনা করিয়া নিম্নে আমরা নকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

নকল [।] ইয়াদি কীর্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মজুমদার সুচরিতেষু [।] শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্ পত্রমিদং [।] আগে আমার পিতামহ কামদেব চক্রবর্ত্তীর ২ দুই সালগ্রাম তুমার স্থানে বন্ধক রাখিয়া ২ দুই রূপৈয়া লইলাম [।] ঠাকুরসেবা করণে যে পুণ্য হএ সে তোমার [।] ওয়াদা জখন তুমী টাকা চাও তখন দিব [।] এই করারে টাকা না দি তবে এই পরে (?) ঠাকুর ফুলারি (?) করিলাম [।] এামার এক্ষণে মাহিনায় সহি আমার কীছু এলাকা নাই [।] আসল দুই তঙ্কা দিয়া ঠাকুর নেব [।] ইতি সন ১০৯৬ ছেয়ানর্বই ১১ ভাদ্র।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

ইসাদি[৩]
শ্রীরামনাথ শর্ম্মা
শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা

তারিক[৪]
ঠাকুর বুনরঘুনাথ ঠাকুর ১
য়নন্ত ঠাকুর ১

২

১। পরিষৎপুথিশালার কর্ম্মচারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই নকলের দিকে সর্ব্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২। রসশূন্যষট্চন্দ্রগণিতে চ শাকে ব্যলেখি পুস্তিকা যত্নাৎ শ্রীরামেশ্বরধীমতা।

৩। ইসাদি ও দলিলদাতার নাম পত্রের বাম কোণে দেওয়া হইয়াছে।

৪। এই তারিক [তালিকা ?] পত্রের উপরিস্থিত অংশে দেওয়া হইয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি (২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদের দুইখানা পুথি কিছুকাল হইল আমি পাইয়াছিলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে এই সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় নবাবিষ্কৃত একখানা (বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯২ সংখ্যক) পুথির পাঠ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯৩ সংখ্যক) পুথির পাঠ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৫০৯৩ সংখ্যক পুথির পাঠ

[১ম পদ]

বারই বেবেখ্যে দান দিবে জ্বে গোঙাবি। তোর পর জৌবনে মহিল বনমালি ॥
সর্গে রাখুক মর্ত্তে রাখুক তলে পাঁউ শুধি। তার তটে তাল বাধে কি করিব বুদ্ধি ॥
ই তিন ভুবনে বাধে মোর মহাদানে। তাথে ভাগি জেয়্যা রাধা কাহার পরানে ॥
জসোদার পো আমি হাথে ধরি বাঁশি। তুমাকে দেখিল্যাম রাধে য়ধিক রূপসি ॥
তে কারণে বাধা মোর তোতে গেল মন। ছাড্যা দিলু দান ধর য়ামার বচন ॥
এ ভয়ে না ধরিত পাসে বৃন্দাবন। বলে ধবি তোখে তবে দিব য়ালিঙ্গন ॥
ইহা বুঝি দেহ রাধে স্বরস বচন। গাইল বটু চণ্ডীদাস বাশুলির গণ ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু ৭১ এখাত্তোরি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ,

৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

ধারহ বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী। তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥ ধ্রু ॥
স্বগগে রাখোঁ মর্ত্ত্যে রাখোঁ তলে পাওঁ সুধী। তাহাত টেটনী রাধা কি করিবি বুধী ॥
এ তীন ভুবনে রাধা মোর মাহাদানে। তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে ॥
যশোদার পোঅ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী। তোহ্মাক দেখিল রাধা আধিক রূপসী ॥
তে কারণে রাধা মোর তোতে গেল মন। ছাড়ি দিলোঁ দান ধর আহ্মার বচন ॥
এভোঁ যবেঁ না ধরিবেঁ আহ্মার বচন। বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন ॥
এহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

[৫০৯৩ সং পুথিব পাঠ]

[২য় পদ]

ভ্রমব সটপদি তালের পদাবলি বাগিনি শুই ॥

যল কবিতে চাও তোবে। য়েহি জে নাঞি বলু বলা হোইব ডরে ॥
হানএ কুশুম সব বানে। তে কারণে দযধে পরানে ॥
না মাবহ বিবহ য়ানলে। মুখ তুলি চাহত সকলে ॥
এই তোব টেরছ নওানে। সরূপ হানিল মোর প্রাণে ॥
একবাব দেহ জিউ দানে। তুমা বিহ্ন না রহে পরানে ॥
জিবন জৌবন কত কালে। অকারনে কবহ জঞ্জালে ॥
আইল্যাম মুঞে বড় প্রিতিয়াসে। গাইল জে বটু চণ্ডিদাসে ॥

এবং ইহাব গান লঘু গুরু সকল ৪২ ব্যালিস কলা ॥

[৫০৯২ সং পুথির পাঠ]

[সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা (তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বাগীনি যুই। ইতি ভ্রমরশটপদির পদাবলি।

বল করিতে চাহু তোবে। ঐ জে নাহি নাহি বলু বডাই ডরে ॥
হানএ কুসুমশর বাণে। তে কারনে দগদে পরানে ॥
না মারহ বিরহ আনলে। মুখ তুলি চাহত সকালে ॥
এই তোর তিরছ নয়ানে। শ্বব হানিলি মোর প্রানে ॥
একবার দেহ জিউ দানে। তোমা বিহু না রহে পরানে ॥
জিবন জৌবন কত কালে। অকারণে করহ জঞ্জালে ॥
আইলু মুঞি বড় প্রতিআশে। গাইল জে বোঁড় চণ্ডীদাশে ॥

এবং ইহার গান ৪২ ব্যালিশ কলা ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৩য় পদ]

বিসমসন্ধি তালের পদাবলি। রাগিনি শুই ॥

মোহে জবে জান কানাঞি ঘাটে মহাদানি। বডাইকে ছাড়িয়া কেনে হৈব একাকিনি ॥
কেন সব সখিগণ আগে পার কর। কাল হয়া গেল মোর জৌবনের ভার ॥

---

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই।

লঘু বার কলা ॥ পরে গুরু ॥

কি হল্য ২ বিহি জবুনার ঘাটে । কেন মানা কইল জেত্যো মথুরার হাটে ॥
অবস্থা করিল মোরে সেই জগন্নাথে । পুনরুপি ঠেকিল্যাম তাহার জে হাথে ॥
ইহ পথে য়াসি নাঞি হাবাল্যাম দধি । অনাথি গোওালি মোবা রক্ষা কর বিধি ॥
পুরুবে জন্মিলাম কবমের ফলে । জনম লভিল্যাম য়ামি গুওালার কুলে ॥
তেঁঞি সে দধি বিকে জাও মথুরার হাটে । দুরজন কানাঞি শুনহ ঘাটে বাটে ॥
কর জোড়ে করি বহু শুন দামুদব । জাইব বড়াইব সঙ্গে ঝাট পার কর ॥
এড়িয়া জাএ মোরে কানাঞি সব সখিগণ । গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির গণ ॥
এক লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ার্ন্ন কলা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেব মুদ্রিত পাঠ

[১৪৭-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

কোডারাগঃ ॥ রূপকং ॥

মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞিঁ ঘাটে মাহাদানী । বড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী ॥
কেহ্নে সব সখিজন আগু কৈলোঁ পাব । কাল হআঁ গেল মোবে যৌবন ভাব ॥ ১ ॥
কি হৈল কি হৈল বিধি যমুনাব ঘাটে । কেহ্নে মন কৈলোঁ জাইতেঁ মথুবার হাটে ॥ধ্রু॥
আবথা করিল মোব যে জগন্নাথে । পুনবপি পড়িলাহোঁ তাহার হাথে ॥
এহা পথে আসি মোএঁ হাবায়িলোঁ বুধী । আনাথী গোআলী মোক রক্ষা করু বিধী ॥২॥
পুরুব জবমে কৈল করমের ফলে । জবম লভিল আহ্মে গোআলাব কুলে ॥
তেঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুবার হাটে । দুরুজন কাহ্নাঞিঁ সুন এবেঁ পাডে বাটে ॥৩॥
কর যোড়ী বোলোঁ এবেঁ শুন দামোদর । জাইবোঁ বডায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর॥
এড়ি যাএ মোকে কাহ্নাঞিঁ সব সখিজন । গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৪র্থ পদ]

রূপক তালের পদাবলি ॥ বাগিনি পাহিড়া ॥

আলো রাধে সর্ব্বাঙ্গে শুন্দব তাহে : দেব মুরারি মোহে : তোর মোর উচিত সন্দেহে ।
আগো রাধে তোমাতে মজিল মন : ভালে জানে দেবগণ : ইথে কী বিচারে সন্দেহে ॥
আগো রাধে না পরিহর শুন্দর কানাঞি । সব কলা সমপুন্নিত রাই ॥
আগো রাধে য়াইল্যাম মুঞি প্রিতিয়াসে : না করহ নৈবাসে : শুন ধনি য়ামার বচনে ।
আগো রাধে দেবের দেবতা যামি : জানিঞা না জান তুমি : ফিরি চাহ নিরখি বচনে ॥
আগো রাধে তোররূপে মোর মন মজে । জোবন রাখহ কোন কাজে ॥
আগো রাধে জগতের জগন্নাথে সেহ আমি রাজপথে তোমার লাগিঞা হইল্যাম দানি ।
আগো রাধে পসরা নামাঞা রাখ সোশে শুখাঞাছে মুখ পুরি এস্ত হের এস্থ ধনি ॥

আগো রাধে তনু দহে বিরহের জরে। আলিঙ্গন দেহত য়ামারে ॥
আগো রাধে আঁখি ঠার ঽমুসরে ধনি কহে বড়াএরে মবি কি বলিব তুববারে।
আগো রাধে এই খেনে বস্থে ২ কহে বটু চণ্ডিদাসে গাইল জে বাশুলিব ববে ॥

এবং ইহার গান সকলে ৮৫ পঁচাসি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ — ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

রামগিরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥

আল রাধা

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দবি তোএঁ দেব মুবাবী মোএ
তোব মোর উচিত সেনেহা।

আল রাধা

তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জানে দেবাগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা ॥

আল রাধা

না পরিহব সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
সব কলা সংপুনী তোঁ রাহী ॥ ধ্রু ॥

[পরবর্ত্তী অংশে নূতন পদাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৫০৯২ সং পুথির পাঠ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৮৮-৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।]

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৫ম পদ]

অপূর্ব্বকলিকা পদাবলি ॥ রাগিনি বাডারি ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত্ত নহে স্থির। প্রাণ জান ফাটীয়া জায় বুকে মাল্য তির ॥
জার প্রানে ফাটে বুক ধবিতে না পাবে। গলাঅ পাথর বান্ধি দহে পসি মরে ॥

লঘু তুবারে ১৮ য়াঠার কলা ॥ পরে গুরু ॥

তুমি গঙ্গা বাবানসি স্বরূপে সে জান। তুমি মোর সর্ব্বতীর্থ তুমি পুন্য স্থান ॥
ই বানি বলিত্তে কানাঞি না বাসিহ লাজ। তুমার মাটুলানি য়ামি শুন দেবরাজ ॥
হোই আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী। মিছাই সম্বন্দ পাত কিসের মৌলানি ॥
ই বোল বলিত্তে তোর মনে বড় শুখ। পরঘরে পৈসে জেন তোর পাটাবুক ॥
ভাল বোল বলিল ত চন্দ্রাবলি রাণি। আমার মনেব কথা কহিলে য়াপুনি ॥
বিরহে পড়িআ কাল য়াকুল বিকল। জোরুয়া দেখিআ জেন রূচক য়াষল ॥
জাইবার বাসনা তুহু ছাড়িল শুয়ালি। গাইল বটু চণ্ডিদাস বন্দিয়া বাশুলি ॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৮১ একাসি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৪৮—৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

মালব রাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর। প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥
যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে। গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরুপেসি জাণ। তোহ্মে মোর সব তীর্থ তোহ্মে পুণ্য স্থান ॥
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ। তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ ॥
হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী। মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী ॥
এ বোল বুলিতেঁ তোর মণে বড় সুখ। পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥
ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী। আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ আপুণী ॥
বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল। জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল ॥
জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৬ষ্ঠ পদ]

হরগৌরি তালের পদাবলি ॥ রাগ বসন্ত ॥ রাগিনি পঠমুঞ্জরি ॥*

হরি হর একুই তনু বিদিত সংসারে। জানিঞা সে যতিসয় কহিল্যাম তুমারে ॥
মোর সে কালিআ তনু তুহু গোরা যঙ্গ। জানি বিধি যানি নিধি মিলাঅল সঙ্গ ॥
হের এস্য বিনোদিনি পরিহর লাজ। না শুনলি মোর বাণি হইব যকাজ ॥
হরিহর নাম মোর গৌরি যঙ্গ ধরি। বিস্বম্ভর নাম মোর বিস পান করি ॥
ত্রিপাদগামিনি গঙ্গা ধরি নিজ কায়ে। † গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব্ব লোকে গায়ে ॥
নারির সম্ভোগে রাধে জদি পাপ হয়ে। তবে সিসঞ্জুক্ত রাধাকৃষ্ণ নাম সাস্ত্রে কেনে কহে ॥
চাতুরালি বুঝে হরি মোরে দেহ দান। বাশুলি বন্দিয়া বটু চণ্ডিদাসে গান ॥
এবং লঘু গুরু সকলে ১৪ চৌদ্দ কলা ॥

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯,
১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

রাগ বশন্ত। রাগিনি পঠমঞ্জরি। ইতি হরগৌরি তালের পদাবলি ॥

হরিহর একু দেহ বিদিত সংসারে। জানিহ শে অতি সত্য কহিল তোমারে ॥
মোর সে কালিয়্যা তনু তুহু গোরা অঙ্গ। জানি বিধী আনি নিধী মিলাঅল সঙ্গ ॥
হের আস্য বিনোদিনি পরিহর লাজ। না যুনিলে মোর বোল হইব অকাজ ॥

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই।
† শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হরিহর নাম মোব গোবি অঙ্গ ধবি। বিশ্বম্ভর নাম মোর বিশ পান করি ॥
ত্রিপদগামিনি গঙ্গা ধবি নিজ কাএ। গঙ্গাধব নাম মোর সর্ব্ব লোকে গাএ ॥
নাবিব সম্ভোগে বাধা জদি পাপ হুএ। শ্রীশঙ্কক্ত কৃষ্ণ নাম শাস্ত্রে কেন কহে ॥
চাতুবালি পরিহর মোবে দেহ দান। বাবুলি বন্দিয়া বাড়ু চণ্ডীদাসে গান ॥
এবং ইহাব গান ১৪ চোদ্দ কলা ॥

[৫০৯৩ সং পুথিব পাঠ]

[৭ম পদ]

ঝম্পক তালের পদাবলি ॥ বাগিনি মাউর ॥ ধানসি ॥

আউ থাকিতে কানাঞি মোরিল ইচ্ছসি। সাপেব মুখেতে কেনে য়ঙ্গুলি দিসী ॥
চুন বিহনে জেন তাম্বুল তিত্যা। অলপ বএসে তুমাব বিবহেব চিন্তা ॥

লঘু ৯ নয় কলা ॥ পরে গুরু ॥

লাজ নাহিক কানাঞি বদনে তুহাঁর। পাসে আসিতে কেন চাহ সে য়ামাব ॥
মুজুরিআ হইয়্যা কেন এত বড বঙ্গ। অল্প হইয়া চাহ বড জনাব সঙ্গ ॥
হাতে চাহ তুমি য়াকাসেব চান্দ। লোকে উপহাস কবে দেখ্যা তুহাঁব ছান্দ ॥
উত্তম জাতি তুমি নন্দেব জে বালা। পুরুস হইয়া তুমি জান য়েত কলা ॥
সকল লোকের মাঝে না বাসিলে লাজ। না রহসি ভবে তাঁহ সিয়ানেব কাজ ॥
মাকড়েব হাথে জেন ঝুনা নারিকল। আমাকে দেখিআ তেন না হয়্য বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে জবে লঞা দধির ভারে। গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির বরে ॥
এবং ইহার গান লঘু গুরু এবং সকলে ৮১ একাসি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেব মুদ্রিত পাঠ,

১৭২-৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

মল্লার রাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি। সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী ॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা। আলপ বএসে তেহ্ন বিরহেব চিন্তা ॥১॥
লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোব। পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর ॥ধ্রু॥
মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ। অলপ হআঁ চাহ বড়ার সঙ্গ ॥
হাথেঁ হাথেঁ চাহ কাহ্নাঞি আকাশের চান্দ। ..... করসি তোএঁ ছান্দ ॥২॥
উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা। পুরুষ হআঁ তোহ্মে— ॥
সকল লোকের মাঝে না বাসসি লাজ। না বহসি ভার বোলসি আন কাজ ॥৩॥
মাকড়ের......ঝুনা নারিকল। আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে যবেঁ লঅ দধিভারে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥৪॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৮ম পদ]

জন্মতালের পদাবলি ॥　রাগিনি　পাহিড়া ॥

মুখ কমলে ঃ	অতি সোভা করে	খঞ্জন নয়ান দুই।
ভূঞি কাল সাপে	জুগল তাহাতে	শুভয়ে নিচল হই ॥

লঘু ২ দুই কলা ॥　পরে গুরু ॥

আলাজ দেখ্যে	রাজ পত পেয়্যে	নানা উপভোগে রহে।
আছু রাজপদ	দুর বড়াই	জিবন মোর সন্দেহে ॥
হাথ আওড় করি	ভকতি করু	জিউ দান দেহ বড়াই।
বোল বাধে ২	মান গুরতি	তবে সে জে এই কানাঞি ॥
মানিক জিনিঞা	দসন জোতি	কিয়াদি সতেস্বরি হাবে।
কর কমল	বাহু মুল্য নহে	ন পয়ঘট ভারে ॥
নাভি তোরি নদ	ঘাট ত্রিবলি	ঘন গঞ্জ পুলিনে।
উতুর্ তাহাতে	কোন হংস	শমরহে কনকে রসানে ॥
রাধা নিতম্ব	মণ্ডল আড়ল	রমাবতি কি কি প্রাণে।
আতি যদভুত	বিনি ঘায়ে হানি	বিকল কৈল পরাণে ॥
উরু জুগে	· ম কদলি	স্থল কমল চবণে।
রাজ হংস	জিনিঞা যতি	বাধা মন্দ গমনে ॥
প্রিথিবিত যামি ঃ	যবতির্ কৈল্য	তোব শুবতিব যাসে।
বাশুলি চরণে	বন্দিআ গাইল জে	বটু চণ্ডিদাসে ॥

এবং ইহাব গান লঘু গুরু সকল ১৬ সোল কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৭৩-৪-পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

পাহাড়ীআরাগঃ ॥　ক্রীড়া ॥

মুখ কমলে	আতি শোভা করে	খঞ্জন নয়ন দুঈ।
ভ্রুহি কাল শাপ	যুগল তাহাত	শোভএ নিচল হোই ॥
আন যদি দেখে	রাজপদ পাএ	নানা উপভোগে নহে।
আছু রাজপদ	দূর বড়ায়ি	জীবন মোর সন্দেহে ॥
হাথ যোড় করিআঁ	ভকতি করোঁ	জীউ দান দেহ বড়ায়ি।
বোল রাধারে	মাহু সুরতী	তবেঁসি জীএ কাহ্নাঞিঁ ॥
মাণিক জিণিআঁ.	দশন দুতী	গীএ সাতেসরী হারে।
কর কমল	বাহু মৃণাল	হেম ঘট পয়োভারে ॥

নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী ঘন জঘন পুলিনে।
উচিত তাহাত কল হংস সম রএ কনক রসনে ॥
রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন রোমাবলী কিরিপানে।
আতি আদভুত বিণি ঘাএ হানী বিফল কৈল পরাণে ॥

* * * *

উরুযুগ শোভে বাম কদলী থল কমল চরণে।
রাজহংস জিণির্আা আতি রাধার মন্থর গমনে ॥
পৃথিবীত আঙ্গে আবতাব কৈল তাব সুরতীব আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৯ম পদ]

দসকোসি তালের পদাবলি ॥ রাগিণি ভীমপলাশী ॥ *

শুনিঞা না শুন রাধে গুজন গুওালি। তুলহ পসরা ভার বিচাবিয়া বলি ॥
এই মতে নিতি জাও মথুবাব হাটে। বহু দিন খুজিয়া পায়্যাছি দানঘাটে ॥
কার বোলে এল্যে পথে জাহ দধি লঞা। বহু ধন পেয়্যাছ রাধে দানি ভাডাইয়া ॥
এস্যহ শুন্দরি বস্য লেখা করি দান। ইহ নহে দেখ পাঞ্জিব পবমান ॥
* সাশুড়ি ননদি মোর ঘবে ডুববারে। লোক ছলে জাইব ঘর নাহি সতন্তরে ॥
সিফল শুস্ত এ কুচ দেহ মোব বৌরি। বলহ বড়াই তবে কোন বুদ্ধি করি ॥
প্রাণ লঞা খাড়া হইল য়াগে গো বড়াই। স্বামির নিজ ধন খুজন্তি কানাঞি ॥
হার কঙ্কন মোর কাচলিতে দেহ টান। হেন কোন ছলে মারিল হেড পবাণ ॥
চুম্বন দিবারে চাহে বদনকমলে। য়ালিঙ্গন চাহে কানাঞি বিরহের জরে ॥
কাহাক বলিআ রতি না জানি বড়াই। হেন বিপরিত কথা কহন্তি কানাঞি ॥
মোর সিশুমতি বড়াই করি কোন বুদ্ধি। শুনিঞা বা কি বলিব স্বামি গুণনিধি ॥
য়মুল্য রতন মাগে ধরি মোর হাথে। মাগএ শুরতি দান য়স্থানে দেই হাথে ॥
নিসেধ ২ বড়াই শ্রীমধুশুদনে। গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির গনে ॥
এবং লঘু গুরু সকলে ৬৫ পঞ্চসাট্ট কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৮৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

সাস্থড়ী ননন্দ মোর ঘরে ডুরুবারে। কোণ ছলেঁ জাইবোঁ ঘর নহোঁ সতন্তরে ॥
শ্রীফলসদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী। বোলহ বড়ায়ি এবেঁ কোণ বুধী করী ॥
প্রাণ লআঁ খেড়া ভৈল আগ হে বড়ায়ি। সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥

---

* গানের প্রথমাংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই। ৫০৯২ সংখ্যক পুথির পাঠ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৮৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান। হেন কহোছাল মারে লএ পরাণ॥
চুম্বন দিবারেঁ চাহে বদনকমলে। আলিঙ্গন চাহে কাহ্নাঞি বিরহের জ্বরে॥
কাহাকে বুলিএ রতী না জাণো বড়ায়ি। হেন বিপরীত কথা কহস্তি কাহ্নাঞিঁ॥
মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী। শুণিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী॥
অমুল রতন মানে ধরে মোর হাথে। মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুসূদন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

[৫০৩৯ সং পুথির পাঠ]

[১০ম পদ]

কুন্দুসেখর তালের পদাবলি ॥ রাগ মঙ্গল ॥

চামর জিনিঞা তোর চিকন কবরি। মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি॥
অলকা তিলকা কিয়ে ভালের উপরে। শুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু তাহাব মাঝারে॥

লঘু ২ দুই কলা ॥ পবে গুরু ॥

বদন শরদ চান্দ শুধা হাসি ঝুরে। দসনকিরনে কত বিজুরি সঞ্চারে॥
হৃদয়ে মঝু হার যমুল্য রতন। কুন্দ কনয়া গিবি তোর দুই স্তন॥
হেন সে জৌবন রাধে সব য়ালপাট। জৌবন গলিলে তনু হইবেক লাট॥
না ছুইহ জৌবন বাধে দেহ য়ালিঙ্গন। গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির গণ॥
এবং লঘু গুরু সকলে ১৪ চোদ্দ্য কলা॥

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ .৩৩৯ সাল, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বাগিনী মঙ্গল ॥ কুন্দুশেখর তালের পদাবলি ॥

চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি। মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি॥
অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে। সুরঙ্গ শিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে॥
বদন শরত চাঁন্দ যুধা হাসী ঝরে। দশন কিরন কত বিজুরি সঞ্চারে॥
হৃদএ মুকুতার হার অমূল্য রতন। কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন॥
হেন শে জৌবন রাধা সব আলপাট। জৌবন [গোড়িলে] তনু হইবেক নাট॥
না ছুঞি জৌবন রাধা দেহ আলিঙ্গন। গাইল বাঁড়ু চণ্ডীদাস বাযুলির গন॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[১১শ পদ]

জোতি তালের পদাবলি ॥ রাগিনী শুই ॥

রাজা বড় থরত নাঞি শুনে কথা। লঘুর নটকে পেল্যে কাটে তার মাথা॥
গোচরিআ কল ধরাব জেবা জানি। তুমিত ভাগিনা কানাঞি স্নামিত মাউলানি॥

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই।

আপুনি বলহ তুমি ত্রিদসের পতি। তবে কেনে পরদারে মজ্জে তোর মতি ॥
গরু রাখি বুল তুমি মাঝবিন্দাবনে। ইবে পাপ কাজ লাগি সাধ মহাদানে ॥
ছাড়হ কানাঞি তুমি পাপ বচন। আইহেন শুনিলে তোর বধিবে জিবন ॥
ভ্রমিঞা ২ হাথে পরস দুই কানে। এ ভয়ে কানাঞি তোর লাভ হইল দানে ॥
আমাকে না কর্য কানাঞি য়ধিক জাতন। কোভু না শুনিব য়ামি তুমার বচন ॥
তুমার বচন মোর না সামায় কানে। এতই বচন কেহ করহ জতনে ॥
ইহা বুঝি নিবারহ পাপত মন। বাহুড়ি পলাহ ঘর করহ গমন ॥
কি শুখ করহ কানাঞি হেন পরবন্ধ। তোর সঙ্গে য়াছে মোর নিবড় সম্বন্ধ ॥
ইহা জানি ছাড় কানাঞি য়ামার সে য়াসে। বাশুলি বন্দিআ গাইল বটু চণ্ডিদাসে ॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ার্ন্ন্য কলা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৭১ এবং ১০৩-৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাজা বড় খরতর নাহিঁ শুণ কথা। লঘু নটক পাইলেঁ কাটে তার মাথা ॥
গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী। তোক্ষেত ভাগিনা কাহ্নু আক্ষেত মাউলানী ॥
আপণে বোল তোক্ষে ত্রিদশের পতী। তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী ॥
গরু রাখি বুল তোক্ষে মাঝ বৃন্দাবনে। এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মাহাদানে ॥
ছাডহ কাহ্নাঞিঁ তোক্ষে পাপ বচনে। আইহন শুণিলেঁ তোর লইব পরাণে ॥ ধ্রু ॥
ভুমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ দুই কানে। এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে ॥
আক্ষাকে না কর কাহ্নাঞিঁ আধিক যতনে। কভোঁ না শুণিব আক্ষে তোক্ষার বচনে ॥
তোক্ষার বচন মোর না সান্ধাএ কানে। তভোঁহো কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে করহ যতনে ॥
এহা বুঝী নিবারিআঁ পাপত মন। বাহুড়ী আপণ ঘর করহ গমন ॥
কিসক করহ কাহ্নু হেন পরবন্ধ। তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ ॥
এহা জাণী ছাড় কাহ্নাঞিঁ আক্ষার আশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[১২শ পদ]

আলুশ্রী তালের পদাবলী ॥ রাগিণী শ্রী ॥*

আমি দিব শ্রীহরি। আমায় ধড় পাবে বড়ারি ॥
আমি সে শিজ্জিল্যাম কাম। য়ামারে জুড়রী বাণ ॥
আলিঙ্গন দেহ রাধে। না করহ রসবাধে ॥
য়ামার গমন ইজে। তেঞি ধরিয়াছ বেসে ॥
শ্যামের বচন শুনি। য়ামার বরণ কেসে ॥
শ্যামের বচন শুনি। মনো গেল বিনোদিনি ॥

* এই পদটী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই।

বসিল তরুর ছায়। ঘন কানু মুখ চায় ॥
ধনি বলে বড়াইকে। তুমোরা সে জাহ বিকে ॥
বড়াই এস্তে য়নুসরে। গোপি লঞা গেল পুরে ॥
তরুমুলে রাধা শাম। দেখ্যেছে সে বেণু পাম ॥
রঙ্গভরে মনশুখে। চুম্বন করয়ে মুখে ॥
রতির নয়ান সরসে। রাধায়ঙ্গ সে পরসে ॥
বিন্দু ২ ঘাম তায়। তুঁহু মুখ তুঁহু চায় ॥
পবন সে মন্দ বহে। জবুনা তরঙ্গ তাহে ॥
কোকিল তশিত স্বর। ফুকরয়ে মধুকর ॥
অলি সারি শুক তায়। রাধাকৃষ্ণগুণ গায় ॥
বাশুলি বন্দি আসে। গাইল বটু চণ্ডিদাসে ॥
এবং লঘু গুরু সকলে ৩৬ ছতিস কলা ॥

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বাগশ্রী ॥ আলুটী [তালের পদা]বলী ॥

আমি দেব শ্রীহরি। মাথো[রাতে] অবতরি ॥
আমি সে সৃজিলা [ ] আমারে জুড়শী মান ॥

(২য় পৃষ্ঠা)

আলিঙ্গন দেহ রাধে। না করহ রসবাদে ॥
আমার গমন হতে। তেঞি আশীয়্যাছ পথে ॥
কেন ধনি ভুল তুমি। তোমা লাগ্যা দানি আমি ॥
আমার বরণ কেশে। তেঞি ধরিয়্যাছ বেশে ॥
শ্যামের বচন শুনি। মান গেল বিনোদিনির ॥
বশীল তরুর ছাএ। ঘন কানুমুখ চাএ ॥
ধনি কহে বড়াইকে। তোমরা সে জায় বিকে ॥
বড়াই শেবানুশরে। গোপি লয়্যা গেলা দূরে ॥
তরুমুলে রাধা শ্যাম। দেখিতে সে অনুপাম ॥
রঙ্গভরে মুন সুখে। চু [ম্বন করয়ে] মুখে ॥
রতির [আবেশে]। রাধা অঙ্গ শে পরসে ॥
[ ] ঘাম তাএ। [ ] মুখ তুহুঁ চাহে ॥
পবন শে মন্দ বহে। যমুনা [ ] ॥
কোকিলি লোলিত স্বর। ফুকরএ মধুকর ॥
[ ] [ ] রাধা [ ] গুণ গাএ ॥
বাসুলি বন্দিয়্যা [ ]। গাইল বড় চণ্ডিদাশে

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

১। একতালির প্রমান॥ প্রতিক্ষরে বিরাম : সেত শর্ব্বতালাদি সম্ভব : একতালো সকেথিতে দেবোই বাদ্য উদাধৃত॥

২। ধরনতালের প্রমান॥ জোতি তাল যথা শুক্ত: ধিতাগিত গুণ শোরই : তথা ধবন নামানি : বপুসিদ্ধ্যা : গুণিশং জুধি :॥

৩। ছোটখিলা তালের প্রমান॥ পুলস্তায়ে মাত্রৈক : সম্ভুদেব : তস্মাৎ পদে ২ য়াদিমর্দ্ধ্যাবশানেচ ছোটখিলাদ উচ্চতে॥

৪। গন্দলতালের প্রমান॥ দ্রুতত র্যং লঘুশ্চৈক : তালে গন্দলনামিনি :॥

৫। বিসমতালের প্রমান॥ চতদ্রুতালি চ : লোমুচধেৎ বিসমতালেকে:॥

৬। জলদকান্তি তালের প্রমান॥ দ্রুতদয়ং লোঘু জত্র চরনে ২ ভবেৎ তথা যন্ত (জমক) কাঞ্চইবমানহং তালে সর্ব্ব বিমোহনং॥

৭। ভ্রমরসটপদি তালের প্রমান॥ দত্যদ্দয়ং লঘুদ্রুর্ত : সে তাল: সটপদিস্তথা॥

৮। বিসমশন্ধি তালেব প্রমান॥ আদৌচান্তলঘুদ যং গুরুমর্দ্ধ্যে জদা ভবেৎ। তদা বিশম সন্ধি : স তালো ভবতি সম্মত :॥

৯। য়পুর্ব্বকলিকার প্রমান॥ জদি চাষ্ট কলাতোপি কলাধির্ক্যং বিলক্ষতে: পদে ২ তেদান স্বাদ্দপুর্ব্বকলা ধ্রুবং॥

১০। হরগৌরীতালের প্রমান॥ দ্রুতদ্বয়ং লঘুশ্চৈক: গুরুলঘু যুগং জথা। হরগৌরী তাল স্যাৎ দ্বিতিয়ং পুলতুর্মি শ্রীস্যাৎ॥

১১। ঝম্পকতালের প্রমান॥ গুরুপ্লত ভবেৎ নিত্য সে তালো ঝম্পক স্তথা॥

১২। জর্ক্কতালের প্রমান॥ গুরুদ্দয়ং লঘুর্দ্দয়ং ততোপ্লত: গুরু লঘু চরনে ২ পিবং তস্ব তালো জর্ক্কং ভবেৎ॥

১৩। দসকোসি তালের প্রমান॥ দ্রুত র্দয়ং লঘু দঅং ততোপ্লত লঘুক ভবেৎ। চরনে ২ পেকধেয়ং স তালো দসকসিঞ্চ॥

১৪। কুন্দুসেখর তালের প্রমান॥ গুরু র্দয়ং লঘুপ্লত ততো গুরুপ্লুত: গুরুলঘু। চরনে ২ পেবং স তালোকুন্দুসেখরং॥

১৫। জোতিতালের প্রমান॥ আদো গুরু-লঘুর্দ্বয়ং চরনে ২ ভবেৎ। জোতি তালো সঙ্কোতিতৌ নিত্য ভূমি গুসিদ্বরৈ॥

১৬। বস্তুতালের প্রমান॥ আদো গুরু লঘু স্যাৎ চরনে ২ ভবেৎ। গান্ধে নানা মহ্হারি বস্তুতাল স্তদা ভবেৎ॥

১৭। আলুটী তালের প্রমান॥ জদি চাষ্ট কলা কোপি হুঞি নিত্যস্যাৎ পদে ২। য়ালুটী নাম তালং স্যাৎ তদা সর্ব্ব মনোহরা॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে উক্ত তালগুলির বাজনার বোল লিখিত আছে।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (বঙ্গাব্দ ১৩৩৩) ১৮১-২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের এবং সংবর্দ্ধনাদির

কার্য্যবিবরণ

প্রফুল্ল-জয়ন্তী

আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করায় বঙ্গদেশের জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কলিকাতা টাউন হলে আলোচ্য বর্ষের ২৫এ অগ্রহায়ণ রবিবারে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিরাট সভায় সমবেত হয়। আচার্য্যদেব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই শুভ সুযোগে পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জয়ন্তী-সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতাদির পর প্রফুল্ল-জয়ন্তী-সমিতির পক্ষে স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলে পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের নিম্নোক্ত মানপত্র * পাঠ করেন,—

॥ শ্রীঃ ॥

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাত্মন্!

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে দিন বাঙ্গালার মুমূর্ষু জাতীয় জীবন নব অভ্যুদয়ের চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে নূতন করিয়া আলোড়িত হইল; সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে নব নব বিচিত্রতায় যে দিন বাঙ্গালীর পুনর্জ্জন্মের স্পন্দন সূচিত হইল; যুগযুগান্ত-সঞ্চিত পঙ্কপুঞ্জ ভেদ করিয়া যে দিন স্বচ্ছ সরসীতে বাগ্‌দেবীর চরণপদ্ম শত দল মেলিয়া বিকশিত হইল, সেই দিন—নূতন ও পুরাতনের সেই শুভ সন্ধিক্ষণে ভারতের বিজ্ঞান-লক্ষ্মী নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রসন্ন হাস্যে নব জাগ্রত বাঙ্গালীকে নন্দিত করিলেন। সেই সফল লগ্নে বঙ্গমাতার যে দুই জন কৃতী সন্তান তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদের অন্যতর। বিজ্ঞানের সাধনায় শিষ্য-প্রশিষ্য সমভিব্যাহারে তুমি সে দিন জয়যাত্রা করিয়াছিলে। তোমার সেই বিজ্ঞান-গোষ্ঠী আজ দেশে বিদেশে যশস্বী হইয়া তোমার সাধনা ও সঙ্কল্পকে সার্থক করিয়া, দেশজননীকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চ্চায় তুমি দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ। নিজের অক্লান্ত তপস্যায় বিশ্বের জ্ঞানসম্পুটে তুমি প্রচুর রত্ন অর্ঘ্য দিয়াছ। হে আচার্য্য! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

---

* এই মানপত্রটি খদ্দরের উপর মুদ্রিত এবং উহা খদ্দরের পীঠবস্ত্রে সংযুক্ত করা হয়। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয় প্রাচীন বঙ্গদেশীয় শিল্পরীতিতে উহা চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

হে বিজ্ঞান-সাধক ! বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রেও তোমার দান সামান্য নয়, বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত আপনাকে যুক্ত রাখিয়া পরিষদের সভাপতিত্বের গুরু ভার স্কন্ধে লইয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের পৌরোহিত্য করিয়া তুমি আপনি ধন্য হইয়াছ, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছ। তোমার সপ্ততিতম জন্মদিনের সুযোগে বঙ্গদেশের সুধী ও সাহিত্যিকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি ।

হে আচার্য্য ! বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাধনা করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নাই। দৈন্য-দুঃখ অভাব-অনটনে মৃতকল্প স্বজাতির দুর্দ্দশা মোচনের জন্য, স্বদেশের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তুমি কারুশিল্প ও চরকা-খদ্দর প্রচারে ব্রতী হইয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছ ; হে মাতৃভক্ত ! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে ত্যাগী ! তুমি জীবনে কোন দিন সঞ্চয় কর নাই—যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ, রাজাধিরাজের ন্যায় অকুণ্ঠিতচিত্তে দেশের জন্য তাহা বিতরণ করিয়া, নিজে রিক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছ। হে দানবীর ! তোমার মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে মহাত্মন্ ! তোমার নিষ্ঠা, তোমার একাগ্রতা, তোমার দেশ-প্রীতি, তোমার আদর্শ জাতিকে উত্তরোত্তর মঙ্গলের পথে লইয়া চলিয়াছে। হে কর্ম্মী ! হে আজন্ম-ব্রহ্মচারী ! তোমার অমানুষিক কর্ম্মশক্তি একদা এই দুর্ভাগ্য জাতির মুক্তি বহন করিয়া আনিবে। সেই শুভদিন লক্ষ্য করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি ।

ভগবান্ তোমাকে শতায়ুঃ করিয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত রাখুন—তোমার চিরস্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন।

॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

কলিকাতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গাব্দ ১৩৩২, ২৫এ অগ্রহায়ণ। সম্পাদক।

তৎপরে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের, নিখিল বঙ্গীয় কলেজ শিক্ষক সম্মিলনীর, বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট গ্রাজুয়েট সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগের, নিখিল বঙ্গীয় গর্ভমেণ্ট কলেজ শিক্ষক মণ্ডলীর, নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক পরিষদের, নিখিল বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের, ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের এবং কলিকাতা লিটারারী সোসাইটির অভিনন্দন-পত্র পঠিত হয়। আচার্য্যদেব প্রতিভাষণে সকল প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পড়িয়া তাঁহার প্রাণে জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়া উঠে ও পরে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা পড়িয়া তাঁহার অন্তরে বৈজ্ঞানিক হইবার আগ্রহ জাগিয়া উঠে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিষদের ক্রমোন্নতিতে দেশবাসীকে সাদরে আহ্বান করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর সঙ্গীতাদি হয় ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদদানের পর সভাভঙ্গ হয়।

তৎপর দিবস ২৮ এ অগ্রহায়ণ সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় আচার্য্যদেবকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য পরিষদ্গৃহে এক প্রীতিসম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়-রচিত উদ্বোধন সঙ্গীত ("হে কর্ম্মযোগী, হে জ্ঞানতাপস") কুমারী সুধীরা দাশগুপ্তা কর্ত্তৃক গীত হইলে পর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় আচার্য্যদেবের ললাটে চন্দন-তিলক ও গলে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্রে শঙ্খ ও পদ্ম উপহার দিয়া তাঁহার গলে খদ্দরের মাল্য অর্পণ করেন। ধূপধূনার গন্ধে ও মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে পরিষদ্‌মন্দির আমোদিত করা হয়। আচার্য্যদেব সমবেত মহিলা ও সদস্যগণকে আলাপ ও আপ্যায়নদ্বারা তৃপ্ত করেন। তৎপর সঙ্গীত ও জলযোগাদির পর এই প্রীতিসম্মিলন সমাপ্ত হয়।

এই জয়ন্তী-উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পরিষদের বহু হিতৈষী সদস্য পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বার্ষিক কার্য্যবিবরণে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল। এই উপলক্ষে আচার্য্য মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার এম এ মহাশয় পরিষদের সাধারণ তহবিলে ১০্ দশ টাকা দান করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবু প্রথমে কবি ছিলেন; তিনি রাজপুতানার রাজন্যবর্গের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিয়া 'রাজপুতকুসুম' নামে এক কাব্য লেখেন। তৎপরে তিনি ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন; ইহাতে তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বলিলেন যে, নিখিলবাবু ১৮শ শতাব্দীর ইতিহাস খুব সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' সে যুগের বাংলার

ইতিহাস। অক্ষয়বাবু ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সে যুগের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তাঁহারা ইতিহাস লিখিবার একটা ধারা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১৮শ শতাব্দীর ইতিহাসের তাঁহারা মুখপত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহার অনেক অবশিষ্ট রহিয়াছে, এখনও ইহার সম্যক্ আলোচনা হওয়া দরকার। তিনি সুদীর্ঘ জীবন অনাড়ম্বর ভাবে যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা মনে হইলে একটা আনন্দ-বেদনা অনুভব করি,—তাঁহার মুখে সহজ সরল সদানন্দ হাসিটি লাগিয়াই থাকিত; এই ভাবটির কথা মনে হইলে আনন্দ হয়, এবং আর সে মুখ ও সেই ভাব দেখিতে পাইব না বলিয়া বেদনা অনুভব করি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের সকল কাজে আমরা তাঁহার সাহায্য পাইতাম। তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য এবং বর্ত্তমান বর্ষের ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেও একটি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, তিনি নূতন লেখককে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেন নাই এবং অনেক লেখককে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবু পরিষদের প্রায় সমস্ত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া উপদেশাদি দ্বারা পরিষদের কার্য্য পরিচালনে বিশেষ সহায়তা করিতেন। কাশিমবাজার সাহিত্য-সম্মিলনের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্ম্মী ছিলেন। তিনি শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য ছিলেন এবং অতিশয় অমায়িক এবং হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু পরিষদে স্বর্গীয় নিখিলবাবুর স্মৃতি রক্ষার্থ একখানি ব্রোমাইড চিত্র দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, নিখিলবাবু বাঙ্গালা ভাষাকে ইতিহাসের মধ্য দিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'মুর্শিদাবাদ কাহিনীর' ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। সাহিত্য পরিষদের প্রতি তাঁহার একটা ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় বলেন যে, তাঁহার মধ্যে একটা দেশপ্রীতি ছিল। তাঁহার প্রথম লেখা কাব্যে ইহার সূচনা দেখিতে পাই। তিনি ইতিহাসের যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা একটা আদর্শ। তাঁহার লিখিত ইতিহাসের মধ্যে আমাদের জাতির একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। পরিষদ্ মন্দিরে তাঁর স্মৃতি রক্ষা করা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবুর শোক-সভায় আমার পক্ষে সভাপতির পদ গ্রহণ করা বিশেষ অশোভন, কারণ, তিনি আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। বহরমপুরে আমরা একসঙ্গে এক স্কুলে পড়িতাম। বয়সে তিনি আমার চেয়ে কিছু বড় এবং ক্লাসে দুই এক শ্রেণী নীচে পড়িতেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতার পরিচয় আমরা বাল্যকালেই পাইয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবন্ধু বক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয় তাঁহার শ্বশুর ছিলেন। ডাক্তার

রামদাসের যে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন নিখিলবাবু। সে যুগের ঐতিহাসিক আলোচনার অগ্রণী ছিলেন অক্ষয়বাবু ও নিখিলবাবু। তিনি কিছুদিন ওকালতী, তারপর কয়লার খনির ম্যানেজারী করেন। পরিষদের সেবা তিনি নানাভাবে—কখনও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে, কখন শাখা-সমিতির সভ্য বা সভাপতিরূপে করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস ও বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই কথাগুলি বলিয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গের প্রবীণ ঐতিহাসিক, বঙ্গসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আজীবন হিতৈষী ও বিশিষ্ট কর্ম্মী নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য আন্তরিক শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, "পরিষদ্‌মন্দিরে স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।" শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী-সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ইং ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়, এম. এ. মহাশয়-লিখিত "ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ. মহাশয়—সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে তাঁহাদের উপহৃত পুস্তকের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন,—পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার জয়ন্তী-উৎসবে লব্ধ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার পরিষৎকে দান করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

পরিষদে অনুষ্ঠিত-প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসবে 'আচার্য্য মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের' স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ মজুমদার এম এ মহাশয় স্বল্প মূল্যে মিষ্টান্ন সরবরাহ এবং পরিষদের সাধারণ তহবিলে দশ টাকা দান করায় তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়, এম. এ. মহাশয় তাঁহার লিখিত "ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

এই প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম. এ মহাশয় বলিলেন,—ভারতীয় হিন্দু মুসলমান আচার-ব্যবহারে পরম্পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, বিবিধ গ্রন্থে তাহা জানা যায়। এই প্রবন্ধে এই বিষয়ের বহু নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের লোকের আচার-ব্যবহারের বিষয় বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তখন ইহার আলোচনার পথ অধিকতর সুগম হইবে।

অতঃপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, এম এ, এম. বি মহাশয় বলিলেন যে, চিন্তাহরণবাবুর উল্লিখিত Anthropological দিক্ ছাড়া এই প্রবন্ধের আর একটা Psychological দিক্ আছে। সে দিক্‌টার আলোচনা হওয়া দরকার।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধকার মহাশয়কে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়া ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন বি. এ., সুত্রগড, ভাদুড়ীপাড়া, শান্তিপুর, ২। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন দাস, মৌগ্রাম, বর্দ্ধমান, ৩। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ শ্রীরামপুর, হরিশঙ্করপুর, যশোহর; ৪। স্বামী জ্ঞানানন্দ, ৪ সৃষ্টিধর দত্তের লেন, ৫। শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ সরকার, ৭৫।৩ মনোহরপুকুর লেন; ৬। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্যামপুকুর বাই লেন, ৭। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার গুহ, বি এল, ১৬।এ বলরাম বসু ঘাট রোড, ৮। শ্রীযুক্ত গিরিজা-শঙ্কর রায় চৌধুরী, এম. এ, বি. এল., ২৫৩ রাসবিহারী এভেনিউ, ৯। শ্রীযুক্ত জানকীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, পাঁচপাড়া, হুগলী; ১০। শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত, এম এ., ব্যারিষ্টার-ল, সেনহাটী, খুলনা, ১১। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়, কানাইডাঙ্গা, নদীয়া, ১২। শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ, বি এ, কেন্দুয়া দত্তপাড়া, যাদবপুর, ১৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামদেব স্মৃতিতীর্থ, ২৯।২ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট; ১৪। শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এল, ৯১।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট; ১৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭৯।২ সি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, এম এ, ময়মনসিংহ, ১৭। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কোলা, ঢাকা, ১৮। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, মহেশপুর, যশোহর; ১৯। শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায়, ৩৩।১ মলঙ্গা লেন, ২০। শ্রীযুক্ত কর্ম্মযোগী রায়, ১৭ বৃন্দাবন পাল লেন; ২১। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ, শুভরাবা, খুলনা; ২২। ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত, এম এ, এম.বি., ডি. টি. এম্, ২৪ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট; ২৩। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মিত্র, ৩ রাধানাথ বসু লেন; ২৪। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি. এ, কুমারভোগ, ঢাকা; ২৫। ডাঃ এইচ্ দত্ত, এম. বি, ১৩।১ বিবেকানন্দ রোড; ২৬। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩।২ সাহানগর রোড, ২৭। শ্রীযুক্ত অজিতমোহন বসু, ৫।১ সুইনহো ষ্ট্রীট; ২৮। শ্রীযুক্ত মন্মথভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ, বি. এল, ১১ সি রাজেন্দ্রলালা ষ্ট্রীট; ২৯। শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র রায়, ২৫ সি মোহনলাল ষ্ট্রীট; ৩০। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গুপ্ত, বি. এস্-সি. ৭ডি রামমোহন সাহা লেন, ৩১। শ্রীযুক্ত খোরসেদ উদ্দীন আহম্মদ, পাকুন্দিয়া, ময়মনসিংহ।

খ—উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। Primer of the History of Mathematics; ২। Studies of Non-Christian; ৩। Studies of Shakespeare's Characters; ৪। Biographies of Nobel Prize Winners in Literature; ৫। Indian Historical Studies; ৬। The Fatal Ring; ৭। কবীন্দ্র-রচিত অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত; ৮। ব্রহ্মশাপ; ৯। দণ্ডীপর্ব্ব; ১০। বেদান্তদর্শন; ১১। সাধনা ও মুক্তি; ১২। হার; ১৩। সিদ্ধান্তসার; ১৪। ভাবতবিহিত উপদেশমালা; ১৫। ত্রেতাবতার

রামচন্দ্র ; ১৬। শূন্যপুরাণ , ১৭। তাপসী ; ১৮। সুদখোর ও সওদাগর ; ১৯। ইহুদীজাতি ; ২০। আদর্শ সাহিত্য-পরিচয ; ২১। বঙ্গের রত্নমালা—৩য় ভাগ ; ২২। যোগ ও যোগৈশ্বর্য্য ; ২৩। অধ্যাত্মতত্ত্ববোধ ; ২৪। জীবন ও মৃত্যু , ২৫। ভারতলক্ষ্মী ; ২৬। মহীয়সী মহিলা , ২৭। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ ; ২৮। স্বাস্থ্যনীতি ; ২৯। পতিব্রতা—১ম ভাগ ; ৩০। ঐ—২য় ভাগ , ৩১। হিন্দুরমণী ; ৩২। মহাপুরুষ চরিত ; ৩৩। নূরজাহান : ৩৪। জ্ঞানাঞ্জলি ; ৩৫। লঙ্কেশ্বর , ৩৬। রণজিৎ সিংহ , ৩৭। গীতাতত্ত্ব ; ৩৮। কৃষ্ণকুমারী , ৩৯। সওদাগর নাটক , ৪০। দার্জ্জিলিং ; ৪১। প্রাচীনকাহিনী ; ৪২। রামায়ণতত্ত্ব —চিত্রকূট ; ৪৩। Health and Longivity ; ৪৪। Dr. Jekyll and Mr. Hyde and other Stories. শ্রীযুক্ত উমারাণী বসু—১। Princess Kalyani ; ২। Short Stories ৩। An Unfinished Song , ৪। The Fatal Garland ; ৫। স্নেহলতা—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ; ৬। দিব্যকমল ; ৭। ছিন্নমুকুল , ৮। কৌতুক নাট্য , ৯। পাকচক্র ; ১০। মিবার-রাজ , ১১। নিবেদিতা , ১২। নব-কাহিনী , ১৩। মালতী ও গল্পগুচ্ছ ; ১৪। যুগান্ত—কাব্যনাট্য , ১৫। রাজকন্যা , ১৬। ক'নে বদল , ১৭। দেব কৌতুক। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Towards a Systematic Study of the Vedanta , ২। The Peshwa's Commitments on the West Coast, No. 24 ; ৩। জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে ; ৪। বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত ; ৫। বঙ্গভাষার ইতিহাস ১ম ভাগ ; ৬। India through the Ages. শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Colebrook's Translation of the Lilabati. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The Tragedy of a Throne ; ২। Through a Needle's Eye ; ৩। Two's Two ; ৪। Constructive Non-Co-operation, ৫। A Record of Discords ; ৬। Memoir of the Life of Laurance Oliphant, Vol. I ; ৭। Brave Men of Eyam ; ৮। The Open Window ; ৯। Stories on the Collects, Vol. I ; ১০। Uncle Jem's Stella ; ১১। The History of the Fairchild Family , ১২। A Reservist's Wife , ১৩। The Old Bank ; ১৪। Young Sir Richard , ১৫। The Mutable Many ; ১৬। Hearts in Exile ; ১৭। The Valley of a Hundred Fires ; ১৮। John Coledrige Patterson ; ১৯। Economy ; ২০। The Uphill Road ; ২১। At the Door of the Heart ; ২২। Rough Road to the Stars ; ২৩। Scared ; ২৪। Further Tabloid Tales ; ২৫। The Child Market ; ২৬। স্রোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আট মাস ২৭। The South down Flapper ; ২৮। Anne at Green Gables ; ২৯। The Cruise of the Deerfoot ; ৩০। Freckless ; ৩১। The Mulbery Tree ; ৩২। The Merry Past ; ৩৩। From Constable to Commissioner ; ৩৪। Sympathetic Training of Horse and Man ; ৩৫। মানসকুসুম। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। District Gazetteer,—Howrah ;

২। জবাব; ৩। Bengal Dist. Gazetteer,—Howrah. শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র—১। Short Sketch of the Life of the Late Babu Ananda Krishna Basu; The Officer in Charge, Bengal Secretariat Book-Depot—১। Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1931; ২। Annual Report on the Administration of Jails of the Bengal Presidency for the year 1931, ৩। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1931; ৪। Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Thirty-ninth Session, 1932, Vol. XXXIX. No. 1, ৫। Do. No. 2; ৬। Do No. 3; ৭। Report of the Administration of Bengal (1930-31). কুমার শ্রীযুক্ত প্রত্যুম্নকৃষ্ণ দেব—১। Short Detective Novels and Stories—৭৯ খণ্ড। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু—১। Report of the Bengal Retrenchment Committee. 1932; ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। The Law Family of Calcutta, The Director of Archaeology, Hyderabad, Deccan—১। Shitab Khan of Warangal, (Memoirs No. 9); ২। The Gavimath and Palkigundu Inscription of Asoka. The Superintendent, Government Printing, Lahore—১। Report on the Working of the Central Museum, Lahore, for the year 1931-32; The Supdt. Naval Observatory, U.S.A.—১। The American Ephemeris and Nautical Almanac; The Secy., Smithsonian Institution—১। Preliminary Classification of Pre-historic South-Western Basketry; ২। Tobacco among the Kruk Indians of California; ৩। Menomince Music; ৪। A Survey of Pre-historic Sites in the Region of Flagstaff; ৫। Exploration and Fieldwork of the Smithsonian Institution in 1931; ৬। Notes on the Fox Wapanowiweni; ৭। Karuk Indian Myths; ৮। Graphic Correlation of Radiation and Biological Data; ৯। Composition of the Caddoan Linguistic Stock, ১০। Seth, Eastman, the Master Painter of the North American Indian; ১১। Periodicity in Solar Variation; ১২। Forty-Seventh Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1929-30; ১৩। The Village of the Great Kiva on the Zuni Reservation, New Mexico; ১৪। Lethal Action of Ultra-violet Light on a Unicellular Green Alga; ১৫। Report on Archæological Research in the Foot-hills of the Pyreness; The Director of Geological Survey of India—১। Index to the Memoirs of the Geological

Survey of India, Vol. I to LIV The Supdt., Govt. Museum, Madras—১। Administration Report of the Govt. Cannemara Public Library for the year 1931-32. ২। Catalogue of the South Indian Hindu Metal Images in the Madras Museum. The Surveyor General of India—১। General Report of the Survey of India, 1930-31. The Manager, Govt. Central Publication Branch of India, —১। Memoirs of the Archl. Survey of India, No.45. Calcutta University—১। Western Influence in Bengali Literature ১। শ্রীযুক্ত গুরুপদ শর্ম্মা হালদার—১। সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্; ২। ঐ হিন্দী ১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত করুণাময় চট্টোপাধ্যায়—১। রামায়ণ, ৪র্থ কাণ্ড। শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ভষালি—১। অসমীয়া ভাষাৰ মৌলিক বিচাৰ আৰ সাহিত্যৰ চিনাকি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—১। আমরা ও বিশ্বজগৎ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—১। বেদান্তদর্শন। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১। সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন—১। আত্মকাহিনী বা স্বরচিত জীবন-কথা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—১। স্নেহচ্ছায়া। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—১। রামচন্দ্র ও জরথুষ্ট্র। শ্রীযুক্ত কোচবিহার-সাহিত্য-সভার সম্পাদক—১। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড; ২। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড; ৩। ঐ ৩য় খণ্ড; ৪। ঐ ৪র্থ খণ্ড; ৫। ঐ ৫ম খণ্ড; ৬। বেহারোদন্ত। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়—১। আদর্শব্রাহ্মণ। শ্রীযুক্ত সাধু শান্তিনাথ—১। মায়াবাদ; ২। তত্ত্ববিজ্ঞান; ৩। অদ্বৈততত্ত্ব প্রবোধিনী, ১ম ভাগ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১। গীতিকদম্ব। শ্রীযুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ—১। ভবানন্দের হরিবংশ। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—১। ছোটদের কবিতা।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের

প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে প্রীতি-সম্মিলন।

১২ই পৌষ ১৩৩৯, ইং ২৭এ ডিসেম্বর ১৯৩২, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের আহ্বানে বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে কলিকাতায় সমাগত কবি কায়কোবাদ (মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি), মৌঃ সৈয়দ এমদাদ আলী (অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি), অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ (সাহিত্য-শাখার সভাপতি), অধ্যাপক কাজেমউদ্দীন আহমদ (দর্শন-শাখার সভাপতি), ডাক্তার কুদরৎ-ই-খোদা (বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি), অধ্যাপক জহরুল ইসলাম (ইতিহাস-শাখার সভাপতি), কবি সাহাদাৎ হোসেন (অভ্যর্থনা-সমিতির সহঃ সভাপতি) এবং বহু মুসলমান সাহিত্যিক ও প্রতিনিধি পরিষদ্ মন্দিরে সমবেত হইয়াছিলেন। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহকারী সভাপতি স্যর

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, নিমন্ত্রিত বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণকে পরিষদ্ মন্দিরে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার ও কুমারী শান্তিপ্রভা দাস দুইটি সঙ্গীতে প্রীতি-সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমবেত মুসলমান সাহিত্যসেবিগণকে পরিষদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, সাহিত্য-পরিষৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিরই, কাজেই তাঁহাদের নিজের ঘরেই এই সংবর্দ্ধনা হইল।

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের আগমনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বাঙ্গালী জাতি ও বঙ্গ সাহিত্যের বলবৃদ্ধির জন্য বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলন ও পরিষদের অন্তর্গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একযোগে কাজ করা উচিত।

অতঃপর মৌলভী আবুল হোসেন বলিলেন যে, আজ আমাদের একটা স্মরণীয় দিন। আজ আমাদের জ্যেষ্ঠের কাছে আমরা আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। একদল মুসলমান আছেন, তাঁহারা উর্দ্দূকে জাতীয় ভাষা করিতে চাহেন। মাতৃভূমিতে বাস করিয়া মাতৃভাষার সেবায় যোগদান করিতে পারি না বলিয়া লজ্জিত। এই লজ্জা ক্ষালন করিবার সময় আসিয়াছে। জ্যেষ্ঠের আশীর্ব্বাদ লইয়া আমরা এই লজ্জা ক্ষালনে প্রয়াসী হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক 'জননী বঙ্গ' গীত হইলে চা পান ও জলযোগের পর প্রীতি-সম্মিলনের পরিসমাপ্তি হয়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৪এ পৌষ ১৩৩৯, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়-লিখিত "মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌর মাস" এবং (খ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয়-লিখিত "আসাম বুরুঞ্জি" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল। ২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ২। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। ৪। (ক) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় তাঁহার 'আসাম বুরুঞ্জি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (খ) ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় উপস্থিত

হইতে না পাবায় তাঁহার লিখিত "মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌর মাস" নামক প্রবন্ধটির সার মর্ম্ম সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বিদ, শ্রীনাথ দাস লেন; ২। মৌলভী মোসাহেব আলী খাঁ, ৫১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকাদি।

The Officer in-charge, Bengal Secretariat—১। Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council. Thirty-ninth Session. 1932; ২। Do. Vol. XXXIV, No 4; ৩। Do. Do. No 5; ৪। Do. Do No 6; The Registrar, Calcutta University—১, Journal of the Department of Letters, Vol. XXII. 1932; The Secretary, Smithsonian Institution—১। A Dictionary of the Osage Language, ২। A Dictionary of the Atakapa *Language*; ৩। *Yuman and Yagui Music*; ৪। *The Swimmer Mss.* Cherokee Sacred Formulas and Medicinal Prescriptions, ৫। A Spectro-photometric Development for Biological and Photo-Chemical Investigation; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১। A Descriptive Catalouge of Sanskrit Mss. in the Govt. Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal by H. P Shastri. Vol. III. Smriti MS., শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Tarabai and Sambhaji (1738—1761); ২। Akbar the Great Mogul,—V. A. Smith; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—১। Makers of Modern Chemistry; ২। Life and Experience of a Bengali Chemist; ৩। A History of Hindu Chemistry, Vol. I.; ৪। Do. Vol. II.; শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—১। Southern Indian Bronzes; ২। The Art of Java; ৩। Indian Architecture; ৪। ভারতের ভাস্কর্য্য; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, ২। গৃহের সাধনা; ৩। ঈশপের গল্প; শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ আফজল-উল হক—১। মহর্ষি মনসুর; ২। টীপু সুলতান; ৩। হজরত মহাম্মদ; ৪। ফেরদৌসী চরিত; শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ—১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাবলী ১ম খণ্ড; ২। শ্রীএকনাথ-চরিতম্; ৩। প্রভিরত্নাবলী; ৪। ঈশ্বর; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। রেল অবতার; The Secretary, Publicity Board, Bengal—১। ভাঙ্গা ও গড়া; ২। ব্যাধি ও প্রতিকার; অটোয়ার বাণিজ্য-চুক্তি।

৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২রা মাঘ ১৩৩৯, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টা

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 'রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার' (আলোচনা), এবং (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় লিখিত 'প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থ' নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং এইগুলির উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার" (আলোচনা) নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়-লিখিত "প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, (ক) কামিনীনাথ রায়, (খ) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম এ, বি এল এবং (গ) মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী—এই তিন জন সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় 'সময়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং ৺কামিনীনাথ রায় মহাশয় পরিষদের বিশেষ উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ৺মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহাদের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর শর্ম্মা রায় এম এ, ৩৬।৪।২ বেণিয়াটোলা লেন, ২। শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়, ৭। কৃপানাথ দত্ত রোড; ৩। শ্রীযুক্ত প্রণবকুমার রায় বি এ, পুঁটশুরি বর্দ্ধমান।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তকের সংখ্যা—শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়—১। চণ্ডীদাস, ২। স্বদেশী যুগের স্মৃতি, ৩। অনশনে মহাত্মা, ৪। যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ৫। ভারতীর মন্দির, ৬। ভারতীয় সঙ্ঘতত্ত্ব, ৭। সাধনা,

৮। পতিব্রতা, ৯। অরবিন্দ মন্দিরে, ১০। নারীমঙ্গল, ১১। Spiritual Communism ; শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার দাশ গুপ্ত—১। মুসাফির ও অন্যান্য কবিতা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। ন্যায়দর্শন (কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন)। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১। বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা (খণ্ডিত), শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The Captain of Five, ২। The Fast Lady, ৩। Take it from me, ৪ The Man Who Laughs.

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২রা মাঘ ১৩৩৯, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, সন্ধ্যা ৬॥০ টা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ এফ জি এস মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, স্বর্গীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে পরিষদের পুরাতন বন্ধুগণ সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। তিনি পরিষদের একজন প্রধান সেবক এবং আন্তরিক কর্ম্মী ছিলেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সংযম ও সম্ভ্রমের সহিত তিনি পরিষৎকে সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের কৈশোর ও যৌবনে যাঁহারা পরিষৎকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হেমবাবু ছিলেন অন্যতম ও বিশিষ্টতম। তিনি রামেন্দ্রবাবুর দক্ষিণবাহু ছিলেন। পরিষৎ এক্ষণে যে নিয়মে চলিতেছে, তিনি সেই সকল নিয়ম রচনার জন্য প্রভূত চিন্তা করিতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্যও তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সম্মিলনের Constitution তাঁহার দ্বারাই প্রধানতঃ রচিত। সম্মিলন প্রতিষ্ঠার পর দেশের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। হেমবাবু প্রাণপনে সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়া সম্মিলনকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন, পরিষদে ও অন্যত্র তাঁহার অনেক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও তিনি আলোচনা করিতেন। তাঁহার পিতামহ রামলোচন দাস মহাশয়ের লিখিত কল্কিপুরাণ গ্রন্থ তাঁহারই উদ্যোগে পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। তিনি ৯ বৎসর পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

(ক) "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সেবক ও উৎসাহী কর্ম্মী, ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের আকস্মিক ও অকালে পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা করিয়া

ইহার সমৃদ্ধি সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার বিয়োগের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাভিভূত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, হেমবাবু মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিষদের কাজ হাতে লইয়াছিলেন। তিনি পনের বৎসর কাল কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। ৯ বৎসর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার গঠন হইতে ইহার আহ্বানকারী ও পরে ইহার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যে কত আবশ্যক, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিভাষা প্রণয়নের কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন বীরভূমে হয়, তিনি সেই অধিবেশনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ফলতঃ পরিষদের জীবন ও প্রাণের বিকাশে হেমবাবু কতখানি পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরিষদের অঙ্গ হইতে বিধাতার বিধানে হেমবাবু অপসৃত হইলেন—ইহাতে পরিষৎ যে ব্যথা অনুভব করিবে, তাহা ভুলিবার নহে। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বলিলেন, আমি যখন অধ্যাপকরূপে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসি, তখন হেমবাবুই আমাকে পরিষদে টানিয়া আনেন। সেই সময় হইতে ঐ কাল পর্য্যন্ত নানা ভাবে আমরা একযোগে পরিষদের সেবা করিয়াছি। আমরা যখন পরিষদে আসি, তার দু'চার বৎসর আগেই পরিষৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ী হইতে শ্যামপুকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আসিয়াছে। পরিষদের সেই যুগে হেমবাবু বিশেষ যত্ন, চেষ্টা, প্রাণ ও উচ্চ আদর্শ লইয়া পরিষদের সেবা করিতে আরম্ভ করেন। পরিষদের সেবায় স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবু আমাদের অগ্রণী ছিলেন। স্তম্ভের অভাব অনেক প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায় না। পরিষদেরও কতিপয় স্তম্ভ ছিল। কিন্তু ন্যায়বুদ্ধি, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি গুণ সকল কর্ম্মীতে দেখা যায় না। কতকগুলি কর্ম্মী আসিলেন, তাঁহারা এই সকল সদ্‌গুণ লইয়া পরিষদের সেবা অপ্রতিহত গতিতে চালাইয়াছিলেন,—তাঁহারা লজ্জা, ভয়, খোসামোদ করিয়া চলিবেন না, ইহাই স্থির করিয়াছিলেন। হেমবাবু ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। আর তখন হইতেই পরিষদের প্রকৃত উন্নতির সূচনা। হেমবাবুর কর্ম্ম, সভাপতি মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সংহত, সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও ন্যায় ও বিবেকের ও নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। নিয়মের সঙ্গে সন্ধি করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার পুণ্য চরিত্র স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন, হেমবাবুর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একবার যিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন যে, হেমবাবুর বিষয়ে এক অধিবেশনে বলিয়া শেষ করা যায় না, আর আজ সে ক্ষেত্রও নহে। পরিষদে একবার ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত হয়, তখন হেমবাবু যুক্তি ও তর্কের দ্বারা তাঁহার মতে আমাকে বুঝাইয়া লইয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন, আজিকার দিনে হেমবাবুর বিষয় কিছু বলা বড়ই কষ্টের কথা। আমি ও স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু সহকারী সম্পাদক ছিলাম। পরে হেমবাবু সহকারী সম্পাদক হইয়া আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে লাগিলেন। তিনি একটা প্রাণ লইয়া আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, পরিষৎকে

এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহা জগতের মধ্যে একটা উচ্চ আদর্শ ও মর্য্যাদা স্থাপন করিতে পারিবে। নিয়মানুবর্ত্তিতা, সত্যানুবর্ত্তিতা, তেজস্বিতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি পরিষদের উন্নতির বিষয়ে ভাবিতেন ও যাহাতে পরিষদের মর্য্যাদার হানি না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—(খ) "এই সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।" সকলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২১এ ফাল্গুন ১৩৩৯, ৫ই মার্চ্চ ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ —(ক) উপেন্দ্রলাল বক্সী বি এ, (খ) ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, (গ) যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্ণি (ঘ) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, (ঙ) শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত, (চ) সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল, এবং (ছ) মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত 'মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি' নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয়, (ক) উপেন্দ্রলাল বক্সী বি এ, (খ) ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, (গ) যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্ণি (ঘ) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, (ঙ) শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত, (চ) সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল এবং (ছ) মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী মহাশয়গণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার 'মাঘ-মণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক প্রাচীন পাঁচালির কথা

লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্রেণীর পাঁচালিগুলি উদ্ধার করিয়া পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের শ্রীহট্টে গরু বিয়োলে পর ২১ দিনের দিন সূর্য্যের বা রবির বা নারায়ণের নামে ক্ষীর দেওয়া হয়। সেখানে মাঘ মাসে মেয়েরা মাঘব্রত করেন এবং সূর্য্যের বা নারায়ণের নামে পাঁচালি গান গাহিয়া থাকেন। মাঘ বা সূর্য্যের ব্রত একই জিনিষ। এই সকল ব্রত বা পাঁচালির মূলে যে শাস্ত্রের বিধি আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধে সূর্য্য ও বিষ্ণুকে এক বলা হইয়াছে। দেশে নানারূপ ব্রতানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, এখনও অনেক ব্রত পালন করা হয়। সকল ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরাই এই সকল ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রাচীন যুগ হইতেই এই সকল ব্রত চলিয়া আসিতেছিল। দেশে সংস্কৃত প্রভাবের বা বৌদ্ধ প্রভাবের হ্রাস হওয়ার পর হইতে সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব ব্রাহ্মণগণের উপর আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। অনেক সময় ব্রতে কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতার নাম না থাকায় ব্রাহ্মণগণ নারায়ণের উদ্দেশেই ব্রতের পূজা অর্পণ করিতেন। সেই হইতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রতে সূর্য্য বা বিষ্ণুর পূজা হয়। বেদের দেবতা সর্ব্বময়। সূর্য্যও সর্ব্বময়। বোধ হয় এই জন্যই ব্রতগুলিতে সূর্য্যের প্রভাব এতদূর প্রবলভাবে দেখা যাইতেছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু যদি প্রচলিত ব্রতগুলি শ্রেণীভেদে সাজাইয়া দেন, তবে বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব বলিলেন, আমরা সকলেই অন্তরে খোদা বা পরমেশ্বরকে মনে মনে মানিয়া চলি। কিন্তু কোন কোন লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে পীর, আউলিয়া, দরবেশ বা বড় পীরসাহেবের নামে উপাসনা করি। সূর্য্যের পাঁচালিতে সূর্য্যের নামে নারায়ণ বা বিষ্ণুর উপাসনা ঐ এক শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া জানাইলেন, বিখ্যাত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী কে, সি, পাল এণ্ড কোম্পানী পরিষৎকে একটি মূল্যবান্ ও সুদৃশ্য আলমারী দান করিয়াছেন। এই আলমারীতে আমাদের পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়-প্রদত্ত উপহারগুলি রক্ষিত হইবে। পূর্ব্বেই এক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, আচার্য্যদেব নানা ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে গত প্রফুল্ল-জয়ন্তী উৎসবে যে সকল মূল্যবান্ উপহার পাইয়াছিলেন, সেগুলি তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই সকল মূল্যবান্ দ্রব্য সাজাইয়া রাখিবার জন্য আমাদের বিশেষ স্থানাভাব ছিল। শ্রীযুক্ত কে, সি, পাল কোম্পানী সেই অভাব পূরণ করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম এ, সাহাপুর, মেহার, কুমিল্লা; ২। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, ৮।১ কানাই ধর লেন; ৩। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, "কথক-সঙ্ঘ", ২ লায়ন্স রেঞ্জ, ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, ৫। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, ৮৮ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট; ৬। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে, ২৪ নবীন সরকার লেন, ৭। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় এম এ (ক্যাণ্টাব), বাঁকুড়া; ৮। শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ এম এ, মুদিয়ালি রোড, ৯। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ পাল, নবীনগর, ত্রিপুরা; ১০। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার গুপ্ত বি এল, ৭ লায়ন্স রেঞ্জ; ১১। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ৩বি লালাবাগান রোড।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও পুস্তক

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। জাতীয় শিক্ষা, ২। গাঁয়ের কথা, ৩। The Call of Motherland, ৪। India and China, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। শ্বতন্তরা, ২। রসতত্ত্ব ও শক্তি-সাধনা, ৩। কায়স্থ-পুরাণ, ৪। ভারতের নিধি, ৫। পঞ্চবটী, ৬। বেদব্যাস, অগস্ত্য, ৭। জ্ঞানবল্লরী, ৮। শ্রীশ্রীনিগমানন্দকথা-লহরী, ৯। শ্রীশ্রীভক্তমাল-মহাগ্রন্থ, ১০। ভীষ্ম, ১১। ষট্‌চক্র, ১২। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, ১৩। অন্নপূর্ণা ব্রতকথা, ১৪। গীতা ও গীতা সহচরী, ১৫। পাঞ্চজন্য, ১৬। ধর্ম্ম ও পূজাদি মীমাংসা; ১৭। পূজাতত্ত্ব, ১৮। Indian Round Table Conference (Third Session, Nov.—Dec. 1932)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়—১। যূথিকা, ১ম গুচ্ছ, ২। ঐ, ২য় গুচ্ছ, ৩। পাণ্ডববিজয়ম্, ৪। রুক্মিণীহরণম্, ৫। সত্যভামাপরিগ্রহম; ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—১। দীপালি। শ্রীযুক্ত সুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—১। বিজলী। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী—১। স্থপতি-বিজ্ঞান, ২। সরভেয়িং বা জরিপ শিক্ষা, ৩। অলৌকিক-রহস্য, ৪। ষষ্ঠেন্দ্রিয় ও অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা, ৫। সপ্তমেন্দ্রিয়, ৬। একটী ক্ষুদ্র জীবনের কথা, (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী,—১। কায়স্থ জাতির ইতিহাস (বঙ্গজ কায়স্থ)—গুহ বংশ—১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—১। মায়াকানন (মাইকেল), ২। হেক্টর বধ (মাইকেল)। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—১। মীমাংসা। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। তোতা কাহিনী—(উর্দ্দু), ২। The King's Wife, ৩। The God of Love, ৪। Leasure Hour, 1886, ৫। The Pretender, ৬। Happiness, ৭। The Farringdons, ৮। The Third Violet, ৯। Trilley। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ—১। প্রাণের টানে।

শ্রীযুক্ত রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১। সহজিয়া সাহিত্য। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ—১। আর্য্য সঙ্গীতের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন—১। বিবেকানন্দ চরিত। The Secretary, Smithsonian Institution—১। Annual Report of the Smith sonian Institution for the year 1931, ২। Ethnographical Survey of the Miskito and Sumu Indians of Honduras and Nicaragua, ৩। The Function of Radiation in the Physiology of Plants. (I). General Methods & Apparatus, ৪। Do. (II). Some Efects of Near Infandred Radiation of Plants, ৫। An Improved Water-flow Pyrheliometer and the Standard Scale of Solar Radiation. The Manager, Govt of India. Central Publication Branch—১। Archaeological Survey of India, Vol. XLVIII. Imperial Series. Mediaeval Temples of the Dakhan. Librarian, Bengal Library—১। ব্যথার বাঁশী, ২। অবলা জীবন, ৩। সেণ্টলেজার, ৪। নিমাই সন্ন্যাস ৫। কুশধ্বজ, ৬। মধ্যম ও কনিষ্ঠ, ৭। স্বয়ংবরা, ৮। মেঘনাথ, ৯। মুক্তি, ১০। শতাশ্বমেধ, ১১। ধবপাকড়, ১২। একলব্য, ১৩। মতিয়া, ১৪। পথের কাহিনী, ১৫। হীরের ফুল, ১৬। কেয়াফুল, ১৭। সৈরিন্ধ্রী, ১৮। বঙ্গে চৌহান, ১৯। দেবতার ভর, ২০। পথিক, ২১। নেকনজর, ২২। তরুণী, ২৩। বন্ধুর স্মৃতি, ২৪। চিত্রলেখা, ২৫। জীবন-বৈচিত্র্য, ২৬। স্নেহের দাবী, ২৭। মাসীমা, ২৮। নবীনের সংসার, ২৯। আলিঙ্গন, ৩০। শ্রীহীন কৃষ্ণ, ৩১। কাক-জ্যোৎস্না, ৩২। কল্পনা দেবী, ৩৩। হেঁয়ালী, ৩৪। ঝড়ের রাতে, ৩৫। অকর্ম্মণ্য, ৩৬। শিউলীমালা, ৩৭ যাদুঘর, ৩৮। সোনার সিঁড়ি, ৩৯। মরুমায়া, ৪০। রক্তলেখা, ৪১। মাটির রাজা, ৪২। পৌষ পার্ব্বণ, ৪৩। পরভৃতিকা, ৪৪। ভাদুড়ী মশাই, ৪৫। বুকের আগুন, ৪৬। মবগোল্লাস, ৪৭। লায়লী মজনু, ৪৮। অসমাপিকা, ৪৯। লীলাবাস, ৫০। রঙমহল, ৫১। আগাছা, ৫২। চিত্রদর্শন, ৫৩। শ্রীকৃষ্ণ (মধ্যলীলা খণ্ড), ৫৪। ফরাসী কবিতা, ৫৫। নীলা, ৫৬। মরমী, ৫৭। বীণা, ৫৮। আলেয়া, ৫৯। সাঁঝের প্রদীপ, ৬০। মাদল, ৬১। মাটির প্রদীপ, ৬২। রাখী, ৬৩। মেবার মহিমা, ৬৪। পদ্মা, ৬৫। কৃষক-কন্যা, ৬৬। যাত্রী, ৬৭। ত্রিস্রোতা, ৬৮। চলিত মর্ম্মকথা, ৬৯। আনন্দ মুষল, ৭০। পুণ্যগীতি, ৭১। ক্রন্দন, ৭২। বধুবরণ, ৭৩। পরিতাপ, ৭৪। সন্ধান, ৭৫। মধু ও হুল, ৭৬। নাড়ীপ্রকাশম্ ও নাড়ীবিজ্ঞানম্, ৭৭। নাড়ীজ্ঞানপ্রদীপিকা, ৭৮। বৈদ্য পুরাবৃত্ত, ৭৯। নাড়ীবিজ্ঞানম্ তথা নাড়ীপ্রকাশ, ৮০। বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা, ৮১। যাত্রিকের গাত (২য় খণ্ড), ৮২। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর সংগ্রাম, ৮৩। শ্রীকৃষ্ণ অবতার, ৮৪। ইঙ্গিত, ৮৫। উজ্জ্বল ভারত, ৮৬। সাধনা, ৮৭। চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু, ৮৮। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, ৮৯। সন্ধিবৃত্তিঃ, ৯০। চতুষ্টয়বৃত্তিঃ, ৯১। ক্ষত্রিয় সংহিতা, ৯২। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষদ্ (৪র্থ অধ্যায়), ৯৩। যুধিষ্ঠিরের সময়, ৯৪। বাঙলায় হিন্দুরাজত্বের শেষ যুগ, ৯৫। শ্রীকৃষ্ণের

নৌকাবিলাস, ৯৬। শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী (২য় খণ্ড), ৯৭। সহজ ফটোগ্রাফ বা আলোক-চিত্র শিক্ষা, ৯৮। সহজ বাংলা খাসীয়া ব্যাকরণ, ৯৯। চেং ওনি মান্দেরং, ১০০। লম্বকর্ণ (হিন্দী), ১০১। জিনজ্ঞান-প্রকাশ, ১০২। স্বাদ, ১০৩। মহাত্মা, ১০৪। হিন্দী গুলিস্তাঁ, ১০৫। বৃহজ্জিনবাণী-সংগ্রহ, ১০৬। বৃহদ্ ধারণা যন্ত্র, ১০৭। শ্রীবেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যম্ ১০৮। মোসলেম বিক্রম, ১০৯। অবরোধবাসিনী, ১১০। বিশাল ভারত, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১১১। পঞ্চবাণ (৩য়), ১১২। স্বর্গের জ্যোতিঃ, ১১৩। মোসলেম কীর্ত্তি, ১১৪। আফগানিস্থান, ১১৫। সরিয়তুল ইস্লাম, ১১৬। ছহি জঙ্গে সোলতান, ১১৭। তামিহল গাফেলীন, ১১৮। কৃষকের দুঃখ ও তাহার প্রতিকার, ১১৯। উচ্ছ্বাস তরঙ্গিণী, ১২০। বেকার রহস্য, ১২১। বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে, ১২২। বরাবরের মত, ১২৩। সেয়ানা পাগল, ১২৪। রক্তপর্ব্ব, ১২৫। ব্রেসলেট, ১২৬। ছোট্ট খুকুমণি, ১২৭। যার সেটি, ১২৮। বিদ্রোহী বা বেপরোয়া প্রেম, ১২৯। স্বর্ণডিম্ব, ১৩০। প্রেমে শাঠ্য, ১৩১। নিভৃত নিকুঞ্জ নিলয়, ১৩২। নাছোড়বান্দা, ১৩৩। মিস্ কিরণবালা, ১৩৪। মায়াতরু, ১৩৫। হংকং-এর পেয়ালা, ১৩৬। বাঙ্গালার কৃষক ও শিল্পীবধ, ১৩৭। জাতের খবর, ১৩৮। বাঙ্গালা দেশের গাছপালা, ১৩৯। স্মৃতির ব্যথা, ১৪০। দুঃখীর ছেলে, ১৪১। দুঃখীর মেয়ে, ১৪২। কাব্যবেণু, ১৪৩। অঞ্জলি, ১৪৪। কবির লড়াই, ১৪৫। প্রাথমিক মুমূর্ষু, ১৪৬। বঙ্গরঙ্গভূমে, ১৪৭। ত্রিস্রোতা, ১৪৮। মরমী, ১৪৯। সন্ধান, ১৫০। মাধবিকা, ১৫১। প্রহেলী ও দীপক, ১৫২। পথে-প্রবাসে, ১৫৩। স্মৃতির দান, ১৫৪। দম্পতি-সংযম ১৫৫। রামায়ণের প্রকৃত কথা, ১৫৬। মায়ের পত্র, ১৫৭। তত্ত্বকথা, ১৫৮। অমিয়-লহরী, ১৫৯ শ্রীকৃষ্ণ, ১৬০। ঋগ্বেদ (২য় ভাগ), ১৬১। মহাভারতসার (সচিত্র), ১৬২। স্তবকবচমালা, ১৬৩। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা, ১৬৪। কল্যাণ-প্রদীপ, ১৬৫। আপনার জন, ১৬৬। পরলোকতত্ত্ব, ১৬৭। ব্রহ্মগীতোপনিষদ্, ১৬৮। নিত্যানন্দ বংশাবলী, ১৬৯। অনুরাগবল্লী, ১৭০। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলাঙ্কুর, ১৭১। জ্ঞানবেদ, ১৭২ হইতে ২৪০ পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত সাময়িক পত্রের অসম্পূর্ণ খণ্ড—অরুণ, ছাত্রসখা, মকৃতব, নবআলোক, মুকুল, মুক্তাধারা, ঝরণা, দীপিকা, সৌরভ, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী, কান্তি, গল্পগুচ্ছ, গৌড়ব্রহ্মবাণী, মুকুলিকা, দেশবন্ধু, যুবক, প্রণব, আঙ্গিনা, আগতা, পথ, অতিথি, জয়শ্রী, গ্রামের ডাক, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, প্রজাপতি, উৎসব, বিদ্যুৎ, গৃহস্থ-মঙ্গল, কৃষি-সম্পদ, কাজের কথা, বর্ত্তমান জগৎ, পল্লীসেবক, পল্লীমঙ্গল, স্বাস্থ্য-প্রকাশ, স্বাস্থ্য-সমাচার, স্বাস্থ্য, কায়স্থ-পত্রিকা, কায়স্থ সমাজ, বৈদ্যসংরক্ষিণী, বৈদ্য প্রতিভা, বৈদ্য-হিতৈষিণী, গন্ধবণিক্, বৈশ্য-পত্রিকা, বৈশ্যসাহা-সুহৃদ্, তাম্বুলি-পত্রিকা, তেলিবান্ধব, তেলির গৌরব, সমাজ-শক্তি, তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, যুবক, ধূমকেতু, শ্রীহট্টবার্ত্তা, সাধনা, ২৪১। Khasi Hymn Book, ২৪২। Yoga, ২৪৩। An Economic and Commercial Geography of India, ২৪৪। The Oriental Love, ২৪৫। Indian Air Ways, pts., I. II, III,

২৪৬। Guide to Darjeeling, ২৪৭। Guide to Shillong, ২৪৮। Legends of Bengal, ২৪৯। Poultry as a Business, ২৫০। Prospective Industries, ২৫১। Utilisation of Common Products, ২৫২। Renaissance of Hindusim, ২৫৩। Indian Poultry Culture, ২৫৪। Catalogue of Arabian and Persian Mss in the Oriental Library, Patna Vol. XIV, ২৫৫। Thacker's Calcutta Directory, 1931 ২৫৬। The Romance of the Calcutta Sweep ২৫৭। Journal, Bihar and Orissa Research Society, Vol. XVII, 2 Nos, ২৫৮। East Indian Railway, Supplment, 1930—31 (11 copies), ২৫৯। Eastern Bengal Railway, Supplinent, 1930—31 (10 copies). ২৬০। School and College Magazines (85 issues)।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩৩৯, ১৯এ মার্চ ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্‌দুল গফুর সিদ্দিকী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত 'শ্রীহট্টে মাঘব্রত' নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীহট্টে মাঘ ব্রত" নামক প্রবন্ধের সার মর্ম্ম পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই শ্রেণীর প্রবন্ধ যতই সংগ্রহ হয়, এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ততই ভাষার পক্ষে মঙ্গল। আলোচ্য প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট পরীক্ষার জন্য (ক) শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম এ, (খ) শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এম এ, (গ) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাল এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয় ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত এম্ মনোয়ার, ২১৪ লোয়ার সার্কুলার রোড, ওয়াজেদ ম্যানশন; ২। শ্রীযুক্ত চামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, কাঁটালপাড়া, নৈহাটী, ৩। শ্রীযুক্ত বেনারসীদাস চতুর্ব্বেদী, ১২০।১ আপার সার্কুলার রোড।

খ – পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ—১। প্রেমের জয় (২ খানি)। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। পূর্ণিমা, ১২৬৫ সাল, মাঘী পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা; ২। পূর্ণিমা, ১২৬৬ সাল, বৈশাখী পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ৩। পূর্ণিমা, ১২৬৬ সাল, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। Secretary, Publicity Board, Bengal—১। আইন অমান্য ও বিশৃঙ্খলা, ২। Sir N. N. Sarkar on Safeguards. Manager, Government of India, Central Publication Branch—১। Epigraphia Indica, Vol. XX, Pt. VII, 1930, July। The Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot—১। Suppliment to the Report on Public Instruction in Bengal.

নবম মাসিক অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৯, ২রা এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক প্রকাশ—(ক) ইন্দুভূষণ সেন এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, (খ) আব্দার রহিম এবং (গ) ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল্ এম্ এস্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ এবং ৬ বিবিধ।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথি ও ইংরাজি এবং বাঙ্গালা পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—(ক) ইন্দুভূষণ সেন এম এ, বি এল ব্যারিষ্টার, (খ) আব্দার রহিম, এবং (গ) ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল্ এম এস্।

সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবু প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কতকগুলি সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন এবং আলোচনার উপযোগী অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে সকল তর্ক উঠিয়াছে, তাহার মীমাংসা বিশেষজ্ঞগণ করিবেন। তবে শ্রীখণ্ড বহু পদ-কর্ত্তার জন্মস্থান, এই জন্য উহা আমাদের অন্যতম তীর্থস্থান।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীঅমরনাথ দাস
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা; ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এস্-সি, ৬৮।১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, ৩। শ্রীযুক্ত সনাতন নাগ বি এ, সুখচর, পঞ্চাননতলা, ২৪ পঃ, ৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ৮৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট; ৫। শ্রীযুক্ত জগমোহন বসু, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার; ৬। শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল, দমদম, ৭। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৮ কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন।

খ—প্রাচীন পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুথি এবং পুস্তক

প্রাচীন পুথি

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১। জন্মাষ্টমী ব্রতকথা, ২। শুকদেব চরিত্র, ৩। রিপু চরিত্র, ৪। জৈমিনি ভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব), ৫। মহীরাবণের পালা, ৬। মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব্ব, ভীষ্ম পর্ব্ব, গদা পর্ব্ব, শান্তি পর্ব্ব), ৭। নরমেধ যজ্ঞ, ৮। বাগ্‌দিনীর পালা, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—১। অশৌচ ব্যবস্থানির্ণয়, জনৈক হিতৈষী—১। কামরত্ন, ২। মহাভারত (আদি পর্ব্ব), ৩। তন্ত্রসার, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। মেদিনী কোষ, ২। স্মৃতিসার।

পুস্তক

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ—১। আত্মজীবন-স্মৃতি, ১ম ভাগ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১। মহাপ্রস্থান (নাটক)। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়—১ মণিদীপা, ডাঃ শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বাঙ্গালী ভীরু কেন? ও সাহসী ও সমরপ্রিয় হইবার উপায়। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। A Day with the Poet Wordsworth. The Director of Industries, Bengal—১। Printing on Fabrics, ২। Soap-Making.

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৯, ২রা এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণস্বরূপ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় ব্যোমকেশবাবু প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, নিজ আর্থিক অবস্থা ভুলিয়া একনিষ্ঠভাবে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সকল বিভাগের উন্নতির ও প্রসারের চিন্তা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। সমগ্র জীবনটাই তিনি পরিষদের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন—এ দৃষ্টান্ত বিরল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশবাবু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান এক পরিষৎ ছাড়া অন্য কোথাও সজাগ দেখি নাই।—হাইকোর্ট-এ তিনি চাকরী করিতেন নামে মাত্র, আপিসের কাজে, পরিবারবর্গের বিষয়ে এবং সংসার সম্পর্কে তিনি বড়ই উদাসীন ছিলেন। কর্ত্তব্য [illegible] চলিতেন একমাত্র পরিষদের ব্যাপারে তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখি[illegible] তিনি সাধারণভাবে চলিতেন, চরিত্র তাঁহার নির্ম্মল ছিল। পরিষদের এই মন্দির তিনি ও স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় না থাকিলে নির্ম্মিত হইত কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, ত্রিবেদী মহাশয় ও ব্যোমকেশদাদাকে বাদ দিয়া পরিষদের কথা আমাদের মনেই আসে না—তাঁহারা এতখানি পরিষদের আপনার ছিলেন। পরিষদের সেবায় তাঁহার আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকিত না। চট্টগ্রাম সম্মিলনের সময় তাঁহার জামাতা কঠিন পৃষ্ঠাঘাত রোগে কাতর, তিনি চট্টগ্রামে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় সম্মিলনের সময় তাঁহার এক কন্যার মৃত্যু হয়, তথাপি তিনি পূর্ণ উদ্যমে সম্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, মুস্তফী মহাশয় আমার নিকট আত্মীয় ছিলেন। আমরা বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে চিরদিন কাটাইয়াছি। তাঁহার সাহিত্যিক ও কর্ম্মময় জীবনের সকল ঘটনাগুলিই আমি জানি। সকল কাজের ভিতর পরিষদের কাজ ও চিন্তা তাঁহার চিত্তকে সর্ব্বদাই আলোড়িত করিত। পরিষদ্ মন্দির নির্ম্মিত হইলে তাঁহার ভাবনা হইল, কি কি দিয়া এই মন্দির সাজাইবেন। তাঁহার ফলে বঙ্কিম, মধুসূদন, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি কয়েক জনের চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল এবং আসবাব-পত্রও কিছু কিছু হইল। ক্রমে ক্রমে সকলই হইল। তাঁহার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই পরিষদের সহিত তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হউক। আজ আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পারিয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমরনাথ দাস
সভাপতি।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৯, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের দিন। বঙ্গদেশের মাতৃভাষার সেবকগণের আজ [illegible] হওয়া উচিত। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তগণের [illegible] আলোচনা [illegible] হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকে [illegible] দিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যিকগণের [illegible] পরিষদের [illegible] তাঁহার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন [illegible] তিনি বর্তমান সাহিত্যের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, এ কথা রবীন্দ্র[illegible] আধুনিক কবি [illegible] বলিয়া গিয়াছেন। তাহার সাহিত্য-সাধনা [illegible] তাহার উদ্দেশ্য ছিল—সাহিত্য দ্বারা দেশবাসীকে স্বদেশ[illegible] সঙ্গীত 'বন্দে [illegible]' বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে [illegible] অর্জন করিতে [illegible]।

উক্ত শ্রীযুক্ত [illegible] বলিলেন, [illegible] জননীর সন্তানত্রয়—কবি মধুসূদন, নাট্যকার [illegible] ও [illegible] বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার চিরপ্রিয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ দত্ত [illegible] মহাশয় সু[illegible] কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী হইতে 'মথুরাবাসিনি মধুরহাসিনি' এই গানটি গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বহুমুখী প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন সাহিত্য, সমাজ, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাহার প্রতিভার আজ সমুজ্জ্বল। শাসন-তন্ত্রের সংস্কারের যুগে তাঁহার ন্যায় একজন তীক্ষ্ণধী রাজনৈতিকের অভাব আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। রাজকর্ম্মচারী হইয়াও তিনি দেশবাসীর মনে আত্মসম্মান জাগাইয়া তুলিতে—দেশবাসীকে প্রকৃত কল্যাণের পথের সন্ধান দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। দেশ যদি তাঁহার অমর বাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে, তবে তাহা হইতে জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত লাভ করিবে।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক রচনা কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি যে কেবল সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার মত অন্তর্দর্শী সূক্ষ্ম সমালোচকও বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাবে দেশ ধন্য হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার নবযুগের প্রবর্ত্তক। তাঁহার পূর্ব্বে দীনা বঙ্গভাষা তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইত। বঙ্কিম তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাকে যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছেন, তাহার

পর কাহারও মাতৃভাষার প্রতি সে অবজ্ঞার ভাব আর নাই। সে কালে—তাঁহার পূর্ব্বে এবং তাঁহার সময়েও—ইংরেজি শিক্ষিত যুবকগণ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কিরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তাঁহার 'লোক-রহস্য' হইতে 'স্বামী-স্ত্রীর' কথোপকথন পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব মনীষার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ইংরেজি ভাবের ও ভাষার প্রেরণার দ্বারা আমাদের ভাষা-জননীকে অতুল ঐশ্বর্য্যে সাজাইয়াছেন। তিনি আমাদের আধুনিক যুগের বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅমরনাথ দাস
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

২৮এ চৈত্র ১৩৩৯, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "আচার্য্য লক্ষ্মীধর" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "আচার্য্য লক্ষ্মীধর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, সংস্কৃত-সাহিত্য পরিষদের কল্যাণে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রন্থ ও লেখকের নাম জানিতে পারা যাইতেছে। প্রবন্ধ-লেখক সেই সকল গ্রন্থ ও লেখক-গণের পরিচয় প্রকাশ করিয়া দেশের বিশেষ উপকার করিতেছেন। এ বিষয়ে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্ব খুব বেশী। তিনি ক্রমান্বয়ে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তান্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমরনাথ দাস
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪৩ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, ২। শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র, ২ ডি গুপ্ত লেন, কাশীপুর; ৩। শ্রীযুক্ত ধন্যকুমার জৈন, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, ৪। শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী বর্ম্মণ, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, ৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পি-৪১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, ৬। রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বি এ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর; ৭। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ৮। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, কলিকাতা, ৯। শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেন, আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা; ১০। কুমার শ্রীযুক্ত হিরণকুমার মিত্র, ১ ঝামাপুকুর লেন; ১১। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার লাহিড়ী এম এ, ৩৪ আমহার্ষ্ট রো, ১২। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণলাল পাইন, থানাকুল, হুগলী, ১৩। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল মিত্র, ২৭ ঝাউতলা রোড, ১৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় বি এল, গোল্ডকুইন এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, ১৪। শ্রীযুক্ত সুধীরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মদনপুর, নদীয়া পোঃ, ১৬। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু, ১২১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৭। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্ব ন-পাড়া, মাকড়দহ পোঃ, হাওড়া।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ—১। *সন্তোষ পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১৩৩৭-৩৮*; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। পাগলের কথা; শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইয়াসিন—১। বসরাই গুল; শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়—১। হিসাবী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদার—১। প্রেমের জয়; ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। Ajnana (Theory of Ignorance)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

উনচত্বারিংশ বার্ষিক

কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

১৩৪০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত ঊনচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ও শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

		বর্ষারম্ভে	বর্ষান্তে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৮	৭
(খ)	আজীবন-সদস্য	১০	১০
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	১০০৬	১০৬৩
(চ)	সহায়ক-সদস্য	২২	২২
		১০৫৫	১১১১

বর্ষারম্ভে ৮ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি বি. এল. মহাশয়ের পরলোকগমনে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা হ্রাস হইয়া ৭ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নূতন কোন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

দুঃখের বিষয়, মৌলভী-সদস্যসম্বন্ধীয় নিয়ম প্রবর্ত্তনের পর হইতে এই শ্রেণীতে কোন সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবও পাওয়া যায় নাই।

সাধারণ-সদস্য। বর্ষারম্ভে ৪২০ জন কলিকাতাবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জন মফস্বলে গমন করেন, ৮ জনের মৃত্যু হয় এবং একজন সহায়ক-সদস্য-নির্ব্বাচিত হন, একজন মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসেন, ৩১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন, এরূপ ২ জন পুনরায় সদস্য পদ গ্রহণ করেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৪৪১ হইয়াছে।

বর্ষারম্ভে ৫৮৬ জন মফস্বলের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন। ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৪ জনের নাম বাদ গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৫০ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন এরূপ ৭ জন পুনরায় সদস্যপদ-গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলিকাতা হইতে ৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্য-সংখ্যা ৬২২ হইয়াছে।

বর্ষারম্ভে ২২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। গত বার্ষিক অধিবেশনে ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে একজন সদস্যের স্থিতিকাল ফুরাইয়া যাওয়ায় একজনের পদ শূন্য হয়। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ২২ হইয়াছে।

ছাত্রসভ্য

আলোচ্য বর্ষে ২ জন ছাত্র পরিষদের ছাত্রসভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষদের ছাত্রসভ্যের সংখ্যা মোট ২৩ হইয়াছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন। অবশিষ্টের মধ্যে ২।১ জন ব্যতীত সকলেই এবার পরীক্ষার্থী ছিলেন। উক্ত ২।১ জনের দ্বারা পুথি নকল ও মাঝে মাঝে পুস্তকালয়ের তালিকা-প্রণয়ন ছাড়া অন্য কিছু করান সম্ভব হয় নাই।

পরলোকগত-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

(ক) *বিশিষ্ট-সদস্য*

১। পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি বি. এল.*।

(খ) **সাধারণ-সদস্য**—

১। ইন্দুভূষণ সেন এম. এ., বি. এল্., ব্যারিষ্টার।
২। উপেন্দ্রলাল বক্সী বি. এ. (বীরভূম)।
৩। কামিনীনাথ রায় (বর্দ্ধমান)।
৪। ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল. এম. এস্।
৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ব্যারিষ্টার।
৬। ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র (গোবরডাঙ্গা)।
৭। নিখিলনাথ রায় বি. এল. (খাগড়া)।
৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বসু (কাশী)।
৯। যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্নি।
১০। ডক্টর শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., ডি. এল.।
১১। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় (কান্দী)।
১২। শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত (কোটা ষ্টেট)।
১৩। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল., ব্যারিষ্টার।
১৪। সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি. এ. (বেহালা)।
১৫। মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী (রঙ্গপুর)।
১৬। নটরাজ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ নটশিরোমণি।
১৭। অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম. এ (ঢাকা)।
১৮। অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম. এ., এফ. জি. এস্।

উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্যে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ অভাব অনুভব করিয়াছে। তিনি পরিষদের নানা বিভাগে নানা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি

* ইনি এক সময়ে পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

বহুবৎসর সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে অক্লান্তভাবে পরিষদের সেবা করিয়াছেন, শোকপূর্ণ কৃতজ্ঞতার সহিত পরিষৎ তাহা স্মরণ রাখিবে।

নিখিলনাথ রায় মহাশয় যেরূপ যত্নের সহিত সাহিত্য-সেবা করিতেন, পরিষদের কার্য্যেও সেইরূপ একনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং বহু অধিবেশনে সভাপতি হইয়া সুচারুরূপে অধিবেশনের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহাকে হারাইয়া বঙ্গভাষা ও পরিষৎ শোকসন্তপ্ত।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

উপরিলিখিত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্য-সেবিগণের পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে,—

১। স্বর্ণকুমারী দেবী
* ২। বিপিনচন্দ্র পাল
৩। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
* ৪। দুর্গাদাস লাহিড়ী
৫। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী
৬। আবদুর রহিম
৭। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
৮। কবিরাজ সত্যচরণ সেন

অধিবেশন †

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনেই সর্ব্বসাধারণের যোগদান করিবার সুযোগ ছিল।

(ক) অষ্টত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১
(খ) মাসিক অধিবেশন—১০
(গ) বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন—৪
(ঘ) বিশেষ অধিবেশন—৯

(ক) ৩৮শ বার্ষিক অধিবেশন

২৬এ আষাঢ় ১৩৩৯, (১০ই জুলাই) রবিবার। সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই অধিবেশনে (১) ৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, (২) ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং (৩) ৺নীবনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার পর সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন হয় এবং অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আয়-ব্যয় বিবরণ পঠিত ও গৃহীত এবং আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয় তালিকা বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার পর পরবর্ত্তী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর পরলোকগত সদস্যগণের নাম বিজ্ঞাপিত হয়। অবশেষে সভাপতি মহাশয় রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়া এতদুদ্দেশ্যে একটি শাখা-সমিতি গঠনের ও স্বতন্ত্র তহবিল সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলে উক্ত তহবিলে কয়েকটি দানের প্রতিশ্রুতি এবং দানের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

---

* ইঁহারা পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

† অধিবেশনগুলির বিস্তৃত বিবরণ মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দিবসগুলিতে মাসিক অধিবেশন হয় :—

১। ১লা শ্রাবণ, ২। ২২এ শ্রাবণ, ৩। ২৯এ শ্রাবণ, ৪। ৩রা পৌষ, ৫। ২৪এ পৌষ, ৬। ২রা মাঘ, ৭। ২১এ ফাল্গুন, ৮। ৫ই চৈত্র, ৯। ১৯এ চৈত্র এবং ১০। ২৬এ চৈত্র।

এই সকল অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

	প্রবন্ধ	লেখক
১।	জ্যোতিষে কঃ পন্থা ...	শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।
২।	লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ ...	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।
৩।	দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী ...	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।
৪।	ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ ...	শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়।
৫।	মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌরমাস	ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।
৬।	রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা) ..	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।
৭।	বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ।
৮।	মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি ...	ঐ ঐ
৯।	শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত ...	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
১০।	শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস ...	শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।
১১।	আচার্য্য লক্ষ্মীধর	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(গ) বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের, (২) ১৪ই আষাঢ় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের, (৩) ১৯এ চৈত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে কবিতা-পাঠ, সঙ্গীত ও মৃত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হয়।

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন

১। বিপিনচন্দ্র পাল, ২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৪। স্বর্ণকুমারী দেবী, ৫। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, ৬। দুর্গাদাস লাহিড়ী, ৭। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ৮। নিখিলনাথ রায়, এবং ৯। হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-

প্রকাশার্থ আলোচ্য বর্ষে ২৫এ আষাঢ়, ১৫ই শ্রাবণ, ৮ই আশ্বিন, ৩রা পৌষ ও ২রা মাঘ মোট সাতটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে কবিতা-পাঠ, সঙ্গীত, প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হয় এবং কোন কোন সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এতদ্ব্যতীত ১। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়-লিখিত "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল" প্রবন্ধ পাঠের জন্য ৫ই ভাদ্র এবং ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়-লিখিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নবাবিষ্কৃত পুথি" নামক প্রবন্ধ পাঠের জন্য ১৬ই আশ্বিন বিশেষ অধিবেশন হয়।

উৎসব ও সবংর্দ্ধনা*

(ক) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে এক প্রীতি-সম্মিলন হয়। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সম্পাদক সমবেত সুধীবর্গকে পরিষদের সাদর আহ্বান ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই শুভ-দিনে যে সকল উপহার পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের তালিকা পাঠ করেন। উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর জলযোগান্তে উৎসব সম্পন্ন হয়।

(খ) প্রফুল্ল-জয়ন্তী

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সপ্ততিবর্ষ বয়ক্রম অতিক্রম করায় জনসাধারণের পক্ষে গত ২৫এ অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা টাউন হলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'প্রফুল্ল-জয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মানপত্র পাঠ করিয়া আচার্য্যদেবকে উপহার দেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয় প্রাচীন বঙ্গদেশীয় শিল্পরীতি অনুসারে মানপত্রটির আধার ও আবেষ্টনী প্রস্তুত করিয়া চিত্রিত করিয়া দেন। এতৎ সম্পর্কে ২৭এ অগ্রহায়ণ সোমবারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে প্রীতি-সম্মিলন হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উপস্থিত সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। জলযোগান্তে প্রীতি-সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়।

(গ) বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা

আলোচ্য বর্ষের ১২ই পৌষ তারিখে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সমবেত উক্ত সম্মিলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিগণকে এক প্রীতি-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। সভাপতি মহাশয়, সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং মৌলভী আবদুল ওদুদ মহাশয়গণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতির বিষয়ে বঙ্গীয় মুসলমানগণের প্রচেষ্টার বিষয়ে আলোচনা করেন। জলযোগান্তে প্রীতি-সম্মিলনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

---

* এই সকল উৎসব ও সংবর্দ্ধনার বিস্তৃত বিবরণ মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্যবর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহকারী সভাপতিগণ—(ক) কলিকাতার পক্ষে,—১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ পদত্যাগ করায়) পরে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, ৩। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ও ৪। শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (খ) মফস্বলের পক্ষে—১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ২। ডক্টর স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, ও ৪। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

সহকারী সম্পাদকগণ—১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এবং ৪। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

(ক) মূল পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ২। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩। ৺ অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, পরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, ৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ৬। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৮। ৺নিখিলনাথ রায়, পরে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৯। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ১০। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১২। সাহিত্যবন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ১৩। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ১৮। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ১৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং ২০। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

(খ) শাখা-পরিষদের পক্ষে—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৪। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ৫। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এবং ৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির তেরটি সাধারণ এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পত্র পাঠাইয়া সমিতির সভ্যগণের মন্তব্য গ্রহণপূর্ব্বক দুইবার কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছিল।

বিশেষ বিশেষ কার্য্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে সম্পাদিত হয়,—

১ (ক) The Bengal Mela Sanitation Bill ও (খ) Ancient Monuments Preservation Act সম্বন্ধে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট পরিষদের মন্তব্য চাহিয়া পত্র লেখেন। এই দুই বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য প্রেরণ করা হয়।

২। রামায়ণ-সম্পাদন সম্পর্কে নির্ব্বাচিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সহিত চুক্তি-পত্রের খসড়া অনুমোদিত হয়।

৩। শ্রীরামপুরে রাজা রামমোহন রায়ের শত-বার্ষিক মৃত্যু উপলক্ষে যে নিখিল-বঙ্গ পুস্তকালয়-সমিতির অধিবেশন ও প্রদর্শনী হয়, তাহাতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়।

৪। এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার ও পুথিশালার দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়।

৫। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে পরিষৎ হইতে মানপত্র দেওয়া হয়।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, (খ) জগত্তারিণী পদক-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

৭। 'রামমোহন রায় শত-বার্ষিক উৎসব'সম্পর্কে পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৮। বরোদায় ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সে ও কলিকাতায় অল ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী কন্‌ফারেন্সে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

৯। সাহিত্য ইতিহাস-দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা এবং আয়-ব্যয়, পুস্তকালয়, ছাপাখানা ও চিত্রশালা-সমিতি ব্যতীত বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নিম্নোক্ত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—

(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-সমিতি, (খ) রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ-সমিতি, (গ) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সংবর্দ্ধনা-সমিতি, (ঘ) পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি, (ঙ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি, (চ) রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ-সমিতি, (ছ) নিয়মাবলী শাখা-সমিতি, (জ) রামমোহন রায় শত-বার্ষিক উৎসব-সমিতি, (ঝ) ছুটী নির্দ্ধারণ-সমিতি, (ঞ) Ancient

Monuments Preservation Act আলোচনা-সমিতি এবং (ট) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি।

আলোচ্য বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাল মহাশয় ভোট-পরীক্ষক ছিলেন। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণবাবু অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিলেও প্রথমোক্ত তিনজন সভ্য বিশেষ যত্নের ও পরিশ্রমের সহিত তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ঊনচত্বারিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। Indian Historical Quarterly, Annual Bibliography of Indian Archæology (Kern Institute, Holland) এবং অন্যান্য ইংরাজী পত্রিকায় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম প্রকাশ ও আলোচনার বন্দোবস্ত করার ফলে পরিষৎ-পত্রিকা অবাঙ্গালী পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হইল। প্রবন্ধগুলি যথারীতি বিভিন্ন শাখায় অনুমোদিত হইয়াছিল।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য

১।	পুরুষোত্তম দেব	মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
২।	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা) ...	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩।	রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)	ঐ
৪।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও জাগের গান ...	„ প্রিয়রঞ্জন সেন
৫।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা ...	„ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৬।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুঁথি	„ মণীন্দ্রমোহন বসু
৭।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	„ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় „ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৮।	আসাম বুরুঞ্জী	„ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
৯।	বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ	ঐ
১০।	বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ...	শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(খ) প্রাচীন সংবাদ-সাহিত্য

১।	দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ...	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) ভাষা-বিজ্ঞান

১।	বাঙ্গালা ছন্দের মূলসূত্র ...	শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

(ঘ) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

১। পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসন ... ... শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক
২। লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ ... ... " নলিনীকান্ত ভট্টশালী

(ঙ) গ্রাম্যসাহিত্য

১। ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার নিয়মের বিবরণ ... " কামিনীকুমার কর রায়

(চ) বিবিধ

১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতিরক্ষণ—পত্রিকাধ্যক্ষ

এতদ্ব্যতীত পত্রিকার সহিত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শেষাংশের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের কতকগুলি মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

(ক) হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা ২য় ভাগ। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী ও লেখপঞ্জীসমেত আলোচ্য বর্ষ মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) সিদ্ধান্তশতক (গ্রহগণিত)—৺রাজকুমার সেন মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদক। আলোচ্য বর্ষ মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) সংবাদপত্রে সেকালের কথা—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার এক বিস্তৃত পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহা প্রকাশের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহার প্রকাশিত খণ্ড দুইটি ইতি মধ্যেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়া এবং কোনরূপ সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক না লইয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ব্যয় হিসাবে তিনি পরিষদের নিকট হইতে যে ৫০৲ টাকা লইয়াছিলেন, তাহারও অর্দ্ধেক তিনি পুস্তকাধার খরিদ করিবার জন্য পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

(ঘ) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনে

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশের পর অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহা পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগেব পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং গ্রন্থ সম্পাদনেব জন্য তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থ প্রকাশেব খরচ আপাততঃ নিজ তহবিল হইতে প্রদান করিয়াছেন। স্থিব হইয়াছে, যদি ১৩৪০ বঙ্গাব্দেব বজেটে উপযুক্ত অর্থ থাকে তবে তাহা হইতে, না হইলে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মধ্যে এই টাকা শোধ করা হইবে। ইহাও স্থিব হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের কোন সংস্করণ নিঃশেষ হইলে পব, ছয় মাস মধ্যে যদি পরিষৎ হইতে গ্রন্থেব পুনর্মুদ্রণ আরম্ভ না হয়, তবে গ্রন্থকাব স্বয়ং তাহা মুদ্রণ করিতে পারিবেন।

(ঙ) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিব বিবরণ, ৩য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্কলনে ও সম্পাদনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়েব লিখিত ভূমিকা সমেত আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

(চ) অনাদিমঙ্গল—সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থেব ভূমিকা ও শব্দসূচি মুদ্রিত হইতেছে। সত্বর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে। লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

(ছ) গৌরপদতরঙ্গিণী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ। মূল গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। ভূমিকা ছাপা হইতেছে। শীঘ্রই সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(জ) চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়েব সম্পাদনে এই গ্রন্থের নব সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। মূলাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে। ভূমিকা, শব্দসূচী প্রভৃতি পরিশিষ্টাংশ মুদ্রণের জন্য ছাপাখানায় দেওয়া হইয়াছে। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

(ঝ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সঙ্কলিত ও সম্পাদিত (পরিষৎ পুথিশালাব) সংস্কৃত পুথির বিবরণ মুদ্রণের কার্য্য নানা কারণে আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ৯৬ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে।

(ঞ) চণ্ডীদাসের পদাবলী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ছাপাখানার বিশৃঙ্খলার জন্য মুদ্রণকার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ৩২ পৃষ্ঠা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

(ট) কৃত্তিবাসী রামায়ণ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় উত্তর ও আদি কাণ্ডের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশ সম্পর্কীয় চুক্তি-পত্রের খসড়া অনুমোদিত হইয়াছে।

(ঠ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও (ড) আলাওলের পদ্মাবতী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখনও পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

(চ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল। সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরী। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়া গেলেই মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে।

পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ যাহাতে দেশবিদেশের পণ্ডিতসম্প্রদায় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইহাদের সমালোচনার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এবং বিশেষ করিয়া পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিবরণপূর্ণ একটী ইংরাজী প্রবন্ধ Indian Historical Quarterly পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তালিকা মুদ্রণের কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই তালিকা প্রচারিত হইলে পরিষদ্ গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে, আশা করা যায়।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নোক্ত শ্রেণীর দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল,—

(ক) চিত্র (প্রাচীন ও আধুনিক)

(খ) মূর্ত্তি

(গ) মুদ্রা

(ঘ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি

(ঙ) " ব্যবহৃত দ্রব্য

(চ) বিবিধ

পরিশিষ্টে দ্রব্যগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

(ক) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত মহামায়ুরী মূর্ত্তি, (খ) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ওমর্ম্ম খলিফাদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রা (দিরহম্) দুইটী এবং (গ) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর-প্রদত্ত কাঙ্গাল হরিনাথের স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত গানের বই।

উপরি উক্ত দ্রব্যগুলির অধিকাংশই চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উপহার পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই সকল দ্রব্য সংগ্রহে পরিষৎকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে ও তৎপূর্ব্বে যে সকল মূল্যবান্ উপহার পাইয়াছেন, সেগুলি তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং সেগুলি মেসার্স কে সি পাল এণ্ড কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রদত্ত শো-কেসে রক্ষা করা হইয়াছে। দ্রব্যগুলির তালিকা পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করা হইল। রবীন্দ্রনাথের পুস্তক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পরিষদে রক্ষা করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে অর্থাভাবে মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ, মুদ্রাদির তালিকা মুদ্রণ, চুণার পাথরের অসম্পূর্ণ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করা এবং মেঝের পেটেণ্ট-ষ্টোন দেওয়ার কাজ আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই।

রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণকালে উহার পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত দাউদ সাহেবের গৃহের কিছু ক্ষতি হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে উহাকে ১০০্ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন গত চারি বৎসর হইতে চিত্রশালার কার্য্য পরিচালনের জন্ত সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে করপোরেশন হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ এই সাহায্য প্রাপ্তির আশায় যে সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের (পূর্ব্বোক্ত কার্ণিশ ও পাথরের অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করা ও পেটেণ্ট ষ্টোন দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য) সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। আশা করা যায়, কলিকাতা করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত বার্ষিক সাহায্য দানে পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

পুথিশালা

আলোচ্যবর্ষে বিভিন্ন সময়ে উপহারপ্রাপ্ত পুথির মধ্য হইতে ১৬৮ খানি পুথি বাছিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত বিভাগে পুরাণ, তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, ছন্দ ও নাটক সম্বন্ধীয় পুথি আছে। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবচরিত, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল, চণ্ডীকাব্য, পদাবলী, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুথি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথি দুইখানি—শ্রীনাথ শর্ম্মার 'কর্ম্মপ্রকাশ' এবং কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার'; ইহাদের লিপিকাল যথাক্রমে ১০০১ সাল ও ১৫৪৫ শকাব্দ। ২৫০ বর্ষের প্রাচীন পুথিও কয়েকখানি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে নৃসিংহকৃত 'চৈতন্যমহাভাগবত' এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের সংস্কৃত অনুবাদ—এই দুইখানি পুথি সংস্কৃত পুথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, উভয়বিধ পুথির মধ্যেই কয়েকখানি নূতন পুথি আছে; ইহাদের অনেকগুলির রচয়িতার নামও সাধারণ্যে বিশেষ পরিচিত নহে।

যে সকল হিতৈষী মহোদয় পুথি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা নিম্নে লিখিত হইল,—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ৮৭, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ আঢ্য ২৬, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ১৬, শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় ১৪, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৯, ৺সূর্য্যকুমার পাল ৪, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৩, জনৈক হিতৈষী ৩, রায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ১, ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ১, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিদ্যাভূষণ ১, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর ১, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ১, মোট ১৬৮ খানি। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ৯৬ এবং সংস্কৃত ৭২ খানা। এগুলি তালিকাভুক্ত হওয়ায় বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইল ৫১২৬। ইহার শ্রেণীবিভাগ এইরূপ—

বাঙ্গালা	৩১০৮
সংস্কৃত	১৭৫৩
তিব্বতী	২৪৪
ফার্সী	১২
অসমীয়া	৩
ওড়িয়া	৪
হিন্দী	২
	৫১২৬

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সংস্কৃত পুথির বিবরণ' আলোচ্য বর্ষে ৯৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে এবং 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ'-এর ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথিশালায় পুথির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ পরিষৎ পুথিশালার পুথি ব্যবহার করিয়া গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত অর্থের অভাবে এই সকল পুথিতে মলাট ও খেরো লাগাইয়া যথাযোগ্যভাবে রক্ষিত করা যাইতেছে না। মলাট ও খেরোর অভাবে অন্যূন ২৫০০ পুথি কাগজে মুড়িয়া রাখিতে হইয়াছে। ইহাতে পুথিগুলির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িতেছে। পুথির আলমারিগুলিতে গত দুই বৎসরের মধ্যে কোনও আবরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। খোলা আলমারিতে ইন্দুর প্রবেশ করিয়া এই অবসরে কতকগুলি পুথি কাটিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালা পুথির বিবরণের সঙ্কলন কার্য্য আলোচ্য বর্ষে কিছুই অগ্রসর হয় নাই। মফস্বলে যাইয়া নূতন পুথি সংগ্রহের চেষ্টাও এ বৎসর করা সম্ভবপর হয় নাই।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য বার্ষিক ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে পুস্তকাদি খরিদ করা হইয়াছে এবং তাহার আয়-ব্যয়-বিবরণ ও মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ যথাসময়ে করপোরেশনে প্রেরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই ওয়ার্ডের সুযোগ্য কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৮৭০ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭২৩ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৪৭ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তকগুলির মধ্যে ২৯৩৩ খানি পুস্তকাকারে বাঁধা সাময়িক-পত্রিকা আছে।

বর্ষারম্ভে নিম্নোক্ত সংখ্যক পুস্তক ছিল,—

(ক)	পরিষদের ক্রীত ও সংগৃহীত	২২৩৯৬
(খ)	বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
(গ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-গ্রন্থাগার	২২৫০
(ঘ)	রমেশচন্দ্র দত্ত-গ্রন্থাগার	৭৩২
(ঙ)	সাহিত্য-সভার-গ্রন্থাগার	২৫৪০
(চ)	স্বর্গীয় মধুসূদন মৈত্র ও তরঙ্গিণী মৈত্রের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত	২৫৯৫
(ছ)	স্বর্গীয় সত্যচরণ মিত্র-প্রদত্ত অন্নপূর্ণা-স্মৃতি-পুস্তকাগার	৯১৭
(জ)	স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গ্রন্থাগার	৭৬৪
(ঝ)	ঊনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে প্রাপ্ত	৯৯
		৩৫৮৩৯

বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তক-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক)	গত বর্ষের শেষে সংগৃহীত	৩৫৮৩১
(খ)	বর্ত্তমান বর্ষে ক্রীত ও উপহার-প্রাপ্ত	৮৭০
(গ)	বর্ত্তমান বর্ষে বাঁধান সাময়িক-পত্র	১০১
(ঘ)	চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে প্রাপ্ত	৪৯৭
		৩৭৩০৭

পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে পরিষদের হিতার্থী, সাহিত্যিক ও সদস্যগণ ৩২৫ খানি গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী মহাশয়া ১৭২ গ্রন্থ ও ১টি আলমারী উপহার দিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তকাদি পাওয়া গিয়াছে :—

(১) শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী—১। অন্নদামঙ্গল (সচিত্র) এবং
২। Memoirs of Raja Prutapadityu, 1816.

(২) ডক্‌টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অন্নদামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর), ১২৩৫ বঙ্গাব্দ।

(৩) শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ১৭৬৬ শকঃ।

(৪) ,, রায়সাহেব বিপিনবিহারী সেন—১। সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২। পূর্ণিমার কতকগুলি সংখ্যা। ৩। স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক।

(৫) ,, সতীন্দ্রসেবক নন্দী—সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের কয়েক সংখ্যা।

(৬) ,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বঙ্গবিদ্যা-প্রকাশিকা, ১২৬৫ সাল ৪র্থ খণ্ডের ২৫।২৮ সংখ্যা।
২। কবিতা কুসুমাবলী, ১৭৮৩ শকঃ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা।

(৭) ,, মন্মথমোহন বসু—১। হিতোপদেশ, বঙ্গাব্দ ১২৩০।

(৮) ,, রামকমল সিংহ—১। বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকার কয়েক সংখ্যা।

(৯) ,, আনন্দচন্দ্র দত্ত—১। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৭০-৭৭ সাল।

(১০) শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী—১। বঙ্গদর্শন, ২। জ্ঞানাঙ্কুর, ৩। নব্যভারত-এর ফাইল।

(১১) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। মণিমালা, (২য় ভাগ)।

বর্ষ মধ্যে কুমার শ্রীযুক্ত প্রত্যুষকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ৭৯ খানি (ইংরাজী ছোট গল্প পুস্তক), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৯১ খানি, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ খানি, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রাম ১২ খানি, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় ১১ খানি, ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ ৯ খানি, এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ৫ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন।

পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় ১১৩ খানি পুস্তক ও ১৬ খানি পুস্তিকা এবং তিনটি আলমারী খরিদের জন্য অর্থদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নোক্ত সংখ্যক পুস্তক উপহার দিয়াছেন,—

(ক) বেঙ্গল (গবর্ণমেণ্ট) লাইব্রেরী—১৮৭ খানি পুস্তক ও ৬১ রকমের ৩৫৬ খানি সাময়িক-পত্র।

(খ) স্মিথ্‌সোনিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউশন—৩৪ খানি পুস্তক।

(গ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার—৫ খানি পুস্তক।

(ঘ) বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব—৪ খানি পুস্তক।

(ঙ) তাঞ্জোর মহারাজা সরফোজী সরস্বতী-মহল লাইব্রেরী—৩ খানি পুস্তক।

নিম্নোক্ত বিভাগীয় সরকার বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকা ও বার্ষিক কার্য্যবিবরণী উপহার দিয়াছেন

(ক)	ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট	...	...	১৩ খানি
(খ)	বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট	...	...	১৫ ,,
(গ)	মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট	...	...	৫ ,,
(ঘ)	নিজাম গবর্ণমেণ্ট	...	...	২ ,,
(ঙ)	পাব্লিসিটি বোর্ড, বেঙ্গল		...	৮ ,,
(চ)	ডাইরেক্টর অব ইন্‌ডাষ্ট্রীজ, বেঙ্গল		...	৩ ,,

এই সকল উপহারের জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল সাময়িক পত্র পাওয়া গিয়াছে, শ্রেণীভেদে তাহাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

দৈনিক ৮, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫, মাসিক ৭২, দ্বৈমাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ১৫, মোট ১৩৯ খানি। ৪ খানি দৈনিক ও ৩ খানি মাসিক-পত্র খরিদ করা হইয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি নিয়মিতভাবে দিয়াছেন তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির ৫টি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে পাঠকগণের প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের জন্য দুইটি আলমারী তৈয়ারীর প্রস্তাব এবং উক্ত গ্রন্থাগারের তালিকা মুদ্রণের প্রস্তাব, সংগৃহীত সাময়িক-পত্রের সমগ্র তালিকা প্রস্তুত ও তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা, বর্ণানুক্রমিক বাংলা পুস্তক-তালিকা তৈয়ারীর প্রস্তাব এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কতকগুলি নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত হয়।

পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল্ মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তকের শ্রেণী-বিভাগানুযায়ী ও গ্রন্থকারের নামানুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এই তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থ-সংগ্রহের তালিকা প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

সমিতির নির্দ্দেশ মত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত বাংলা সাময়িক-পত্রের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিবার জন্য পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত তালিকার পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করিয়া দিয়া পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই তালিকা-মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ষ মধ্যে সদস্যগণকে বাড়ীতে পড়িবার জন্য ৪৪২৫ বার পুস্তকাদি প্রদান করা হয়। প্রতিদিন গড়ে ১৩০ জন পাঠক নির্দ্ধারিত সময়ে সংবাদ-পত্র ও পুস্তক-পত্রিকাদি পাঠের জন্য পরিষদ্ মন্দিরে আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু সদস্য প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুরাতন সংবাদ-পত্রের ফাইল পাঠ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। পরিষদের সদস্য ব্যতীত অনেকেই পরিষদ্ মন্দিরে বসিয়া প্রয়োজনানুসারে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাকেন। বৃহস্পতিবার ও নির্দ্ধারিত ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ যথানিয়মে ২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার খোলা থাকে। ঐ সকল দিনে প্রত্যহ নিয়মানুসারে বাড়ীতে পাঠার্থ পুস্তকাদি আদান-প্রদানও হইয়া থাকে।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী। স্থির হইয়াছে যে, ইঁহার একখানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং কিছু অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণের নাম ও প্রাপ্ত সাহায্যের বিবরণ দেওয়া হইল।

(খ) অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। ইঁহার এক চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(গ) বিপিনচন্দ্র পাল। ইঁহার এক চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এ জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

(ঘ) নিখিলনাথ রায়। ইঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

(ঙ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ইঁহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(চ) হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। ইঁহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(ছ) প্রিয়নাথ সেন। ইঁহার চিত্র সংগৃহীত হইলে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে গৃহীত স্মৃতিরক্ষার সঙ্কল্প সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য হইয়াছে :—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

(খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ইঁহার চিত্র বহু পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। অদ্য বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(গ) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ইঁহার তৈলচিত্র অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহাদের পিতৃস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই চিত্র পরিষৎকে দান করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

(ঘ) চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের একখানি চিত্র দান করিয়াছেন। উহাও এই অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইল। পরিষৎ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর নিকট এবং এই চিত্র সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

(ঙ) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতার তৈল-চিত্র দান করিয়াছেন।

(চ) উক্ত প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাল্যাবস্থার একখানি চিত্র দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল অর্থ গচ্ছিত রহিয়াছে, তাহাদের বিবরণ হিসাবের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। দুঃখের বিষয়, অর্থ অভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্মৃতি-রক্ষার সঙ্কল্পগুলির অধিকাংশই কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই।

সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান ও দর্শন-শাখা

	সভাপতি	আহ্বানকারী
সাহিত্য-শাখা	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
ইতিহাস-শাখা	৺নিখিলনাথ রায় পরে, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর	,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজ্ঞান-শাখা	ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ	ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ
দর্শন-শাখা	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অধিবেশন সংখ্যা—(ক) সাহিত্য-শাখা—৮, (খ) ইতিহাস-শাখা—২, (গ) বিজ্ঞান-শাখা—৩ এবং (ঘ) দর্শন-শাখা—১।

এই সকল অধিবেশনে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন এবং পরিষদ্ গ্রন্থ নির্ব্বাচন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা-বিভাগের কার্য্য, বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা আলোচনার জন্য শাখা-সমিতির ১৫টি অধিবেশন হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। যে সকল শাখা বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য চালাইতেছে তাহাদের মধ্যে মেদিনীপুর, গৌহাটী ও রঙ্গপুর-শাখা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আলোচ্যবর্ষে মেদিনীপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশনে প্রথম দিনে মূল সভাপতি-পদে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও তৎপর দিবস সাহিত্যাদি শাখার এবং শিল্প ও কলা (সঙ্গীতাদি) বিভাগের সভাপতি-পদে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বৃত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মেদিনীপুর-শাখায় যে সাহিত্য-সম্মিলন হয় তাহা সকল শাখারই অনুকরণযোগ্য। মূল পরিষৎ হইতে মেদিনীপুরে এই জন্য প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। যে সকল শাখার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে কোন স্থান হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হয় নাই।

পরিষদ্-মন্দির ও আসবাব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের অল্পবিস্তর সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। মেসার্স এম ডি মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে মাল মসলা প্রভৃতি দিয়া দুইটি শৌচাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এ আর বন্দ্যোপাধ্যায় (বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্লাম্বিং একসপার্ট) মহাশয় নানা স্থান হইতে ড্রেণ প্রভৃতির জন্য নল, ইয়ার্ডগেলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন।

গত বার্ষিক অধিবেশনে রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের যে প্রস্তাব হয়, সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ঐ অধিবেশনেই নিম্ন নির্দ্দিষ্ট দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১০০০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫০০৲
„ মন্মথমোহন বসু	১০১৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১০১৲
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	১০৫৲
„ যতীন্দ্রনাথ বসু	৫০০৲

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু বর্ষ মধ্যেই তাঁহার প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় পুস্তকালয়ের জন্য তিনটি পুস্তকাধার খরিদ করিবার অর্থ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ব্যয় ৫০৲ টাকার মধ্যে ২৫৲ না লইয়া পরিষদের পুস্তকালয়ের পুস্তকাধার খরিদ করিবার জন্য দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কে সি পাল এণ্ড কোং টিম্বার মার্চেণ্টের স্বত্বাধিকারী মহাশয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত উপহার রক্ষা করিবার জন্য একটি সুদৃশ্য শো-কেস্ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী তাঁহার স্বামী ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকালী দানের সঙ্গে একটি পুস্তকাধার দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরিষদের সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকার

বঙ্গীয় রাজসরকার নানা বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে পরিষৎকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১২০০৲ টাকার স্থলে মাত্র ১০৮০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শিক্ষায়তনের জন্য রাজসরকার ২০০ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পরিবর্ত্তে ৭০ খানি মাত্র লইয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কলিকাতা করপোরেশনের নিকট হইতে পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্য ৬৫০্ পাওয়া গিয়াছে এবং পরিষদ্ মন্দির ও চিত্রশালার ট্যাক্স রেহাই দিয়া করপোরেশন পরিষদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, চিত্রশালা সংরক্ষণ ও পরিচালনের জন্য করপোরেশন গত চারি বৎসর যে বার্ষিক দান করিতেন, আলোচ্য বর্ষে সেই দান না পাওয়ায় পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

পরিশিষ্টে আলোচ্য বর্ষের বিভিন্ন বিভাগের এবং পৃথক্ পৃথক্ তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ দেওয়া হইল। মোটের উপর পরিষদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্য অর্থাভাবেই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। সদস্যগণের নিকট হইতে আশানুরূপ চাঁদা পাওয়া যায় নাই। তদ্ব্যতীত বঙ্গীয় রাজ-সরকার গ্রন্থ প্রকাশার্থ বার্ষিক সাহায্য ১২০০্ টাকার শতকরা ১০্ কম দিয়াছেন। চিত্রশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট আলোচ্য বর্ষে কিছুই পাওয়া যায় নাই। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পরিষদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য সাময়িক সাহায্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে পরিষদের কার্য্যপরিচালন করা কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ বিশেষ দান

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান, কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান ও সদস্যগণের বর্ষিক চাঁদা ব্যতীত নিম্নলিখিত দান আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে—

১। মাইকেল মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-পূজার জন্য দান।
২। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিরক্ষার জন্য দান।
৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মূর্ত্তির জন্য উৎকীর্ণ-লিপি প্রস্তুতের জন্য দান।
৪। পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান।
৫। প্রফুল্ল-জয়ন্তীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দান।
৬। পুস্তকাধার ক্রয় করিবার জন্য দান।
৭। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী খরিদের জন্য দান।
৮। হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য দান।
৯। হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন-সমিতির দান।
১০। রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য দান।
১১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-ভাণ্ডারে দান।
১২। দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান।
১২। গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে দান।
১৪। সাধারণ-তহবিলে দান।

পরিশিষ্টে এই সকল দানের বিবরণ দেওয়া হইল।

বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোম্পানীর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানীর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় কার্য্যালয়ের ব্যবহারে জন্য কতকগুলি

দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সমেত হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন-সমিতির সভ্যগণের এক ফটো দান করিয়াছেন।

এই সকল দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত কতিপয় পরলোকগত সাহিত্যিকের পরিবারবর্গকে মাসিক বা এককালীন অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য পরিষদ্ মন্দির মধ্যে একটি Home Saving Safe স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পোপের আশীর্ব্বচন

আলোচ্য বর্ষে রোমের মহামান্য পোপ মহোদয় পরিষদের মঙ্গল কামনা করিয়া সম্পাদকের নামে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উপসংহার

ধীরে ধীরে পরিষৎ ঊনচত্বারিংশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চত্বারিংশ বর্ষে উপনীত হইয়াছে। যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় স্থাপয়িতাদের আদর্শ ক্রমশঃ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নানা বাধা ও বিসংবাদের মধ্যেও পরিষদের শক্তির ক্রমশঃ উপচয় হইয়াছে। বঙ্গদেশের বিশিষ্টতা ও বঙ্গদেশের জ্ঞান সম্পদ্ যাহাতে যথারূপে আলোচিত ও সকলের পরিজ্ঞাত হয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবার জন্য এই পূজা-মন্দির যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর হস্তে সঁপিয়া দিয়াছেন। ইহা আমাদের নিজস্ব। ইহার সম্পদে আমরা সম্পন্ন। ইহার জীবন ও উন্নতি আমাদের হস্তে ন্যস্ত। আমাদের উদাসীনতায় ইহার সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। আমাদের ত্যাগ, চেষ্টা ও সাধনায় ইহার প্রভূত উন্নতি হইতে পারে। পরিষদের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য দান ও যথাসাধ্য কার্য্য করা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। আশা করি, এ বিষয়ে আমাদের চিত্তে কখনও অবসাদ আসিবে না ও এ কর্ত্তব্য পালনে আমরা শৈথিল্য করিব না। বঙ্গ-দেশবাসীর নিজ ভাষা ও বিশিষ্ট জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র এই পরিষৎ যাহাতে সমগ্র জগতে জ্ঞান-বিকাশের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাই আমাদের আশা। দেশের জনসাধারণ ও পরিষদের সদস্যগণ এই আশা শীঘ্র ফলবতী করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
কলিকাতা.
১৪ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪০

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

(ক) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক-পত্রাদি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্ত সাময়িক পত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে,—

(* তারকা চিহ্নিতগুলি ক্রীত)

দৈনিক

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। দৈনিক বসুমতী*, ৩। বঙ্গবাণী, ৪। Advance*, ৫। Amrita Bazar Patrika, ৬। Liberty*, ৭। Star of India, ৮। Statesman*।

সাপ্তাহিক

১। আজকাল, ২। আমোদ, ৩। এডুকেশন গেজেট, ৪। খুলনাবাসী, ৫। গৌড়ীয়, ৬। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ৭। ছোট গল্প, ৮। ঢাকা-প্রকাশ, ৯। দীপালি, ১০। ত্রিপুরা, ১১। নবশক্তি, ১২। পল্লীবার্ত্তা, ১৩। পল্লীবাসী, ১৪। ফরিদপুর হিতৈষিণী, ১৫। বঙ্গবন্ধু, ১৬। বঙ্গবাসী, ১৭। বসুমতী, ১৮। বাতায়ন, ১৯ বীরভূম-বার্ত্তা, ২০। ভগ্নদূত, ২১। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২২। মোহাম্মদী, ২৩। সময়, ২৪। সমাচার, ২৫। সঞ্জীবনী, ২৬। স্বরাজ, ২৭। স্বায়ত্ত-শাসন (ঢাকা), ২৮। হিতবাদী, ২৯। হিন্দু, ৩০। Calcutta Gazette, ৩১। Calcutta Municipal Gazette*, ৩২ Indian Messenger, ৩৩। Mussalman, ৩৪। Navavidhan.

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩। সমাচার, ৪। সম্মিলনী, ৫। স্বায়ত্ত-শাসন।

মাসিক

১। অর্চ্চনা, ২। আর্য্য-গৌরব, ৩। আর্য্য-দর্পণ, ৪। আর্থিক উন্নতি, ৫। উপাসনা, ৬। উৎসব, ৭। উদ্বোধন, ৮। কল্যাণ (হিন্দী), ৯। কায়স্থ-পত্রিকা, ১০। কায়স্থ-সমাজ, ১১। কৃষি-সম্পদ, ১২। গন্ধবণিক মাসিকপত্র, ১৩। গল্পলহরী, ১৪। গৌড়প্রভা, ১৫। চিকিৎসা-প্রকাশ, ১৬। জয়শ্রী, ১৭। জন্মভূমি, ১৮। জীবন বীমা, ১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২০। তন্তুবায় সমাচার, ২১। তাম্বুলি পত্রিকা, ২২। শ্রীদেশবন্ধু, ২৩। নিবেদিতা, ২৪। পঞ্চপুষ্প, ২৫। প্রজাপতি, ২৬। প্রবর্ত্তক, ২৭। প্রবাসী, ২৮। বঙ্গলক্ষ্মী, ২৯। বঙ্গশ্রী,

৩০। বণিক, ৩১। বিচিত্রা, ৩২। বিশ্বজনীন, ৩৩। ব্রহ্মবাদী, ৩৪। ভাণ্ডার, ৩৫। ভারতবর্ষ, ৩৬। ভারতের সাধনা, ৩৭। মাধুরী, ৩৮। মাসিক বসুমতী, ৩৯। মাসিক মোহাম্মদী, ৪০। মাহিষ্য-সমাজ, ৪১। মোদক-হিতৈষিণী, ৪২। যুবক, ৪৩। যোগীসখা, ৪৪। রামধনু, ৪৫। শনিবারের চিঠি, ৪৬। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ, ৪৭। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৪৮। সদ্গোপ পত্রিকা, ৪৯। সুবর্ণবণিক সমাচার, ৫০। সোনার বাংলা, ৫১। সৌরভ, ৫২। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৩। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৫৪। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ৫৫। হোমিওপ্যাথি পরিচারক, ৫৬। American Anthropologist, ৫৭। Journal of Ayurveda, ৫৮। Calcutta Medical Journal, ৫৯। Calcutta Review, ৬০। Commercial India, ৬১। India and the World, ৬২। Indian Medical Record, ৬৩। Indian Antiquary*, ৬৪। Indian Review*, ৬৫। Industry, ৬৬। Insurance and Finance Review, ৬৭। Insurance Herald, ৬৮। Insurance World, ৬৯। Maha-Bodhi, ৭০। Modern Review*, ৭১। Scientific Indian, ৭২। Tirumalai Sri Venkatesvara.

দ্বৈমাসিক

১। Indian Journal of Medicine, ২। Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, ৩। গ্রামের ডাক, ৪। প্রকৃতি, ৫। শিবম্।

ত্রৈমাসিক

১। নাগরী-প্রচারিণী-পত্রিকা (হিন্দী), ২। পরিচয়, ৩। পূজা, ৪। প্রতিভা, ৫। Quarterly Journal of the Andhra Research Society, ৬ Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, ৭। Benares Hindu University Magazine, ৮। Cultural World, ৯। Indian Historical Quarterly, ১০। Mayurbhanj Gazette, ১১। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১২। Review of Philosophy and Religion, ১৩। Bulletin of the School of Oriental Studies, London University, ১৪। Vishva-Bharati Quarterly.

(খ) এই সকল সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিষৎ-পত্রিকা দেওয়া হয়।

১। Alle Fonte della feila Religione, Rome, ২। Asiatic Society of Bengal, ৩। Institut fur Volkerkunde der Universitat Wien, ৪। Kern Institute, Leyden, হল্যাণ্ড, ৫। School of Oriental Studies, University of London, ৬। Smithsonian Institution, U. S. A., ৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ৯। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ (National

Council of Education), যাদবপুর, ১০। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ, ১১। কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, বাঙ্গালোর, ১২। Imperial Library, কলিকাতা, ১৩। Library of the Director General of Archaeology, New Delhi, ১৪। ইউনাইটেড রিডিং রুম্ ও লাইব্রেরী, ১৫। কর্ণওয়ালিস ইউনিয়ান ক্লাব ও লাইব্রেরী, ১৬। গৌতমী লাইব্রেরী, রাজমাহেন্দ্রী, ১৭। চৈতন্য লাইব্রেরী, ১৮। তালতলা লাইব্রেরী, ১৯। নবদ্বীপ ৭ম এডওয়ার্ড এংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী, ২০। বাগবাজার লাইব্রেরী, ২১। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, মেদিনীপুর, ২২। রাজু পাব্লিক লাইব্রেরী, ২৩। রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি পাঠাগার, কান্দী, ২৪। লালগোলা পাবলিক লাইব্রেরী, ২৫। সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি ও লাইব্রেরী, ২৬। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ২৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রম, কাশী, ২৮। রামকৃষ্ণ বেদ-বিদ্যালয় (গদাধর আশ্রম), ২৯। রামকৃষ্ণ মঠ লাইব্রেরী, বেলুড়, ৩০। রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটী ও লাইব্রেরী, রেঙ্গুন, ৩১। রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টস্ হোম, ৩২। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠ (বিবেকানন্দ মিশন), ৩৩। বিবেকানন্দ সোসাইটী, ৩৪। বিবেকানন্দ মিশন, কলিকাতা।

(গ) শাখা-সমিতির-সভ্যগণ

(১) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় (সভাপতি), শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ৺নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(২) ইতিহাস-শাখা

৺নিখিলনাথ রায় (সভাপতি), পরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল; শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(৩) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সভাপতি) ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র , শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত , শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য , মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ; ৺অভয়কুমার গুহ ; শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য , শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আহ্বানকারী)।

(৪) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ (সভাপতি) , শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু ; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী , ৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত , শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় , শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী , শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা , শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় , শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ , শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার , শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক , শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(৫) আয়-ব্যয়-সমিতি

৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত , শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল , শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত , শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ , শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ; শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(৬) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ , শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ , শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ; শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র ; শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় ; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার ; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক , শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আহ্বানকারী)।

(৭) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(৮) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু; শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বলাইলাল দত্ত, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(৯) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-রক্ষণ সমিতি

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১০) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (আহ্বানকারী)।

(১১) রমেশ-ভবন দ্বিতল-নির্ম্মাণ-সমিতি

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (সহঃ সম্পাদক); শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (সহঃ সম্পাদক)।

(১২) হরপ্রসাদ-স্মৃতি-রক্ষণ-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; ৺হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা;

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার (আহ্বানকারী)।

(১৩) প্রফুল্ল-জয়ন্তী সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(১৪) রবীন্দ্র গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৫) নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন-সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৬) পরিষৎ প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৭) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক)।

শাখা-পরিষৎ

রঙ্গপুর-শাখা—১৩৩৯

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন ১, বিশিষ্ট ২, অধ্যাপক ৪, সহায়ক ৭, ছাত্র ২৫, এবং সাধারণ ৮৫, মোট ১২৪।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাংবৎসরিক ১, সাধারণ ১, বিশেষ ২।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য সমিতি গঠনের জন্য দুইটি বিশেষ অধিবেশন হয় এবং সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন কামরূপ ও অসমীয়া গ্রন্থ-বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ হয়। প্রবন্ধলেখক মহাশয় শাখার পুথিশালায় রক্ষিত পুথিগুলি আলোচনা করিয়া ২৩ খানি বঙ্গভাষায় লিখিত এবং অপূর্ব্ব প্রকাশিত অসমীয়া গ্রন্থের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুথিগুলির মধ্যে একখানি শাচিপত্রে লিখিত এবং উহাতে সাহ্ সুজা ও ঔরঙ্গজেবের কথা এবং স্বর্গনারায়ণের জন্মচরিত গ্রন্থে আহোমরাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আসামের বৈষ্ণব কবি শঙ্কর দেব ও মাধব দেবের বহু গ্রন্থ এই শাখায় রহিয়াছে।

শাখার ২৬শ ও ২৭শ সাংবৎসরিক অধিবেশন এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৩শ অধিবেশন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। শাখার সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হইলে পর স্থানীয় জজসাহেব "মিশরের পিরামিড্" এবং রায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক বাহাদুর "সাহিত্যে স্নুচিতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের কর্ত্তব্য প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে শাখার সভাপতি মহাশয়ের স্বর্ণপদক এবং সঙ্গীতের জন্য শ্রীমতী উমা গুপ্তা মহাশয়াকে শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয়ের প্রদত্ত রৌপ্য-পদক দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার জন্য শ্রীমতী শোভনা সেন, রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং শাখার সভাপতি মহাশয়ের প্রতিশ্রুত কয়েকটি পদক ঘোষণা করা হয়।

মান্দ্রাজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় শাখার চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

শাখার ১৭শ ভাগ পত্রিকা ১-৪ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গপুর শাখার পক্ষে শাখার সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবে এক প্রশস্তি দান করেন।

শাখা-পরিষদের সংলগ্ন এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের সংস্কার সাধনের জন্য বিভাগীয় কমিশনার শ্রীযুক্ত জে, জি, ড্রামণ্ড সাহেবের আনুকূল্যে ২৫০৲ গবর্মেণ্টের নিকট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। তিনি উক্ত সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য আরও ২৫০৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শাখার কার্য্য পরিচালনের জন্য স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে ৫০০৲ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

আয়-ব্যয়—গতবর্ষের উদ্বৃত্ত ১৭২৩৸৶৯, বর্ত্তমান বর্ষের আয় ৩০৮/০, মোট ২০৩২৶৯ মধ্যে ব্যয় ৪৪৮৷৶৯ বাদে ১৫৮৩৷/০ উদ্বৃত্ত আছে।

মেদিনীপুর-শাখা

বিংশ বর্ষ—১৩৩৮।৩৯ বঙ্গাব্দ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

সম্পাদক— ,, নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা—১০৮, অধিবেশন-সংখ্যা ৩৫; গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা ১৭১১; এতদ্ব্যতীত শাখার মুখপত্র 'মাধবী' পত্রিকার বিনিময়ে ৩০ খানি সাময়িক পত্র পাওয়া যায়।

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও কবিতা এবং তাহাদের লেখকগণ—

১। প্রাদেশিক ভাষায় মেদিনীপুর—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন।

২। দ্রাবিড় সভ্যতা—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

৩। মেদিনীপুরের এথ্‌নলজিকাল সার্ভে—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায়।

৪। মেদিনীপুরে প্রচলিত লোক-নৃত্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য।

৫। ভ্রান্তি—শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

৬। মেদিনীপুরে বৌদ্ধস্মৃতি (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৭। জীবন-সঙ্গিনী (কবিতা)—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।

৮। মন-মর্ম্মর—শ্রীমতী বাবারাণী দেবী।

৯। বর্ষায় রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বর্ষে চৈত্র মাসে শাখার বার্ষিক অধিবেশন এবং সাহিত্য সম্মিলন হয় এবং তৎসংক্রান্ত চারুশিল্প-প্রদর্শনী হয়। বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শিল্প-প্রদর্শনী ও আবৃত্তি, সঙ্গীত, এস্‌রাজবাদন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা-বিভাগে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই বার্ষিক উৎসবের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিপদে 'বোধনার' প্রতিষ্ঠাতা ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্ল দেও সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন; এই উপলক্ষে মেদিনীপুরের নানা স্থান হইতে এবং কলিকাতা হইতে মূল পরিষদের কয়েকজন সদস্য প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে আয় ২৪৮৶০, ব্যয় ২০৩৻১২॥০, উদ্বৃত্ত ৪৫৴৭॥০।

গৌহাটী-শাখা

২৪শ বর্ষ—১৩৩৯

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমথাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক— ,, সত্যভূষণ সেন।

অধিবেশন-সংখ্যা—২। অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। শিবসাগর (ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন।

২। আসামে প্রাপ্ত লোচনদাসের একটি গীত—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী।

৩। আমেরিকার সংবাদ-পত্র—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৪। অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা' (সমালোচনা)—শ্রীযুক্তা কমলা সেন।

এতদ্ব্যতীত এই সকল অধিবেশনে দুর্গাদাস লাহিড়ী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রায় সাহেব দুর্গাধর বরকাটকী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, নিখিলনাথ রায়, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, ব্রজেন্দ্রনাথ দে এবং অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

নদীয়া-শাখা

১৩৩৯

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অধিবেশন-সংখ্যা—৩। প্রবন্ধাদি ও লেখকগণ—

১। বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকা (প্রবন্ধ)—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর।

২। 'ভক্তকবি সুরদাস' বিষয়ে বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল।

৩। মহানিষ্ক্রমণ (অশ্বঘোষকৃত 'অভিনিষ্ক্রমণ' অবলম্বনে লিখিত)—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাস।

এতদ্ব্যতীত ঐ সকল অধিবেশনে সতীশচন্দ্র রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি এবং প্রদাতৃগণ।

(ক) চিত্র (প্রাচীন ও আধুনিক)

১। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

২। চৌবিশী (চব্বিশটি জৈন তীর্থঙ্করের চিত্র)—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার।

৩। প্রাচীন বঙ্গের চিত্রাঙ্কনের ধারায় অঙ্কিত কৃষ্ণলীলার চিত্র—শ্রীযুক্ত যামিনী রায়।

৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যকালের চিত্র- শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম।

৫। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের তৈলচিত্র—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। শান্তি-সংবর্দ্ধনার ফটো—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

(খ) মূর্ত্তি

১। পিত্তল-নির্ম্মিত মহামায়ূরী মূর্ত্তি (কাষ্ঠাসন সমেত)—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

২। বুদ্ধমূর্ত্তি (ধাতব), এবং ৩। লক্ষ্মীমূর্ত্তি (পিত্তল) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) মুদ্রা

১। দুইটি মুদ্রা (ওমর্‌র খলিফাদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রা -দিরহম্‌)—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। জার্ম্মাণী, ফরাসী, ইটালী, বেলজিয়ম, আমেরিকা ও তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ২০টি আধুনিক মুদ্রা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী।

(ঘ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি

১। কাঙ্গাল হরিনাথের স্বহস্তলিখিত গানের বই—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।

২। জে, ডি, এণ্ডার্সন সাহেবের পত্র—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৩। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাঙ্গালা ও ইংরেজি রচনা—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল এবং ভ্রাতৃগণ।

(ঙ) সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য

১। স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়ার দোয়াত-দানী—শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল।

২। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চশমা—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল এবং ভ্রাতৃগণ।

৩-৬। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের চোগা, চাপকান, লিখিত পত্রাদির নকল, এবং জয়পুরাধিপতি মহারাজ রাম সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হস্তিদন্তের গড়ম—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৭। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের ব্যবহৃত পায়জামা ও চাপকান—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

(চ) বিবিধ

১। প্রস্তর খণ্ড (মধ্য-ভারতের চারখেরী ষ্টেট-এর হীরকখনি হইতে প্রাপ্ত। ইহার নিম্নেই হীরক ছিল)—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র।

২। ভোটিব স্তূপ—শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ।

৩। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত জলপাত্র—শ্রীযুক্তা বিমলাবালা চন্দ্র।

৪। স্বর্গীয় ডাঃ যামিনী সেন মহাশয়কে প্রদত্ত প্রশংসা-পত্র—শ্রীযুক্তা কামিনী রায়।

৫। দ্বারকার নিকটস্থ সমুদ্রের ফেণ—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত।

৬। হুগলি জেলাব অন্তর্গত খামারগাছীর নিকট দাদপুর গ্রামে এক কূপ খননকালে প্রাপ্ত প্রাচীন মৃন্ময় দ্রব্যাদি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বায় মহাশয়ের প্রদত্ত দ্রব্যাদি

১। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসব গ্রহণকালে তাঁহাব ছাত্রগণের প্রদত্ত মান-পত্র, একটি বৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত, (১৯১৭।২৩এ ফেব্রুয়ারী)।

২। বাগেবহাট মহকুমার শিক্ষকগণের প্রদত্ত মানপত্র—রূপায় বাঁধা বাঁশের কাস্কেট সমেত (১৯১৭।২১এ এপ্রিল)।

৩। সিদ্ধিপাশা হেমন্তকুমারী দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাব জন্য রৌপ্যনির্ম্মিত আধাব সমেত এক কর্ণিক (৩১এ জানুয়াবী, ১৯২৬)।

৪। নাগপুরেব অধিবাসিগণের প্রদত্ত মানপত্র – একটি বৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত (১৯৩২।২৭এ মার্চ্চ)।

৫। করাচী মিউনিসিপালিটির প্রদত্ত উৎকীর্ণ লিপি সমেত ট্রে একটি (১৯৩২।২২এ অক্টোবর)।

৬। আচার্য্য রায়ের প্রথম সিন্ধুদেশ গমন উপলক্ষে করাচীর পার্শী রাজকীয় মণ্ডল কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্র—কাষ্ঠ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত (১৯৩২।২৮এ অক্টোবর)।

৭। প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা করপোরেশন-এর প্রদত্ত একটি রৌপ্যনির্ম্মিত চরকা—চরকার পাটায় মানপত্র খোদিত।

৮। প্রফুল্ল-জয়ন্তী সমিতির মানপত্র।

৯। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মানপত্র।

১০। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের মানপত্র (তাম্র-ফলকে উৎকীর্ণ)।

১১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত মানপত্র—(তাম্রফলকে দুই পংক্তি উৎকীর্ণ কবিতা)।

১২। করাচীর Buy Indian Bazar-এর প্রদত্ত মানপত্র—একটি চন্দন কাষ্ঠের বাক্স সমেত।

১৩। নিখিলবঙ্গ গবর্মেণ্ট কলেজের টীচার্স এসোসিয়েশন-এর প্রদত্ত মানপত্র—চন্দন কাষ্ঠের বাক্স সমেত।

১৪। নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতির সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—চন্দন কাষ্ঠের আধার সমেত।

১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কাউন্সিল অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট টীচিং-এর মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত আধার সমেত।

১৬। পাঞ্জাব প্রদেশের রাসায়নিকগণের প্রদত্ত মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

১৭। ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন-এর সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

১৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র।

১৯। বিদ্যাসাগর কলেজ ইউনিয়ন কমার্শিয়াল বিভাগ হইতে প্রদত্ত মানপত্র।

২০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২১। নিখিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সম্মিলনীর সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দরিদ্র ছাত্রাবাসের পরিচালক ও ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২৩। নারায়ণগঞ্জ (মেদিনীপুর) হইতে প্রেরিত মানপত্র।

২৪। নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত এক তামার থালা।

২৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—একটি চন্দন কাষ্ঠের বাক্স সমেত।

২৬। ছাত্রছাত্রী পরিষদের মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

২৭। একটি রৌপ্যনির্ম্মিত নিশান।

২৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়-প্রদত্ত এক শ্বেত-প্রস্তরের পাত্র ও এক শঙ্খ।

২৯। একটি গালার ট্রে।

৩০। একটি লক্ষ্ণৌএর চিত্রিত ট্রে।

৩১। রৌপ্যনির্ম্মিত তালা ও চাবি।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ-তহবিল, স্থায়ী-তহবিল ও গচ্ছিত তহবিলের

আয়-ব্যয় বিবরণ

(আয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট আয়
১	চাঁদা	৪৭৮৯॥০	..	...	৪৭৮৯॥০
২	প্রবেশিকা	৮০৲	...	.	৮০৲
৩	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৩৩৩।/৩	...	১৫৫৻/৩	৪৮৯।৶৬
৪	পত্রিকা বিক্রয়	২৮২৶০	..	...	২৮২৶০
৫	বিজ্ঞাপনের আয়	১৪৫৲	...	...	১৪৫৲
৬	সুদ	॥০	২৩১৸০	১১১৫৸০	১৩৪৮৲
৭	স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি	২৩১৸০	...	...	২৩১৸০
৮	গবর্ণমেণ্টের দান	১০৮০৲	...	...	১০৮০৲
৯	করপোরেশনের দান	৬৫০৲	...	.	৬৫০৲
১০	এককালীন দান	৬৮১০৶	...	৫/০	৬৮৬৶০
১১	স্মৃতিরক্ষার আয়	৫৩৲	...	১০০৲	১৫৩৲
১২	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	১৬।/০	...	..	১৬।/০
১৩	বিবিধ আয়	২৪।/০	...	...	২৪।/০
১৪	সংবর্দ্ধনার আয়	১২০৲	...	...	১২০৲
১৫	প্রতিষ্ঠা-উৎসবের চাঁদা	৮৬৲	...	...	৮৬৲
১৬	হাওলাত আদায়	৩৭৭৸৶৯		.	৩৭৭৸৶৯
১৭	আমানত জমা	১০৭৲	...	...	১০৭৲
১৮	হাওলাত জমা	৩৫০৲	...	২০১।/৩	৫৫১।/৩
		৯৪০৮৶০	২৩১৸০	১৫৭৭৸৶৬	১১২১৭৸/৬

(ব্যয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট ব্যয়
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৭৮৯॥৯	...	৪৯৭৷৶৹	৩২৮৬৸৶৯
২	পত্রিকা মুদ্রণ	১৬৩৭৸/৯	...	...	১৬৩৭৸/৯
৩	পুস্তকালয়	১৯১৫/৩	...	...	১৯১৫/৩
৪	চিত্রশালা ও পুথিশালা ..	১৭৭৫৶৯	...	...	১৭৭৫৶৯
৫	বিবিধ মুদ্রণ .	৮০৶৩	...	...	৮০৶৩
৬	ডাকমাশুল .	৫৪৫॥৶৩	...	...	৫৪৫॥৶৩
৭	মন্দির মেরামত	১০৮৶০		...	১০৮৶০
৮	আলো ও পাখা	২৫০॥/০	...	...	২৫০॥/০
৯	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া ও পোষাক	১৬॥৬	.	...	১৬॥৬
১০	দপ্তর সরঞ্জামী	৭৫॥৶৬	...		৭৫॥৶৬
১১	আসবাব	৶৬	...	...	৶৬
১২	মেরামত	১৬৸/৯	...	..	১৬৸/৯
১৩	গাড়ীভাড়া	৬০৸৶৬	...	..	৬০৸৶৬
১৪	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৫২।৶৬	...	১৮॥০	৭০৸৶
১৫	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	১৭।৯	...	..	১৭।৯
১৬	বেতন (সাধারণ)	২২৬৯।৶৬	...	...	২২৬৯।৶৬
১৭	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৩২৲৬		...	৩৩২৲৬
১৮	গাড়ীভাড়া	৪৯৶৯	...	...	৪৯৶৯
১৯	বিবিধ ব্যয়	৯২৸৶৬	...	...	৯২৸৶৬
২০	সংবর্দ্ধনা ..	১৬৪৸/৯	...	...	১৬৪৸/৯
২১	প্রতিষ্ঠা-উৎসব .	১৪৫/৬	...	...	১৪৫/৬
২২	সাহায্য	৭৫৲	...	...	৭৫৲
২৩	আমানত শোধ ...	৫৯৲	...	...	৫৯৲
২৪	হাওলাত দাদন .	২৭১।/৩	...	৩৫০	৬২১।/৩
২৫	হরপ্রসাদ-বর্দ্ধাপন-সমিতি	২০৪৲	...	...	২০৪৲
২৬	হাওলাত শোধ	১০০৸৶৬	...	২৬২৸৶৯	৩৬৩৸/৩
২৭	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার .	...	...	৩৬৫৶০	৩৬৫৶০
২৮	স্থায়ী তহবিলের দান ...	...	২৩১৸০	...	২৩১৸০
		১৩১০৬/৩	২৩১৸০	১৪৯৩৸৶৯	১৪৮৩১৸০

* এই টাকা রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে সাধারণ-তহবিলে হাওলাত দেওয়া হইয়াছে।

কৈফিয়ৎ—১৩৩৯

বিবরণ	গত বর্ষের আয়	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	বর্ত্তমান বর্ষের মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়		
						কোম্পানী কাগজ মজুদ	ডাকঘরে, ব্যাঙ্কে এবং কার্য্যালয়ে মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
সাধারণ তহবিল	৪০১৫।/৮	৯৪৫৮৵০	১ ৪২৩।৶৮	১৩১০৬/৩	৩১৭।৵৫	..	৩১৭।৵৫(ক)	...
স্থায়ী তহবিল	৯৬৩৫।৵৯	২৩১৸০	৯৮৬৭৵৯	২৩১৸০	৯৬৩৫।৵৯	৫৬৩৫৲	।৵৯(খ)	৪০০০
সঞ্চিত তহবিল	৩১০৬৬৸৵৩	১৫৭৭৸৶৬	৩২৬৪৪৸/৯	১৪৯৩৸৵৯	৩১১৫০৸৶	২৯৩৬৫	১৭৮৫৸৶০(গ)	...
	৪৪৭১৭॥৵৮	১১২১৭৸/৬	৫৫৯৩৫॥২	১৪৮৩১৸০	৪১১০৩৸২	৩৫	২১০৩৸২	৪০০০

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
আয়-ব্যয়-সমিতির সভাপতি।
৩০।৩।৪০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।
২।৩।৪০

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি
ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন
১৪।৪।৪০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

(ক) হস্তে নগদ।

(খ) হস্তে নগদ।

(গ) ব্যাঙ্কে—১৪৩৮৵৯, ডাকঘরে ৩৸১০, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট ১০০৲ এবং হস্তে ২৩৮৸৶৫।

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৩৯

আয়		ব্যয়	
১। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক দান	১০৮০৲	প্রাচীন পুথির বিবরণ, অনাদিমঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল, হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, সিদ্ধান্ত-শতক ও সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়—	
২। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে প্রাপ্তি	১২৬২॥৩	১। নকল	৫০৲
৩। সুদ	৪৫৫৲	২। সম্পাদন	৫০৲
৪। গ্রন্থ বিক্রয়	৪৮৯।৶৬	৩। কাগজ	৪৭৬।০
		৪। মুদ্রণ	২০৩০৸৶৬
		৫। ছবি	৪১৴৯
		৬। বাঁধাই	২৫৲
		৭। বেতন, ডাকমাশুল ও গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি	৬১৩॥৶৬
	৩২৮৬৸৶৯		৩২৮৬৸৶৯

লালগোলা গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল—১৩৩৯

আয়		ব্যয়	
১। গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১০৩৸৶৬	১। অনাদিমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ধর্ম্মপুরাণ মুদ্রণের ব্যয়	২৯৪।৶
২। কোম্পানী-কাগজের সুদ	৪৫৫৲	২। ডাকমাশুল ও বেতনাদি	২০৩৲
৩। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত ২০১।/৩		৩। সাধারণ তহবিলের হাওলাত মধ্যে শোধ	২৬২৸৶৯
	৭৬০।৯		৭৬০।৯

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমা।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমার জের	৬১৩৸৶৬
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমা	৩৫০৲
	৯৬৩৸৶৯
বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত শোধ	১০০৸৶৬
	৮৬৩৲

জায়—		জায়—	
			জের—৪৫০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৫০৲	শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫০৲
,, নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৫০৲	,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩৲
,, যতীন্দ্রনাথ বসু	১৫০৲	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	৩৫০৲
	৪৫০৲		৮৬৩৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯

বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট	বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়		
						কোং কাগজ মজুত	ডাকঘরে, ব্যাঙ্কে ও হস্তে মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
সাধারণ স্থায়ী তহবিল ...	৯৬৩৫।৶৯	২৩১৶০	৯৮৬৭৶৯	২৩১৶০	৯৬৩৫।৶৯	৫৬৩৫৲	।৶৯	৮০০০৲
লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল ..	১৩০০০৲	৭৬০।৯	১৩৭৬০।৯	৭৬০।৯	১৩০০০৲	১৩০০০৲		
বিনয়কুমার সরকার তহবিল ..	১২১৯॥৶৬	৫৩৶/০	১২৭৩৶৬		১২৭৩৶৬	১০০০৲	২৭৩৶৬	
ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল ..	১৫০৯॥০	৬৩৶০	১৫৭৩।০	...	১৫৭৩।০	১২৭৫৲	২৯৮।০	
মহাভারত আদিপর্ব্ব তহবিল ..	৩৩॥৶০	৪৲	৩৭॥৶০		৩৭॥৶০		৩৭॥৶০	
সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিল .	১৪৫৲	..	১৪৫৲		১৪৫৲		১৪৫৲	
দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার ...	১১১৪৭॥০	৩৮৫/০	১১৫৩২॥/০	৩৬৫৶০	১১১৬৭।৶০	১০৭০০৲	৪৬৭৶০	
কাশীরাম স্মৃতি তহবিল ...	৩৯৩।/৩	১৭॥০	৪১০৶/৩		৪১০৶/৩	৩৫০৲	৬০৶/৩	
মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল ...	৫৯৶৶৬	২০৲	৭৯৶৶৬	১৮॥০	৬১।৶৬		৬১।৶৬	
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় „	৭৬০॥৩	৩৩॥৯	৭৯৪/০		৭৯৪/০	৬৪০৲	১৫৪/০	
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী „ ...	২৩৮৬৶/৯	১০৬।৯	২৪৯৩/৯	৩৫০৲	২১৪৩/৯	২১২৫৲	১৮/৯	
অক্ষয়কুমার বড়াল „	৩০৮৲	১৩৶০	৩২১৶০		৩২১৶০	২৭৫৲	৪৬৶০	
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি „ ...	১০০৲	...	১০০৲		১০০৲		১০০৲	
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ „ ...	২৲	...	২৲		২৲	..	২৲	
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় „ .	১৲	...	১৲	.	১৲		১৲	
স্বর্ণকুমারী দেবী „ ...		১০০৲	১০০৲		১০০৲		১০০৲	
গৃহনির্ম্মাণ তহবিল ...		২০৲	২০৲		২০৲		২০৲	
	৪০৭০২।/০	১৮০৯॥৶৬	৪২৫১২৲৬	১৭২৫॥৶৯	৪০৭৮৬।/৯	৩৫০০০৲	১৭৮৬।/৯	৪০০০৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু	আয়-ব্যয়-সমিতির সভাপতি।	কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।	সভাপতি।	সম্পাদক।
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।	৩০।৩।৪০	২।৪।৪০	১৪।৪।৪	

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

হাওলাত দাদন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের জের	৭৮৮৷৷১০৷৷
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদন	২৭১৷/৩
	১০৫৯৸/১৩৷৷০
বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত আদায়	৩৭৭৸৶/৯
	৬৮১৸৶/৪৷৷০

জায়—

১।	লালগোলা তহবিল	২৭৭/৪৷৷০
২।	শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দরুণ চণ্ডীদাসের পদাবলী	১৬০৸৵০
৩।	শ্রীনিবারণচন্দ্র সুর	১০৬৲
৪।	পরিষদের কর্ম্মচারী	১০৫৲
৫।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১২৲
৬।	কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন	২০৲
		৬৮১৸৶/৪৷৷০

আমানত জমা।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আমানত জমার জের	৩৫৬৲
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আমানত জমা	১০৭৲
	৪৬৩৲
বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আমানত শোধ	৫৯৲
	৪০৪৲

জায়—

১	জমাদার এবং চাঁদা আদায়কারিগণের জমা	২০০৲
২।	প্রবষ্টাইন এণ্ড কোং	৫০৲
৩।	মাইকেল মধুসূদনের পত্নীর সমাধি বেষ্টনী বাবদ	১৫৲
৪।	ছাত্রসভ্যগণের জমা	২১৲
৫।	চণ্ডীদাসের পদাবলীর অগ্রিম মূল্য	১২৲
৬।	রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ	৩৲
৭।	পুস্তক আদান-প্রদানের জন্য জমা	১০০৲
৮।	পুস্তক বিক্রয়ের জন্য	৩৲
		৪০৪৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজার সাহায্য।

জের—১১৲

রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	২৲	আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲	ডাক্তার ,, যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	১৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲	,, ,, বামনদাস মুখোপাধ্যায়	১৲
শ্রীযুক্ত ডক্টর সত্যচরণ লাহা	১৲	,, অমলচন্দ্র হোম	১৲
,, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৲	,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	১৲	,, রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	১৲
,, রায় অনাথনাথ বসু	১৲	,, প্রমথনাথ চৌধুরী	১৲
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲	,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	১৲
,, ডাক্তার সুধীরকুমার বসু	১৲	,, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
	[illegible]		৩২০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্বিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসবে দান।

জের—৬৲

স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০	বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	২
,, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০৲	শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু	২৲
রায় ,, হরিশঙ্কর পাল	৫৲	,, ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়	২৲
রায় ,, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	৫৲	,, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত	২৲
শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ননাথ ঠাকুর	৫৲	,, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি	২৲
,, কুমার মন্মথনাথ মিত্র	৫৲	৺নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়	২৲
,, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৫৲	শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন	২৲
,, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫৲	,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
,, কুমার দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক	৫৲	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৲
,, চন্দ্রকুমার সরকার	৫৲	,, হেমচন্দ্র নস্কর	১৲
,, ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৲	,, কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, হরেন্দ্রনাথ বল্লভ	২৲	,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
	৬৬৲		৮৬৲

প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে দান।

দাতা	টাকা
স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৫৲
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫৲
,, হরিদাস বসু	৫৲
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ	৪৲
স্যর ,, হরিশঙ্কর পাল	৪৲
,, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৪৲
রায় ,, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	৪৲
,, গোকুলচন্দ্র লাহা	৫৲
,, শ্যামাদাস বাচস্পতি	৪৲
,, রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর	৪৲
,, জীবেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৲
,, যতীন্দ্রনাথ বসু	৪৲
বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র	৩৲
শ্রীযুক্তা কামিনী রায়	৩৲
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	২
,, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন	২৲
,, কুমারকৃষ্ণ কুমার	২৲
,, ডাক্তার সুধীরকুমার বসু	২৲
,, মৃণালকান্তি ঘোষ	২৲
,, যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর	২৲
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
,, দেবীবর ঘোষ	১৲
,, অনল হোম	১৲
,, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত	১৲
,, ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৲
,, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
	৯৭৲

দাতা	টাকা
জের—	৯৭৲
শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, বিনয়কুমার সরকার	১৲
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১৲
,, প্রিয়রঞ্জন সেন	১৲
,, জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ	১৲
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	১৲
৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী	১৲
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ	১৲
শ্রীযুক্ত ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	১৲
,, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, ডক্টর সত্যচরণ লাহা	১৲
,, দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৲
,, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, হেমচন্দ্র ঘোষ	১৲
,, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, অনঙ্গমোহন সাহা	১৲
,, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, মন্মথমোহন বসু	১৲
,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	১৲
,, সতীশচন্দ্র বসু	১৲
,, চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৲
,, ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ	১৲
	১২০৲

বিবিধ দান

১। সাধারণ তহবিলে দান

আচার্য্যদেব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার—১০৲

হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন-সমিতি ৭৪৸/৬

২। গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু—২০৲

৩। পুস্তকাধার ক্রয় করিবার জন্য দান

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৪৫৲

" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৶০

৪। পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য দান

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত ২০৲

৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-স্মৃতির জন্য দান*

শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৲

৬। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-ভাণ্ডারে দান

শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল ১০০৲

" এচ, ডি, বসু ২৫৲

" কিরণচন্দ্র দত্ত ৫৲

*পরে স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ার্সন ১ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

৭। রমেশচন্দ্র মিত্রের চিত্রের জন্য দান

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী বাহাদুর ২৲

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মূর্ত্তি সংক্রান্ত উৎকীর্ণ-লিপি প্রস্তুত জন্য দান

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ১৬৲

৯। হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন-লেখমালা গ্রন্থ মুদ্রণার্থ দান

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা ৩০০৲

আচার্য্য " প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১০০৲

" অমলচন্দ্র হোম ১৫৲

১০। দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ ২৲

" নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১৸৶০

" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০

১৩৪০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৫০০০৲
২।	প্রবেশিকা	১০০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	২৭৫৲
৫।	বিজ্ঞাপনেব আয়	১৫০৲
৬।	স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলেব সুদ	১৪৫৬৲
৭।	বার্ষিক সাহায্য	১৭৩০৲
৮।	এককালীন দান	৭৫০৲
৯।	চিত্রশালার জন্য কবপোবে-শনের দান	৩০০০৲
১০।	স্মাতরক্ষার আয়	১০০৲
১১।	বিবিধ আয়	২৫০৲
১২।	হাওলাত আদায	২৫০৲
১৩।	সংবর্দ্ধনার আয়	৫০৲
১৪।	পদক ও পুরস্কাব	৫০৲
১৫	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১০০৲
		১৩৭৬১৲
	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৩১৭৲
		১৪০৭৮৲

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩২৪০৲
২।	পত্রিকা	১০০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৯৫০৲
৪।	বিবিধ মুদ্রণ	৭৫৲
৫।	ডাকমাশুল	৫০০৲
৬।	চিত্রশালা ও পুথিশালা	৩০০০৲
৭।	আলো ও পাখা	৩০০৲
৮।	ঘর ভাডা	২৪৲
৯।	মন্দির মেবামত	১০০৲
১০।	দপ্তব সরঞ্জামী	৫০৲
১১।	আসবাব	২৫৲
১২।	গাড়ী ভাডা	৬০৲
১৩।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১০০৲
১৪।	পদক ও পুবস্কার	৫০৲
১৫।	বেতন	২১৫০৲
১৬।	চাঁদা আদাযের কমিশন	৩৫০৲
১৭।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডাব	৩৬৫৲
১৮।	বিবিধ	১০০৲
১৯।	পাবিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব	৫০৲
২০।	গচ্ছিত তহবিলের দেনা শোধ	৩৫০৲
২১।	স্মৃতিরক্ষা	১০০৲
		১৩৯৩৯৲

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি।

১৪-৪-৪০।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ =

প্রধান সম্পাদক—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী-সম্পাদক
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীরদচন্দ্র চৌধুরী
অমল হোম

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,—

আপনি সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থাবলীর একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি ও অনুষ্ঠান-পত্র আপনার নিকট প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে আপনি এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ জানিতে পারিবেন। পরিষৎ আশা করেন যে, আপনি এই গ্রন্থাবলীর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহার প্রকাশ-কার্য্যে আনুকূল্য করিবেন। আপনার সাহায্যের উপরেই এই বিরাট কার্য্যের সফলতা নির্ভর করিতেছে।

আপনার অবগতির জন্য লিখিতেছি, গ্রন্থাবলীর সম্পাদনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইতেছে এবং শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইতি, ২০শে পৌষ, ১৩৪০।

বশংবদ

শ্রীরাজশেখর বসু
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বিজ্ঞপ্তি ও অনুষ্ঠান-পত্র

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

[বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দু ও ইংরেজী]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ

প্রধান সম্পাদক—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

১৩৪০

পরিচয়

রাজা রামমোহন রায় ভারতের নবযুগপ্রবর্ত্তক। তাঁহার গ্রন্থাবলী জাতির অমূল্য সম্পদ। রাজার মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সমগ্র রচনাবলীর একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সংস্করণের প্রধান সম্পাদক হইবেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়। তাঁহার উপদেশে, সাহিত্য-পরিষদের তিন জন সদস্য, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম কর্ত্তৃক গ্রন্থগুলি সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইবে। সম্পাদনকার্য্যে তাঁহারা সুপটু, সে-বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব সুবিদিত। রামানন্দবাবুর পরিচালনায় ও তাঁহাদের চেষ্টায় যে রামমোহন রায়ের যাবতীয় গ্রন্থের একটি নির্ভুল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর কোন সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। ফলে তাঁহার পুস্তকাদি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং তাহাদের পঠনপাঠন স্থগিত। এই অভাব মোচনের অভিপ্রায়েই, বহু প্রয়াসে ও অর্থব্যয়ে, রামমোহনের প্রত্যেক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেশ-বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া, খণ্ডাকারে এই গ্রন্থসংগ্রহ প্রকাশের আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই আয়োজনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের, বিশেষভাবে পরিষদের সদস্যগণের, সাহায্য ও সহানুভূতির উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। আমি আশা করি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর এই সংস্করণটি সাদরে গৃহীত ও পঠিত হইবে। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে ইহা বিরাজ করুক। ইতি ৪ঠা পৌষ, ১৩৪০॥

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অনুষ্ঠান-পত্র

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রিষ্টল নগরে, রামমোহন রায়ের দেহত্যাগের পর এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আজ দেশে বিদেশে তাঁহার পরলোকগমনের শতবার্ষিক উৎসব হইতেছে। এই শত বৎসরে রামমোহন ভারতের বর্ত্তমান যুগের অবিসম্বাদী নেতারূপে সর্ব্বত্র স্বীকৃত। ধর্ম্ম ও দর্শন তত্ত্বের প্রচারে, সমাজনীতির বিচারে, রাজনীতির চর্চ্চায়--সকল দিকেই তিনি তাঁহার বহুমুখী ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং এ সমুদয় বিষয়েই তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত রচনা শুধু বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের বিশেষ সম্পদ। অথচ পরিতাপের বিষয়, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ ইদানীং অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার কোন কোন পুস্তক লুপ্তপ্রায় এমন কি তাঁহার কয়েকটি রচনা এখনও প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দু ও ইংরেজী, এই কয়টি ভাষাতেই রামমোহন তাঁহার পুস্তক-পুস্তিকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ার দোষে ও সাধারণতঃ বই ও কাগজপত্র যেরূপ অবহেলায় এখানে রক্ষিত হয়, তাহার ফলে সেগুলি রামমোহনের মৃত্যুর বৎসর-দশেকের মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থা দেখিয়া, রামমোহনের রচনাবলী যাহাতে লুপ্ত হইয়া না যায় এই উদ্দেশ্যে তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুগণ তখনই তাহার পুনর্ম্মুদ্রণের জন্য উদ্যোগী হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য—তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়—নিজব্যয়ে তাঁহার সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থ একত্র প্রকাশ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, রামগোপাল ঘোষ-মহাশয় রামমোহনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সংগৃহীত অর্থে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে-প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইহার পর, দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে, ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, রামমোহনের কতকগুলি পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রিত হয়।

তাহার পর বহুকাল আর রামমোহনের রচনাদি স্বতন্ত্রাকারে বা সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং ইংরেজী গ্রন্থগুলি সর্ব্বপ্রথম একত্র সংগৃহীত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণে প্রকাশিত হইল উনবিংশ শতাব্দীর

শেষভাগে। ইহাদের প্রথমটি রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সম্পাদন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়া এই সংস্করণটির প্রকাশ-কার্য্য শেষ হয় আট বৎসর পরে—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে রামমোহনের যতগুলি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সে-সময়ে পাওয়া গিয়াছিল তাহার সবগুলিই আছে। ইংরেজী গ্রন্থগুলি সম্পাদন করেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্করণের প্রথম খণ্ড ও দুই বৎসর পরে—১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে—দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। চৌদ্দ বৎসর পরে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা হইতে শ্রীকান্ত রায় এই সংস্করণটি তিন খণ্ডে পুনর্মুদ্রণ করেন, এবং ১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের পাণিনি কার্য্যালয় হইতে রামমোহনের সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে—ইংরেজী এক খণ্ড এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এক খণ্ড—প্রকাশিত হয়। এইটিও রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের সংস্করণ দুইটির পুনর্মুদ্রণ মাত্র। কিন্তু এই গ্রন্থাবলী দুইটিও এখন নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।

তাহার পর আবার ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রামমোহনের দুই চারিখানি বাঙ্গালা পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, রামমোহনের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের উদ্যোগ হয়, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত উহার দুইটি ক্ষুদ্রাকার খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই খণ্ডই পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণমাত্র। রামমোহনের উপরোক্ত সংস্করণ কয়টি বা তাহাদের পুনর্মুদ্রণগুলির কোনটিই কিন্তু সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ নহে। ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ ব্যতীত এগুলিতে অন্যান্য নানা ত্রুটি আছে। কোন কোন স্থলে কয়েকখানি পুস্তকের অংশবিশেষ বর্জ্জিত হইয়াছে, আবার কোন কোনটিতে রামমোহনের রচনার বিকৃতি ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রামমোহনের কয়েকটি রচনা এ-পর্য্যন্ত তাঁহার গ্রন্থাবলীভুক্ত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক রামমোহনের বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, ইংরেজী, উর্দ্দু প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থের যে-সংস্করণ প্রকাশিত হইবে তাহাতে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত তাঁহার সমুদয় রচনা এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণভুক্ত নহে এমন একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা থাকিবে। এই সংস্করণের পাঠ সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ হইতে

অনুষ্ঠান-পত্র

গৃহীত হইবে এবং রামমোহনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত অন্যান্য সংস্করণের সহিত মিলাইয়া পাঠান্তর দেওয়া হইবে। রামমোহনের গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা এই প্রথম। পরিষৎ-সংস্করণে প্রকাশিত প্রত্যেকটি গ্রন্থের বিশদ ঐতিহাসিক ভূমিকা, সূচী, নির্ঘণ্ট, টীকা প্রভৃতি থাকিবে। তদুপরি, রামমোহনের বিচারবিতর্ক-সম্পর্কিত পুস্তকগুলির পরিশিষ্টরূপে তাঁহার প্রতিপক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তরও মুদ্রিত হইবে। এই বিষয়ে এ-চেষ্টাও এই প্রথম। বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থাবলীতে রামমোহনের রচনার কোন তত্ত্বব্যাখ্যা বা সমালোচনা থাকিবে না কেন-না সে-কাজ বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদকগণের উদ্দেশ্যবহির্ভূত।

বর্ত্তমান সংস্করণের মুদ্রণপারিপাট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব যাহাতে যথোপযোগী হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। তাহা ছাড়া এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণগুলির আখ্যাপত্রের * ও এক একখানি পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিলিপি এবং অন্যান্য চিত্র ইত্যাদি থাকিবে। এই বিজ্ঞপ্তির সহিত যে প্রতিলিপি দেওয়া হইল তাহা হইতেই পুস্তকের আকার, কাগজ ও ছাপা কিরূপ হইবে তাহার কতকটা ধারণা করিতে পারা যাইবে।

এই সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু প্রত্যেক খণ্ডে একটি বা একাধিক সম্পূর্ণ পুস্তক থাকিবে। রামমোহনের পুস্তকাবলী বহু স্থানে, এমন কি ইংলণ্ড ও অন্য নানা দেশে, ছড়াইয়া থাকায় সেগুলিকে সংগ্রহ করা প্রচুর সময়, শ্রম ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই জন্য বর্ত্তমান সংস্করণ সমাপ্ত করিতে কিছু সময় লাগিবে। আশা করা যাইতেছে, তিন বৎসরে এই কার্য্য সমাধা করা যাইবে। কিন্তু অবস্থানুকূল্যে আরও অল্প সময়ের মধ্যেও উহা সম্পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। ইতি, কলিকাতা, ২রা পৌষ, ১৩৪০।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রধান সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী
অমল হোম
সহযোগী সম্পাদক

[* পরপৃষ্ঠায় ১৮৩৭ শকাব্দে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্রকাশিত বাঙ্গালা ভাষায় "বেদান্ত-গ্রন্থ" পুস্তকের ইংরেজী আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল।]

তাঁহার উপকার সহজে ভুলিতে পারিবে না।

THE BENGALEE TRANSLATION OF THE VEDANT, OR RESOLUTION OF ALL THE VEDS;

THE MOST CELEBRATED AND REVERED WORK

OF

BRAHMINICAL THEOLOGY,

ESTABLISHING THE UNITY

OF

The Supreme Being,

AND

THAT HE IS THE ONLY OBJECT OF WORSHIP.

TOGETHER WITH

A PREFACE,

BY THE TRANSLATOR.

CALCUTTA:

FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO.

1816.

বেদান্ত-গ্রন্থ

ভূমিকা

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

বেদেব পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাব দ্বাবা এবং বেদান্ত শাস্ত্রেব বিবরণেব দ্বাবা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে জে সকল বেদেব প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পবব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দেব ব্যুৎপত্তিবলেব দ্বাবা ব্রহ্ম পবমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কব তবে সংস্কৃত শব্দে জে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইযাছে তাহাব অর্থেব স্থৈর্য্য কোন মতে থাকেনা জেহেতু ব্যুৎপত্তিবলেতে কৃষ্ণ শব্দ আব বাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য ২ বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন শাস্ত্রেব কি প্রকাব তাৎপর্য্য তাহাব নিশ্চয় হইতে পাবেনা। ইহার কাবণ এই জে সংস্কৃতে নিয়ম কবিয়াছেন জে শব্দ সকল প্রায়স ধাতু হইতে বিশেষ ২ প্রত্যয়েব দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই ধাতুব অনেকার্থ এবং প্রত্যয়ো নানা প্রকাব অর্থে হয়। অতএব প্রতি শব্দের নানা প্রকার ব্যুৎপত্তিবলেতে অনেক প্রকাব অর্থ হইতে পারে। অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ কবিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন জে যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন

...শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আদরণীয় হইবে এবং বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক তাঁহার উপকার সহজে ভুলিতে পারিবে না।

॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

চিত্তশুদ্ধি হইলে পব ব্রহ্মজ্ঞানেব অধিকাব হয় এই হেতু তখন ব্রহ্ম বিচাবেব ইচ্ছা জন্মে ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধিব গ্রাহ্য না হয়েন তবে কিরূপে ব্রহ্ম তত্ত্বেব বিচাব হইতে পাবে এই সন্দেহ পবসূত্রে দূব কবিতেছেন ॥

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

এই বিশ্বেব জন্ম স্থিতিনাশ জাহা হইতে হয তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বেব জন্মস্থিতি ভঙ্গেব দ্বাবা ব্রহ্মকে নিশ্চয কবি। জে হেতু কার্য্য থাকিলে কাবণ থাকে। কাযা না থাকিলে কাবণ থাকে না। ব্রহ্মেব এই তটস্থ লক্ষণ হয তাহাব কাবণ এই জগতেব দ্বাবা ব্রহ্মকে নির্ণয ইহাতে কবেণ। ব্রহ্মেব স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন জে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ জাহাব সত্যতা দ্বাবা সত্যেব ন্যায দৃষ্ট হইতেছে। জেমন মিথ্যা সর্প সত্যবজ্জুকে আশ্রয কবিয়া সর্পেব ন্যায় দেখায ॥ ২ ॥

শ্রুতি এবং স্মৃতিব প্রমাণেব দ্বাবা বেদেব নিত্যতা দেখি অতএব ব্রহ্ম বেদেব কাবণ না হয়েন। এ সন্দেহ পবসূত্রে দূব কবিতেছেন—

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহাব কাবণ ব্রহ্ম অতএব সুতবাং জগৎকাবণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ সেই বেদে ব্রহ্মেব প্রমাণ পাওয়া জাইতেছে জেহেতু বেদেব দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব নিশ্চিত হয় ॥ ৩ ॥

[বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী যে আকারে, টাইপে ও কাগজে ছাপা হইবে, তাহার একটি পৃষ্ঠার নমুনা দেওয়া হইল]

১৮৩৩-১৯৩৩

রামমোহন রায়ের

══ গ্রন্থাবলী ══

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ

[গ্রাহক আবেদন-পত্র]

ডাক
টিকিট

মাননীয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয়

সমীপে—

২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

তারিখ . . ... ১৯ ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

আমি পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিম্নচিহ্নিত গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিলে আনন্দিত হইব—

১। প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক—৩০৲ টাকা

২। অগ্রিম গ্রাহক—

ক ২২৲ টাকা | খ · ১৫৲ টাকা | গ · ১২৲ টাকা

৩। বার্ষিক গ্রাহক—

ক ৯৲ টাকা | খ·· ৬৲ টাকা | গ···৫৲ টাকা

(ইহার মধ্যে আপনি যে-শ্রেণীর গ্রাহক হইবেন শুধু সেইটি রাখিয়া অন্যগুলি সব কাটিয়া দিবেন।)

[অনুষ্ঠান-পত্রের ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

আমি . গ্রাহক চাঁদা বাবদ টাকা পাঠাইলাম।

নাম . . ..

ঠিকানা . . . .

. . . .

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

সমগ্র গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রকাশকার্যে অন্যূন তিন বৎসর লাগিবে। এই তিন বৎসর, পর পর, এক ভাগ (part) বাঙ্গালা ও এক ভাগ ইংরেজী এই দুই ভাগ পুস্তক প্রকাশিত হইবে। এইরূপ কয়েকটি ভাগ একত্রিত হইয়া একটি খণ্ডে (volume) দাঁড়াইবে। কোন খণ্ডই অন্যূন ৫০০ পৃষ্ঠার কম হইবে না। গ্রন্থাবলী শেষ হইতে অন্ততঃ এইরূপ ছয় খণ্ডের কম লাগিবে না। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইবে। প্রত্যেক ভাগের পৃথক মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে তবে যাঁহারা সমগ্র গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইবেন তাঁহারা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাইবেন।

১। প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক [FOUNDER-SUBSCRIBERS]

যাঁহারা এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশোদ্দেশ্যকল্পে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করিবেন তাঁহারা "প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহক" নামে অভিহিত হইবেন। এককালে **অগ্রিম ৩০৲ টাকা** দিলেই প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া যাইবে। এইরূপ গ্রাহক দুই শত জনের অধিকসংখ্যক করা হইবে না। ইঁহাদের গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে বাঁধাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে, এবং প্রত্যেক গ্রন্থাবলীর সঙ্গে দাতার নামাঙ্কিত প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সংযুক্ত থাকিবে। প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহকগণের নাম গ্রন্থশেষে একটি তালিকাতেও বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত হইবে।

২। অগ্রিম গ্রাহক [PRE-PUBLICATION SUBSCRIBERS]

(ক) সমগ্র গ্রন্থাবলীর জন্য এককালে **অগ্রিম ২২৲** দিতে হইবে।

(খ) যাঁহারা **কেবলমাত্র ইংরেজী গ্রন্থাবলী** লইবেন তাঁহাদিগকে এককালে **অগ্রিম ১৫৲ টাকা** দিতে হইবে।

(গ) যাঁহারা **কেবলমাত্র বাঙ্গালা ইত্যাদি গ্রন্থাবলী** লইবেন তাঁহাদিগকে এককালে **অগ্রিম ১২৲ টাকা** দিতে হইবে।

৩। বার্ষিক গ্রাহক [ANNUAL SUBSCRIBERS]

(ক) **সমগ্র গ্রন্থাবলীর** জন্য তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে **অগ্রিম ৯৲ টাকা**।

(খ) **কেবলমাত্র ইংরেজী গ্রন্থাবলীর** জন্য তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে **অগ্রিম ৬৲ টাকা**।

(গ) **কেবলমাত্র বাঙ্গালা ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর** জন্য তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে **অগ্রিম ৫৲ টাকা**।

প্রতি বর্ষে ইংরেজী গ্রন্থাবলীর অন্যূন ৮০০ পৃষ্ঠা ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর ৪০০ পৃষ্ঠা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

প্রত্যেক খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ হইবা মাত্র গ্রাহকগণের নিকট ডাকযোগে প্রেরিত হইবে, ডাকমাশুল যাহা লাগিবে তাহা ভিঃ, পিঃ পিঃ করিয়া আদায় করা হইবে। তবে কলিকাতায় অথবা শহরতলীতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থ লইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

টাকাকড়ি, চেক্, ইত্যাদি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়ে, সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

—০:*:০—

রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা

	শকাব্দ
১। বেদান্তগ্রন্থ	১৭৩৭
২। বেদান্তসার	১৭৩৮
৩। তলবকার উপনিষৎ [কেনোপনিষৎ]	„
৪। ঈশোপনিষৎ	„
৫। কঠোপনিষৎ	১৭৩৯
৬। মুণ্ডকোপনিষৎ	„
৭। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৮। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার ..	„
৯। সহমরণবিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ (প্রথম) .	১৭৪০
১০। গায়ত্রীর অর্থ	„
১১। গোস্বামীর সহিত বিচার ...	„
১২। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ (দ্বিতীয়) ...	১৭৪১
১৩। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার	১৭৪২
১৪। কবিতাকারের সহিত বিচার ...	
১৫। ব্রাহ্মণসেবধি—১, ২ ৩ অথবা ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সংবাদ ...	১৭৪৩
১৬। পাদরি ও শিষ্য সংবাদ ...	১৭৪৩
১৭। চারি প্রশ্নের উত্তর	১৭৪৪
১৮। পথ্যপ্রদান	১৭৪৫
১৯। প্রার্থনাপত্র	„
২০। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ...	১৭৪৮
২১। কায়স্থের সহিত মদ্যপান-বিষয়ক বিচার	„
২২। বজ্রসূচী ...	১৭৪৯
২৩। গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানং	„
২৪। ব্রহ্মসঙ্গীত	১৭৫০
২৫। ব্রহ্মোপাসনা	„
২৬। সহমরণ বিষয় (তৃতীয় পুস্তক)	১৭৫১
২৭। অনুষ্ঠান	„
২৮। গৌড়ীয় ব্যাকরণ	১৭৫৫
২৯। কুলার্ণব তন্ত্র, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম উল্লাস	
৩০। ক্ষুদ্র পত্রী	
৩১। আত্মানাত্মবিবেক	

উপরিল্লিখিত পুস্তকগুলি ব্যতীত রামমোহনের গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণভুক্ত নহে এমন কয়েকখানি পুস্তকও এই সংস্করণে মুদ্রিত হইবে।

A LIST OF

RAMMOHUN ROY'S WORKS IN ENGLISH

*INCLUDED IN EXISTING EDITIONS**

1816—1 An Abridgment of the Vedant, etc 2 Translation of the Cena Upanishud, etc 3 Translation of the Ishopanishud, etc
1817—4 A Defence of Hindoo Theism, etc 5 A Second Defence etc
1818—6 A Conference between an Advocate for and an Opponent of the Practice of Burning Widows alive etc
1819—7 Translation of the Moonduk Opunishud etc 8 Translation of the Kuth Opunishud, etc
1820—9 An Apology for the Pursuit of Final Beatitude etc 10 A Second Conference between an Advocate for and an Opponent of the Practice of Burning Widows alive 11 The Precepts of Jesus, etc 12 An Appeal in Defence of the ' Precepts of Jesus, etc
1821—13 The Brahmunical Magazine, etc I II and III 14 Second Appeal in Defence of the "Precepts of Jesus etc
1822—15 Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females etc
1823—16 The Brahmunical Magazine, etc, No 4 17 Humble Suggestions to his Countrymen who believe in the One True God 18 A Vindication against the Schismatic Attacks of R Tytler etc 19 Petitions against the Press Regulations etc 20 A Letter on English Education etc 21 Final Appeal in Defence of the Precepts of Jesus etc 22 A Dialogue between a Missionary and three Chinese Converts etc
1824—23 A Letter on the Prospects of Christianity in India etc
1825—24 On Different Modes of Worship etc
1827—25 A Translation of a Sanskrit Tract including the Divine Worship etc
1828—26 Answer of a Hindoo to the question Why do you frequent a Unitarian place of Worship? ' etc 27 Petition to Government against Regulation III for the Resumption of *Lakheraj* Lands, etc
1829—28 The Universal Religion etc
1830—29 The Trust Deed of the Brahmo Samaj etc 30 Abstract of the Arguments regarding the Burning of Widows, etc 31 Essays on the Rights of Hindoos over Ancestral Property etc 32 Letters on the Hindoo Law of Inheritance, etc 33 Address to Lord William Bentinck upon the passing of the Act for the Abolition of the Suttee etc
1831—34 Counter-Petition to the House of Commons to the Memorial of the Advocates of the Suttee, etc
1832—35 Exposition of the Practical Operation of the Judicial and Revenue Systems in India, etc

The original Arabic Persian work of Rammohun—*Tuhfat ul Muwahhidin*—will be included in this edition with an English translation

***N.B.—The present edition will contain besides the above works some hitherto uncollected writings of Rammohun**

RULES AND RATES OF SUBSCRIPTIONS, ETC.

THE publication of the entire Works is likely to be spread over 3 years, two parts—one in Bengali and the other in English—being published at regular intervals Several such parts will go to make a volume, running approximately to five hundred pages or a little more And it will take *not less than* six such volumes to complete the entire Works

Only a limited number of copies of this Edition will be printed Each part will be separately priced but the following facilities are offered to those who will subscribe to the Collected Works in their entirety

I. FOUNDER-SUBSCRIBERS

¶ A list of FOUNDER-SUBSCRIBERS is being opened for those who may desire to associate themselves permanently with the undertaking by contributing towards the funds for the publication of the Works *The list will be limited to two hundred subscribers only*

¶ Any one paying in advance Rs **30**/- (India) or **2** Guineas (United Kingdom & British Empire) or **10** Dollars (America) will be enlisted as a FOUNDER-SUBSCRIBER and,—*when the publication of the Works is completed*—entitled to specially made binders for the volumes with an inscribed plate acknowledging his contribution

¶ Names of FOUNDER-SUBSCRIBERS will appear in a special list forming part of the Edition

II. PRE-PUBLICATION SUBSCRIBERS

A For the *ENTIRE WORKS* Rs **22**/-
B For Works in English *only* Rs **15**/-
C For Works in Bengali, Sanskrit
and other languages *only* Rs **12**/-

III. ANNUAL SUBSCRIBERS

a For the *ENTIRE WORKS* Rs **9**/- *annually* for 3 years
b For Works in English *only* Rs **6**/- *annually* for 3 years
c For Works in Bengali, Sanskrit
and other languages *only* Rs **5**/- *annually* for 3 years

Approximately 500 pages of the English and 400 pages of the Bengali Works may be expected to be published annually

All subscriptions payable strictly in advance.

The rights of adjustment of these rules and rates are reserved by the publishers.

POSTAGE —As parts are published they will be posted, the postage charges being recovered from the subscriber by V P P Any one so desiring and living in or near Calcutta may arrange to have them taken from the Office of the *Bangiya Sahitya Parishad*

PAYMENTS —Payments may be made either cash or by certified cheques, drafts or postal orders and payable to —

THE SECRETARY
THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD
243/1, UPPER CIRCULAR ROAD,
CALCUTTA

চত্বারিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

ম্যালেরিয়া আদি
জ্বররোগে অব্যর্থ

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

কুঁচের তৈল

টাক ও কেশপতনের অব্যর্থ মহৌষধ।

শিশি ১৲ টাকা, ৩ শিশি ২৷৷০ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ এন, সি, বসু—১২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

চশমা

খরিদ্দারকে যে কোন প্রকারে চশমা বিক্রয় করিতেই হইবে, ইহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষান্তে যদি নিতান্ত চশমার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ "জাইস্" লেন্সের চশমা সুলভ মূল্যে দিয়া থাকি। সকল প্রকার গ্লাস ও লেন্সের বিপুল আয়োজন। প্রাপ্তিস্থান—**ইউনাইটেড অপটিক্যাল সার্ভিস, ৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,** দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

একমাত্র প্রোঃ—**শ্রীবগলাকান্ত রায়।**

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'সমাচারদর্পণ' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র হইতে সে কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই গ্রন্থে বিষয়-বিভেদ এবং পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, সমাজ, ভাব ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনাকারিগণের অবশ্যপাঠ্য বলিলে বেশী বলা হয় না।

প্রথম খণ্ডের মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২৵৹, সাধারণের পক্ষে ২।৹।

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য—৩৲, ৩।৹, ৩॥৹ টাকা।

কয়েকটি অভিমত

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার—"ব্রজেন্দ্রবাবু ইতিহাস-রচনায় যে-সব গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই সংকলন ও সম্পাদন কার্য্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই গ্রন্থখানিকে এক দিকে সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ সাহিত্যে এবং অপর দিকে পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন। যুগে যুগে বঙ্গের ঐতিহাসিক ছাত্রগণ ইহার সাহায্য লইতে বাধ্য হইবে।"—ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৯।

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—"Highly interesting and useful work . all stndents interested in the cultural history of Bengal during last century will be eagerly looking forward to the continuation of these studies."—*The Modern Review*, Nov. 1932.

সুলভে পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

ন্যায়দর্শন

সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। সদস্য-পক্ষে ও সাধারণ পক্ষে মূল্য এইরূপ,—প্রথম খণ্ড- ১॥৹, ২॥৹ ; দ্বিতীয় খণ্ড—২।৹, ২৸৹ ; তৃতীয় খণ্ড—১॥৹, ২৲ ; চতুর্থ খণ্ড—১॥৹, ২৲ , পঞ্চম খণ্ড—১৲, ২॥৹।

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (April 1933, P. 471)....This work will remain for many years the standard work in Bengali on the Nyayasutras

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে ৬॥৹ এবং সাধারণ-পক্ষে—৮॥৹

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র রায় এম-এ। সদস্য ও সাধারণ-পক্ষে মূল্য এইরূপ—প্রথম খণ্ড—১৲, ১॥৹ ; দ্বিতীয় খণ্ড—১।৹, ১৸৹ ; তৃতীয় খণ্ড—১।৹, ১৸৹ ; চতুর্থ খণ্ড—১৲, ১॥৹, পঞ্চম খণ্ড—১৵৹, ১।৹।

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে—৫৲ এবং সাধারণ-পক্ষে ৬॥৹

নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি **মাত্র ৪৲ চারি টাকায়** বিক্রয় করা হইতেছে,—

১। উদ্ভিদ্‌জ্ঞান ১ম ও ২য় পর্ব্ব, ২। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ৩। কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন, ৪। দুর্গা-মঙ্গল, ৫। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস, ৬। সারদা-মঙ্গল, ৭। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ৮। লেখমালানুক্রমণী, ৯। তীর্থমঙ্গল, ১০। জ্ঞান-সাগর, ১১। মৃগলুব্ধ-সংবাদ।

গ্রন্থগুলির মূল্য সদস্য-পক্ষে ৭৲ এবং সাধারণ-পক্ষে ১০॥৵৹

বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ

আমরা এত কাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি, বর্দ্ধমান-ভুক্তি, দণ্ড-ভুক্তি নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম। গত বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের অসাধারণ প্রযত্নপ্রসূত নিপুণ গবেষণার ফল পড়িয়া ভুক্তির সীমা ও জমি সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারিতেছি। পুরাবৃত্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুদুর্লভ। তাম্রশাসন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কিন্তু খণ্ড। সে প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণ যোগ করিয়া তাহার প্রদত্ত উপকরণের উপর টিপ্পনী করিতেছি। অর্থাপত্তি, উপমান, উপলব্ধি, ঐতিহ্য পরিত্যাগ করিয়া পুরাবৃত্ত নির্মাণ অসম্ভব। আমি "বোধ" করিতে যাইতেছি, ঐতিহাসিক "শোধ" করিবেন।

১। দিক্ দেশ

আমরা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক্‌দ্বারা বলি, অমুক গ্রাম আমাদের পূর্ব দিকে। কিন্তু এই নির্দেশ অতিশয় স্থূল। কারণ, যত ঠাঞি, তত পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক্। (১ম চিত্র)। এক আঙুল ঠাঞি-নাড়া হইলে দিক্‌ও নড়িয়া যায়। আমার পূর্ব আমার সম্মুখস্থিত, তোমার পূর্ব নয়। গ্রামটিও বিন্দু নয়। যদি বিন্দু-প্রমাণ হয়, তাহা হইলেও চারি দিকের চারি রেখায় কয়খানি গ্রাম পাইব? অর্থাৎ আমার ঠাঞি কোথায়, পূর্বদিক্ নামে উত্তরের ও দক্ষিণের কতখানি ধরা যাইবে? যদি আট দিক্ ধরি, তাহা হইলেও সেই তর্ক। (২য় চিত্র)। অতএব একটা ঠাঞি চাই, যেটা সকলেরই ঠাঞি।
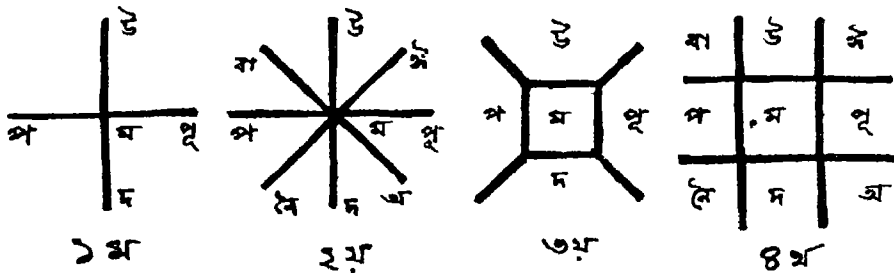
২য় চিত্রে ম সে ঠাঞি। এখন ঈ-ম-অ পূর্ব দিক্। রেখাগণিতে বিন্দু ও রেখা কল্পিত পদার্থ। কল্পনা দ্বারা লোক-ব্যবহার চলে না। ঠাঞি একটা বিন্দু ধরা চলে না, একটা সমচতুর্ভুজ কিম্বা আয়ত দেশ ধরিতে হইবে। তখন ৩য় চিত্রে মধ্যদেশের পূর্বে যত গ্রাম থাকিবে, সব পূর্বে বলিতে পারিব। ইহাতেও একটা দোষ থাকিতেছে। মধ্যদেশের যত পূর্বে যাইব, গ্রামও তত বাড়িতে থাকিবে। সকল দোষ পরিহারের এক উপায় ৪র্থ

চিত্রে দর্শিত হইল। এখন সমগ্র দেশটি নব খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যে যে গ্রাম পূর্বদিকে বলিতেছি, সে সে গ্রাম সত্য সত্য মধ্যদেশের পূর্বে বটে।

আর্যেরা এশিয়ার মধ্যভাগে মেরু-পর্বতের উত্তরে ও পশ্চিমে বাস করিতেন। সকলে ভারতবর্ষে আসেন নাই। যাঁহারা ভারত-নিবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহারা পিতৃভূমির সম্বন্ধ বহুকাল যাবৎ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা পিতৃভূমির মধ্যদেশকে বৃত্ত কল্পনা করিয়া, উচ্চ মেরুকে পদ্মের কর্ণিকার এবং চাবি মহাদেশকে পদ্মের চারি দলের সহিত উপমিত কবিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রথমে সে মেরুদেশে দেখিয়াছিলেন। এই হেতু ব্রহ্মা চতুর্মুখ ও পদ্মযোনি। কেহ কেহ দেখিলেন, মেরু হইতে চারি দিকে নদী প্রবাহিত। অতএব মেদিনীর উপমান কূর্ম। ভারতবর্ষ কূর্ম নয়। ইহার মধ্যদেশও কূর্ম নয়।

পৌরাণিকেরা ভারতবর্ষকে ৩য় চিত্রের ন্যায় পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, কোন্ খণ্ডে কোন্ দেশ, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ভাবতবর্ষকে নব খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বায়ু, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে নব খণ্ডের নাম এই,—মধ্যদেশ ভারতবর্ষ, তদনন্তর পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বারুণ। অর্থাৎ পূর্বদিকে ইন্দ্রদ্বীপ, অগ্নিকোণে কসেরু, দক্ষিণে তাম্রপর্ণ, নৈঋর্তে গভস্তিমান্, পশ্চিমে নাগদ্বীপ, বায়ুদিকে সৌম্য, উত্তরে গন্ধর্ব, ঈশান দিকে বারুণ। পৌরাণিকেবা মনে কারতেন, এই আটটি দেশ সমুদ্রান্তরিত দ্বীপ। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বৃহৎ জলরাশির নাম সমুদ্র, যাহার এক কূল হইতে অন্য কূল দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং তদ্দ্বারা পৃথক্কৃত উচ্চভূমি দ্বীপ। ইন্দ্রদ্বীপ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদেশ।

জ্যোতিষীরা ভারতবর্ষকে কূর্ম কল্পনা করিয়া নব খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বরাহের 'বৃহৎসংহিতা'য় কূর্মচক্র বর্ণিত আছে। প্রথম খণ্ড অবশ্য মধ্যদেশ। তদনন্তর পূর্বাদিক্রমে দেশের নাম লিখিত হইয়াছে। বরাহ ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ-শতকে উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কূর্মচক্র তাঁহার উদ্ভাবিত নয়। জ্যোতিষীরা মনে করিতেন, কূর্মবিভাগের নব খণ্ডে সাতাইশ নক্ষত্র আধিপত্য করে। অতএব প্রতি খণ্ডে তিন নক্ষত্র। মধ্য খণ্ড হইতে গণনা আরম্ভ, আর কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ। অতএব যখন কৃত্তিকা প্রথম নক্ষত্র গণ্য হইত, তখনকার বিভাগ। কৃত্তিকাদি-গণনা খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশতি হইতে চতুর্দশ শতাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। অতএব ভারতবর্ষকে নব খণ্ডে বিভাগ এত পুরাতন, চতুর্দশ অব্দ-শতকের পূর্বের, তাহা নির্বিবাদে বলিতে পারা যায়। আরও বুঝিতেছি, সে কালে ইন্দ্রদ্বীপ ও তাম্রপর্ণ (সিংহল) জানা ছিল। বরাহ মধ্যদেশস্থ নানা দেশের নাম করিয়াছেন। অধিকাংশ নাম এখন অজ্ঞাত। এখানে জানিবারও প্রয়োজন নাই।

মধ্যদেশ-বাসী স্বদেশকে মধ্যদেশ বলিতেন। মনুস্মৃতিতে মধ্যদেশের সীমা এই,—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে সরস্বতী নদী। মধ্যদেশ বৃহৎ দেশ। মনুর আর্যাবর্ত আরও বৃহৎ। ইহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র। অর্থাৎ বর্তমানে যাহাকে উত্তরাপথ বা উত্তর-ভারত বলি। উত্তরবঙ্গও ইহার অন্তর্গত ছিল।

২। অঙ্গাদি পঞ্চ দেশে আর্যপ্রবেশ

বায়ুপুরাণে (৯০ অঃ) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, এই পাঁচ দেশ সম্বন্ধে এক উপাখ্যান আছে। মৎস্যপুরাণে (৪৮ অঃ) সে উপাখ্যান অবিকল আছে, এবং অন্য দুই তিন পুরাণে সংক্ষেপে আছে। চন্দ্রবংশে যযাতি নামে বিশ্ব-বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে অনু নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার বংশে তিতিক্ষু জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্বদেশের রাজা হইয়াছিলেন। তিতিক্ষুর প্রপৌত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি। ইনি ধার্মিক ও মহাযোগী ছিলেন। ইঁহার যজ্ঞের ও দানের প্রশংসা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কীর্ত্তিত আছে। ইনি অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। ইঁহার ঔরস পুত্র ছিল না। একদা ঋষি দীর্ঘতমা দৈব দুর্বিপাকে গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বলির রাজধানীতে উপস্থিত হন। বলি তাঁহার দ্বারা পাঁচ ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করেন, এবং পঞ্চ পুত্রকে অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, এই পাঁচ দেশের রাজা করেন। বলি অসুরদেশের রাজা ছিলেন এবং তিনি স্বরাজ্যে ধর্ম্মস্থাপনা করেন।* তাঁহার দেশে আসুরী ভাষা প্রচলিত ছিল। তিনি রাজা ছিলেন—এই হেতু ক্ষত্রিয়, কিন্তু আর্যজাতীয় ছিলেন না। এই হেতু তাঁহার পঞ্চ পুত্র বালেয় ক্ষত্রিয় গণ্য হইতেন। মহাভারতেও (আদি ১০৪) বলিরাজার ইতিহাস আছে।

---

* পুরাকালের যাবতীয় প্রসিদ্ধ লোকের দ্বিবিধ চরিত ছিল। এক চরিত মর্ত্ত্যলোকে, অপর চরিত দিব্যলোকে, তারকালোকে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত, কৃষ্ণচরিত। কৃষ্ণের 'ব্রজলীলা' সমস্ত আকাশে। যযাতির পিতা নহুষ, যযাতি, চেদিরাজ বসু, বৃহস্পতি, রাম, রাবণ, ভগীরথের গঙ্গা, দেবাসুরের সংগ্রাম প্রভৃতি অসংখ্য উপাখ্যানে দুই চরিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, আমরা এ কালের লোকে বুঝিতে পারি না। কোন্‌টি প্রথমে, কোন্‌টি পরে, সকল উপাখ্যানে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। বলিচরিতে এইরূপ। আকাশে বিরোচন-পুত্র বলি। তিনিই মনুষ্যলোকে তিতিক্ষুর বংশধর বলি হইয়াছিলেন। দক্ষিণভারতে বলিপুরম্ আছে, কিন্তু অঙ্গদেশ নাই। দিব্যলোকের বলিকে বামনাবতার বিষ্ণু পাতালে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বামনাবতার, বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। নৃসিংহাবতার দ্বিতীয়। "এতাস্তিস্রঃ স্মৃতাস্তস্য দিব্যাঃ সম্ভূতয়ো দ্বিজাঃ" (মৎস্য। ৪৭।২৪১)। বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বহু পুরাতন, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চ ও চতুঃ-সহস্র বর্ষের কথা। পিনাকী রুদ্রের মহিমাও সে সময়ের। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যাস্তের পর পূর্ব আকাশে যে কালপুরুষ নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেই নৃসিংহ, বামন ও পিনাকী। ত্রিবিক্রমের যত প্রকার ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে, একটীও ঠিক নয়। প্রকৃত ব্যাখ্যা, পাঁজিতে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি নামে ব্যক্ত আছে। এই নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবে বিষ্ণুরূপ আদিত্য থাকিতেন। তাঁহার দুই 'পদ' দুই অয়নে, এবং তৃতীয় 'পদ' মধ্যপদ—যে পদ কালপুরুষ নক্ষত্রে ছিল, সে পদ দীর্ঘ হইয়া অধোদিকে শারদ বিষুবে ঠেকিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্যাস্তের পর আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে অভিজিৎ নক্ষত্রের পশ্চিমে ও কিছু দক্ষিণে বলি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজী তারা-চিত্রপটে ইহার নাম Hercules। লোকে অঙ্গরাজ বলিকে আকাশের বলির অংশাবতার মনে করিত। ইঁহারও রাজ্য অসুরদেশে, অনার্যদেশে, এবং কুরু পাঞ্চাল দেশ অপেক্ষা নিম্ন দেশে, পাতালে ছিল। ইনিও ধার্মিক, এবং বোধ হয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনিয়াছিলেন। ভাগীরথীর দিব্যচরিত আকাশে। ("আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" দ্রষ্টব্য)। মর্ত্ত্য চরিতে হিমালয়রূপ স্বর্গ হইতে সমুদ্রে, পাতালে। ভগীরথের জন্ম, পুরাকালের ভাগীরথীর ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে হইয়াছিল। উপমা হইতে তাঁহার বিচিত্র রূপকাহিনী রচিত হইয়াছিল। গঙ্গার দুই শাখার সঙ্গমস্থলের নিকটে কপিল মুনির আশ্রম ও পুণ্ড্র দেশ ছিল (মৎস্য। ৪৬।২১)। কপিল মুনি রাজমহল পাহাড়ের তলদেশে বাস করিতেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি রাজমহলের আগ্নেয়গিরির অগ্নি। মুসলমান ঐতিহাসিক রাজমহলকে "আগ (অগ্নি) মহল" বলিতেন। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড সে অগ্নির কিঞ্চিৎ প্রকাশ। দীর্ঘতমা ঋষির পৌরাণিক চরিত আরও বিস্ময়কর। ঋগ্বেদের এই ঋষির বেদোক্তির সহিত মিলাইলে কি হইতে কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সে অনেক কথা, এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বলি রাজার বংশলতা দেখিলে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ঊনবিংশ শতক পাই। বলির অধস্তন অষ্টম বংশধর রামায়ণের লোমপাদ, অষ্টাদশ বংশধর মহাভারতের কর্ণ। খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পঞ্চদশ শতকে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপূর্বে সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ঊনবিংশ শতাব্দে অঙ্গাদি পঞ্চদেশ মধ্যদেশ-বাসী আর্যদিগের মিশ্রবংশের অধিকারে আসিয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা সগর চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। এই বংশের শ্রুতায়ু ভারতযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। সগর তাঁহার ঊর্ধ্বতন ষট্‌ত্রিংশ পুরুষ (মৎস্য ১২)। পৌরাণিকেরা প্রসিদ্ধ রাজাদিগের নাম স্মরণ করিতেন। তথাপি দেখা যাইতেছে, খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োবিংশ শতাব্দে সগর রাজার অশ্বমেধযজ্ঞাশ্ব অঙ্গদেশে আসিয়াছিল। তাঁহার প্রপ্রপৌত্র ভগীরথ গঙ্গার পূর্বগামী শাখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণগামী শাখার কিয়দ্দূরে আসিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুই শাখার বিভাগ-স্থলে গঙ্গা সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। গঙ্গার স্রোতে জহ্নুমুনির যজ্ঞশালা ভাসিয়া গেলে তিনি ক্রোধে গঙ্গাকে উদরস্থ করিয়াছিলেন। মালদহ তাহার সাক্ষী। যেটা দহ ছিল, সেটা মালভূমি, উন্নত ভূমি হইয়াছিল। মালদহের উৎপত্তি গঙ্গার মুখের চড়ায়। গঙ্গা স্বাভাবিক কারণে মালদহের দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে।

৩। অঙ্গাদি পঞ্চ দেশের নৈসর্গিক সীমা

ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও পর্বত, কোথাও বিস্তীর্ণ নদী, কোথাও মরু, কোথাও কচ্ছ, কোথাও নিবিড় অরণ্য, কোথাও সাগর। মানুষ এই সকল নৈসর্গিক অবচ্ছেদক দ্বারা এক এক দেশ গণনা করে। প্রাচীন আর্যেরা ভারতবর্ষে জেতা হইয়া আসিয়াছিলেন। আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা বুঝিতেন না, নিজেরা এক এক দেশের লক্ষণ দেখিয়া সে সে দেশের নাম রাখিয়াছিলেন। যদি কোন দেশের নাম শুনিয়াছিলেন, রাজ্যকে পরাক্রান্ত দেখিয়াছিলেন, সে দেশের পুরাতন নাম সংস্কৃত রূপ দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন দেশে পরাক্রান্ত জাতি নিবাসী হইলে, সে জাতি পরিত্যক্ত স্বদেশের পরিচিত নাম নূতন দেশে প্রয়োগ করে। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। কোথায় মেরুদেশের ইলা, আর কোথায় পঞ্জাবে ইরাবতী, বর্মাদেশে ইরাবতী। মেরু পর্বতের (তিয়ান সাং) উত্তরে কুরু, সেই নামে পঞ্জাবেও কুরু। এখানে আসিয়া প্রাচীন কুরুকে উত্তরকুরু বলিতে হইয়াছিল। উত্তর কোশল, দক্ষিণ কোশল, উত্তর মথুরা, দক্ষিণ মথুরা (মদুরা), উত্তর প্রয়াগ, দক্ষিণ প্রয়াগ (ত্রিবেণী), উত্তর যমুনা, দক্ষিণ যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) ইত্যাদি অসংখ্য সমনাম আছে।

অঙ্গাদি পঞ্চদেশের নাম নূতন, উত্তরাপথে নাই। অঙ্গ বঙ্গ ইত্যাদি নাম দ্বারা জনপদ ও জনপদবাসী, দুই-ই বুঝায়। পাণিনির মহাভাষ্যে আঙ্গঃ বাঙ্গঃ একবচন, অঙ্গাঃ বঙ্গাঃ বহুবচন। আর্যেরা কি অঙ্গ বঙ্গ নাম রাখিয়াছিলেন, না তদ্দেশবাসী জাতির নাম অঙ্গ বঙ্গ ছিল? দেখা যায়, অধিবাসী জাতির নামে দেশের নাম হয়, দ্রাবিড়, ওড্র, মদ্র, কুরু, আর্যাবর্ত প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। কিন্তু দেশের নামেও অধিবাসীর নাম হয়। মিথিলা, বিরাট, মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, গন্ধারাড়ি ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ আছে। অঙ্গ নাম

স্পষ্ট সংস্কৃত। ইহা এককালে এক বৃহৎ দেশের অঙ্গ-স্বরূপ বিবেচিত হইত। আর্যেরা নূতন দেশ দেখিলেন, অনার্যজাতির দেশ দেখিলেন। সে দেশে বাস করিতে আসিলেন, নিজেদের মনোমত নাম রাখিলেন, ইহাই স্বাভাবিক। অং বং নামে জাতি ছিল, সে সে জাতির নাম সংস্কৃত করিয়া অঙ্গ বঙ্গ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পাই না। ভাষাবিদের বিতর্ক প্রমাণ নয়। অন্য পক্ষে এই এই দেশের এমন লক্ষণ পাইতেছি, যেহেতু সে সে দেশের সে সে নাম হইয়াছিল। এরূপ লক্ষণ না পাইলে অং বং জাতির বাস-ভূমি কল্পনা করা যাইত।

জেতা আর্যেরা অঙ্গাদি পঞ্চদেশের নাম রাখিয়াছিলেন। এই সকল দেশে মানুষের বাস ছিল। বোধ হয়, বলিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ মানুষের বাস ছিল। এই কারণে অসুর বলা হইত। দীর্ঘতমা ঋষি অঙ্গদেশে গৌতমদিগের জনক হইয়াছিলেন। গৌতমেরা কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন (পুরাণ)। এই দেশের নৈসর্গিক দক্ষিণ সীমা গঙ্গা, পূর্ব্বসীমা কৌশিকী (কুশী) নদী। এই নদীর পূর্ব্বদিকে পুণ্ড্র। পুণ্ড্রদেশের উত্তরসীমা হিমালয়ের দক্ষিণস্থ অরণ্য, দক্ষিণ সীমা গঙ্গা, পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র। পূর্বদিকে করতোয়া নদী আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের মতন বিস্তীর্ণ নয়। পুণ্ড্রদেশ ইক্ষুর জন্য বিখ্যাত ছিল। সে ইক্ষুজাতের নাম পুণ্ড্র, অদ্যাপি দেশীয় ইক্ষুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমানের পুঁড়ি আখ, পুণ্ড্রের বংশ। ব্রাহ্মণেরা ললাটে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র করিয়া পুণ্ড্রদেশের ইক্ষুর চিত্র করিতেছেন। গৌড়, গুড়ের দেশ। বঙ্গ দেশ, পুণ্ড্রের দক্ষিণে। ইহার পশ্চিম সীমা ভাগীরথী, উত্তরসীমা গঙ্গা (ভগীরথের পদ্মা), পূর্বসীমা পদ্মা, দক্ষিণ সীমা অরণ্য ও সাগর। গঙ্গা বক্র হইয়া বঙ্ক, বঙ্গ দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সুহ্ম দেশের পূর্বসীমা ভাগীরথী, দক্ষিণ সীমা অরণ্য ও সাগর, পশ্চিম সীমা অরণ্য (বর্ত্তমান মানভূম জেলা ও তাহার দক্ষিণের অরণ্য)। শুভ্ ধাতু হইতে শুন্‌ভ, সুন্‌ভ, শুভতি, শুম্ভতি, শোভা। সুম্ভ নাম মহাভারতে আছে। ইহার বর্ত্তমান নাম রাঢ়া, বাস্তবিক রা-ঢা, রাধা, পরে বলিতেছি। কলিঙ্গ দেশ বহু বিস্তীর্ণ ছিল। উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত, দক্ষিণে অরণ্য ও সাগর, পূর্বে অরণ্য ও সুহ্ম, দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত। কলিঙ্গ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ বুঝায়। (তুং কালিঙ্গ কালিন্দ, তরমুজ)।

৪। পুরাণে বর্ণনা

এখন প্রাচীন বর্ণনার সহিত উল্লিখিত অনুমান মিলাইয়া দেখি। মহাভারতে (সভাপর্বে) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত অর্জ্জুন ভীম সহদেব নকুল উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ (দীল্লি) মধ্যদেশ, বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ উত্তর দিক্। অর্জ্জুন বায়ুকোণে গিয়া "শকলদ্বীপ জয় করিয়া, প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ভগদত্তকে পরাজিত করেন। রাজা কিরাত, চীন ও সাগর উপকূলবাসীদিগের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন।" রামায়ণেও (কিষ্‌।৪২ অঃ) প্রাগ্‌জ্যোতিষ পশ্চিমে। মৎস্য-পুরাণে (৩৬০ অঃ) আছে, এখানে দুষ্টাত্মা নরক দানবের সুবর্ণময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। ভগদত্ত যবনাধিপতি ও নরকবংশীয় ছিলেন (সভা ১২)। মহাভারতে (অশ্বমেধ পর্বে)

শাকল দেশের নিকটে 'উত্তবজ্যোতিষ'। শকলদ্বীপ, শকদ্বীপ, * "আরাল" সাগর (ক্ষীরোদ) হইতে "পামীর" (জম্বু) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। কালক্রমে শকেবা দক্ষিণে চলিয়া আসিয়াছিল। জম্বুর নদে সোনা পাওয়া যাইত, এই হেতু জাম্বুনদ, সোনার নাম হইয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষ স্বুবর্ণময়। শক-ল=শকল, শকভূমি। (তু° মঙ্গ-ল, বঙ্গ-ল)। শকদ্বীপে জ্যোতিষ চর্চা হইত, এবং সে দেশের মগ ব্রাহ্মণেরা জ্যোতিষ জ্ঞানেব জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণে নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। ঐটি পার্বত্য দেশ, বরাহ পর্বত নিকটে ছিল। পরে সে নগর দূরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তরজ্যোতিষ নাম পাইয়াছিল। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা এ দেশে গ্রহাচার্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৭২ অব্দে লগধ নামে এক জ্যোতিষী বৈদিক পঞ্জিকা গণনার সূত্র প্রণয়ন করেন। তাহার অক্ষাংশ ৩৬°। পুবাণে ও কৌটিল্যে এই দেশের পরম দিবা ও রাত্রিমান গৃহীত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় স্মরণ করিলে মনে হয়, পেশাবারের উত্তবে কুণার ও স্বত্‌ (প্রাচীন সবস্বতী) নদীব মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুব ছিল। পরে নাম রোহিতক বা লোহিতক। চীনাংশু এই পথ দিয়া ভারতে আসিত। চীনাংশু তুন্ত্‌_পোকার। সে দেশে বৃহৎ তূদ্‌ (তূত্‌) গাছ আছে। গরদ্‌ (ওড়িয়া ক্ষীরোদরী) নাম ক্ষীরোদ নামের অপভ্রংশ। বহু কাল পরে, শকাধিকারের পরে বর্তমান কামরূপেব নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইয়াছিল। † বোধ হয়, গ্রহাচার্য্য শক ব্রাহ্মণেরা এই নাম লইয়া গিয়াছিল। রামায়ণে আসাম কোষকাবক কীটের দেশ। কৌটিল্যে এই দেশ স্বুবর্ণকুড্যক এবং এই দেশ পত্রোর্ণ (মুগা) জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। বঙ্গের পূর্বদিকে মণিপুর মহাভাবতোক্ত নয়। উবগ (নাগ) দেশের উলূপী কন্যা নাগা পাহাড়ের নয়। অর্জ্জুন শকদ্বীপ পার হইয়া উত্তবকুরু পর্যন্ত গিয়া কাশ্মীরপথে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

ভীম পূর্বদিকে নানা বাজ্য জয় কবিয়া "বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজয় কবিলেন। বিদেহ রাজ্যের নিকটে শক ও বর্বব এবং দূরে কিরাত বাস করিত। তাহাদিগকে বশে আনিয়া, স্বপক্ষীয় সুহ্ম ও প্রসুহ্মদিগকে লইয়া, মগধ—গিরিব্রজে জরাসন্ধতনয়কে সান্ত্বনা করিয়া, কর্ণকে ও পর্বতবাসীদিগকে পরাজিত করিলেন। সেখান হইতে মোদাগিরি, তৎপরে মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, কৌশিকীকচ্ছবাসী রাজা মনৌজা, বঙ্গরাজ, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছদিগকে

---

* ১৩৩৮ সালের বৈশাখের "প্রবাসীতে" ' পুরাণে দেশ" দ্রষ্টব্য।

† প্রথম নাম জ্যোতিষপুর, পরে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, পরে উত্তর জ্যোতিষপুর। কেহ কেহ বর্ত্তমান সিয়ালকোট নগরের প্রাচীন নাম শকল অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সিয়ালকোট প্রাচীন আদি শকল হইতে পারে না। সিয়ালকোটে দ্বীপের লক্ষণ নাই। শকল দ্বীপে জ্যোতিষ চর্চার ইতিহাসও নাই। হরিবংশে আছে, শ্রীকৃষ্ণ লোহিতগঙ্গের মধ্যে আট লক্ষ দানব বধ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা নরককে আক্রমণ করিয়াছিলেন। লোহিতগঙ্গ, লোহিতকসর হইতে পারে। এখানে লোহিত নাম দ্বারা ব্রহ্মপুত্র নদ বুঝিলে প্রাগজ্যোতিষ অবশ্য কামরূপ হয়। কিন্তু বায়ুপুরাণে (৪৪ অং) কেতুমাল বর্ষে ব্রাহ্মী নামক নদী আছে। উক্ত পুরাণে (৪৯ অং) শকদ্বীপের, সপ্তনদীর সাধারণ নাম গঙ্গা। কামরূপ দিয়া কুরুদেশ যাইবার পথও নাই। কালিকাপুরাণ, উপপুরাণ, প্রাচীন নয়। পুরাণখানি কামরূপে প্রণীত বোধ হয়। এই পুরাণের পূর্বে আসামে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম প্রবেশ করিয়াছিল।

জয় করিলেন। অনন্তর মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপনীত হইলেন। এবং সাগর-কূলবাসী ম্লেচ্ছগণের নিকট কর সংগ্রহ করিলেন।”

ভীম ঈশান কোণে যাত্রা করিয়া দেশ জয় করিতে করিতে হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ জলোদয় দেশ হইতে দক্ষিণে বিদেহ রাজ্যে আসিয়াছিলেন। এই দেশের নৈসর্গিক সীমা উত্তরে হিমালয়, পূর্বে কৌশিকী, দক্ষিণে গঙ্গা ও পশ্চিমে গণ্ডকী। এক্ষণে ইহা দ্বারভাঙ্গা জেলা। বিদেহ বৈশ্যপ্রধান রাজ্য ছিল, এবং বৈদেহক অর্থে বণিক্ বুঝাইত। ভারত-যুদ্ধের পরেও ভারতীরা উত্তরে পশ্চিমে গমনাগমন করিতেন। সে সে দেশের লোকেরাও ভারতে আসিত। বিদেহ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে শকেরা বাস করিত, ইহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। আমার বিশ্বাস, শাক্যসিংহ উৎপত্তিতে শকজাতীয়। আর্যেরা ও শকেরা আকারে প্রকারে সমান ছিলেন। দেশভেদ হেতু নাম-ভেদ। দিগ্‌বিজয়কালে জগতীপতি নামে জনকবংশীয় রাজা ছিলেন। সুহ্ম দেশের অগ্রে যে দেশ, সে দেশ প্রসুহ্ম। সুহ্ম ভাগীরথীর পশ্চিমের মুর্শিদাবাদ, প্রসুহ্ম ইহার দক্ষিণস্থ দেশ। ইঁহারা পাণ্ডবপক্ষে ছিলেন। পৌণ্ড্র ও বঙ্গ বিপক্ষে ছিলেন (সভা।১২ অঃ)। বোধ হয়, ভীমসেন স্বপক্ষকে সংবাদ পাঠাইয়া আনিয়া মগধ জয় করেন। মগধ গঙ্গার দক্ষিণে। গিরিব্রজ গিরিসমূহ, মগধে। ইহার উত্তরে ও পূর্বে ভাগলপুর, কর্ণের অঙ্গরাজ্য। মোদাগিরি মুঙ্গেরের গিরি। ইহার উত্তরে ও পূর্বে পূর্ণিয়া জেলা, পুণ্ড্রদেশ আরম্ভ। পুণ্ড্র দেশের রাজা বাসুদেব, কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। কৌশিকী কচ্ছ। কচ্ছ বিস্তীর্ণ জলরাশির অনূপদেশ, জলা। কোশী যেখানে গঙ্গায় পড়িয়াছে, সেখানে এবং পশ্চিমে এখনও জলা। সোনবর্ষা রাজা এই কৌশিকী কচ্ছে। পুণ্ড্রের দক্ষিণে বঙ্গ। সমুদ্রসেন, সমুদ্রপতি, চন্দ্রসেন, চন্দ্রদেশ-পতি। সমুদ্র, পরে নাম সমতট, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র যোগের পর। চন্দ্র, পরে চন্দ্রপুর, বোধ হয় ত্রিপুরার চান্দপুর। বোধ হয়, বঙ্গের দক্ষিণের দেশটি কর্বট দেশ। দুই শত, কি চারি শত গ্রাম লইয়া কর্বট। অনূপ দেশে গ্রাম অল্প হইয়া থাকে। ভীম এত দক্ষিণে আসিয়া প্রসুহ্ম দিয়া মগধ হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখান হইতে লৌহিত্য দেশের (কামরূপের) মহারাজার নিকট উপনীত হইলেন। আশ্চর্যের কথা-বটে। এই অংশটি পরে যোজিত হইয়া থাকিবে।

এখানে কলিঙ্গের নাম পাইলাম না। সহদেব দক্ষিণ দেশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি দ্রবিড়, অন্ধ্র, উড্র, কলিঙ্গ, রমণীয় অটবী পুরী এবং যবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়াছিলেন। কবির অকস্মাৎ বিভীষণকে মনে হইল, সহদেব তাঁহার নিকটে দূত পাঠাইয়া কর সংগ্রহ করিলেন। সহদেবের দিগ্‌বিজয় পড়িলেই মনে হয়, তৎকালে দক্ষিণাপথের পূর্বদিকের দেশ সবিশেষ জানা ছিল না, দূত পাঠাইয়া কার্যসিদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু কলিঙ্গ জানা ছিল, কলিঙ্গ-রাজ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। পৌরাণিকেরা পরীক্ষিতের কাল হইতে কলিঙ্গদেশের দ্বাত্রিংশৎ রাজা গণিয়াছিলেন (মৎস্য)। পুণ্ড্র বঙ্গ সুহ্মের গণেন নাই। রামায়ণে অঙ্গ পুণ্ড্র কলিঙ্গের নাম আছে, সুহ্ম ও বঙ্গের নাই। আনাগনার পথ ছিল না, জানাশোনাও ছিল না। পরে উড্র ও কলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, কলিঙ্গ ইন্দ্রপ্রস্থের অগ্নিকোণের কোথাও ছিল।

সহদেব যবনপুর জয় করিয়াছিলেন। কোথায় যেন পড়িয়াছি, নিজাম রাজ্যে গোদাবরী-নিকটে শকেরা ও যবনেরা বাস করিয়াছিল।*

দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত স্বীকার না করিলে বিভীষণ পাওয়া যাইবে না। সে কালের পর্যটকদিগের দেশ-চিত্রপট ছিল না, তথাপি কবি ঠিক বর্ণনা করিয়াছেন। পরীক্ষিতের পর দুই তিন শত বৎসর মধ্যে মহাভারতের স্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ও তৎসঙ্গে দিগ্‌বিজয় মানিলে দেশগুলিও তৎকালের মানিতে হয়।

এখন দুই একখানা পুরাণ দেখি। বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ পুরাতন, পরীক্ষিতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ অধিসীমকৃষ্ণের রাজ্যকালে প্রথম উক্ত হইয়াছিল। দুয়ের মূল এক ছিল। কিন্তু মৎস্যপুরাণে তীর্থ ও তিথিমাহাত্ম্য ও অন্য কয়েকটি বিষয় পরে যোজিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণ শৈব, মৎস্যপুরাণ বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণ কোন এক বর্ষের প্রথম অমাবস্যা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন (৪৬।১৪)। তখন বিষ্ণুপুরাণের শ্রাবণ-কৃষ্ণাষ্টমী কল্পনা হয় নাই। বায়ুপুরাণ মতে রাবণ, শঙ্কুকর্ণ দশগ্রীব চতুষ্পাদ বিংশতিভুজ দংষ্ট্রী ছিলেন। ইঁহার দেহ অঞ্জননিভ, গ্রীবা পিঙ্গল, মস্তক রক্তবর্ণ ছিল। ইনি পূর্বজন্মে হিরণ্যকশিপু ছিলেন, এবং চারি যুগেই রাজা হইয়া আসিতেছেন। পুরাণের সময় তিনি ত্রয়োদশ রাজা, ইত্যাদি (৭০ অঃ)। এই দুই উদাহরণ হইতে বায়ু ও মৎস্যের প্রাচীনতা অনুমিত হইবে। কয়েকখানি পুরাণে জম্বুদ্বীপ বর্ণন ও ভারতবর্ষ বর্ণন আছে। এই দুয়ের মধ্যে জম্বুদ্বীপ বর্ণন প্রাচীন। এখানে জম্বুদ্বীপ পৃথিবী, নব বর্ষে বিভক্ত। বায়ুপুরাণে (১৪৭ অঃ) ও মৎস্যপুরাণে (২০ অঃ) গঙ্গা নদী অন্যান্য দেশ ব্যতীত "মগধ অঙ্গ ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ তাম্রলিপ্ত, এই সকল আর্যজনপদ পবিত্র করিতেছেন এবং বিন্ধ্যাচলে প্রতিহত হইয়া দক্ষিণ-সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।" এখানে ব্রহ্মোত্তর দেশ কৌশিকী দেশ, তাম্রলিপ্ত সুহ্ম। রাজমহল পাহাড়কে বিন্ধ্যাচলের পূর্বসীমা ধরা হইয়াছে। যখন যবন ও হূণেরা ভারতের পশ্চিমোত্তর পার্বত্য দেশে বাস করিত, তখন উৎকল বিন্ধ্যপর্বতের প্রত্যন্তদেশে, এবং কলিঙ্গ দাক্ষিণাত্য দেশে। তখন পূর্বদিকে মগধ, বিদেহ, ব্রহ্মোত্তর, পৌণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, মালদ, তাম্রলিপ্তক। এখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষ আসাম, প্রবঙ্গ ও বঙ্গেয় বঙ্গের দক্ষিণদেশ, মালদ মালদহ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫৭ অঃ) বৈতরণী বিন্ধ্যপাদ হইতে প্রসূত। উৎকল এই নদীর দেশ। কলিঙ্গ দক্ষিণ দেশে। অর্থাৎ পূর্বকালের কলিঙ্গ ছোট নাগপুরের দক্ষিণ দেশ; পরে কলিঙ্গের উত্তর-পূর্ব ভাগ উৎকল নাম পায়। উৎকল, উত্তর-কলিঙ্গ। রঘুবংশে রঘুর দিগ্‌বিজয়ে "সুহ্মেরা পুনঃ পুনঃ মাথা নোআইয়া আত্মরক্ষা করিল। রঘু সুহ্ম হইতে বঙ্গে গেলে বঙ্গেরা নৌকার দাঁড় লইয়া দাঁড়াইল, পরে ফল দিয়া রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইল। রঘু গঙ্গার দুই স্রোতের (ভাগীরথী ও গঙ্গা) অন্তর-ভূমিতে (বঙ্গে) জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন এবং সুহ্ম দিয়া কপিশা পার হইয়া

---

* যবন নাম পাইলেই গ্রীক যবন মনে করা ঠিক নয়। গর্গবংশের সহিত কালযবনদিগের মিত্রতা ছিল। কাল-যবন কালজ যবন, "কালডির" কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ যবন। লক্ষ্মণসেনদেবের পুত্র তুর্কী জাতিকে গর্গ-যবন-বংশ বলিয়াছেন। যবন নামে এক রাজাও ছিলেন।

উৎকলে গেলেন।" কেহ কেহ কপিশা নদীকে মেদিনীপুরের কংসাই মনে করিয়াছেন।* কিন্তু কংসাই এত দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ নয় যে, দুই দেশের সীমা হইতে পারে। কপিশা সুবর্ণরেখা। কালিদাসকৃত এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে মনে হয়, তাহার রঘু পাটনা হইতে গয়া-পথে বর্দ্ধমানে আসিয়া ভাগীরথী পার হইয়াছিলেন। বঙ্গ হইতে সুহ্মে প্রত্যাগত হইয়া পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পার হইয়া উৎকল পাইয়াছিলেন। উৎকলীয়েরা এই নদীকে সীমা বলেন।

পুরাতন নামের সহিত নূতন নাম যুক্ত হইলে দেশ-নির্ণয়ে বিঘ্ন হয়। বরাহের কূর্মচক্র ইহ'র বিশেষ উদাহরণ। ইহার প্রাচীনতার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কূর্মের নবখণ্ডান্তর্গত দেশগুলির নাম দেখিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তখনও বিশ্বাস ছিল, ভারতে এক-ঠেঙ্গার, কুলা-কাণী, পুরুষ-খেগোর দেশ ছিল। তিনি ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দে উজ্জয়িনীতে ছিলেন। তাঁহার মধ্যদেশের পশ্চিমে মরু, পূর্বে অযোধ্যা, উত্তরে কুরু-ক্ষেত্র, উপজ্যোতিষ (বর্তমান রোটাক), দক্ষিণে বিন্ধ্য। এই মধ্যদেশের পূর্বে নানা দেশের মধ্যে অঞ্জন (গয়া), মগধ, শিবির গিরি (পুরাণে অন্তর্গিরি, মুঙ্গের), মাল্যবান্ গিরি (পুরাণে বহির্গিরি, রাজমহল), মিথিলা, ব্যাঘ্রমুখ, ভদ্রগৌড়ক (গৌড়), পৌণ্ড্র, লোহিত্য, প্রাগ্জ্যোতিষ, সমতট (ব্রহ্মপুত্র মেঘনার দক্ষিণ ও পূর্ব), চান্দ্রপুর (ত্রিপুরা), কর্বট (বঙ্গের বিরলবসতি দক্ষিণ ভাগ), সুহ্ম, বর্দ্ধমান, তাম্রলিপ্তক, উড্র, উৎকল। অগ্নিকোণে অঙ্গ অন্ধ্র কলিঙ্গ বঙ্গ উপবঙ্গ (বঙ্গের দক্ষিণ, পুরাণে বঙ্গেয়)। বরাহ জ্যোতিষী হইয়াও দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন, আশ্চর্য, ঈশান কোণে কাশ্মীর মুঞ্জ-পর্বত গন্ধর্ব। তাঁহার পূর্ববর্তী জ্যোতিষী, যাঁহার নিবাস বেলুচিস্থানে ছিল, তিনি স্বদেশের ঈশানকোণে কাশ্মীর দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, বরাহ বিনা বিচারে তাহাই সঙ্কলিয়াছিলেন। তিনি ঈশান কোণে কুচিক (কুচবিহার) কিরাত চীন দেখিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনায় দেশের নাম পর পর থাকিলে আমাদের আরও উপকার হইত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্বের উত্তর খণ্ডে কূর্মচক্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, তিনি লেখেন নাই। ইহাতেও কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্র গণনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যদেশের দক্ষিণে বিন্ধ্য। পূর্বে গয়া কাশী। পূর্বদেশে মগধ শোন বারেন্দ্রী গৌড় রাঢ় বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগ্জ্যোতিষ উদয়গিরি (পুরাণেও আছে, আসাম হইতে বর্মার পর্বত)। অগ্নিকোণে অঙ্গ বঙ্গ ত্রিপুরা উপবঙ্গ কোশল কলিঙ্গ উড্র অন্ধ্র কিষ্কিন্ধ্যা বিদর্ভ শবর। আশ্চর্যের বিষয়, এই কূর্মচক্রেও ঈশানে কাশ্মীর।† সেখানে গঙ্গাদ্বার। অতএব আসামে কাশ্মীর খুজিলে চলিবে না।

---

* কপিশ ও কংসবর্ণ এক প্রকার। কালিদাস কপিশা নাম শুনিয়াছিলেন, কি কোন এক নামের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন, কে জানে। কিন্তু শব্দার্থ দ্বারা বিচার হইতে পারে না। ঘাটালে শিলাই নদী। সেখানকার এক পণ্ডিত ইহাকে বেদের দৃষদ্বতী স্থির করিয়াছেন। কারণ, শিলাবতী ও দৃষদ্বতী নামের অর্থ এক।

† যে দিকে ঈশান মহেশের নিবাস, সে দিক্ ঈশান। এইরূপ অর্থ করিলে ঈশান দিকে কাশ্মীর হইতে পারিত। কিন্তু দিক্ নির্ণয়ে এই অর্থ চলে না।

অঙ্গদেশ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। দ্রষ্টব্য, 'তমোলিপ্ত' পূর্বদেশে, এবং বারেন্দ্রী নামের সময়েও তমোলুক হয় নাই।

ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ শতকের পর সুহ্ম নাম ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া ইহার রাঢ় নাম চলিয়াছে। নামটি নূতন নয়। সং রা-ধ, প্রাকৃত মুখে রাঢ়. রাড. লাড. লাট. হইয়াছিল। সং আ-ধি হইতে আড়ি (আড়ি রাখা), সং শ্রেধী, পরে শ্রেঢ়ী, জৈন গ্রন্থে সে-ডী। জৈন গ্রন্থে রা-ড নাম আছে। লিখিত আছে, জৈন দেখিলে লোকে কুকুর লেলাইয়া দিত। ইহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। এখনও লোকে দিগম্বর দেখিলে পাগল মনে করে। পার্শ্বনাথ পাহাড় রাঢ়ের অন্তর্গত বলা চলে। "রাধো বিশাখে," অথর্ববেদে আছে (১৯।৭)। বিশাখ, দ্বিশাখ। দুই শাখায় গঙ্গা বিভক্ত বলিয়া দেশের নাম রাধ। গ্রীকেরা বলিত গঙ্গারাড়ি, অর্থাৎ গঙ্গারাঢ়-ঈ। রাধন, সাধন, প্রাপ্তি। বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্র অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে সঙ্কর বর্ণ দেখিয়া দোষ দিয়াছেন, কিন্তু সে দেশে কে তীর্থযাত্রা করিতেন? বৌধায়ন খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দের এ দিকে ছিলেন না। তাঁহার নিবাস দক্ষিণাপথে অনুমান হয়। তখন কলিঙ্গ বঙ্গ জানা ছিল। সুহ্ম অবশ্য জানা ছিল, না থাকিলে গঙ্গাসাগর তীর্থ হইতে পারিত না। দূরদেশবাসী বঙ্গ নামে সুহ্মও বুঝিতেন। রাধা বিশাখা, রাধ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে। বোধ হয়, পুরী শব্দের বিশেষণে রাঢ়া হইয়াছিল। সুহ্ম নামের অর্থ শোভা, রাঢ়া নামেরও অর্থ শোভা। মেদিনী-কোষ লিখিয়াছেন, "রাঢ়া স্ত্রী সুহ্মশোভয়োঃ।" রাঢ়া অর্থে সুহ্ম ও শোভা। বোধ হয়, বৰ্দ্ধমান নগর রাঢ়া পুরী। বৰ্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বভাগে গঙ্গাকূলে বঙ্গের ব্রাহ্মণের আদিবাস ছিল। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে দম্ভোক্তি, "গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরী", গৌড় রাষ্ট্র অনুত্তম, কিন্তু রাঢ়া পুরীর উপমা নাই। বোধ হয়, ভুরিশ্রেষ্ঠী (হুগলী জেলায় দামোদরের পশ্চিম কূলে) সে রাঢ়া পুরী। সে যাহা হউক, সুন্‌ভ ও রাধ ধাতু অনার্য ভাষায় পাওয়া যাইবে না। কেহ কেহ সং রা-টি শব্দের রা ড, আর রা-ধ শব্দের রা-ঢ, রা-ড শব্দে গোল করেন। এই দুই শব্দের বুৎপত্তি ও অর্থ ভিন্ন। সং রা-টি অর্থে যুদ্ধ। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে "আমি গো চোয়াড় রাড়", এখানে রাড়, রাটি হইতে, যুদ্ধ-প্রিয়, কলহপ্রিয়। রেড়ো ব্যবহার, দ্বন্দ্বপ্রিয়তা, রেঢ়ো ব্যবহার আর্যতা।

কেহ আত্ম-শ্লাঘা, কেহ আত্ম-গ্লানি করিয়া তৃপ্ত হন। বঙ্গদেশ সে দিন-কার, বাঙ্গালী এই সে দিন আর্যসংস্পর্শে আসিয়াছে, যেন সব নখদর্পণে। এই বিমুখী মতির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিব না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রা দস্যু, শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাচ্যেরা অসুর। তথাস্তু। প্রথমে ব্রাহ্মণদ্বয়ের কাল নির্ণীত হউক, পরে উক্তির সার্থকতা বিবেচনা করা যাইবে। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে, বঙ্গা পক্ষী জাতি। আত্ম-গ্লানি-প্রবৃত্তি পণ্ডিত অর্থ করিলেন,—পাখী কিচির-মিচির করে, বঙ্গা অনার্যভাষী ছিল। কিন্তু অমুক লোকটি যেন পাখী, বলিলে বুঝি, লোকটি ক্ষীণদেহ। আর্যেরা স্থূল দীর্ঘদেহ ছিলেন, তাঁহাদের তুলনায় বঙ্গা পক্ষী তুল্য ছিল। এখনও বাঙ্গালী পক্ষী জাতি। তাহা হউক, কৌটিল্যের সম্রাট্ বঙ্গের শ্বেতস্নিগ্ধ, পৌণ্ড্রের শ্যামমণি-স্নিগ্ধ দুকূল উত্তম এবং বঙ্গের

কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ভাণ্ডারে রাখিতেন। বঙ্গের কার্পাস বস্ত্র অকস্মাৎ শ্রেষ্ঠ হয় নাই এবং একদিনে জগদ্‌বিখ্যাত হয় নাই। কত কাল অতীত হইলে এবং কে ভোগ করিতে থাকিলে অতসীর দুকূল ও কার্পাসের বস্ত্র উত্তম হইতে পারে? পৌণ্ড্রের ক্ষৌম ও পৌণ্ড্র ও সুবর্ণ-কুড্যের (আসামের) পত্রোর্ণ (এড়ি ও মুগা) কৌটিল্য ব্যাখ্যা করিবার বহু পূর্ব হইতে উৎপন্ন হইতেছিল। কে পরিধান করিত? অল্প দিন হইল, মহাস্থান (বগুড়ার নিকট, প্রাচীন পুণ্ড্রনগর) খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক লিপিতে 'সংবঙ্গেয়' নাম পাওয়া গিয়াছে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দের। পুরাণে বঙ্গেয় ও প্রবঙ্গেয় নাম আছে। নামগুলি পুরাণে লিখিত হইবার পূর্ব্বে দেশগুলি নিশ্চয় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

পূর্বে দেখা গিয়াছে, খ্রিষ্টের অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব হইতে বঙ্গদেশ আর্যদিগের সম্পর্কে আসিয়াছে, এবং স্বাধীন ভাবে বিশেষ হইয়া রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালীকে আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়াছেন।

৫। গ্রাম

কতকগুলি 'ঘর' লইয়া গ্রাম। মানুষ যেখানে অন্ন পান ইন্ধন ও সহচর পায়, যেখানে আধি ও ব্যাধি নাই, সেখানে বাস করে। যে ভূমি স্বভাবতঃ উচ্চ ও দৃঢ়, সে ভূমিতে বাস্তু; যে ভূমি স্বভাবতঃ উর্বরা ও নিম্ন, সে ভূমিতে কেদার বা কৃষিক্ষেত্র করে। নিকটে পবিত্র স্বচ্ছতোয়া নদী, কিছু দূরে গৃহাদি নির্ম্মাণের কাষ্ঠের ও ইন্ধনের বন, ঘৃত দুগ্ধের নিমিত্ত বনপ্রান্তে গোপের বাথান। এই সকলের যোগ সর্বত্র ঘটে না। পূর্বকালে ভূমি অপর্যাপ্ত ছিল, গ্রামের স্থান বাছিতে পারা যাইত। পবিত্র-নীরা নদীর তীরভূমি উচ্চ হইলে লোকে সেখানে গ্রাম বাঁধা করিত। লোক-বৃদ্ধি হইলে নদী হইতে দূরে গ্রাম করিত। মনুর গ্রাম কূর্মপৃষ্ঠ, চতুষ্পার্শ্বে চারি শত হস্ত গোচর, গোচরের পর কৃষিক্ষেত্র।

কৌটিল্য গ্রামের পরিমাণ দিয়াছেন। গ্রাম বিস্তারে এক ক্রোশ হইতে দুই ক্রোশ, এক শত হইতে পাঁচ শত ঘর। "শুক্রনীতিসারে" (গুজরাট অঞ্চলে) এক ক্রোশে গ্রাম, কিম্বা যাহার বার্ষিক রাজস্ব সহস্র রূপ্য কর্ষ। এক ক্রোশে গ্রাম, আট হাজার বিঘায়। "ঘর" এক শত, লোক পাঁচ শত। অতএব জনপ্রতি ষোল বিঘা পড়িত। স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ হইতে পারিত। এখন বঙ্গদেশে তিন বিঘাও নয়।

মনু প্রজাপালন নিমিত্ত গ্রামে, দশ গ্রামে, বিংশ গ্রামে, শত গ্রামে, সহস্র গ্রামে 'পতি' নিযুক্ত করিতেন। গ্রামবাসীরা রাজকর ব্যতীত রাজাকে প্রত্যহ অন্ন পান ইন্ধনাদি দিত। গ্রামপতি বা গ্রামিক তাহা বৃত্তি-স্বরূপ ভোগ করিতেন। দশগ্রাম-পতি এক 'কুল', * বিংশগ্রামপতি পঞ্চ 'কুল', শতগ্রাম-পতি এক গ্রাম, এবং সহস্রগ্রাম-পতি এক পুর বৃত্তি পাইতেন।

---

* 'কুল' পরিভাষা অন্যত্র পাওয়া যায় না। অমরকোষের কুল্য শব্দের টীকায় ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, "কুলং বা হলমুচ্যতে।" অর্থাৎ ১ কুল = ১ হল। বোধ হয়, ১ কুল (পরিবার) ভরণ পোষণ করিতে যত জমির চাষ আবশ্যক, এক কুল জমি তত। কুল্লুক ভট্ট বলেন, তিন জোড়া বলদের হালে কর্ষণীয় ভূমি। পূর্বকালে সারাদিন চাষের জন্য প্রতি লাঙ্গলে দুই তিন জোড়া বলদ রাখা হইত। তথাপি এক হালে বিশ বিঘার অধিক হইবে না।

কৌটিল্যও গ্রামিক অবশ্য নিযুক্ত করিতেন। গ্রাম বড় হইলে প্রতি পাঁচখানা গ্রামের এবং ছোট হইলে প্রতি দশখানা গ্রামের অধিকৃত গোপ (গোপ্তা) নিযুক্ত করিতেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ১, ৫, ১০, ২০, ১০০, ১০০০ গ্রাম লইয়া দেশ বিভক্ত হইত। ইহা স্বাভাবিকও বটে। বঙ্গীয় তাম্রশাসনে পাই, কয়েকটি গ্রাম লইয়া 'মণ্ডল', কয়েকটি মণ্ডল লইয়া 'বিষয়' এবং কয়েকটি বিষয় লইয়া 'ভুক্তি' ছিল। গ্রাম একক্রোশী হইলে বোধ হয়, পাঁচ ক্রোশে মণ্ডল, বিশ ক্রোশে বিষয় হইত। গ্রামের পর গ্রাম না থাকিলে এই বিধির অন্যথা করিতে হয়। তখন গ্রাম গণিয়া মণ্ডল ও বিষয়। তখন দশ ক্রোশে মণ্ডল, পঞ্চাশ ক্রোশে বিষয় হইতে পারে।

গ্রাম বৃহৎ হইলে তাহার অর্ধাংশের বা একদেশের নাম পা-টক, বাং পাড়া। শুক্রনীতিসারে (পশ্চিম-ভারতে) পল্লী। বঙ্গদেশে পল্লী নাই, পল্লীগ্রামও নাই। কোন গ্রামের নামে পল্লী নাই। আছে গাঁ, পাড়া। বলি পাড়া-গাঁ, পাটকতুল্য ক্ষুদ্র গ্রাম। সং প-ট হইতে বাং পা ট শব্দে পত্রাকার সমভূমি, বাস-ভূমি, বাস-ভূমির সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র বা মাঠের অংশ। মাঠকে ওড়িয়াতে পা-ট. বলে। বোধ হয়, সং প্রস্থ (উচ্চ সমভূমি) হইতে বাং মাঠ। শ্রীযুত ভট্টশালী সং প্র-স্তর শব্দের মুখ্যার্থ বিস্তীর্ণ সমভূমি দেখাইয়া দিয়াছেন। প্র-স্তর শব্দের গৌণার্থ পাষাণ বটে, কিন্তু স্তরীভূত পাষাণ। যে পাষাণে স্তর লক্ষিত হয় না, সেটা প্রস্তর নয়। অ-কৃষ্ট মাঠের নাম চ-ত্ব-রক, কৃষ্ট হইলেও চ-ত্ব-রক, ইহা হইতে বাং চ-ক। চকের আকার নির্দ্দিষ্ট নাই, না থাকিলেও অবশ্য পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, চারি খণ্ডে ভাগ করিতে পারা যায়। পরিমাণে চল্লিশ পঞ্চাশ বিঘা হইতে তিন চারি হাজার বিঘা হইতে পারে। মাঠের কিয়দংশ আইল কিম্বা বৃক্ষ দ্বারা ঘেরিয়া লইলে, নাম বে-ড় (বেষ্ট), কিম্বা বা-ড়ি-য়া (বাটিকা)। বৃক্ষ, পুষ্করিণী, মন্দির প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী মাঠের নাম ত-লা। যেমন, খেজুরতলার মাঠ। নদী খাল বিল থাকিলে তাহাদের নামে সংলগ্ন মাঠের নাম হয়। এই সকল প্রচলিত নাম স্মরণ রাখিলে শাসন-প্রদত্ত ভূমির স্বরূপ বুঝিবার সুবিধা হইবে। পরে উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

৬। জমির মাপে ত্রিবিধ মান

জমি নির্দ্দেশ করিতে হইলে তিনটি বিষয় বলিতে হয়,—কোথায় জমি, কত জমি, কেমন জমি। অমুক বিষয়ের অমুক মণ্ডলের অমুক গ্রামে দশ বিঘা জমি আছে, এরূপ বর্ণনায় জমির গুণ বলা হইল না। সে জমিতে উৎপাদ্য ধান্য দ্বারা উত্তম, মধ্যম, কি অধম, বুঝিতে পারা যায়। এই হেতু দেশপ্রচলিত ত্রিবিধ মান জানিবার প্রয়োজন হয়। অঙ্গুল দ্বারা মান, আয়াম বা 'প্রমাণ'; তুলাদ্বারা 'উন্মান'; ভাণ্ড দ্বারা 'পরিমাণ'। জমির আয়াম ও প্রকৃতি জানাইতে ত্রিবিধ মানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। জমি সুলভ হইলে দুই চারি বিঘার এদিক্ ওদিক্ গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু মূল্যবান্ হইলে কত হস্ত, কত অঙ্গুলের হস্ত, কত যবোদরের অঙ্গুলের হস্ত ইত্যাদি বিচার আবশ্যক হইয়া থাকে। পূর্বকালে অ-কৃষ্ট ভূমির এত মাপ-জোখ ছিল না। তখন বলা হইত, (১) বুনিতে এত ধান লাগে;

(২) এত ধান জন্মে, (৩) এত লাঙ্গল লাগে। লোকে মোটামুটি বুঝিতে পারিত। কালক্রমে এই তিন বিধির দ্বারা জমির মাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

মগধের সহিত বঙ্গের সম্পর্ক বহু কালের। অন্য দেশের মান না দেখিয়া মগধ মান দেখি। ইহার সহিত বঙ্গদেশীয় মান মিলাইলে তথ্য নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। মগধ মান কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" ও শ্রীধরকৃত "ত্রিশতিকা"য় পাওয়া যায়। শ্রীধর তিন শত আর্যাশ্লোকে লোকব্যবহারোপযোগী গণিত-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিন শত আর্যা থাকাতে গণিতের পুস্তকের নাম ত্রিশতিকা। শ্রীধরের আযার আদর্শে শুভঙ্করী আর্যা হইয়াছিল। শুভঙ্করী আর্যা নামের হেতু এই। শ্রীধরের নিবাস জানা নাই। তিনি খ্রিষ্টাব্দ অষ্টম শতকে ছিলেন। শ্রীধরের পরিভাষা এই,—

(১) মুদ্রা।

ষোড়শপণঃ পুরাণঃ পণো ভবেৎ কাকিণীচতুষ্কেণ।
পঞ্চাহতৈশ্চতুর্ভিবরাটকৈঃ কাকিণী হ্যেকা॥

অর্থাৎ,

২০ কড়ি = কাকিণী
৪ কাকিণী = পণ
১৬ পণ = পুরাণ

(২) উন্মান বা তুলামান (বা পৌতব)।

মাষো দশার্ধগুঞ্জঃ ষোডশমাষো নিগদ্যতে কর্ষঃ।
স সুবর্ণস্য সুবর্ণস্তৈরেব পলং চতুর্ভিশ্চ॥ ৫।

অর্থাৎ

৫ গুঞ্জ = মাষ
১৬ মাষ = কর্ষ। ১ কর্ষ সুবর্ণ = সুবর্ণ (মুদ্রা)
৪ কর্ষ = পল

শ্বেত রক্ত কৃষ্ণ, ত্রিবিধ গুঞ্জ আছে। ছোট ও বড় জাতেরও আছে। ছোটরই ব্যবহার দেখা যায়। তিনই ওজনে প্রায় সমান, ১·৪ গ্রেণ। তদনুসারে ১ মাষ = ৭ গ্রেণ, ১ কর্ষ = ১১২ গ্রেণ। টাকা ১৮০ গ্রেণ। অতএব ১ কর্ষ প্রায় ॥৵০ আনা, ১ পল ২॥০ তোলা। মনু, কৌটিল্য ও অমরকোষেও এই।

মাষ মাষ-কলাই, কর্ষ বহেড়া ফল, ওজনে প্রায় এত এত গ্রেণ। কর্ষ একটা পয়সা অপেক্ষা কিছু ভারী। এইরূপ নানা ফল ও বীজনামে মানের নাম হইয়াছিল। "সুবর্ণ" 'ষোড়শ-বার্ণিক' ॥৵০ আনা খাঁটি সোনা। 'গিনি' ১২৩·২৭ গ্রেণ = ॥৵১৯॥০। কিন্তু ইহা ষোড়শ বার্ণিক নহে, ১৪⅔ বার্ণিক। ষোড়শবার্ণিক করিলে গিনিতে ১১৩ গ্রেণ সোনা হইবে। অবিকল প্রাচীন 'সুবর্ণ'। নানা বর্ণের সোনাকে 'একবর্ণ' করিবার নিমিত্ত 'সোনা কষায়' আর্যা রচিত হইয়াছিল। ৪ সুবর্ণে নিষ্ক = ২॥০ তোলা সোনা। নিষ্ক সংজ্ঞা ঋগ্বেদে আছে।

বোধ হয়, শ্রীধরাচার্যের কালে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল না। তিনি রূপ্য পুরাণ গণিয়াছেন। 'পুরাণ' নাম মনুতে আছে। মনুতে

২ কৃষ্ণল=রৌপ্য মাষ
১৬ মাষ=রৌপ্য ধরণ বা পুরাণ

দেখা যাইতেছে, ইহা বর্তমান রূপার সিকি ওজনের রৌপ্য। কৌটিল্যে ধরণ ।৴১০। স্বর্ণ রূপ্য তাম্র, ত্রিবিধ ধাতুর ধরণ হইত। মনুতে ১ কর্ষ তাম্র=কার্ষাপণ বা পণ। ওজনে ১·১২ পয়সা পণ নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়, এই তাম্রমুদ্রাদ্বারা বেচা কেনা হইত, অপরাধের দণ্ড হইত। মেদিনীও লিখিয়াছেন, "পণো কার্ষাপণে"। যে পণ, সে কার্ষাপণ, এক কর্ষ তাম্র।

কিন্তু কার্ষাপণের অন্য অর্থ রূপ্য রূপক (রূপিকা রূপিআ, রূপি) ছিল। তখন কার্ষাপণ, কাহণ, কিন্তু ওজনে ।০ তোলা। পণ তাম্রময় পয়সা, ৮০ কড়ি। রূপ্য মুদ্রার ষোল ভাগের ১ ভাগ রূপ্য মাষ। রূপ্য মাষ মুদ্রা ছিল কি না, সন্দেহ। দেখা যাইতেছে, সে কালে রূপা সুলভ ছিল না। কাকিণী নামটি মাষ-চতুর্থ-ভাগ ও পণ-চতুর্থভাগ, দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত। কাকিণী হইতে বাঙ্গালায় কাক, কানি। বোধ হয়, ত্রিবিধ ধাতুমুদ্রার মূল্যের অনুপাত এই ছিল,—

৮০ কপর্দক=১ পণ
১৬ পণ =১ পুরাণ
১৬ পুরাণ =১ সুবর্ণ

কপর্দক পুরাণ, পুরাণ মূল্যের কপর্দক, ১ কাহণ কড়ি। কিন্তু কড়িব মূল্য ঊনাধিক হইত। এই হেতু "কড়ি কষা"র গণিত ছিল।

(৩) ভাণ্ডমান।

খার্যেকা ষোড়শভির্দ্রোণৈশ্চতুবাঢকো ভবেদ্দ্রোণঃ।
প্রস্থৈশ্চতুর্ভিরাঢক একঃ প্রস্থশ্চতুঃকুড়বঃ॥

অর্থাৎ

৪ কুড়ব =১ প্রস্থ
৪ প্রস্থ =১ আঢক
৪ আঢক=১ দ্রোণ
১৬ দ্রোণ=১ খারী

অন্যত্র (৬১ এর আর্যায়) শ্রীধর ধান্যাদি মাপের খারী এক ঘন-হস্ত বলিয়াছেন।*

* উপর হইতে সমভূমিতে ধান্য ঢালিলে 'রাশি' হয়। শ্রীধর রাশীকৃত ধান্য খারী দ্বারা পরিমাপের সূত্র দিয়াছেন, পরিধির ষড়ংশ বর্গ × উচ্ছ্রয়। যথা, পরিধি ৩৬, উচ্ছ্রয় ৪ হস্ত, ফল ৬ × ৬ × ৪ = ১৪৪ ঘন হস্ত বা মগধ খারী। তিনি ব্যাসের তিন গুণ পরিধি ধরিয়াছেন। লীলাবতীও ধান্যরাশি-ব্যবহার দিয়াছেন। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলায় খারী=১ ঘন হস্ত, এই মাপ ছিল। ইহার প্রমাণ দিতেছি। ৯ বৎসর পূর্বে ছাতনার এক গুরু মহাশয়ের হাতে লেখা একখানা বই পাইয়াছিলাম। ইহার সমাপ্তি এই,

থারী নাম বহু প্রাচীন, ঋগ্‌বেদে আছে। সায়ণ কলশ বলিয়াছেন। শ্রীধরের এক ঘন-হস্ত থারী, মগধথারী। ইহার পরিমাণ দ্বিবিধ ক্রমে অনুমান করিতে পারা যায়। (১) ১ থারী — ১ ঘনহস্ত — ২৭/৮ ঘন ফুট। এত জল ওজনে প্রায় ১০২ তোলা। কিন্তু মাষ কিম্বা চাউল স-চূড় হইলেও ওজনে এত হইবে না। ১৬ পাত্র স-চূড় চাউল ১৩ পাত্র জলের সমান। অতএব এক থারী চাউল ৮৩ তোলা। ধান্য আরও কম হইবে। ১৬ পাত্র চাউল প্রায় ২১ পাত্র ধান্যের সমান ; মোটামুটি এক থারী ধান্য ৬৪ সেব ধরি। এক দ্রোণ ধান্য ৪ সের। দ্রোণ কলশাকৃতি। সাধারণতঃ কলসী ৪।৫ সেরই বটে। (২) কৌটিল্য হইতে পাইতেছি, এক এক ব্যবহারে পরিমাণ ভেদ হইত। বড় দ্রোণে ২০০ পল মাষ ধরিত। দ্রোণ প্রায় ৬।০ সের। ধান্য ৪৸০ সের হইবে। ইহার চতুর্থাংশ আঢক,* আঢকের চতুর্থাংশ প্রস্থ, প্রস্থের চতুর্থাংশ কুড়ুব। কুড়ুব ও কুডব এক। মোটামুটি দ্রোণ ৫ সের, থারী ২ মণ ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ কোথাও দ্রোণ ৪ সের, কোথাও ৫ সের হইত।

(৪) অঙ্গুলমান।

হস্তোঽঙ্গুলবিংশত্যা চতুরন্বিতয়া চতুঃকরো দণ্ডঃ।
তদ্‌দ্বিসহস্রং ক্রোশো যোজনমেকং চতুঃক্রোশম্‌॥ ৭।

অর্থাৎ

২৪ অঙ্গুল = ১ হস্ত
৪ হস্ত = ১ দণ্ড
২০০০ দণ্ড = ১ ক্রোশ
৪ ক্রোশ = ১ যোজন

"আমি অত্যন্ত অজ্ঞ অঙ্কে কিছু জানি না, সমুদ্রের কনা মাত্র দেখে দেখে লিখিলাম জানিবে। সন ১৩০৮৩০ বৈশাখে এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। লেখক শ্রীক্ষেত্রনাথ মজুমদার, জাতী বোদ্য। ছাতনানিবাসী বোদ্য কুলে উপাদান। মম পিতা দামোদর ধরিয়া আখ্যান॥ ক্ষেত্রনাথ দাস বর্মী মোর নাম হয়। এই মত অঙ্ক পুস্তক সমাপ্ত যে হয়॥" বইখানি পড়িয়া তাঁহার গণিতে অসাধারণ জ্ঞান ও অধ্যবসায় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। বুঝিতেছি, তাঁহাকে ইদানীর ছাপা বই পড়িয়া পাটীগণিত ও পরিমিতি শিখিতে হইয়াছিল। কিন্তু শুভঙ্করী ও সে কালের প্রচলিত বহু অঙ্কে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। দুরূহ অস্থিত-পঞ্চক হইতে কৌতুকাবহ অঙ্ক পাতন-সহ কষিয়া দেখাইয়াছেন। অনেক কষার নামও শুনি নাই। বোধ হয়, তিনি পুরাতন বই পাইয়াছিলেন। সমগভীর পুষ্করিণীতে কত থারী জল আছে, রাশীকৃত ধান্য কত থারী, তাহা গণিবার সঙ্কেত দিয়াছেন। ধান্যের রাশি করিলে তাহার পরিধির সহিত উচ্ছ্রয়ের একটা অনুপাত পাওয়া যায়। দেখিতেছি, পরিধির নবাংশ উচ্ছ্রয় ধরা হইত। ইহার পর শ্রীধরের সূত্র। বাঁকুড়ার গৃহস্থের ঘরে এখনও বেতের থারী রাখা হয়, ৫ থারী ধান্যের রাশির চূড়ায় ধান্যপূর্ণ থারী রাখিয়া লক্ষ্মী পূজা করা হয়। কিন্তু থারীটি ৷৵০ পোয়া অর্থাৎ পুরাকালের প্রস্থ হইয়া গিয়াছে। যাহারা (চুণের) ঘষিম বিক্রয় করে, তাহারা ঘষিমের রাশি করিয়া সরু দোড়ী দ্বারা চূড়ার উপর দিয়া রাশির এক পাশের তল হইতে অন্য পাশের তল পর্যন্ত মাপে, দোড়ীতে গাঁইট থাকে, তদ্দ্বারা কত ঝুড়ী বুঝিতে পারে।

মান-পাত্র নির্মাণ এক কলা। কৌটিল্য শুষ্ক দারুময় পাত্র করিতে বলিয়াছেন। মানভূম ও বাঁকুড়ায় এইরূপ পাত্র নির্মিত হইতেছে। পিতলেরও হয়। দুইই সুন্দর, সুরূপ ও স্থায়ী। বেতের হউক, কাঠের হউক, মাষ কিম্বা চাউল দিয়া মাপিয়া দেখিলেই হয় না, চূড়াটি চতুর্থাংশ হওয়া চাই। মুখে মুখে মাপিলে তিন পোয়া হইতে হইবে। গুণাগণা চাই।

* ৫০ পলে আঢক। আঢক দ্বারা বৃষ্টি পরিমিত হইত। বরাহের বৃহৎসংহিতায়, এক হস্ত ব্যাসের কুণ্ডে ৫০ পল বৃষ্টি হইলে ১ আঢক। বর্তমান কালের পরিভাষায় প্রায় আধ ইঞ্চি। বর্ষা ২০ আঢক, ইহার অর্থ দশ ইঞ্চি। কুণ্ড নাম বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত হইয়াছে, ওড়িয়াতে গামলা নাই, আছে কুণ্ড।

নানা প্রমাণের হস্ত ছিল। তন্মধ্যে প্রজাপতির হস্ত ও মনুর হস্ত প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যমাকৃতি পুরুষের মধ্যমাঙ্গুলের মধ্যম পর্ব (গাঁইট) ১ অঙ্গুল। কিন্তু সূক্ষ্ম মানে যব মাপিয়া অঙ্গুল নির্ধারিত হইত। যবের খোসা ছাড়াইয়া গায়ে গায়ে রাখা হইত। ইদানীর যব পুষ্ট। ইহার ৮টায় ১ ইঞ্চি হয়। ৮ যবোদরে প্রজাপতির ও ৫ যবোদরে মনুর অঙ্গুল। অঙ্গুলের পর পরিভাষা এক। প্রজাপতির হস্ত সাধারণ মাপের হস্ত=২৪ অঙ্গুল=১৮ ইঞ্চি। কৌটিল্যে অকৃষ্ট ভূমি মাপিতে ২১ ইঞ্চির, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতে ৩৬ ইঞ্চির হস্ত। পথ মাপিতে ২০।০ ইঞ্চির হস্ত। অতএব ১ ক্রোশ=২·৫৬ মাইল, ১ যোজন =১০·২৩ মাইল। পথ ঋজু হয় না, মাপও ঋজু হয় না। এই কারণে হস্ত দীর্ঘ ধরা হইত। কৌটিল্য হইতে

৪ হস্ত=দণ্ড, ধনুঃ, নালিকা
১০ দণ্ড=রজ্জু
২ রজ্জু=পরিদেশ
৩ রজ্জু=নিবর্তন

দণ্ড, দাঁড়, কাঠা। নালিকা নল। রজ্জু, রশি=৪০ হস্ত। ২রশি×২ রশি=৮০ হস্ত×৮০ হস্ত=পরিদেশ, বিঘা। ৩ রশি×৩ রশি=১২০ হস্ত ×১২০ হস্ত=নিবর্তন, ২।।০ বিঘা। নিবর্তন সংজ্ঞা পুরাণে ও স্মৃতিতে আছে। শুক্রের নিবর্তন প্রমাণে ভিন্ন ছিল। পরিদেশ ও নিবর্তন দ্বারা ক্ষেত্রফল বুঝাইত। এখানে স্মর্তব্য, "১ হাত জমি' বলিলে এক বর্গহাতও বুঝায়। এইরূপ, কাঠা ও বিঘা সংজ্ঞার দুই অর্থ আছে। যেমন, দীর্ঘে এক কাঠা=৪ হাত, দীর্ঘে ১ বিঘা=৮০ হাত। আমরা বাঙ্গালায় বলি, ১ বিঘা ১ বিঘা কালী করিলে ১ বিঘা হয়। সং কাল, স্ত্রীলিঙ্গে কালী। "কলয়তি কালঃ"। কল ধাতুর অর্থ সংখ্যান। সংখ্যা করা। কিসের সংখ্যা? কলা, অংশের সংখ্যা। অর্থাৎ জমিকে ১ হাত×১ হাত কিম্বা এক কাঠা এক কাঠা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিলে, যত খণ্ড হয়, তাহার সংখ্যা করা, গণা। সারা কালী, সর্ব খণ্ডের কালী। আমরা কালী পরিভাষা দ্বারা ক্ষেত্র-ফল নির্ণয়ের মূল সূত্র রক্ষা করিয়াছি। ক্ষেত্র ক্ষেত্র গণিয়া যোগফল ক্ষেত্র-ফল। সংস্কৃতে ক্ষেত্রফলকে 'ভূমি'ও বলা হইত। আমরা বলি, জমি ১ বিঘা, ভূমি ১ বিঘা। লীলাবতীতে সংজ্ঞা সম-কোষ্ঠমিতি। অর্থাৎ সমান সমান কোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া কোষ্ঠসমূহের মান। হস্ত ব্যতীত পদ পরিভাষা ছিল। কৌটিল্যে পদ=১৪ আঙ্গুল=১০।।০ ইঞ্চি।

পরি-দেশ, সর্বতোভাবে দেশ, বিচ্ছিন্ন দেশ। সং বিগ্রহ হইতে হিন্দী বি-গ-হা, তাহা হইতে বাং বি-ঘা। সং বি-গ্র-হ বিস্তার-বিভাগে। দেখা যাইতেছে, দণ্ড, কাষ্ঠ বা কাঠা ৪ হাত। নলিকা হ্রস্ব, ৪ হাত। নল দীর্ঘ।

বিঘা পরিভাষা কবে প্রচলিত হইয়াছিল, জানি না। ঐতিহাসিক জানিতে পারেন। শুভঙ্করী আর্যাতে নাম কুড়বা। ইদানী অনেক শুভঙ্কর হইয়াছেন, প্রকৃত শুভঙ্করী আর্যা দুর্লভ হইয়াছে। আমি বাঁকুড়ায় আসিয়া 'উয়ান' সংজ্ঞা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার

পরিমাণ অনুসন্ধান করি নাই। এখন জানিতেছি, বাঁকুড়া জেলায় ইস্কুল-পড়া লোকেরা উয়ান জানে না, কিন্তু দুই এক মাইল দূরের সেকেলে লোকে জানে। কিন্তু ঠিক পরিমাণ জানে না। আদালতে নানা স্থানের পিয়াদা থাকে। এখানকার জজের নাজীর মহাশয় জানাইলেন,

১ ওয়ান　প্রায়　৩ কাঠা
৭ ওয়ানে　প্রায়　১ বিঘা
৫০ ওয়ানে　১ আড়ি

কিন্তু মুখের কথায় পুরাতনে বিশ্বাস হয় না, দ্রোণ পরিভাষাও পাইলাম না। কিন্তু বুঝিলাম, মল্লভূমে বিঘা কাঠা অধিক কালের নয়। বিষ্ণুপুর হইতে চারি মাইল দূরে আমার এক মিত্রের নিকট মল্লভূমের রাজা চৈতন্যসিংহদেবের তিনখানি দানপত্র পাইয়া পরম্পর অনুপাতে আর সন্দেহ নাই। একখানি পট্ট এইরূপ,—

শ্রীশ্রীগোপাল দেবস্য

স্বস্তি মল্লাবনিনাথ মহারাজ
শ্রীশ্রীচৈতন্যসিংহদেব মহোগ্রপ্রতাপানাং
শ্রীজানকীরাম হাজরা সুচরিতেষু—
দেবত্তর পট্টকমিদং কার্য্যনঞ্চাগে
তোমাব শ্রীশ্রী৺জিউর সেবার নির্ব্বন্ধ
জমি ২॥৩০। দুই দ্রোণ দুই আড়ি তিরিশ উয়ান
এক কান করিল—
ইহার শোধ

মৌজে রামসাগর	মৌজে কল্যাডি
দঃ কালীভাণ্ডার—১৬	ইন্দুরডোবা—২৫
দঃ মহল বেড়া—২৭	... ...
... ...	... ...
... ...	... ...
৸৪০	১॥৪০।০

এবং জমি ২॥৩০। দুই দ্রোণ তিরিশ উয়ান এক কান তোমাকে শ্রীশ্রী৺ দেবত্তর দেওা গেল শুভাশীর্বাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করহ ইতি সন ১০৬৩ সাল তাং ২২ কার্ত্তিক।

সন ১০৯৪ সালে রাজা চৈতন্যসিংহদেব-প্রদত্ত আর এক দানপত্রে 'কান' স্থানে 'রেক' সংজ্ঞা আছে। এইরূপ, কাক ও কাইন আছে। এইরূপ আরও পাটার "শোধ" হইতে জানা যায়,

৪ কাক বা কানি (বা রেক) = উয়ান
৫০ উয়ান　= আড়ি
৪ আড়ি　= দ্রোণ

উক্ত রামসাগর গ্রামে সন ১২৩৪ সালে প্রদত্ত এক "কবুলাতপত্রে" দেখিতেছি, সে সময়ে দ্রোণ আড়ি গিয়া বিঘা পরিভাষা হইয়াছে, কিন্তু উয়ান আছে। লিখিত আছে,

"২০ কুড়ি উয়ানের কাত ৩/০ বিঘা।" অদ্যাপি সে অঞ্চলে কাঠার পরিবর্তে উয়ান পরিভাষা প্রচলিত আছে।

কিছু দিন হইল, ছাতনা হইতে পাঁচ ছয় মাইল পশ্চিমে মৌলবনা (মউল-বনা) গ্রামে একখানি হাতে লেখা শুভঙ্করী বই পাইয়াছি। "সেবক শ্রীসনাতন মণ্ডল দাসস্য।" সন ১২৩০ সাল। অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে লিখিত। তাহাতে পাইতেছি,—

উয়ান কান ॥

(১) কাহনে২ কাহন লবে।
চোক কাহনে চোক থুবে ॥
কাহন পণে আধা চোক।
কহেন যুবঙ্কর ললিবা (?) হোক ॥

(২) খেতে মাঠে রশি না পাই
সোল ছেযে কাহন বলাই ॥
চারি কানে উয়ান হয়
পঞ্চাশ উয়ানে আড়ি।
চারি আড়িতে ডোন হয়
আঠাস হাত দড়ি ॥

ছে, ক্ষেপ, পদক্ষেপ। ১৬ ছে = ২৮ হাত, ১ ছে = ১৸০ হাত ধরা হইয়াছে। ২৮ হাত × ২৮ হাত = ১ কাহন, উয়ান। কিন্তু কত অঙ্গুলের হস্ত, তাহা জানা যাইতেছে না। বর্তমানে ১৮ ইঞ্চিব হস্তে বিঘা কাঠা মাপা হইতেছে। আমরা বাল্যকালে ২০ ইঞ্চির, এমন কি, ২১ ইঞ্চির হস্ত ধরিয়া জমি মাপিতে দেখিয়াছি। উক্ত 'হাত' ১৮ ইঞ্চির ধরিলে ১ উয়ান = বর্তমান কালের ২.৪৫ কাঠা, এক আড়ি = ৬।০ বিঘা, ১ দ্রোণ ২৬ বিঘা। ২১ ইঞ্চির হস্ত হইলে ১ দ্রোণ = $\frac{২৬ \times ২১}{১৮}$ = বর্তমানের ৩০ বিঘা, আড়ি = ৭॥০ বিঘা।

(৩) চারি হাতে কাঠা
বিস কাঠায় বসি।
তিন কাঠায় উয়ান
সাত উয়ানে বিঘা
সাতে সাত বিঘায় আড়ি ॥

এই তিন আর্যা হইতে জানিতেছি, এক শত বৎসর পূর্ব হইতে এই অঞ্চলে বিঘা মাপ আরম্ভ হইয়াছে। (বানানে ড় য় নাই, সর্বত্র ড য)। আর এক আর্যা বহু প্রচলিত আছে।

কাঠা কুড়ার আর্জ্জা ॥

(৪) কুড়ুবায় ২ কুড়ুবা লির্জ্জে।
কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লির্জ্জে ॥
কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান।
দশ বিস গণ্ডায় ধুল প্রমাণ॥

এখানে বিঘার পরিবর্তে কুড়া। কুডব হইতে কুড়া। অদ্যাপি কুড়া-টাক জমি বলিলে বিঘা-টাক জমি বুঝায়। পশ্চিমবঙ্গে বিশ গণ্ডায় কাঠা।*

পূর্বে যে দ্রোণ আঢক প্রস্থ কুডব পাইয়াছি, সে সব ভাণ্ড-পরিমাণ, ধান্যাদির মাপ। এখানে দ্রোণ আড়ি উয়ান পাইতেছি, সে সব ভূমি-পরিমাণ, জমির মাপ। সং আ-ঢ-ক হইতে আ-ড়ি, উ-ন্মা-ন হইতে উ-য়া-ন, কা-কি-ণী হইতে কা-ক, কা ন (চট্টগ্রামে কা-নি)। উ-আ-ন বানানও আছে। তাম্রশাসনে সর্বত্র "ভূদ্রোণ" লিখিত আছে। ধান্যাদির ঘনমান হইতে ক্ষেত্রমানে আসিবার দ্বিবিধ উপায় আছে। (১) কত জমি? এত আড়ার জমি। আডা মাপ বাঁকুড়ার পশ্চিম দক্ষিণাংশ, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় প্রচলিত আছে। এক আড়া ধান প্রায় ৪ মণ। মেদিনীপুরে বড়। জমির প্রকৃতি জানা থাকিলে উৎপন্ন ধান্য দ্বারা তাহার পরিমাণ মোটামুটি জানিতে পারা যায়। মধ্যম জমিতে বিঘায় ১০ মণ ধান হয়। কিন্তু এইরূপ মাপ দ্বারা অজ্ঞাত প্রকৃতি ভূমি-দান-বিক্রয় হইতে পারে না। তখন (২) কত জমি? ধান বুনিতে এত লাগে। আদ্যকালে ধান বোনা হইত, চারা রোআ হইত না। এখনও আউশ ধান বোনা হয়, কদাচিৎ কোন দেশে রোআ হয়।
এই ক্রমে অমরকোষে

দ্রোণাঢকাদি বাপাদৌ দ্রৌণিকাঢকিকাদয়ঃ।
খারীবাপস্তু খারীকঃ

উপ্যতেঽস্মিন্ বাপঃ। ইহাতে উপ্ত হয়, এই অর্থে বাপ। যে ভূমিতে দ্রোণ-পরিমিত ধান্য বুনিতে লাগে, তাহা দ্রৌণিক। এইরূপ আঢকিক, খারীক ইত্যাদি। আউশ ধান বুনিতে বিঘায় ১০ সের লাগে। রুইলে পাঁচ সের। অতএব যদি দ্রোণ ৫ সের হয়, তাহা হইলে ভূ-দ্রোণ প্রায় ॥০ বিঘা দাঁড়ায়। অনাবাদী জমির প্রথম আবাদে আউশ ধান কিম্বা তিল বোনা হয়। দুয়ের দ্বারাই ঘাস মরে। বাস্তুভূমিতে প্রথমে তিল বুনিয়া, পরে গৃহনির্মাণের বিধি ছিল। তিল বুনিতে বিঘায় ৩ সের লাগে। কিন্তু ধেনো জমিতে তিল বুনিবার প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। অতএব দ্রোণ-ধান্য-বাপ ভূমি, দ্রৌণিক। পরিদেশ (বিঘা) মাপ ছিল, ১ ভূ-দ্রোণ তৎকালের এক পরিদেশ বা বিঘা। আধ বিঘা হইতে পারে না। কত জমি? ১ দ্রোণ (কলশ) ধানের জমি। বর্তমান কালের ২০ কাঠা।

যখন জমি অপর্যাপ্ত থাকে, তখন লোকে দুই এক বিঘা গ্রাহ্য করে না। তখন খারী ধরে, এবং খারীকে দ্রোণ বলিবার প্রবৃত্তি আসে। নানা স্থানে লোকে আধ সেরকে

---

* এই আর্যা কোন্ শুভঙ্করের? তাঁহার কালে ও দেশে কুড়বা শব্দ দ্বারা ২০ কাঠা বুঝাইত, লোকে কখনও কখনও হিন্দী 'লিজিয়ে' (লউন) বলিত। কবে বি-ঘা নাম প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে তৎপূর্বে কুডবা ও এই আর্যার শুভঙ্কর পাওয়া যাইবে। শুভঙ্কর উপাধি, ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। মণ্ডল-বনার শুভঙ্করীর বইতে এই অজ্ঞাতনামা শুভঙ্কর ব্যতীত ভৃগুরাম দাস ও ভবানী মিত্র নাম আছে। ছাতনার গুরু মশায়ের বইতে আর এক নাম আছে। বিষ্ণুপুরে এক শুভঙ্কর ছিলেন। তাঁহার নাম জগন্নাথ দাস, উপাধি শুভঙ্কর রায়। তিনি ১০৫০ সালে ছিলেন। (১৩৩৭ সালের চৈত্র মাসের "মাসিক বসুমতী")। আদি শুভঙ্কর বহু প্রাচীন।

সের বলে। আবার কোন স্থানে সেরকে আধ সের বলে। খারী=১৬ দ্রোণ, খারীক ভূমি ১৬ বিঘা। পরে যে খারী, সে দ্রোণ হইয়া গিয়াছিল। এই অনুমান না করিলে বিষ্ণুপুরের দ্রোণ পাওয়া যাইতেছে না। মেদিনীও লিখিয়াছেন,—

দ্রোণোঽস্ত্রিয়ামাঢকে স্যাদাঢকানাং চতুষ্টয়ে।

অর্থাৎ দ্রোণ বলিলে আঢক এবং চারি আঢক বুঝায়। যদি দ্রোণের নাম আঢক হয়, তাহা হইলে খারীর নাম দ্রোণ হইবে। এই দ্রোণ ৮০ সের। ভূ-দ্রোণ ১৬ বিঘা।

দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ভূমিদানে হস্ত দীর্ঘ ধরা হইত। ১৮ ইঞ্চির হস্তের স্থানে ৩৬ ইঞ্চির হস্তও ধরা হইত। কৌটিল্য ইহার প্রমাণ। এই বিধিতে ৪ হস্ত নলের পরিবর্তে ৭ হস্ত, ৭॥০ হস্ত নলের প্রচলন ছিল। তখন তৎকালের ভূ-দ্রোণ ১৬ বিঘা, বর্তমানের মাপে ৩০ বিঘা হইত। দেখা যাইতেছে, রাজা চৈতন্যসিংহ ৭॥০ হস্তে নল ধরিয়া ভূমি দান করিয়াছিলেন।

এখন আর দুই তর্ক আছে। (১) আঢকে ৫০ উন্মান কেমনে আসিল? কৌটিল্যের একপ্রকার দ্রোণ ২০০ পল ছিল। মনুসংহিতার টীকায় (৮।৩২০) কুল্লুক ভট্ট ২০০ পলে দ্রোণ ধরিয়াছেন। কালে আঢক ২০০ পল হইয়াছিল। ইহার চতুর্থাংশ ৫০ পল=৫০ উন্মান। যদ্দ্বারা দ্রব্য উন্মিত হয়, তাহা পল, এই হেতু পলের নাম উন্মান হইয়াছিল। এখানেও তুলামানের সংজ্ঞা হইতে আয়ামমানের উৎপত্তি।*

(২) কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জো, এখানে কুড়বা অবশ্য ২০ কাঠা×২০ কাঠা=কালী ২০ কাঠা ২০ কাঠা ২০×৪ হস্ত। ৪ পলে কুড়ব, ইহাই বিধি। কিন্তু আঢক ২০০ পল হইলে ৫ পলে কুড়ব। অর্থাৎ ৫ পলে কুড়ব, ৪ কুড়বে প্রস্থ, ৪ প্রস্থে আঢক। অর্থাৎ আঢ়ক=২০ প্রস্থ। প্রস্থ স্থানে কাঠা হইয়া ২০ কাঠায় বিঘা। কুড়ব হইতে কু-ড়ি (২০) সংজ্ঞা।

শূর্প আর এক পাত্রমান ছিল। শূর্প অর্থে কুলা, সং কু-ল্য। শূর্পাকার জলসেচন-পাত্র ছিল। এখন তাহার নাম সেচনী, সিমনী। ২ দ্রোণে ১ শূর্প। ইহা এক মান ছিল। মেদিনী-কোষ, কুল্য শব্দের অর্থ অষ্টদ্রোণী শূর্প লিখিয়াছেন। অর্থাৎ কুল্য=৮ দ্রোণ। দ্রোণ-বাপ ১ বিঘা, কুল্য-বাপ ৮ বিঘা।

এক হালে, লাঙ্গলে ১২ বিঘা জমির চাষ হয়। পাঁচখানা লাঙ্গলের বা হালের চাষ বলিলে ৬০ বিঘা বুঝায়। পশ্চিমবঙ্গে হাল পরিভাষা নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলে ২৮ যষ্টিতে ১ কেদার, ১২ কেদারে ১ হাল। বোধ হয়, ১ হাল ১২ বিঘা।

৭। তাম্রশাসন-লিখিত ভূমি

এখন শ্রীযুত ভট্টশালী-প্রদত্ত ভূমি-পরিমাণ মিলাইয়া দেখি। শক্তিপুর-শাসনে (১৫ পৃঃ) প্রথম খণ্ড ৩৬ ভূ-দ্রোণ, সম্বৎসরে উৎপত্তি ২৫০। দ্বিতীয় খণ্ড ৫৩ ভূ-দ্রোণ,

* বৈদ্যকগ্রন্থ ভাবপ্রকাশে (১৬ খ্রিষ্টাব্দ শতকে) প্রদত্ত শুষ্ক দ্রব্যাদির মগধ মানের মধ্যে দ্রোণের নাম উন্মান, অর্মণ, ঘট আছে। বৈদ্যকে পল ৩ তোলা, দ্রোণ ১২॥০ সের। ২ দ্রোণে শূর্প। ক্ষীরস্বামীর অমরটীকায় দ্রোণ এইরূপ ।॥০ মণ। ইহার অধিক পাওয়া যায় না। বৈজয়ন্তীকোষে নানা দেশের নানা মান একত্র লিখিত হইয়াছে।

সম্বৎসরে উৎপত্তি ২৫০। এই ভূমি বৃষভশঙ্কর নলদ্বারা মাপা হইয়াছিল। বৃষভশঙ্কর শিব। ধনুর স্থানে নল। নল, নলীবাঁশ, একজাতি ফাঁপা সরু বাঁশ। মানুষ ধনু ৪ হস্ত। শিবধনু ৫॥০ অথবা ৬ হস্ত। হস্ত, ২৪ অঙ্গুল (১৮ ইঞ্চি)। ভূমিদানে অন্ততঃ ২৮ অঙ্গুলের (২১ ইঞ্চির) হস্তের নল হইবার কথা। হস্ত একটু বড় ধরিতে হয়; কারণ, নল ভূমিতে পাতিয়া মাপা হয় না, চলিতে চলিতে নলের দুই মাথা মাটিতে ছোঁয়াইয়া মাপা হয়। এই কারণে নল ভূমি হইতে উপরে থাকে। ২১ ইঞ্চির ৬ হস্ত=১৮ ইঞ্চির ৭ হস্ত। পূর্বে শুভঙ্করীতে ৭ হস্তের প্রমাণ পাইয়াছি। অতএব

১ নল × ১ নল = ১ পণ
৪ নল × ১ নল = ১ কাকিনী
৪ নল × ৪ নল = ১ উন্মান = ২.৪৫ কাঠা
৫০ উন্মান = ১ আঢক = ৬।০ বিঘা
৪ আঢক = ১ দ্রোণ = ২৬ বিঘা

হস্তের পরিমাণানুসারে ৩০ বিঘাও হইতে পারে। ২৬ বিঘাই ধরি। শাসনের ৩৬ ভূ-দ্রোণ=৯৩৬ বিঘা, ৫৩ ভূ-দ্রোণ=১৩৭৮ বিঘা। প্রত্যেকের 'উৎপত্তি' ২৫০। এটি ভূমি-দাতার আনুমানিক। শ্রীযুত ভট্টশালী 'উৎপত্তি' অর্থে তৎকালের টাকা ধরিয়াছেন। এই অর্থে আমার সন্দেহ হইতেছে। কর কিম্বা ধান্যের মূল্য স্থির থাকে না, কিন্তু অত্যাপাত না হইলে উৎপন্ন ধান্য সমান থাকে। উৎপন্ন দ্বারাই ভূমি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। উৎপত্তি ধান্যোৎপত্তি, এই অর্থ হইলে উৎপত্তি ২৫০ দ্রোণ। এখানে দ্রোণ, দ্রোণ না খারী? পাঁচসেরী দ্রোণই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ২৫০ দ্রোণ=৩১ মণ।

৯৩৬ বিঘায় ৩১ মণ, কিছুই নয়। বোধ হয়, অধিকাংশ জমি খিল, বালি-পতিত জমি কিম্বা উচা ডাঙ্গা। নিকৃষ্ট জমিতে বিঘায় ৫ মণ ধরিলে ৯৩৬ বিঘার প্রায় ৬ বিঘায় কোনরূপ চাষ হইত, অবশিষ্ট পতিত, কৃষির অযোগ্য।

দেখি, কোথায় জমি ছিল। মোর নদীর কূলের জমি। তাহার একদিকে জোলী, অন্য দিকে গোপথ। অপর খণ্ড আরও নিকৃষ্ট। ইহার তিন দিকে জোলী, একদিকে গোপথ। খাল-জোলে কৃষিযোগ্য ভূমি অল্পই পাওয়া যায়। 'বাল্লিহিত্য' হয় ত বালি-ভিটা, বালি-কুড়, কৃষির অযোগ্য।

আশ্চর্যের বিষয়, আমি যত ব্রহ্মোত্তর দেখিয়াছি, সব নদীকূলে, বালিময়, উচা ডাঙ্গা, ব্রহ্মডাঙ্গা। ব্রহ্মোত্তর শালি জমি দেখি নাই। বোধ হয়, এই কারণে রাজারা দুই হাজার পাঁচ হাজার বিঘা স্বচ্ছন্দে দান করিতেন। ভাল জমি পড়িয়া থাকে না, প্রজায় চাষ করে, পাইলে ছাড়ে না। রাজা প্রজার নিকট জমি কাড়িয়া লইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাপ-পুণ্যের ভাগ সমান দাঁড়ায়। গ্রামকে গ্রাম দান করিলে ভিন্ন কথা। শ্রীযুত ভট্টশালী অপর শাসন-প্রদত্ত ভূমি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।*

* শ্রীযুত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত "কামরূপশাসনাবলী"তে 'অপকৃষ্ট ভূমি' পাইতেছি। শব্দটি অপকৃষ্ট, জল হইতে উত্থিত, চর হইতে পারে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মিলাইয়া দেখিতে পারেন। আরও পাইতেছি, "ধান্যদ্বিসহস্রোৎপত্তিক ভূমি", যে ভূমিতে ২০০০ (দ্রোণ) ধান্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ 'উৎপত্তি' অর্থে টাকা নয়। এই দ্রোণ কত, তাহা পৃথক্ আলোচনা না করিলে বলিতে পারা যায় না। হয় ত পাঁচ সের।

শ্রীযুত ভট্টশালী মাধাইনগর শাসনে ১৯১ খারী ভূমিতে উৎপত্তি ১৬৮ দিয়াছেন। অপরাপর শাসনের ভূ-দ্রোণ খারীস্থানীয়। এখানে খারী ঠিক আছে, খারীক ভূমি ২৬ বিঘা। প্রায় পরগণায় পরগণায় মানভেদ এখনও অল্পস্বল্প লক্ষিত হয়। অনুমানে বোধ হয়, ১৬ ভূ-দ্রোণে পাটক হইত। তখন পাটক, খাবীক।

৮। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি

প্রাচীন পুণ্ড্র-বর্দ্ধন নগর বগুড়া সহরের উত্তরে বর্ত্তমান মহাস্থানে ছিল। করতোয়া নদী পূর্বদিক্ রক্ষা করিত। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির স্বাভাবিক সীমায় বোধ হয় করতোয়া পূর্বসীমা, গঙ্গা পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা। গঙ্গার দক্ষিণে বঙ্গভুক্তি হইবার কথা। কিন্তু সে নাম কিম্বা কোন নগরের নামে অপর ভুক্তির নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান হয়, বঙ্গের বহুল অংশে লোকালয় ছিল না। পৃথক্ ভুক্তির প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীযুত ভট্টশালী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ সাগর দেখাইয়াছেন।

খাড়ী বিষয়ে 'ঘাসসম্ভোগভাট্ট', ঘাসকর, ইহাতে সন্দেহ হইতেছে না (৫ পৃঃ)। লোনা জলার ধারে মোটা ঘাস ও হোগলা ইত্যাদি জন্মে। গ্রামের নাম বড়া, জলায় বটকসদৃশ। চব্বিশ পরগণায় বড়ুল বড়লা গ্রাম আছে। দেশটি 'সমতট', সাগরের তটভূমি। জোয়ারে ডুবিয়া যাইত, নদীকূলের ভূমি জাগিয়া থাকিত। 'সমতটীয় নল' দ্বারা 'পাটক' মাপা হইয়াছিল। এই নল অবশ্য দীর্ঘ। কিন্তু ৮ হস্তের অধিক হইবার কথা নয়।

এমন দেশে বাস করা সুখের নয়। শাসনে দেখাও যাইতেছে, সে দেশে শান্ত্যাগারিক গড়োলী ব্রাহ্মণ গ্রাম পাইয়াছিলেন। শান্ত্যাগারিক, যাঁহারা গ্রহশান্তি করেন। বিষ্ণুপুরে ইহাঁদের নাম শান্তিকরী। ইহাঁরা নিম্ন ব্রাহ্মণ। বেনারস, কানপুর প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম দেশে গড়োলী ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাঁরাও নিম্ন ব্রাহ্মণ। শ্রীযুত ভট্টশালীও জানিয়াছেন, সে দেশে এখনও নিম্নব্রাহ্মণ ও পোদের বাস আছে। আদিগঙ্গার দক্ষিণে গঙ্গার মাহাত্ম্য নাই, সেখানে গঙ্গা একটা বড় গাং।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণের পূর্বসীমা কি ছিল? বর্ত্তমান স্বাভাবিক সীমা অপার পদ্মা। কিন্তু গঙ্গা বা পদ্মার গতি নিরীক্ষণ করিলে মনে হয়, উহা পূর্বকালে পূর্বদিকে বহিত, ধলেশ্বরী ও পদ্মা এক ছিল। মাণিকগঞ্জ পদ্মার পশ্চিমে ছিল। সমভূমিতে নদীর গতি এই,—যে পথে আসিতেছিল, প্রথমে সোজা সে দিকে চলে, পরে মুখে চড়া পড়িয়া গতি রোধ করে। নদী পুরাতন মুখের পশ্চাতে প্রব দিকে নূতন পথ করে। বঙ্গদেশে ইহার বহু উদাহরণ আছে। ফরিদপুর জেলা মুন্সীগঞ্জের গায়ে লাগিয়াছিল। শ্রীচন্দ্রের ধুল্লাশাসনের (৩ পৃঃ) খদিরবিল্লী, তিবরবিল্লি, বাংলা ভাষায় খয়রাবিল, তিয়রবিল হইবে, বোধ হয় খয়রা মাছের বিল, তিয়র (মৎস্যজীবী) জাতির বিল। লোণিয়া জোড়া, লোণা জলের জোল। এ সকলের চিহ্ন এখনও থাকিতে পারে।

কিন্তু বাখরগঞ্জ সমতট দেশ ছিল, বরিশাল (বড়িশ-আল) নামেই প্রকাশ, ইহা কাঁটাবনের, সুন্দরবনের অন্তদেশ ছিল। এই জেলার 'কাঠি' নামে গ্রামের নামও সাক্ষী। এখন যেটি যমুনা, এটিই ব্রহ্মপুত্র মনে হয়; আর এখন যেটি ব্রহ্মপুত্র, এটি নূতন পুত্র, কিন্তু কালে বলবান্ হইবে। এই হেতু মনে হয়, ময়মনসিংহ জেলা পূর্বাবধি পৃথক্ ছিল, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল না। পদ্মার পূর্বদিকে আর এক ভুক্তি থাকিবার কথা।

শ্রীযুত ভট্টশালী লিখিয়াছেন, পৌণ্ডবর্দ্ধনভুক্তিব কোটিবর্ষ, দিনাজপুর সহরের ১৮ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু ঐ নামের বিষয় কতদূব বিস্তৃত ছিল? নামটি সংস্কৃত, কার্মুকের কোটি তুল্য বর্ষ। গঙ্গা কার্মুকের তুল্য বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিম কোটি দিনাজপুর মালদহ রাজসাহী মনে হয়। পদ্মাবাটিবিষয় নিশ্চয় পদ্মাব গায়ে। ভাগীরথীর গায়ে আর একটি বিষয় থাকিবার কথা। পুরাণে 'ব্যাঘ্রমুখ' নামে দেশের উল্লেখ আছে। ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল, বাঘের দেশ। সুন্দববনেই বাঘ আছে, এমন নয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ জলোদয় (জলপাই), পূর্ণিয়ার উত্তরাংশের বনভূমিকে ব্যাঘ্রতটী বলিলে অসুচিত হইবে না।

৯। কঙ্কগ্রামভুক্তি

কঙ্কগ্রাম নামে একটী ভুক্তি হইয়াছিল, সে নাম সহজে লুপ্ত হইতে পারে না। পুরাণে 'কলাপগ্রাম' নামক গ্রাম প্রসিদ্ধ রহিয়াছিল। কিন্তু প্রসিদ্ধির কারণ লিখিত নাই। কঙ্কগ্রাম হইতে কাঁকগ্রাম হইবার কথা। এখন কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ ও বর্দ্ধমান জেলার উত্তর সীমায় ঈ-আই-রেলেব পূর্বে। শক্তিপুর-শাসনে (১৩ পৃঃ) "কঙ্কগ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতিদক্ষিণবীথ্যাং উত্তররাঢায়াং," নৈহাটি-শাসনে (১৫ পৃঃ), "বর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিন্যুত্তররাঢামণ্ডলে স্বল্পদক্ষিণবীথ্যাং।" বীথী, মার্গ, বর্ত্মন্। দক্ষিণবীথী, দক্ষিণ মার্গ, দক্ষিণ দিকে যাইবার পথ। শুক্রনীতিসারে বীথী ৫ হস্ত। শাসনে পাইতেছি, উত্তররাঢায় দক্ষিণগামী বীথীর ধারে কুমারপুর চক। নৈ-শাসনে পাইতেছি, উত্তর রাঢা মণ্ডলে দক্ষিণগামী বীথীর স্বল্লান্তরে। দুই বীথী এক না হইতে পারে। কিন্তু আরম্ভ অংশে অবশ্য এক হইবে। সাধারণের পথ ধরিয়া গ্রাম নির্ণয় স্বাভাবিক ও অদ্যাপি প্রচলিত। উত্তর হইতে মঙ্গলকোট, বর্দ্ধমান আসিবার পথ আছে। এইটি দ্বিতীয় বীথী।

কাগ্রামে নদী নাই। ইহার চারি পাঁচ মাইল পূর্বে ভাগীরথী, আট নয় মাইল দক্ষিণে অজয়। যেমন বর্দ্ধমান দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কঙ্কগ্রামও সেইরূপ প্রাচীন হইতে পারে। কান্দি সবডিভিজনে কান্দড় নদীর পথ দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। দূর পথে ভাগীরথীতে না পড়িয়া সমানে চলিয়াছে। কান্দি সবডিভিজনের পূর্বভাগে এত বিলই বা কেন হইল? গঙ্গার তীরভূমি উচ্চ হইয়াছে, পূর্বকালের সমতট নিম্ন রহিয়াছে। কান্দড় নদী ভাগীরথীর লুপ্তপ্রায় অবশেষও হইতে পারে। কান্দি, কান্দড় নামেই মনে হয়, এক জলস্রোতের নিকটস্থ। কঙ্কগ্রাম, কাঁক বকের গ্রাম।

হয় ত জোয়ারের জল সে কালে কঙ্কগ্রাম পর্যন্ত প্লাবিত করিত। তথাপি ভাগীরথীকে চারি মাইল পশ্চিমে সরাইতে পারা যায় না। কিন্তু বলিতে পারি, কঙ্কগ্রাম ভাগীরথীর কূলে ছিল। তখন কাটোয়া সব্‌ডিভিজনে কান্থড় নদী অজয় ছিল। ভাগীরথী ও অজয়, দুইই সরিয়া গিয়াছে, পূর্বকালের ভূভাগ পরে বর্দ্ধমান জেলার ঈশান কোণে খোঁচ হইয়া রহিয়াছে। ইহা কিন্তু বহু পূর্বকালের কথা।

দক্ষিণ বীথীর উপন্যস্ত অর্থ স্বীকাব করিলে উত্তর দক্ষিণ রাঢাদ্বয়ের বিচ্ছেদক পাওয়া যাইবে না। ইহা অজয়, কিম্বা দামোদর, এই দুয়ের একটি হইবে। দামোদর বর্দ্ধমান নগব হইতে পূর্বগামী ছিল, এখন বেহুলা নদী নাম লইয়া দুই শাখায় ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। দামোদর পূর্বদিকে আসিতে আসিতে শক্তিগড় রেলষ্টেসনের নিকটে হঠাৎ দক্ষিণমুখ হইয়া নদীচরিতের অন্যথা করে নাই। সতী বেহুলাব উপাখ্যানে দামোদরের পূর্বপথ স্মৃত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই বেহুলা নদীর উত্তর মুর্শীদাবাদ পর্য্যন্ত প্রাচীন সুহ্ম। ইহার দক্ষিণে গঙ্গা পর্য্যন্ত দক্ষিণ রাঢ, প্রাচীন প্রসুহ্ম।

১০। বর্দ্ধমানভুক্তি

বর্দ্ধমানভুক্তির উত্তব সীমা অজয়, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা ভাগীরথী। শ্রীযুত ভট্টশালী বেতড গ্রাম নিরূপণ করিয়াছেন। এই স্থান আদিগঙ্গা ও কালীঘাটের অপর কূলে ছিল। কিন্তু বেতড়ের দক্ষিণে লেজ্যদেব-মণ্ডপী সীমা। গঙ্গা কই ? গোবিন্দপুর-শাসনে (১১ পৃঃ) "বর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিপশ্চিমখাটিকায়াং বেতড্ডচতুরকে"। 'পশ্চিমখাটিকা' অর্থ কি ? শ্রীযুত ভট্টশালী, খাটিকা খাটিয়া শয্যা মনে করিয়া, ভুক্তিকে বৃহৎ আয়ত ক্ষেত্রে ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। অসম্ভব নয়। কিন্তু পূর্বখাটিকার স্থান পাওয়া যাইতেছে না। পূর্বদিকে জাহ্নবী। আমার বোধ হয়, খাডী শব্দের সংস্কৃত রূপ দিতে গিয়া খাটিকা হইয়াছে। সং খা-ত হইতে খা-টী, খা-ডী। অবশ্য দেব-খাত খাটিকা হয় ত সরু খাড়ী। সে কালে গঙ্গা আটে ঘাটে বাঁধা পড়ে নাই। বেলুড় বালিকূড় ছিল। এখন খাড়ীর নদীব চিহ্ন নাই। কিন্তু খাল আছে। বালি সহর, বালি ; পশ্চিমে উত্তরে বালিহাটি। ডানকুনির (ডানকুনি মাছের ?) জলা ইত্যাদি নামে পূর্বখাটিকার চিহ্ন আছে।

এখানে একটি পুরাতন তর্ক তুলিতেছি। বর্তমান তমলুক কি সত্য সত্য পুরাতন তামলিপ্তক ? (১) তাম্রলিপ্তক তামলিপ্তক সুহ্মের নামান্তর হইয়াছিল। সুহ্ম রাঢ় দেশ। (২) পুরাণে ও কূর্মচক্রে তাম্রলিপ্ত মধ্যদেশের পূর্বদিকে, অগ্নিকোণে নয়। (৩) তমলুক বর্তমানে সাগর হইতে ১০।১২ ফুটের অধিক উচ্চে নয়। বঙ্গ ও ওড়িষ্যার সাগর উপকূল মৃদু মৃদু উর্দ্ধগত হইতেছে। তথাপি তমলুক গাঙ্গের জোয়ারে ডুবিয়া যাইতে পারে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে জল হইতে জাগিয়াছিল কি না সন্দেহ। বণিকেরা কোন্ পথে তমলুকে যাইত ? চারি শত বৎসর পূর্বে বেতড়ে মেলা বসিত, কেনা-বেচা শেষ করিয়া হাটুয়ারা দেশে পলাইত। তখনও হাওড়া জেলার দক্ষিণ ভাগ মানুষের স্থায়ী বাসের যোগ্য হয় নাই। কিন্তু তামলিপ্তকে বণিকেরা বাস করিত। তামলিপ্তকে হাওড়া জেলায় আনিলেও সুবিধা নাই। অতএব রূপনারাণের উজানে উঠিয়া ঘাটালে

খুজিতে হইবে, কিম্বা গঙ্গার উজানে হাওডায় পঁহুছিতে হইবে। হাওডা, হাওর, সাগর। সপ্তগ্রাম স্পষ্ট সুহ্মে। সুহ্মকে বাঁকাইয়া তমলুক পর্য্যন্ত লইতে পাবা যায় বটে, কিন্তু বণিক্‌দিগের বীথীর সন্ধান পাওয়া যায় না। (৪) চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাম্রলিপ্তির যে দিক্ অন্তর বলিয়াছেন, তাহাতেও তমলুক আসে না।

১১। দণ্ডভুক্তি

বর্দ্ধমানভুক্তির অথবা দক্ষিণ-বাঢেব পশ্চিম সীমা কি ছিল? অটবী। অটবীব বিস্তাব সর্ব্বত্র কিম্বা সর্বদা সমান থাকে না। বাঢেব পশ্চিমে কলিঙ্গ, মধ্যে দীর্ঘ-প্রসারিত অটবী। এই অটবীব কতখানি বাঢ, কতখানি কলিঙ্গ, তাহার নির্ণয় দুঃসাধ্য। বাঢ হইতে দক্ষিণে কলিঙ্গে যাইবাব পথ অবশ্য ছিল। সেই পথ দণ্ড। বৃক্ষেব দণ্ড বা কাণ্ড হইতে যেমন শাখা বহির্গত হয়, পথেবও দুই পার্শ্বে সেইরূপ শাখা-পথ হয়। ওড়িয়াতে এই অর্থে দাণ্ড শব্দ বহুপ্রচলিত। পুবীর বড দাণ্ড, কিম্বা ব্রাহ্মণশাসনী গ্রামের দাণ্ড পুরীকে ও গ্রামকে দ্বিখণ্ডিত কবিয়াছে। কলিকাতাব কর্ণআলিশ ষ্ট্রিট কলিকাতাব এক দাণ্ড। এইরূপ অর্থে বাঁকুড়া জেলায় 'শুভঙ্করী দাঁড়া', দাণ্ড, প্রায় ষোল মাইল দীর্ঘ এক পুরাতন খাল। যে খালের শাখা-নালা এ পাশে সে পাশে বহির্গত হইয়াছে। দাঁতন মেদিনীপুব গড়বেতা পথ, মেদিনীপুর জেলায় দণ্ড হইয়া জেলাকে পূর্ব পশ্চিমে দুই ভাগ কবিয়াছে।* গড়বেতাব উত্তবে বিষ্ণুপুবে, বাঁকুড়া হইয়া পথটি উত্তব পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পথ কিম্বা ইহাব পশ্চিমের চাইবাসা পুরুলিয়া পথ দিয়া রাঢে যাইতে পাবা যায় না। উত্তরবাঢ হইতে দণ্ডভুক্তি আসিতে চারি পথ আছে।

(১) রাণীগঞ্জ গঙ্গাজল-ঘাটী বাঁকুড়া, (২) কাঁকশা সোনামুখী বিষ্ণুপুর, (৩) বর্দ্ধমান উচালন শ্যামবাজার গড়বেতা, (৪) বর্দ্ধমান উচালন শ্যামবাজাব ক্ষীবপাই মেদিনীপুর, এই চারি পথের কোন্‌টি দণ্ডের অংশ, কোন্‌টি শাখা, তাহাব নির্ণয় দুরূহ। বর্দ্ধমান নগরের দক্ষিণে দামোদর পাব হইয়া এক "উড়ের গড়" ছিল, তদ্দেশবাসী ঘনরাম লিখিয়া গিয়াছেন। "উড়ের গড়" ওড়িয়া রাজার গড়। এই ওড়িয়া রাজা বাজেন্দ্র চোড়গঙ্গ হইতে পারেন। তিনি ইং ১০২৪ সালে দক্ষিণ-বাঢ ও উত্তব-বাঢ় জয় করিয়া বর্দ্ধমান হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত দেশে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তিব দণ্ড নিরূপিত হইলে, তাহার পশ্চিমে কলিঙ্গ বলা যাইতে পারিবে। দণ্ডভুক্তিব পূর্বসীমা বোধ হয় দ্বারকেশ্বর, দক্ষিণ সীমা সাগর ও সুবর্ণরেখা। কবিকঙ্কণচণ্ডীর কালকেতু গুজরাট নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে গুজরাট এখন ক্ষুদ্র গ্রাম, খানাকুল কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর নদীব তীরে। নিকটে কলিঙ্গ দেশ ছিল। ধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেন এক কলিঙ্গরাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, বাঁকুড়া জেলার বর্ত্তমান সিমলা পালের রাজবংশের। এই বংশ অদ্যাপি ওড়িয়া।

* মেদিনীপুর শহরের ছয় মাইল উত্তরে কর্ণগড নামে এক গড় ছিল। এই গড়ে দণ্ডেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি দণ্ড পথের ঈশ্বর (মেদিনীপুর ইতিহাস)। পুনশ্চ, মেদিনীপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণে নারায়ণগড়। এখানে পালবংশ মেদিনীপুর জেলায় রাজা ছিলেন। সাজেহান বাদশাহ এই বংশের শ্যাম-বল্লভ পালকে মাড়-ঈ-সুলতান উপাধি দিয়াছিলেন। মাড়, মার্গ, মার্গের দণ্ডের রাজা (ত্রৈলোক্যনাথ পাল-কৃত মেদিনীপুর ইতিহাস)।

ইহাতে মনে হয়, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ কলিঙ্গ দেশ বিবেচিত হইত।

এই প্রসঙ্গে দুই একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করি, অনুসন্ধেয় স্থানে পড়িতে পারে। গৌড়েশ্বর রামপালদেব নানা সামন্ত ভূপালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিঙ্গের নাম নাই, মল্লভূমের মল্লরাজারও নাম নাই। দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুরে সিংহবংশ রাজত্ব করিতেন (মেদিনীপুর ইতিহাস)। এখানে বিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। অপর মন্দার (অনুত্তম মন্দার), বর্তমান মান্দারণ, মন্দার-বন, "সমস্তাটবিকসামন্তভূমি" বলিতে পারা যায়। মান্দারণের দুর্গের চিহ্ন যেমন তেমন রাজার কীর্ত্তি মনে হয় না। এখন যে বপ্র দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেখিলে বিস্ময় জন্মে। দুর্গের মধ্য দিয়া আমোদর নদী প্রবাহিত। পাশে আবাস এখন মর্কট প্রস্তরের স্তূপ। রামপালদেব কোন্ কোটাটবীর "দক্ষিণসিংহাসনচক্রবর্ত্তীর" সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন? কোট, কোট্ট, দুর্গ। দুর্গ-বিশিষ্ট অটবী, অথবা অটবী-বেষ্টিত দুর্গ। মানভূম জেলার পঞ্চকোট রাজ্যকে লোকে কোটদেশ বলে। কিন্তু পঞ্চকোট নাম নূতন, পঞ্চকোটে দুর্গ নাই। ওড়িষ্যায় একটী কোট নয়, বহু কোট আছে, বন ও গিরিদুর্গ, পরিখা নাই। শ্রীযুত ভট্টশালী 'কটাসিন' খুজিতে খুজিতে কোড়াসুরের গড়ে উপস্থিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের ঈশান কোণে ১৪ মাইল দূরে এই গড়। পাশে ডুমনী গ্রাম, লোকে ডুমনী গড়ও বলে। কিন্তু দেশের এমনই দশা, নিকটবাসী শিক্ষিত লোকেও গড়টা দেখেন নাই। এখন বুঝিতেছি, কোটেশ্বর কোড়াসুর হইয়াছেন। পিয়ার-ডোবা রেলষ্টেশনের ছয় মাইল দূরে এক অসুর-গড় আছে। বুঝিতেছি, সেটি ঈশ্বর-গড়। কোন্ ভূমীশ্বর, কোন্ অবনিনাথ, সব অজ্ঞাত। বেতা-গড়ে (গড়-বেতা) বকাসুর ছিলেন, বুঝিতেছি, তিনি বকেশ্বর, বকদ্বীপের, (স্থানীয় নাম বগ-ডী) বগড়ী পরগণার ঈশ্বর ছিলেন। কোড়াসুর যে কোটেশ্বর, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঁকুড়ার ভাষায় ড়-বাহুল্য আছে, কো স্থানে ক হয়। পূর্বকালে গহন অরণ্যে কে পরিখা ও প্রাকার দ্বারা কোট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? তখন মল্লরাজার উদয় হয় নাই।* দক্ষিণে অটবী-মধ্যে অপর মন্দার দুর্গ; উত্তরে অটবীমধ্যে আর এক দুর্গ। দামোদরের দক্ষিণে ৮ মাইল দূরে এই কোট। এই হেতু ইহাকে দক্ষিণসিংহাসন বলা যাইতে পারিত।

শ্রীযুত ভট্টশালী এই অটবীর কোটে 'কোটাসিন' নামক স্থান কল্পনা করিয়াছেন। এখানে কলিঙ্গ রাজার কলিঙ্গপ্রান্ত-দুর্গ। ইহাকে সংস্কৃতে কোটাসন, যেখানে আসন করিয়া বিজিগীষু রাজা যান করিতেন। অসম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটি কিন্তু আছে। (১) সাত শত বৎসর পূর্ব্বের নাম এখন অবশ্য অবিকৃত থাকিবে না। তথাপি কটাসিন বা

---

* মল্লভূমের ইতিহাস চারি শত বৎসরের অল্লাধিক লিখিত হইয়াছে। তৎপূর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত। মল্লাব্দ-বঙ্গাব্দ—১০১। ইহা হইতে মনে হয়, মল্লাব্দ প্রচলনকালে সনকে শক ধরা হইয়াছিল, এবং আনুমানিক ১০২ বৎসর পূর্ব হইতে রাজবংশের আরম্ভ স্বীকৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শক ১৮৫৪, সন ১৩৩৯, মল্লাব্দ ১২৩৮। ১৮৫৪—১২৩৮=৬১৬ বৎসর পূর্বে ইং ১৩১৬ সালে রাজ্যস্থাপন হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই অনুমান ধরিয়া ইতিহাস অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

কাটাসিন এখন কাঁটাসিন হইবার সম্ভাবনা। নিকটে বীরসিঙ্গা গ্রাম আছে। ইহার সাদৃশ্যে কাঠসিঙ্গা আসিয়া থাকিতে পারে। (২) কোড়াসুর গড়ের নিকটে নদী বা জোলী নাই। বেতবনের দেশ মনে হয় না। পাঠান ফৌজ বোধ হয়, বিনা যুদ্ধে জলও পায় নাই। (৩) বিশেষ বাধা, বীরভূমের রাজনগর হইতে ২০ দিনের পথের অভাব। শ্রীযুত ভট্টশালীর নির্দেশিত পথ প্রায় ৫০ মাইল। এই পথ আসিতে ২০ দিন লাগিতে পারে না। কটাসিন রাজনগর হইতে অন্ততঃ ১০০ মাইল দূরে ছিল।

আমার মনে হয়, দণ্ডভুক্তির দণ্ডের পশ্চিম হইতে কলিঙ্গ। অথবা এই দণ্ডের পশ্চিমে মগধ হইতে কলিঙ্গে যাইবার প্রাচীন পথের পশ্চিম হইতে কলিঙ্গ। কিন্তু কোটটি কলিঙ্গের পূর্বদিকেও থাকিতে পারে। বাঁকুড়ার পঁচিশ ছাব্বিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কাঁসাই নদীর তীরে অম্বিকা নগর। ইহার অপর পারে সারঙ্গড়, এখন বনাচ্ছন্ন। সারঙ্গড় নামটি বোধ হয়, ওড়িয়া চোড়ঙ্গড়, চোড়গঙ্গ-গড়। রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গের বংশধরেরা গঙ্গা-বংশীয় নামে ইং ১৫৩২ পর্যন্ত ওড়িয়্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা পৈতৃক সারঙ্গড়ে সেনা রক্ষাও করিয়া থাকিতে পারেন। দেশটি পার্বত্য, নিকটে দুই নদী, বেতবনও জন্মিতে পারে। হয় ত কটাসিন একটা ক্ষুদ্র স্থান, এখন সে স্থান নিকটবর্তী মৌজার অন্তর্গত হইয়াছে।*

শ্রীযুত ভট্টশালীর অনুমান স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা কলিঙ্গের সীমা পাওয়া যাইবে না। কলিঙ্গাধিপতি দামোদর পর্যন্ত অধিকার করিলেই দামোদরের দক্ষিণস্থ দেশ কলিঙ্গ হইবে না। ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম বা পুর দক্ষিণরাঢ়ায় ছিল বলিয়া দক্ষিণরাঢ়ার দক্ষিণ সীমা হুগলী জেলার দামোদর হইতে পারে না। রাঢ়ার দক্ষিণ সীমা গঙ্গা। তবে বলিতে পারা যায়, দামোদর পর্যন্ত বহু লোকের বাস ছিল, উহার দক্ষিণে এখানে ওখানে দুই চারিটা গ্রাম ছিল। সে দিন দামোদরের দক্ষিণস্থ মহানাদ গ্রামে কুশানরাজ্যের সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রাজা শশাঙ্কের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। মহানাদ এক রাজনগর ছিল। প্রাচীন কালে বণিকেরা কি এই নগর দিয়া সাগরতটের তাম্রলিপ্তকে আসিতেন? মহানাদ হইতে সাগরের নাদ শোনা যাইত? হাওড়া জেলায় পুরাতন মনুষ্যবাসের চিহ্ন নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

---

* অম্বিকানগর মধ্য-ইংরেজী ইস্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুত রাধাবিনোদ পাত্র মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন, সারঙ্গড়ে কাটাসিন নামে স্থান নাই। কিন্তু কাঁটাকুমারী, গিরাইকাটা, এইরূপ নাম আছে। গিরাইকাটা একটা পাহাড়ের নাম, কেহ কেহ বলেন, পূর্বে বেতবন ছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি

পরিচয়

একাদশ শত শক সালের সমকালে হিন্দুস্থানে মল্লিকার্জ্জুন সূরি নামে একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। লল্লাচার্য্য-প্রণীত 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র ১) স্বকৃত "ব্যাখ্যানে"র শেষে তিনি এই প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—

"দেবীপ্রসাদসমুপার্জ্জিতধর্ম্মকর্ম্ম-
সামর্থ্যসন্ততিবশেন সমস্তমেন।
অস্তং প্রযাত্বপি চ সুস্থিতবান্ধবস্য
স ভ্রাতৃমিত্রতনয়স্য মমাস্তু শর্ম্ম ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীবঙ্গদেশসম্ভবেন কৌণ্ডিণ্যান্বয়েন মহাপ্রখ্যাতেন শ্রীমদনন্তনারায়ণাচার্য্যপৌত্রেণ সর্ব্বজ্ঞনন্দনা-(চা)র্যানুজেন শ্রীশৈলমল্লিকার্জ্জুনদেবস্য নাম্না প্রাখ্যাতমল্লিকার্জ্জুনসূরিণা বিরচিতং শিষ্যধীমহা(তন্ত্র)-ভাষ্যমেতৎ সম্পূর্ণং ॥ শ্রীঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥"

এই উপসংহারবাক্য হইতে জানা যায় যে, মল্লিকার্জ্জুন সূরি অনন্তনারায়ণাচার্য্যের পৌত্র এবং সর্ব্বজ্ঞনন্দনাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশ। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মল্লিকার্জ্জুন আত্মপরিচয়ে পিতৃনামের উল্লেখ করেন নাই। আমরাও অদ্যাবধি অপর কোন গ্রন্থে তাহা পাই নাই।

ওয়ারণ মল্লিকার্জ্জুন নামে একজন জ্যোতিষীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২) তিনি ৪২৭৯ কল্যব্দে অর্থাৎ ১১০০ শকে জীবিত ছিলেন। তিনি ও আমাদের গ্রন্থকার

১। লল্লাচার্য্য-প্রণীত জ্যোতির্গণিতের নাম সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিশারদ ভাস্করাচার্য্য প্রায় সর্ব্বত্রই 'ধীবৃদ্ধিদ' নামে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। ('সিদ্ধান্তশিরোমণি', বাপুদেব শাস্ত্রীর সংস্করণ, ১২৩, ২৫৯, ৪৪৩-৪ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এক স্থলে (ঐ, ৯৫ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন—'ধীবৃদ্ধিদতন্ত্র'। মল্লিকার্জ্জুন সূরি প্রায় সর্ব্বত্রই উহাকে 'শিষ্যধীমহাতন্ত্র' বলিয়াছেন। কচিৎ ছন্দোরক্ষার বিশেষ হেতুতে সংক্ষেপে 'শিষ্যধীতন্ত্র' কহিয়াছেন। মৈথিল চণ্ডেশ্বর-কৃত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তভাষ্যে' এই উভয় নামই পাওয়া যায়। সুধাকর দ্বিবেদী ঐ গ্রন্থ 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশ করিয়াছেন। (কাশী, ১৯৪৩ বিক্রমসম্বৎ)। স্বয়ং লল্লাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"নত্বা ব্রহ্মহরিত্রিনেত্রদিনকৃচ্ছীতাংশুভূনন্দন-
প্রালেয়াংশুসুতেজ্যমন্ত্রিভৃগুজচ্ছায়াসুতেভাননান্।
আচার্য্যার্য্যভটোদিতং সুবিষমং ব্যোমৌকসাং কর্ম্ম য-
চ্ছিষ্যাণামভিধীয়তে তদধুনা লল্লেন ধীবৃদ্ধিদম্ ॥"
—মধ্যমাধিকার, ১ম শ্লোক।

মল্লিকার্জ্জুন-ধৃত মূল গ্রন্থের গণিতাধ্যায়ের শেষে আর একটা শ্লোক আছে,—

"পদ্মাসনস্য মুখজগুণানামাশ্রয়শুভস্বরূপবতীং।
শিষ্যধীবৃদ্ধিদং কৃত্বা লল্লোঽহং স্তৌমি পার্ব্বতীং।
ব্রহ্মবিদ্যাং মহামায়াং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবার্চ্চিতাম্ ॥"

এই শ্লোকটি সুধাকর দ্বিবেদি-ধৃত পাঠে নাই। ইহাতে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, লল্লাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থের নাম 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ'।

২। Warren, *Kala Sankalita*, Madras, 1825, pp. 9, 369*f*. আরো দেখ, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', পুনা, ১৮১৮ শকবর্ষ, ৪৯২ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। তিনি বামেশ্বরের মধ্যরেখা হইতে দেশান্তর গণনা করিয়াছেন নাকি। সেই হেতু ওয়ারণ মনে করেন যে, তিনি তৈলঙ্গ দেশবাসী। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না। (পরে দেখ)।

'স্থরি' উপাধি দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, মল্লিকার্জ্জুন জৈনপন্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি বস্তুতঃ সনাতন বেদপন্থী ছিলেন। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানে'র উপক্রমে তিনি এই দেশের সনাতন পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণপূর্ব্বক আপনার ইষ্টদেবী চরাচরজগদ্ধাত্রী চণ্ডিকাদেবীর বন্দনা করিয়াছেন ; যথা,—

"শ্রীমহাগণাধিপতয়ে নমঃ। শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানপ্রারম্ভঃ। শুভমস্তু। শ্রীরস্তু॥

শ্রীমৎসুরাসুরারাধ্যচরণাম্বুরুহদ্বয়াম্।
চরাচরজগদ্ধাত্রীং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥ ১॥
সর্ব্বজ্ঞনঙ্গনাচার্য্যানামানুজ্ঞো মল্লিকার্জ্জুনঃ
প্রবক্ষ্যে শিষ্যধীতন্ত্রটীকাং স্পষ্টাং যথার্থতঃ॥ ২॥"

গ্রন্থ শেষ করিয়া তিনি কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছেন। টীকার মধ্যেও বিভিন্ন স্থলে মল্লিকার্জ্জুন বিভিন্ন পৌরাণিক দেবতাকে বন্দনা করিয়াছেন দেখা যায়। যথা 'ত্রিপ্রশ্নাধিকার' অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে "শ্রীমহাগণপতয়ে নমঃ," শেষে আছে "শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।" 'রাহুপর্ব্বানয়নাধিকার' অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে "শ্রীগণাধিপতয়ে নমঃ শ্রীরামায় নমঃ" এবং 'গ্রহোদয়াস্তময়পৌর্ণমাসীবর্ণাধ্যায়ে' "শ্রীবিঘ্নরাজায় নমঃ। হরি ওঁ। হয়বদনায় নমঃ।" মল্লিকার্জ্জুন স্থরি যে সনাতন বেদপন্থী ছিলেন, এই সম্বন্ধে কোন সংশয় অতঃপর থাকিতে পারে না।

কাল

মল্লিকার্জ্জুন-প্রণীত যেই গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহার কালের উল্লেখ নাই। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানে' তিনি তিনটা উদাহরণ দ্বারা গণনা-পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। উহার দুইটাতে তিনি ১১০০ শক সালের ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

"একাদশশতমিতশাকে কলিগতাব্দাশ্চতুঃসহস্রাণ্যেকোনাশীত্যধিকদ্বিশতানি চ ৪২৭৯। তৎ ফাল্গুন-পঞ্চদশ্যামমাবস্যায়াং সোমবাসরে দ্যুগণঃ ১৫৬২৯৩৬। সোমবারো গতঃ ভৌমবারে সূর্য্যোদয়কালিকো দ্যুগণোঽয়ং।"১)

"একাদশশতমিতশাকে কলিগতাব্দাযাদিগ্নাঃ সূর্য্যাদীনাং স্বস্বভাগহারাপ্তবীজফলং..." ২)

অপর উদাহরণে তিনি ১১০৭ শককাল গ্রহণ করিয়াছেন।

"অত্রোদাহরণম্। পূর্ব্বোক্তব্যাখ্যানক্রমেণ প্রকাশপট্টণে বিষুবচ্ছায়া ৫—৪৫। প্রাগ্‌যোজনানি ৮০। শাকে সপ্তাধিকৈকাদশশতমিতে ১১০৭ কলিগতাব্দাঃ ৪২৮৬। চৈত্রশুক্লাদ্বিতীয়ায়াং ভৌমদিনে রব্যুদয়কালিকদ্যুগণঃ ১৫৬৫৪৭৭, ..."৩)

১। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, মধ্যমাধিকার, ৪১ শ্লোকের (স্থরিমতে, দ্বিবেদীর মুদ্রিত গ্রন্থের মতে ৪৪ শ্লোকের) টীকা ; পাণ্ডুলিপি, ২৯ পৃষ্ঠা।

২। ঐ ; পাণ্ডুলিপি, ৩০ পৃষ্ঠা।

৩। পাতাধিকার, ১২ শ্লোকের টীকা, পাণ্ডুলিপি, ২৩৮ পৃষ্ঠা।

ইহাতে অনুমান হয় যে, মল্লিকার্জ্জুন সুরি ১১০০ শকে জীবিত ছিলেন। খ্রীষ্টাব্দ গণনায়, ১১০০ শক, ফাল্গুনী অমাবস্যা, সোমবার = ২০শে মার্চ্চ, ১১৭৮ খ্রীষ্টকাল এবং ১১০৭ শক, চৈত্র শুক্লদ্বিতীয়া, মঙ্গলবার = ৫ই মার্চ্চ, ১১৮৫ খ্রীষ্টকাল।

ঐ সময়ে মিথিলায় চণ্ডেশ্বর নামে এক জ্যোতির্ব্বিদ্ আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। তিনি 'সূর্য্যসিদ্ধান্তের' এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন।১ তাহাতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে তিনি ১১০০ ও ১১০৭ শককালের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

"অত্রোদাহরণম্। একাদশশতমিতশাকে ১১০০ পূর্ব্বোক্ত...। একাদশশতমিতশাকে ফাল্গুনামাবস্যায়াং সোমদিনে দ্যুগণ এষ সৃষ্ট্যাদিকঃ সিদ্ধসংখ্যাঃ"

"অত্রোদাহরণম্। কলিযুগাৎ প্রাক্. .। অতঃ কলিযুগে একাদশশতমিতশকান্তে ১১০০ কলিগতাব্দাঃ ৪২৭৯ ফাল্গুনান্তে অমাবস্যায়াং সোমদিনে কলিগতাব্দদ্যুগণঃ ১৫৬২৯৩৬।"

"অত্রোদাহরণম্। শাকে সপ্তাধিকৈকাদশশতমিতে ১১০৭ চৈত্র শুক্লাদ্বিতীয়ায়াং ভৌমদিনে ব্যবহারিকবর্ত্তমানযুগে কলিযুগাদিকে জ্ঞা (? যা) তাব্দাঃ ষড়শীত্যধিকদ্বিচত্বারিংশচ্ছতানি ৪২৮৬ দ্যুগণঃ..."

এই ভাষ্যে চণ্ডেশ্বর মল্লিকার্জ্জুন-কৃত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যানে'র উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"অয়ং যন্ত্রাধ্যায়ো ব্যাখ্যানসহিতঃ সর্ব্বজ্ঞনন্দনাচার্য্যনামানুজেন মল্লিকার্জ্জুনেন সূর্য্যসিদ্ধান্তগোলাধ্যায়-শলাকয়া ব্যাখ্যানে সম্যক্ প্রোক্তঃ।"২

এইরূপে মল্লিকার্জ্জুনের জীবিতকাল—১১০০ শক—একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে দেবগিরিতে ভারতগৌরব ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়, জন্ম ১০৩৬ শক) বিরাজমান ছিলেন। তিনি ১১০৫ শকে 'করণকুতূহল' প্রণয়ন করেন। অপর দিকে দেখা যায়, উহা হিন্দুস্থানে জ্যোতিষচর্চ্চার অন্তিম কাল। ঐ সময়ের অল্প কাল পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রচণ্ড বাত্যা আসিয়া এ দেশের জ্ঞানমহীরুহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিল।৩

গ্রন্থ-পরিচয়

এই পর্য্যন্ত আমরা মল্লিকার্জ্জুন-রচিত দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। দুইটাই টীকাগ্রন্থ। একটা লল্লাচার্য্য-প্রণীত 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র ব্যাখ্যান, অপরটা 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে'র ব্যাখ্যান।

'শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানে'র গ্রহগণিতাংশের একখানি পাণ্ডুলিপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে আছে। উহা মহীশূর রাজদরবারের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু-

---

১। "মৈথিল বাজপেয়সোমযাজী শ্রীচণ্ডেশ্বরাচার্য্য-বিরচিত সূর্য্যসিদ্ধান্তভাষ্যে"র নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির একখানি প্রতিলিপি ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আছে। ঐ পাণ্ডুলিপি বহু স্থানে খণ্ডিত; পাঠও বহু ভ্রষ্ট। ঘোষ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উহা আমাকে দেখিতে দিয়াছেন। চণ্ডেশ্বরের এই গ্রন্থের কিয়দংশের—মাত্র ১১, ১২, ও ১৩, অধ্যায়ের—পাণ্ডুলিপি 'ভাউদাজী সংগ্রহে, (রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বে শাখার গ্রন্থাগারে) সংরক্ষিত আছে। (H. D. Velankar, *Bhau Daji Collection*, p. 95, Ms. No 293).

২। পাণ্ডুলিপির পাঠ নিম্নপ্রকার:—"অয়ং যন্ত্রাধ্যায়ো ব্যাখ্যানসহিতো সর্ব্বজ্ঞানগণকাচার্য্যাণামনুজেন মল্লিকার্জ্জুন সূর্য্যসিদ্ধান্তগোলাধ্যায়শলাকয়া ব্যাখ্যান সম্যক্ প্রোক্তঃ।"

৩। এই বিষয়ে লেখকের "হিন্দুগণিতের অবনতি" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 'পঞ্চপুষ্প,' ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ' শ্রাবণ, ২২৫-২৩২ পৃষ্ঠা।

লিপির প্রতিলিপি মাত্র। গোলগণিতাংশের ব্যাখ্যান এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। লল্লাচার্য্যের 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র টীকা অপর কোন প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই সুতরাং মল্লিকার্জ্জুনের টীকা খুব মূল্যবান্। উহার অপর বৈশিষ্ট্য পরে প্রসঙ্গানুসারে প্রদর্শিত হইবে।

মল্লিকার্জ্জুন সূরি-রচিত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যান' আমরা এই পর্য্যন্ত দেখি নাই। লণ্ডন নগরীস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারের 'ম্যাকেঞ্জি সংগ্রহে' উহার কতকাংশ আছে।[১] অপর কোথাও আছে কি না, সেই সন্ধান পাই নাই। অথচ এক সময়ে উহার প্রামাণ্য যে হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্বীকার করিতেন, মৈথিল চণ্ডেশ্বরের লেখা দৃষ্টে উহা মনে হয়। ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই পর্য্যন্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের যতগুলি টীকার নাম জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে মল্লিকার্জ্জুনের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

কারিকা

"চৈত্রাদৌ গ্রহবিজ্ঞানং প্রাজ্ঞোক্তং বক্ষ্যতেঽধুনা।
অব্দেশশুদ্ধিনাড্যৈকাৎ[২] শুদ্ধিঃ শোধ্যা দিনাধিপঃ ॥ ১ ॥
শুদ্ধির্দিনগণাৎ জ্ঞেয়ঃ চৈত্রাদাবৃণসংজ্ঞকঃ।
তস্মাদংশাদিকং প্রাগ্বচ্চক্রাচ্ছুদ্ধো রবিস্তথা ॥ ২ ॥
তস্মাৎ প্রাগ্বৎ ধ্রুবাঃ শোধ্যা ভৌমাদ্যা ব্যত্যয়াদগু।
শুদ্ধির্ভবগুণাঃ শোধ্যাঃ সমাদ্যবমশেষতঃ ॥ ৩ ॥
তচ্ছেশোঽবমশেষঃ স্যাৎ অধিকা চেত্তদন্তরম্।
ঋণাখ্যোঽবমশেষঃ স্যাৎ ততঃ প্রাগ্বদ্রবৌ বিধুঃ ॥ ৪ ॥
চৈত্রাদিতিথয়োঽল্পাঃ স্যুঃ যদা শুদ্ধিস্তদন্তরম্।
শুদ্ধিস্তাৎকালিকী জ্ঞেয়া শেষং প্রাগ্বৎ গ্রহা অপি ॥ ৫ ॥
অব্দাদ্যহর্গণঃ প্রাগ্বদ্‌গুণিতশ্চন্দ্রভূষণৈঃ।
অব্দাদ্যবমশেষাদ্যো দিনাদ্যবমশেষকম্ ॥ ৬ ॥
যদি হ্যন্তরং স্যাদল্পমধিকং চেত্তদূনিতম্।
ইত্যেবাবমশেষঃ স্যাচ্চন্দ্রসিদ্ধ্যৈ দিনে দিনে ॥ ৭ ॥
গোঽগৈকবহ্নি (৩১৭৯) যুক্ শাকাদ্দিগ্ (১০) গুণাদ্ভাস্করাদিতঃ।
হ্যর্থাঙ্গাঙ্কৈ (৯৬৫২) খনন্দাঙ্কৈ (৬৯০)
রহ্নিতত্ত্বৈঃ (২৫৪) কুপঙ্‌ক্তিভিঃ (৫১) ॥ ৮॥
গজাঙ্কাব্ধিভিঃ (৪৯৮) .... (১৬৩) খখার্থৈ (৫০০) রব্ধ্যগেন্দুভিঃ (১৭৪)।
খেন্দ্রৈরাপ্তা বিধূচ্চস্য লিপ্তাদ্যাং সূর্য্যসম্মতম্ ॥ ৯ ॥
জ্ঞশীঘ্রার্কজভৌমেষু যুক্তাদন্যেষু শোধয়েৎ।
নন্দনার্য্যাম্বুজেনেত্থং শিষ্যধীতন্ত্রমূর্জ্জিতম্ ॥ ১০ ॥

১। H. H. Wilson, *Mackenzie's Collection*, second edition, 1828, Calcutta, p. 162.

২। পাঠান্তর—"অব্দেন্দুশুদ্ধিনাড্যৈক্যাৎ"

ত্রিঘ্নঃ কলিগতাব্দৌঘঃ খনখাপ্তোঽংশকাস্ততঃ।
বেদার্থাপ্তবশেষৈর্য্যে দ্বয়োরল্পং চলাংশকাঃ॥ ১১ ॥
ভৌমাদিমন্দতুঙ্গাংশা নগার্কনখদস্রকাঃ।
খাত্যষ্টিখাষ্টখাব্ধ্যশ্বি কেন্দ্রং তুঙ্গোনিতে গ্রহে॥ ১২ ॥
মন্দচ্ছেদাস্ত্রিষড়্দস্রাঃ শ্রুতীশাশ্চন্দ্রসায়কাঃ।
গজার্কারবিচন্দ্রশ্চ ত্রিষড়্দস্রাঃ শবাচলাঃ॥ ১৩ ॥
মন্দে দোর্জ্যা দশাভ্যস্তা স্বচ্ছেদাপ্তাঃ কলাঃ ফলং।
স্বর্ণং কেন্দ্রে তুলাজাদ্যে তেনার্কেন্দু স্ফুটৌ তয়োঃ॥ ১৪ ॥
দোর্জ্যান্তবগুণাভুক্তিস্তত্বদস্রোদ্ধৃতা পুনঃ।
দিগ্ঘ্নাচ্ছেদাদ্ধৃতা লিপ্তাঃ কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে॥ ১৫ ॥
স্বর্ণাস্তাভির্গতিঃ স্বেষ্টগতির্মন্দকুজাদিষু।
পক্ষাগ্নিদশলিপ্তোনদ্বীষবোঽষ্টশরা গ্রহাঃ॥ ১৬ ॥
ভৌমভার্গবসৌরীণাং গুণাঃ শৈঘ্রবুধেজ্যয়োঃ।
তিথিবামকলাযুক্তা গুণকৌ ভুগুণানৃপাঃ॥ ১৭ ॥
শীঘ্রাচ্ছোধ্যে গ্রহে কেন্দ্রে স্বদোর্জ্জীবাঞ্চ কোটিজাং।
গুণাভ্যস্তাং ভজেৎ খেভৈর্বাহুকোট্যোঃ ফলে স্বকে॥ ১৮ ॥
কোটিলব্ধোনযুক্ত্রিজ্যা কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে।
তদ্বর্গাদথ দোর্লব্ধবর্গযুক্তাৎ পদং শ্রুতিঃ॥ ১৯ ॥
ত্রিজ্যা বাহুফলাভ্যস্তা স্বকর্ণাপ্তা ফলজ্যকা।
তদ্ধনুঃ স্বফলং শৈঘ্র্যং কলাদ্যং ভূসুতাদিষু॥ ২০ ॥
স্বর্ণং তেন গ্রহাঃ স্পষ্টাঃ কেন্দ্রে মেষতুলাদিকে।
আদৌ শীঘ্রদলং মধ্যে মান্দমর্দ্ধং ততঃ পরম্॥ ২১ ॥
মান্দং সর্ব্বং গ্রহে মধ্যে শৈঘ্রঞ্চেতি স্ফুটাঃ গ্রহাঃ।
ত্রিজ্যান্ত্যকর্ণবিশ্লেষাদ্গত্যোর্বিশ্লেষসংগুণাৎ॥ ২২ ॥
শীঘ্রকর্ণোদ্ধৃতং লিপ্তাঃ কর্ণে ত্রিজ্যাধিকোণকে।
স্বর্ণাস্তাভির্গতিঃ স্পষ্টাঃ বক্রভুক্তির্ম হৃদ্গুণে[১] ॥ ২৩ ॥
অংশবর্গঃ খখত্র্যগ্নিগুণো লিপ্তাকৃতির্ভবেৎ।
লিপ্তাবর্গাৎ পদং খর্ত্তুহৃতমংশপদং ভবেৎ॥ ২৪ ॥
কল্পাদের্য্যগণাদ্রাহুঃ সবীজো ভগণাদিকঃ।
ভগণাদ্যর্কসংযুক্তঃ সষড়্ভোঽংশীকৃতস্ততঃ॥ ২৫ ॥
খধৃত্যাপ্তঃ ফলাকোননগৈঃ শেষাস্ত্র পর্ব্বতঃ।
কেন্দ্রশক্রধনাধীশবরুণাগ্নিযমাঃ ক্রমাৎ॥ ২৬ ॥
এতে গ্রহণপর্ব্বেশাঃ খধৃত্যাপ্তস্য তদ্গতং।
গম্যং বা ধৃতিশক্রোনং তদা গ্রাসোঽর্কচন্দ্রয়োঃ॥ ২৭॥

১। পাঠান্তর—"বক্রভুক্তির্মহৃদ্ধৃগে"

দ্যুগণাদ্ব্যগবহ্ন্যনাৎ খাগ্নাভিঃ খর্ত্তুবহ্নিভিঃ।
লব্ধং দ্বিত্রিগুণং সৈকং সূর্য্যাদ্যা নগহৃৎ ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥
শেষৌ সাবনমানস্য বিজ্ঞেয়ৌ মাসবর্ষপৌ।
প্রাক্‌প্রত্যগধ্বনঃ খেভৈরাপ্তং দেশান্তরং ঘটিঃ ॥ ২৯ ॥
স্বদেশমধ্যরাত্রোর্দ্ধে শরেন্দুঘটিকাক্ষণে।
প্রাগ্‌দেশান্তরনাড্যাদ্যে লঙ্কায়াং ভাস্করোদয়ঃ ॥ ৩০ ॥
তদ্দেশান্তরনাড়ীভিঃ প্রত্যগূনে তু তৎক্ষণে।
তদূর্দ্ধেষ্টঘটি দ্বিঘ্না হোরেশাঃ স্যুঃ শরোদ্ধৃতাঃ ॥ ৩১ ।
আদ্যো বারাধিপঃ শ্বেষ্টস্তত্তৎষষ্ঠ্যাস্তথাপরে।
দ্বাদশঘ্না গুরোর্যাতা ভগনাস্তদ্‌গ্রহান্বিতাঃ ॥ ৩২ ॥
অব্ধ্যশ্ব্যনা হৃতা ষষ্ট্যা শেষাব্দাঃ প্রভবাদয়ঃ।
বার্হস্পত্যাস্ততো ভাগাঃ সূর্য্যাভ্যস্তা নভোগুণৈঃ ॥ ৩৩ ॥
আপ্তা লব্ধ' গুরোর্ম্মাসাঃ তচ্ছেষাঃ দিবসাদিকাঃ।
ইত্যুক্তং শিষ্যধীতন্ত্রে পর্ব্বজ্ঞানাদিকং ময়া ॥ ৩৪ ॥
ক্ষেপঘ্নাক্ষাঙ্গুলা দিগ্‌ভিরসবঃ ক্ষেপদিশ্যথ।
তৎ সংস্কৃতং বিধোঃ স্পষ্টং চবার্দ্ধং চরখণ্ডজম্ ॥ ৩৫ ॥
চন্দ্রজ্ঞশুক্রসূর্য্যারগুরেড্যার্কিভমণ্ডলম্।
উর্দ্ধোর্দ্ধগাঃ ক্রমাত্তেষামধস্থো গ্রাহকৌ যুতৌ ॥ ৩৬ ॥
দোর্জ্যান্তরঘ্নভুক্ত্যংশা দিগাপ্তাঃ তদ্‌গতজ্যকাঃ।
তদ্‌গুণাস্ত্যফলজ্যায়াঃ ত্রিজ্যাপ্তাঃ ফলকার্ম্মুকম্ ॥ ৩৭ ॥
মান্দং ফলং গতৌ স্বর্ণং কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে।
শৈঘ্র্যে স্বকেন্দ্রভুক্তিজ্যা গুণিতাঽন্ত্যফলজ্যয়' ॥ ৩৮ ॥
কর্ণাপ্তা তদ্ধনুর্ভুক্তৌ কর্ণে ত্রিজ্যাধিকে ধনম্।
কর্ণে ন্যূনে ঋণং ভুক্তৌ বক্রভুক্তির্মহত্যূণে ॥ ৩৯ ॥
বিম্বার্দ্ধশুক্লবিশ্লেষবর্গাৎ ষড়্‌গুণিতাৎ পুনঃ।
বিম্ববর্গান্বিতং মূলং ধনুঃ কৃষ্ণেঽপি কৃষ্ণতঃ ॥ ৪০ ॥
বিম্বব্যাসো ধনুর্জ্যা স্যান্মধ্যা স্যাদ্দক্ষিণোত্তরা।
বিন্যস্য ধনুষো মধ্যং শুক্লকৃষ্ণাগ্রবিন্দুতঃ ॥ ৪১ ॥
দক্ষিণোত্তরবিন্দোস্তু ধনুঃ কোটিদ্বয়ং ন্যসেৎ।
ধনুষা খণ্ডিতং বিম্বং যথেভাসীত্তথাবী... ॥ ৪২ ॥
শুক্লখণ্ডং সিতে পক্ষে প্রত্যক্ স্যাদ্বিধুমণ্ডলে।
প্রাচীনং কৃষ্ণখণ্ডং স্যাৎ কৃষ্ণং ব্যক্তং সিতাসিতং ॥ ৪৩ ॥
অষ্টম্যাং উর্দ্ধতোঽধস্তাৎ প্রাক্ প্রত্যক্‌খণ্ডয়োঃ ক্রমাৎ।
ইন্দোঃ শৃঙ্গোন্নতির্জ্ঞেয়া পক্ষয়োরুভয়োর্ব্বুধৈঃ ॥ ৪৪ ॥"

ইহা বলা উচিত যে, মল্লিকার্জ্জুন সূরি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে এই কারিকা রচনা করেন

নাই। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কখনও তাহাতে অনুক্ত বিষয়ের পরিপূরণার্থ (২৫-৩৪ শ্লোক), কোথাও উক্ত বিষয়কে সুখোপায়ে জ্ঞাপনার্থ (৩৫, ৪০—৪৪ শ্লোক), কখনও বা কালান্তরে কর্ত্তব্য বীজসংস্কারার্থ (১২-২৩ শ্লোক), এই প্রকার বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন স্থলে শ্লোক রচনা করিয়াছেন। আমরা সমস্তগুলি এক স্থলে সংগ্রহ করিয়া দিলাম মাত্র। শ্লোকগুলি ব্যাখ্যানের বিভিন্ন অংশে নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহাদের সংখ্যা গ্রন্থকার ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরা উহার ব্যতিক্রম করি নাই। সূরি নিজে ঐ সমস্ত শ্লোকের ব্যাখ্যানও রচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে ভয়ে আমরা তাহা দিলাম না।

ঐতিহাসিক সন্দেশ—লল্লাচার্য্যের জন্মস্থান

হিন্দু জ্যোতির্গণিতের ইতিহাসের দৃষ্টিতে মল্লিকার্জ্জুনের রচনার বিশেষ মূল্য আছে। অদ্যাবধি অজ্ঞাত কতিপয় প্রাচীন তত্ত্বের সন্ধান উহাতে পাওয়া যায়। তাহার কোন কোনটার উল্লেখ আমরা এ স্থলে করিতেছি। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র প্রণেতা লল্লাচার্য্য হিন্দুস্থানের কোন্ অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি জানা যায় নাই। তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। মল্লিকার্জ্জুনের লেখা হইতে জানা যায় যে, লল্লাচার্য্য লাটদেশবাসী। চন্দ্রশৃঙ্গোন্নতির বর্ণনা করিতে গিয়া লল্লাচার্য্য লাট-নারীর সীমন্তশোভার সঙ্গে উহার তুলনা করিয়াছেন।

> "বাহ্বঙ্গুলানি যত এব নিবেশিতানি
> শৃঙ্গং তু তন্নমতি শেষমিহোন্নতং স্যাৎ।
> শুক্লেঽর্দ্ধবিম্বসদৃশে দলিতেঽর্দ্ধমৌর্ব্যা
> লাটীললাটতটরূপধরঃ শশাঙ্কঃ॥"১

এই শ্লোকের ব্যাখ্যান অবসরে মল্লিকার্জ্জুন টিপ্পনী করিয়াছেন যে, "লল্লাচার্য্যেণ দেশপক্ষপাতাৎ লাটস্ত্রীণাং প্রশংসার্থং তাসাং মুখং সম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমিত্যুক্তম্।" জন্মভূমির প্রতি পক্ষপাত মানবসাধারণ। বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশের দক্ষিণাংশের প্রাচীন নাম লাট। তখন গুর্জ্জর বলিতে মাত্র উত্তরাংশকে বুঝাইত। গুর্জ্জর ও মালবের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম লাটদেশ।২

১। 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ,' দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, চন্দ্রশৃঙ্গোন্নত্যধিকার, ১৭শ শ্লোক।

২। দাক্ষিণ্যচিহ্ন সূরি ৬৯৯ শকে 'কুবলয়মালা কথা' নামে একখানি কথাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি আঠারটি প্রাদেশিক ভাষার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যেই ক্রমে ঐ সকল প্রদেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই, "...সিন্ধু-মরু-গুর্জ্জর-লাট-মালব-কর্ণাটক......।" লাটদেশের ভাষার নমুনাস্বরূপে তিনি লিখিয়াছেন,—

> "ণ হাউলিও-বিলিত্তে কয়সীমন্তে সুসোহিয়সুগত্তে।
> 'আহম্হ কাইং তুম্হং মিত্তু' ভণিরে পেচ্ছএ লাড়ে॥"

[সংস্কৃতছায়া—স্নাতোলিপ্তবিলিপ্তান্ কৃতসীমন্তান্ সুশোভিতসুগাত্রান্।
'আহমহ কাইং তুমহং মিত্তু' ভণতঃ প্রেক্ষতে লাটীয়ান্॥]

ইহাতেও লাটনারীর সীমন্তশোভার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। *Three Apabhrams'a Works of Jinadattasuri*, edited by L. B. Gandhi, 1927, Baroda, Gaekwad Oriental Series, vol. xxxvii, Introduction, p. 91, অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সোমসিদ্ধান্ত

অষ্টাদশ প্রাচীন জ্যোতিষসিদ্ধান্ত গ্রন্থের দুইটির নাম—সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং সোমসিদ্ধান্ত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত অদ্যাবধিও গণকসমাজে সুপরিচিত। কিন্তু সোমসিদ্ধান্ত একেবারে অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কালে কালে সংস্করণবশতঃ এই দুই সিদ্ধান্ত এত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের মূল স্বরূপ কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইদানীন্তন কালে তাহাদের সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, উহা তাহাদের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ অবলম্বনে হইয়া থাকে। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাস-প্রণেতা পণ্ডিত শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত লিখিয়াছেন যে, সোমসিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে সূর্য্যসিদ্ধান্ততুল্য। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ'-রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের মতও তাহাই। কিন্তু মল্লিকার্জ্জুনের মতে সূর্য্যসিদ্ধান্তে ও সোমসিদ্ধান্তে বিশেষ প্রভেদ আছে। তিনি বলেন, "সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণং বহুসম্মতং। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তমধ্যগ্রহাঃ সর্ব্বসম্মতাঃ।"[১] সেই হেতু তিনি কোন কোন বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তের, অপর বিষয়ে সোমসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন।

'অস্মিন্ শিষ্যধীমহাতন্ত্রে সম্যক্ পরিজ্ঞাতে গণকানাং গোলাধ্যায়পর্য্যন্তং সূর্য্যসিদ্ধান্তং সম্যক্ পরিজ্ঞায়তে। যদ্বিশেষজ্ঞানং ততোঽপ্যধিকমেব জ্ঞানং স্যাৎ। তস্মাদত্র বর্ষান্তশুদ্ধিদিনাদিকমেব গ্রহাণাং পরিকল্প্য চৈত্রশুক্লপ্রতিপদাদিতিথিষু শুদ্ধিপর্য্যন্তং গ্রহানয়নং। অতঃপরং চন্দ্রসিদ্ধ্যর্থং প্রতিদিনমবমাবশেষকঞ্চ সূর্য্যসিদ্ধান্ততুল্যাঃ গ্রহাঃ যথা ভবন্তি তথা চন্দ্রচন্দ্রোচ্চপাতা অপি সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ সর্ব্বদা যথা ভবন্তি তথাস্মিন্নপি শিষ্যধীমহাতন্ত্রে গ্রহাঃ দৃগ্‌গোচরাঃ সন্তঃ তত্ত্বৈজ্ঞর্জ্ঞায়ন্তে। যথা তথানুক্রমেতৎ সর্ব্বমস্মাভির্দশভিঃ শ্লোকৈঃ কথ্যতে।"[২]

এই বলিয়া তিনি তাঁহার কারিকা আরম্ভ করিয়াছেন। কারিকোক্ত প্রথম দশ শ্লোকের ব্যাখ্যানশেষে মল্লিকার্জ্জুন লিখিয়াছেন,—"অনেন বীজসংস্কৃতাঃ সূর্য্যভৌমবুধশীঘ্রগুরুশুক্রশীঘ্রশনৈশ্চরাঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যুঃ, চন্দ্রচন্দ্রোচ্চপাতাঃ সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যুঃ।"[৩] কারিকার ১২শ হইতে ২৩শ শ্লোকে তিনি সোমসিদ্ধান্তোক্ত স্পষ্টীকরণ-প্রকার বিবৃত করিয়াছেন।[৪] সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, মল্লিকার্জ্জুন সোমসিদ্ধান্তোক্ত গণনাপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। মৈথিল চণ্ডেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তাঁহার গুরুসম্প্রদায় সোমসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতেন।

খণ্ডখাদ্যক-করণ

আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫২০ শক) পরিণত বয়সে (৫৮৭ শকে) জ্যোতিষ সম্বন্ধে একখানি করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহার নাম 'খণ্ডখাদ্য' বা 'খণ্ডখাদ্যক'।[৫] এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, "আর্য্যভটতুল্যফল" গণনা করাই তাঁহার

১। শিষ্যধীমহাতন্ত্র; সূরিমতে 'কুজাদিস্পষ্টীকরণ' নামক ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোকের (দ্বিবেদী মতে, 'স্পষ্টাধিকার' নামক ২য় অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকের) টীকা দ্রষ্টব্য। পাণ্ডুলিপি ৬২-৩ পৃষ্ঠা।

২। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, ১ম অধ্যায়, ৩৯শ শ্লোকের টীকা। পাণ্ডুলিপি ২৪ পৃষ্ঠা।

৩। পাণ্ডুলিপি, ২৮ পৃষ্ঠা। ৪। পাণ্ডুলিপি, ৩৬-৭ পৃষ্ঠা।

৫। মল্লিকার্জ্জুনের ব্যাখ্যানগ্রন্থের সর্ব্বত্র উহার 'খণ্ডকাদ্য' নাম পাওয়া যায়। উহা কি লেখকদোষ, না, গ্রন্থের প্রকৃত নাম, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না।

লক্ষ্য। লল্লাচার্য্যের 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র উদ্দেশ্যও তাহাই।১ মল্লিকার্জ্জুন সূরি বলেন যে, খণ্ডখাদ্যকে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত মধ্যমগ্রহকে সোমসিদ্ধান্তোক্ত প্রকারে স্পষ্ট করা হইয়াছে মাত্র।

"সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণং বহুসম্মতং। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তমধ্যগ্রহাঃ সর্ব্বসম্মতাঃ। তস্মাৎ খণ্ডখাদ্যকরণে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তগোলবীজকৃতমধ্যমাঃ সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণেন স্পষ্টীকৃতাঃ।"২

"অনেন প্রকারেণ স্ফুটীকৃতাঃ সূর্য্যাদয়ঃ সোমসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি। খণ্ডখাদ্যকেঽপি কৃতবীজস্ফুটগ্রহাঃ সোমসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি।"৩

বরাহমিহিরাচার্য্য-বিরচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় বিবৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত গ্রহফলাদির সহিত যে খণ্ডখাদ্যকোক্ত ফলাদির সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি, আধুনিক কালে থিবো আকর্ষণ করেন।৪ অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাহা আরও বিশদ করিয়া প্রদর্শন করেন।৫ সোমসিদ্ধান্তের সঙ্গে যে খণ্ডখাদ্যকের সম্পর্ক আছে, তাহা এত দিন অজ্ঞাত ছিল। মল্লিকার্জ্জুনের লেখাতে সেই সন্ধান আমরা প্রথম পাই।

আর্য্যভটসিদ্ধান্ত

আচার্য্য আর্য্যভট-(জন্ম ৩৯৮ শক) বিরচিত একখানি মাত্র গ্রন্থই এখন পাওয়া যায়। উহার নাম 'আর্য্যভটীয়'। উহাতে প্রদত্ত গ্রহফলাদি হইতে খণ্ডখাদ্যকোক্ত ফলাদির প্রভেদ দেখা যায়। অথচ খণ্ডখাদ্যকের উদ্দেশ্য "আর্য্যভটতুল্যফল" প্রদান করা, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই কারণে শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত অনুমান করেন যে, (প্রথম) আর্য্যভট-বিরচিত অপর গ্রন্থও ছিল, তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মগুপ্ত 'খণ্ডখাদ্যকে' সেই গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন।৬ অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ও তাহাই বলেন।৭ আর্য্যভট-বিরচিত একাধিক গ্রন্থের বা জ্যোতির্গণনা-পদ্ধতির সন্ধান বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থেও পাওয়া যায়।৮ আমরা অদ্যাবধি এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারি নাই।৯ উহার বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে

১। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, ১৩শ অধ্যায়, ২২শ শ্লোক। "আর্য্যভটাভিধানসিদ্ধান্ত-তুল্যফলমেতদকারি তন্ত্রম্।"

২। পাণ্ডুলিপি, ৬২-৩ পৃষ্ঠা। ৩। পাণ্ডুলিপি, ৬৭ পৃষ্ঠা।

৪। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', থিবো ও দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, বেনারস, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ, Introduction pp. xix*f*.

৫। Probodhchandra Sengupta, "Aryabhata's Lost Work," *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. xxii, 1930, pp. 113-120.

৬। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ১৯৭-৮ পৃষ্ঠা।

৭। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ, ১১৬ পৃষ্ঠা।

৮। বরাহমিহির-বিরচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১৫ অধ্যায়, ২০ শ্লোক, ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১ অধ্যায়, ৫ ও ১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯। এই পর্য্যন্ত আর্য্যভট নামে দুই জন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমাদের কখন কখনও মনে হইয়াছে যে, ঐ নামের ততোধিক ব্যক্তি ছিলেন। প্রবন্ধান্তরে আমরা তাহার ইঙ্গিতও করিয়াছি। "Two Aryabhatas of Al-Biruni" নামক আমাদের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. xvii, 1926, pp. 59-74, বিশেষভাবে ৬৮-৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতে পারে না। তবে আর্য্যভটের গ্রহবিজ্ঞান সম্বন্ধে মল্লিকার্জ্জুনের মত কি, তাহার উল্লেখ করিব। কারণ, ভবিষ্যতে যিনি এ বিষয়ের আলোচনা করিবেন, ইহা তাঁহার উপকারে আসিবে। মল্লিকার্জ্জুন লিখিয়াছেন,—

"আর্য্যভটাচার্য্যমতে ভৌমাদীনাং মন্দোচ্চপাতভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যতে। গ্রহাণাং স্ফুটীকরণপ্রকারা অপি বহবঃ। তত্রোক্তৈঃ স্বল্পপ্রকারৈরপি স্পষ্টীকৃতা গ্রহাঃ স্বল্পান্তরাঃ ভবন্ত্যেব। তৎ কথমিত্যুক্তে গ্রহাণাং স্বমন্দোচ্চশীঘ্রোচ্চাখ্যগ্রহাকৃষ্টপূর্ব্বদিগ ভাগাদিকসাম্যাৎপরিমাণস্য দুর্ল ক্ষণত্বাদনেকপ্রকারস্পষ্টীকরণেন নিশ্চয়স্যাশক্যত্বাৎ। পূর্ব্বশাস্ত্রাণ্যালোচ্য তদনুসারেণানেকপ্রকারার্য্যভটাচার্য্যেণোক্তং। তস্মাদেষাং প্রকারাণাং মধ্যে একপ্রকারেণ কদাচিৎ স্পষ্টাঃ। অপরেণ প্রকারেণাস্থণাগোলবশাৎ কালবশাৎ মন্দোচ্চশীঘ্রোচ্চানামিচ্ছাকর্ষণবশাচ্চ ভগণগ্রহাদৃকতুল্যতাং গচ্ছন্তীতি স্পষ্টীকরণং বহুধা জ্ঞাতব্যং। এবং তত্র মন্দোচ্চভাগানাং বহুসংমত্যাদ্দ্বিতীয়পাঠোঽস্তি... ।"[১]

ইহাতে দেখা যায় যে, গ্রহসংস্থান নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আর্য্যভট বহু গণনা-প্রকার লিখিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি পুরোগত গণিতাচার্য্যদের উদ্ভাবিত প্রকারের সারসংগ্রহ মাত্র

গ্রহসংস্থান

স্বসময়ে গ্রহাদির ধ্রুবক, বীজফল এবং সংস্থান কি ছিল, মল্লিকার্জ্জুন তাহা প্রসঙ্গক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[৩] আমাদের ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে তাহাদের কতিপয়ের পাঠ যে ভ্রষ্ট, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। অপর কতিপয়ের সম্বন্ধে শুদ্ধাশুদ্ধ কিছুই বলা যাইতে পারে না। অন্য কোন পাণ্ডুলিপি না পাওয়াতে আমরা উহাদের পাঠশুদ্ধি বিনিশ্চিত করিতে পারিলাম না। যেমনটি আছে, তেমনটিই দিলাম। সহজবোধ্য অশুদ্ধ অঙ্কের পাশে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) দিয়া সংশোধিত করা গেল। যে সকল গ্রহের কোন সংস্থানের—মধ্য কি স্ফুট—পাঠ ভ্রমপূর্ণ নির্ণয় করিবার উপায় নাই, সে সকল গ্রহের পূর্ব্বে (?) চিহ্ন দেওয়া হইল। বীজফল ও ধ্রুবক সম্বন্ধে কিছুই বলা যাইতে পারে না।

১। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্র', সূরিমতে 'কুজাদিস্পষ্টীকরণ' নামক ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোকের (দ্বিবেদী মতে 'স্পষ্টাধিকার' নামক ২য় অধ্যায়, ২৮শ শ্লোকের) টীকা।

২। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, মল্লিকার্জ্জুন সূরির (১১০০ শাক) পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে আর্য্যভট নামে দুই জন জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রথম জন ৪২১ শাকে 'সায়ম্ভুবসিদ্ধান্ত' অনুসরণে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অপরে ৮৭২ শাকের আসন্নকালে 'পরাশরসিদ্ধান্তে'র অনুসরণে সিদ্ধান্ত রচনা করেন। মল্লিকার্জ্জুন এই দুই গণকের মধ্যে গোল পাকাইতেছেন কিনা, বিচার্য্য।

৩। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, মধ্যমাধিকার, ৪১ শ্লোকের (সূরিমতে ; দ্বিবেদীমতে ৫৪ শ্লোকের) টীকা। পাণ্ডুলিপি ৩০-১ পৃষ্ঠা। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, মৈথিল চণ্ডেশ্বরাচার্য্য-প্রদত্ত তৎকালিক গ্রহসংস্থান কথঞ্চিৎ ভিন্ন। তাঁহার মতে ঐ সময়ে স্ফুটগ্রহসংস্থান এই,—

রবি	=	১১ রা	২৩°	৫২′	১৪″	শুক্র	=	৯ রা	৪°	১৫′	৫৩″
চন্দ্র	=	১১ রা	২৫°	৭′	৭″	শুক্রশীঘ্রোচ্চ	=	৮ রা	১২°	১৬′	৪২′
মঙ্গল	=	০ রা	৮°	৪৫″	৬″	শনি	=	২ রা	৩°	২৯′	৫৩″
বুধশীঘ্রোচ্চ	=	৯ রা	১°	১১′	৪২″						

(১) ১১০০ শাকে সূর্য্যাদির বীজফল,—

সূর্য্যফল =	—	৪′ ২৮″
চন্দ্রফল =	—	৬২′ ১″
মঙ্গল ফল =	+	১৬৮′ ২৮″
বুধশীঘ্র ফল =	+	৮৩৯′ ১″
বৃহস্পতি ফল =	—	৮৫′ ৫৫″
শুক্রশীঘ্র ফল =	—	২৬′ ৩১″
শনি ফল =	—	৫′
রাহু ফল =	—	৪৫′ ৫৫′
চন্দ্রোচ্চ ফল =	--	৩০৫′ ৩৯″

চৈত্রশুক্লপ্রতিপদ্, মঙ্গলবার, সূর্য্যোদয়কালে গ্রহ-সংস্থান,—

	মধ্যগ্রহ				স্ফুটগ্রহ			
সূর্য্য	১১ রা	২৪°	১১′	২৭″		...	...	
চন্দ্র	১১ রা	২৯°	২৩′	৫৭″	১১ রা	২৮°	২১′	৫৬″
মঙ্গল	০ রা	৬°	৪′	১০″	০ রা	৮°	৫২′	২৮″(?৩৮″)
বুধশীঘ্র	৮ রা	১৮° (?৩৮°)	১৫′	৪০″	৯ রা	২°	১৪′	৪১″
? বৃহস্পতি	৯ রা	৫°	৪′	১৫″	৯ রা	৪°	১৭′	১০″
? শুক্রশীঘ্র	৮ রা	১৭°	৪′	৪০″	৮ রা	১২°	২৪′	৯″
? শনি	২ রা	২৪°	৫৭′		২ রা	৩°	০′	৩২″
? রাহু	৬ রা	১°	৩৭′	৩২″	৫ রা	১৮°	১৭′	২৬″
চন্দ্রোচ্চ	১০ রা	০°	৬′	৭″	৯ রা	৫৫°	০′	২৮″

ধ্রুবক,—

ভৌম ধ্রুব	=	০ রা	৯°	৯′	২৯″
বুধশীঘ্র ধ্রুব	=	৯ রা	১২°	২২′	৫৪″
গুরু ধ্রুব	=	৯ রা	৬°	১২′	২৮″
শুক্রশীঘ্র ধ্রুব	=	৮ রা	২৬°	৩১′	১৬″
শনি ধ্রুব	=	২ রা	২°	১৬′	৪৭″
রাহু ধ্রুব	=	০ রা	৭°	৫৫′	১৬″
চন্দ্রোচ্চ ধ্রুব	=	৭ রা	০°	৪৫′	৩০″

রা = রাশি। মল্লিকার্জ্জুন এখানে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন,—

"এতে ধনশুদ্ধিদ্যুগণানীতাঃ সূর্য্যাদয়ঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যুঃ। চন্দ্রোচ্চরাহূ সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যৌ। এতয়োঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তে ভাগাধিক্যমনয়োরেব ব্রহ্মসিদ্ধান্তে লিপ্তান্তরমল্পমেব। গোলবীজখণ্ডখাদ্যকোক্তার্কাদি-স্থিরস্থিতে এতে সর্ব্বে সবীজা অর্কাদয়ো রাহুচন্দ্রোচ্চাসহিতাস্তুল্যা এব চ।"

(২) ১১০৭ শাকে, চৈত্র শুক্লদ্বিতীয়া, মঙ্গলবার, সূর্য্যোদয়কালে :—

মধ্য রবি	=	১১ রা	৮°	৩২′	অয়নাংশ	=		১০′	১৭′
মধ্য চন্দ্র	=	১১ রা	২৯°	২৯′	চন্দ্রার্কযোগ	=	১১ রা	২৭°	২১′
চন্দ্রোচ্চ	=	৮ রা	৭°	১′	ন্যূন লিপ্তা	=			১৫৯′
বাহু	=	০ রা	৩১°	৩৭′	তৎকাল রবি	=	১১ রা	২১°	৭′
স্ফুট রবি	=	১১ রা	১০°	৪০′	চন্দ্র	=	০ রা	৮°	৫৩′
স্ফুট চন্দ্র	=	১১ রা	২৬°	৭′	রাহু	=	১ রা	৩°	৩৬′
রবিভুক্তি	=		৫৯′	৩০″	রবি দক্ষিণ ক্রান্তি	=	২১৫′		
চন্দ্রভুক্তি	=		৮৪৩′	৩০″	চন্দ্রোত্তর ক্রান্তি	=	২১৫′		
					দক্ষিণ বিক্ষেপ	=	১৫৫′		
					চন্দ্রস্ফুটোত্তর ক্রান্তি	=	৬০′		

জ্যোতিষে পারদর্শিতা

জ্যোতিঃশাস্ত্রে মল্লিকার্জ্জুন সূরির পারদর্শিতা এবং কৃতিত্ব বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। তাঁহার বিরচিত সমস্ত গ্রন্থের অভাবে এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা সম্ভব নহে। অধুনা প্রাপ্ত গ্রন্থের পাঠ ভ্রষ্ট বলিয়া তাহার আধারে অনুমান করাও নির্দ্দোষ হইতে পারে না। তথাপি ইহা বলা অত্যুক্তি নহে যে, মল্লিকার্জ্জুন জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কারিকাই উহার প্রমাণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, লল্লাচার্য্যের গ্রন্থে অনুক্ত বিষয়ের পরিপূরণ, তাহাতে বিবৃত কোন কোন বিষয়কে সুখোপায়ে আনয়ন, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে তিনি ঐ কারিকা রচনা করেন। শাস্ত্রে অপারদর্শী ব্যক্তির পক্ষে উহা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে বাহ্য প্রমাণও আছে। বাঙ্গালী মল্লিকার্জ্জুন ও মৈথিলী চণ্ডেশ্বর সমসাময়িক ছিলেন। চণ্ডেশ্বর মল্লিকার্জ্জুনের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। মল্লিকার্জ্জুন সাধারণ পণ্ডিত হইলে তাঁহার যশ ঐ সময়ে বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া মিথিলায়ও ব্যাপ্ত হইত না। অপর পক্ষে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়)—যিনি সর্ব্ববাদিমতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু গণিতিক, তাঁহার প্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ চণ্ডেশ্বর বা মল্লিকার্জ্জুন কেহই করেন নাই। মল্লিকার্জ্জুন যন্ত্ররচনায় বিশেষ কৃতী ছিলেন বোধ হয়। নতুবা চণ্ডেশ্বর স্বরচিত সূর্য্য-সিদ্ধান্তের ভাষ্যে মল্লিকার্জ্জুনের যন্ত্রবিবরণ উদ্ধৃত করিতেন না।

চণ্ডেশ্বর তাঁহার সমসাময়িক গণক মল্লিকার্জ্জুন সূরির নাম করিয়াছেন, অথচ তদপেক্ষা বহু কৃতী এবং খ্যাতিমান্ সমসাময়িক গণকচূড়ামণি ভাস্করাচার্য্যের নামোল্লেখ করেন নাই, ইহা মল্লিকার্জ্জুনের বাঙ্গালীত্বের অপর প্রমাণ। ভাস্করের জন্মস্থান দেবগিরি (খান্দেশ জেলায়) চণ্ডেশ্বরের জন্মস্থান মিথিলা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তাই ভাস্করের কৃতিত্বখ্যাতি তখনও মিথিলা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় নাই। অপর পক্ষে মল্লিকার্জ্জুনের জন্মভূমি বঙ্গদেশ মিথিলার সন্নিকটবর্ত্তী। অধিকন্তু তাঁহাদের সমকালে বাঙ্গালার বিদ্যাপ্রবাহের সঙ্গে মিথিলার বিদ্যাপ্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই হেতু মল্লিকার্জ্জুনের কৃতিত্বখ্যাতি চণ্ডেশ্বরের কানে পৌছিয়াছিল, তাহা খুবই স্বাভাবিক। ঐ হেতুই মল্লিকার্জ্জুনের জন্মস্থান ওয়ারেন ও দীক্ষিতের অনুমানানুরূপ সুদূর তেলেগুদেশে (রামেশ্বরের সন্নিকটে) হইতে পারে না।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

ন্যায়দর্শন

সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

পরিষদের সদস্য-পক্ষে মূল্য ৬॥০ এবং সাধারণ পক্ষে—৮॥০

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র রায় এম এ

পরিষদের সদস্য-পক্ষে—মূল্য ৫৲ এবং সাধারণ-পক্ষে ৬॥০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'সমাচারদর্পণ' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র হইতে সেকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই গ্রন্থে বিষয়-বিভেদে এবং পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, সমাজ, ভাব ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনাকারিগণের অবশ্যপাঠ্য।

প্রথম খণ্ডের মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২৶০, সাধারণের পক্ষে ২।০।

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য যথাক্রমে—৩৲, ৩।০, ৩॥০ টাকা।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম, এ, ডি লিট, মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহিত। ১৭৯৫—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। মূল্য সাধারণ ও সদস্যপক্ষে ১॥০ ও ১।০।

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"প্রথম পথিকৎ হিসাবে না হউক, সেই পথকে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুগম্য করিবার জন্য গ্রন্থকার যে পরিশ্রম, যত্ন ও অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহা তাহার গ্রন্থকে শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আদরণীয় করিবে এবং বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক তাহার উপকার সহজে ভুলিতে পারিবে না।"

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী

(ক) বৃন্দাবনকথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, মূল্য সাধারণ পক্ষে ২॥০, সদস্য-পক্ষে ১৸০

(খ)	মেঘদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ	১৲,	৸০
(গ)	ঋতু-সংহারম্ (মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার	১৲,	১৲
(ঘ)	পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার	।৶০,	।৶০
(ঙ)	উত্তরপাড়া-বিবরণ—শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	।০,	।০
(চ)	ভারত-ললনা—৺রামপ্রাণ গুপ্ত	।/০	।/০
(ছ)	A History of Bengali Literature—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বি, এ	২৲,	২৲
(জ)	Rabindranath . His Mind and Art and other Essays ঐ	১৲,	১৲

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[একচত্বারিংশ ভাগ]

মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা*

দশাঙ্ক-সংখ্যা-প্রণালী হিন্দুর অতুল কীর্ত্তি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমস্ত সভ্য জাতি কর্ত্তৃক এখন তাহা পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোন্ অতীত কালে কোন্ মহর্ষি উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানা নাই। এই বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু গণিতবিদ্‌গণ সম্পূর্ণ নীরব। পুরাণের মতে, উহার আবিষ্কর্ত্তা ব্রহ্মা।[১] পরবর্ত্তী কালের কোন কোন গণিতবিদ্‌ও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।[২]

দশাঙ্ক-সংখ্যা ব্যবহারের যে সমস্ত প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটাই তত পুরাতন নহে।[৩] 'অনুযোগদ্বার-সূত্র' নামক জৈন আগমগ্রন্থে একটা উনত্রিংশস্থানী সংখ্যার উল্লেখ আছে। সেই গ্রন্থ শকপূর্ব্ব প্রথম, কি দ্বিতীয় শতকে রচিত। পিঙ্গলাচার্য্যকৃত 'ছন্দঃসূত্রে' শূন্য, এক ও দুই অঙ্কের প্রয়োগ আছে। সুতরাং তাহার রচনাকালে দশাঙ্ক সংখ্যা নিঃসন্দেহ ছিল। দুঃখের বিষয় যে, পিঙ্গলাচার্য্যের কাল এখনও সঠিক নিরূপিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতজ্ঞগণের মতে, তিনি শককালারম্ভের তিন

---

* ১৩৪০, ২৩এ পৌষ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। যথা বায়ুপুরাণে (১০১২০৮) আছে—

> "এষা সংখ্যাকৃতা সংখ্যা ঈশ্বরেণ স্বয়ম্ভুবা।
> গণনা বিনিবৃত্তৈনা সংখ্যা ব্রাহ্মী চ মানুষী॥"

২। সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ ভাস্করাচার্য (দ্বিতীয়, জন্ম ১০৩৬ শক) এবং তাঁহার টীকাকার কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ (১৫০০ শক প্রায়) এই কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। আরব ঐতিহাসিক অল্-মাসুদি হিন্দুস্থানে আসিয়া (৮৩৪ শকে) তাহা শুনিয়াছিলেন। (লেখকের "Testimony of Early Arab Writers on the Origin of Our Numerals" নামক প্রবন্ধ দেখ। *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol 24 (1932), pp 193-218 ; বিশেষভাবে ১৯৫ পৃষ্ঠা)।

৩। এই সম্বন্ধে সবিস্তর জানিতে হইলে পরোক্ত প্রবন্ধ ও পুস্তক দ্রষ্টব্য—শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত-লিখিত, "Early History of the Principle of Place Value" (*Scientia*, 1931) 1 "Early Literary Evidence of the Use of the Zero in India" (*American Mathematical Monthly*, vol. 33 (1926), pp 449—454 , vol. 38 (1931), pp 566-572) ; "A Note on the Hindu Arabic Numerals' (*Ibid*, vol 33 (1926), pp 220-1). D. E. Smith and L. C. Karpinski, *Hindu Arabic Numerals*, Boston, 1911.

শত বৎসরেরও পূর্ব্বেকার লোক। হিন্দু পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, তিনি আরও প্রাচীন।১ দশাঙ্ক-সংখ্যার অপরাপর প্রমাণ শককালীয়। তাহাদের অধিকাংশই আবার চারি শত শকেরও পরবর্ত্তী সময়ের। তাহার পূর্ব্বেকার প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত বস্তুত খুব কমই পাওয়া গিয়াছে।২

সম্প্রতি আমরা একটা নূতন প্রমাণ পাইয়াছি। তাহা হইতে প্রতীয়মান হয়, মহাভারত-কালেরও পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল। মহাভারতে একটা সুপ্রাচীন আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি অষ্টাবক্র কোন সময়ে—তখন তিনি দ্বাদশবর্ষীয় ব্রহ্মচারী বালক মাত্র—বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বন্দীর সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। ঐ বন্দী মহাবিদ্বান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা সংখ্যাত্মক বস্তু উল্লেখে বাদানুবাদ আরম্ভ করেন।

বন্দী উবাচ,

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিধ্যতে
এক সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি।
একো বীরো দেবরাজোঽরিহন্তা
যমঃ পিতৄণামীশ্বরশ্চৈক এব ॥ ৮ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ৌ
দ্বৌ দেবর্ষী নারদপর্ব্বতৌ চ।
দ্বাবশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে
ভার্য্যাপতী দ্বে বিহিতে বিধাত্রা ॥ ৯ ॥

বন্দী উবাচ

ত্রিঃ সূয়তে কর্ম্মণা বৈ প্রজেয়ং
ত্রয়ো যুক্তা বাজপেয়ং বহন্তি।
অধ্বর্য্যবস্ত্রিসবনানি তন্বতে
ত্রয়ো লোকাস্ত্রীণি জ্যোতীংষি চাহুঃ ॥ ১০ ॥

১। মহাভারতে (নীলকণ্ঠকৃত টীকা সহ, পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ, আদিপর্ব্ব, ৫৩।৬,৭) দেখা যায়, মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৃত ঋত্বিকগণের মধ্যে পিঙ্গল নামে দুই জন ঋষি ছিলেন। একজন অধ্বর্য্যু, অপরে সদস্য ছিলেন। ঐ সত্রে সশিষ্য ভগবান্ বেদব্যাস এবং আরও অনেক মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন। মগধাধিপতি বিন্দুসারের প্রধান সভা-পণ্ডিতের নামও পিঙ্গলাচার্য্য ছিল। ইঁহাদিগের কে 'ছন্দঃসূত্রে'র রচয়িতা, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

২। মধ্যভারতে নাগপুরের সন্নিকটে বিক্রমখোল গুহায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যার প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। ঐ লিপি নাকি শকাব্দ-প্রবর্ত্তক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা সাতবাহন বা শালিবাহন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। উহার উৎকীর্ণ কাল 'রসসির' অর্থাৎ ১৬ অব্দ। রস=৬, সির=সূর্য্য=১। যাহা হউক, শিলালিপিজ্ঞগণ এখনও এই বিষয়ে সন্দেহমুক্ত নহেন। (শ্রীহরিদাস পালিত, "বিক্রমখোল-লিপি," প্রবাসী, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ সংখ্যা, ৫৪০—৩ পৃষ্ঠা)।

অষ্টাবক্র উবাচ,

চতুষ্টয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং
চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি।
দিশশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়ঞ্চ
চতুষ্পদা গৌরপি শশ্বদুক্তা ॥ ১১ ॥

বন্দী উবাচ,

পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চপদা চ পঙ্‌ক্তি-
যজ্ঞাঃ পঞ্চৈবাপ্যথ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি।
দৃষ্টা বেদে পঞ্চচূড়াপ্সরাশ্চ
লোকে খ্যাতং পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্ ॥ ১২ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

ষড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে
ষট্ চৈবেমে ঋতবঃ কালচক্রম্।
ষডিন্দ্রিয়াণ্যুত ষট্ কৃত্তিকাশ্চ
ষট্ সাদ্যস্কাঃ সর্ব্ববেদেষু দৃষ্টা ॥ ১৩ ॥

বন্দী উবাচ,

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্যা
সপ্ত চ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি।
সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি
সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥ ১৪ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

অষ্টৌ শাণাঃ শতমানং বহন্তি
তথাষ্টপাদঃ শরভঃ সিংহঘাতী।
অষ্টৌ বসূন্ শুশ্রুম দেবতাসু
যূপশ্চাষ্টাশ্রির্বিহিতঃ সর্ব্বযজ্ঞে ॥ ১৫ ॥

বন্দী উবাচ,

নবৈবোক্তাঃ সামিধেন্যঃ পিতৄণাং
তথা প্রাহুর্নবযোগং বিসর্গম্।
নবাক্ষরা বৃহতী সম্প্রদিষ্টা
নবৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ ॥১৬॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

দিশো দশোক্তাঃ পুরুষস্য লোকে
সহস্রমাহুর্দশপূর্ণং শতানি।
দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো
দশৈরকা দশ দাশা দশার্হাঃ ॥ ১৭ ॥

বন্দী উবাচ,

একাদশৈকাদশিনঃ পশূনা-

মেকাদশৈবাত্র ভবন্তি যূপা ।

একাদশ প্রাণভৃতা' বিকারা

একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ ॥ ১৮ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

সংবৎসরং দ্বাদশমাসমাহু

জগত্যাঃ পাদো দ্বাদশৈবাক্ষরাণি ।

দ্বাদশাহঃ প্রাকৃতযজ্ঞ উক্তো

দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরা ॥ ১৯ ॥

বন্দী উবাচ,

ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা

ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ ।

* * * * ॥ ২০ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী

ত্রয়োদশাদীন্যতিচ্ছন্দাংসি চাহু ।

* * * * ॥ ২১ ॥" ১

একই অগ্নি বহু প্রকারে প্রজ্বলিত হয় ; এক সূর্য্য এই সমগ্র জগৎ আলোকিত করে ; অরিহন্তা বীর দেবরাজ এক , পিতৃগণের ঈশ্বর যম একই । (৮)

সহচারী ইন্দ্রাগ্নি দুই , দেবর্ষি দুই—নারদ এবং পর্ব্বত , অশ্বিনীকুমার দুই , রথচক্র দুই এবং বিধির বিধানে ভার্য্যাপতি দুই । (৯)

কর্ম্মনিমিত্ত প্রজাজন্ম তিন ; ত্রয়ী অনুসারে বাজপেয় সম্পন্ন হয় । অধ্বর্য্যুগণের বিধানানুযায়ী সবন তিন , লোক তিন এবং জ্যোতিও তিন বলিয়া কথিত হয় । (১০)

ব্রাহ্মণের আশ্রম চার , এই যজ্ঞের অধিকারী বর্ণ চার , দিক্ চার, গো চতুষ্পাৎ, তাহা সদা কথিত হয় । (১১)

অগ্নি পাঁচ , পঙ্‌ক্তি পাঁচ পদযুক্ত ; যজ্ঞ নিশ্চয় পাঁচ , ইন্দ্রিয়ও পাঁচ ; বেদে দেখা যায়, চূড়া পাঁচ এবং অপ্সরা পাঁচ । পুণ্য পঞ্চ নদ লোকে খ্যাত আছে । (১২)

কেহ কেহ বলেন, আধানে দক্ষিণা ছয় ; কালচক্রে ঋতু ছয় ; ইন্দ্রিয় ছয় ; কৃত্তিকা ছয় , সমস্ত বেদে দেখা যায়, সাদ্যস্কা ছয় । (১৩)

গ্রাম্য পশু সাত ; বন্য পশু সাত ; সপ্ত ছন্দ এক যজ্ঞ সম্পন্ন করে ; ঋষি সাত ; অর্হণা সাত ; বীণাতন্ত্রী সাত, তাহা খ্যাত আছে । (১৪)

১। মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৩৪ অধ্যায়, কলিকাতা সংস্করণ , ১৩৬ অধ্যায়, দাক্ষিণাত্য পাঠ, কুম্ভকোণ সংস্করণ ।

অষ্ট শাণ শতমান ধারণ করে ; সিংহঘাতী সরভ অষ্টপাৎ , প্রসিদ্ধ আছে—দেবতাদের বসু আট , সর্ব্ব যজ্ঞে বিহিত যূপ অষ্টাস্রি । (১৫)

কথিত আছে, পিতৃগণের সামিধেনী নব।১ বিসর্গ নবসংযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হয়। বৃহতী ছন্দঃ নবাক্ষরা বলিয়া সমুদ্দিষ্ট। গণনাযোগ (বা অঙ্ক) সর্ব্বত্রই নব মাত্র। (১৬)

দিক্ দশও উক্ত হয়। লোকে পুরুষের মাযা দশ ; তাহা শত ও সহস্র বলিয়াও কথিত হয়। গর্ভবতী মাত্র দশ মাস গর্ভ ধারণ করে। এরক দশ , দাশ দশ , এবং অর্হ দশ। (১৭)

জীবের ইন্দ্রিযবিষয় একাদশ , পশু-যূপ একাদশই , ইন্দ্রিযবিকার একাদশ ; স্বর্গে রুদ্র একাদশ, প্রসিদ্ধ আছে। (১৮)

সংবৎসরে মাস দ্বাদশ ; জগতীর পাদে দ্বাদশ অক্ষর , প্রাকৃতযজ্ঞ দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞ লোকেরা কহেন, আদিত্য দ্বাদশ। (১৯)

প্রশস্ত তিথি ত্রয়োদশ , পৃথিবীতে দ্বীপ ত্রয়োদশ , । (২০)

কেশী ত্রয়োদশাহ গমন করেন , অতিচ্ছন্দ (অতিজগতী) ত্রয়োদশ , । (২১)

অষ্টাবক্র ও বন্দীর এই আলোচনার গূঢ়ার্থ দুর্ব্বোধ্য। সমস্তটা একটা 'অঙ্কসংজ্ঞা-নিঘণ্টু' বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা সকলকে তাহার একটা বাক্য বিশেষভাবে অবধান করিতে বলি। "নবৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ"২—অর্থাৎ গণনাযোগ (বা অঙ্ক) সদাই নব মাত্র। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি (১৫০০ শককাল প্রায়) এই প্রকারে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নবৈবাঙ্কাঃ ক্রমভেদেন স্থিত্বা যথেষ্টং সংখ্যাবাচিনো ভবন্তি।" তিনি উহার একটা প্রাচীন টীকাও অনুবাদ করিয়াছেন, "গত্বাঽনন্তং নবাঙ্কী গণিতমিব ...।"

হিন্দুগণিতশাস্ত্রে 'অঙ্ক' সংজ্ঞা ৯ জ্ঞাপন করে। হিন্দুরা শূন্য চিহ্নকে ঐ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেন না। সেই হেতু তাঁহারা নবাঙ্কের কথা বলেন।৩ কিন্তু হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সংখ্যাপ্রণালীতে শূন্য চিহ্নকে লইয়া সর্ব্বসমেত দশটা অঙ্ক আছে। সেই নিমিত্ত মধ্য যুগের পাশ্চাত্য গণিতবিদ্‌গণ উহাকে দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী বলিতেন। ঐ নামেই উহা এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। এই সম্বন্ধে আমরাও সুপ্রাচীন হিন্দু নামের পরবর্ত্তে সেই বহুপরিচিত নামকে, কালধর্ম্মে সমীচীন মনে করিয়া, গ্রহণ করিয়াছি।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মহাভারতের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয়, অষ্টাবক্রোপাখ্যান অতি প্রাচীন। বনবাসকালে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পাণ্ডবগণ ঋষি ও ব্রাহ্মণমণ্ডলী সহ মহর্ষি শ্বেতকেতুর পুরাতন আশ্রমে উপস্থিত হন। তাহা তখন মহাপুণ্যতীর্থ বলিয়া

১। যে ঋক্ পাঠ করিয়া হোতা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালন করেন, তাহার নাম 'সামিধেনী'। 'শতপথব্রাহ্মণ' (১।৩।৫) এই 'সামিধেনী' শব্দের নির্ব্বচন আছে। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ' (৩।৫) আছে, সামিধেনী একাদশটি।

২। দাক্ষিণাত্য পাঠানুসারে, 'নবৈব যোগো গণনামেতি শশ্বৎ'।

৩। এই বিষয়ে লেখকের "শব্দ-সংখ্যা-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ৮—৩০ পৃষ্ঠা , বিশেষভাবে ২৮-৯ পৃষ্ঠা)।

পবিগণিত হইত। বস্তুত মহর্ষি শ্বেতকেতু এবং তাঁহাব পিতা মহর্ষি উদ্দালকেব নাম আজ পর্য্যন্ত চিবস্মবণীয় হইয়া আছে। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে যে অমৃতোপদেশ দিয়াছিলেন, যাহাব পবমবাণী "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো," 'হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই পবব্রহ্মই,' তাহা আজ পর্যান্ত জগৎকে মুগ্ধ কবে। সেই মহাবাণীব উৎপত্তিক্ষেত্র, মহর্ষি শ্বেতকেতুব মহাপবিত্র আশ্রমেব অতীত মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋষি লোমশ যুধিষ্ঠিরকে প্রাচীন অষ্টাবক্রোপাখ্যান শুনাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ আশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কবিয়াছিলেন।১

এই প্রকাবে স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে দেখা যায়, মহাভাবতকালেব পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল। 'মহাভাবত' মূলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কর্ত্তৃক বচিত হয়। তখন তাহাব নাম ছিল 'ভাবত'। তাঁহাব শিষ্যানুশিষ্যগণ কর্ত্তৃক পবিবর্দ্ধিত হইয়া উহা ক্রমে বিবাট্ কলেবব ধাবণ কবে। তখন হইতে উহা 'মহাভাবত' নামে বিখ্যাত হয়। শঙ্কব বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বালগঙ্গাধব তিলকপ্রমুখ মনীষিগণ প্রমাণ কবিয়াছেন, শকপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে মহাভাবত বর্ত্তমান আকাবে ছিল।২

অষ্টাবক্রোপাখ্যানাত্মক মহাভাবতাংশ যে প্রাচীন, তাহা স্বতন্ত্ররূপেও প্রমাণ কবা যায়। তত্রস্থ অঙ্কসংজ্ঞা পববর্ত্তী কালে ব্যবহৃত সংজ্ঞা হইতে বহুলাংশে ভিন্ন। তাহা আমবা ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র প্রদর্শন কবিযাছি।৩ যথা, ১ সংখ্যা বিবক্ষার্থ উক্ত উপাখ্যানস্থ অঙ্কনিঘণ্টুতে অগ্নি, সূর্য্য, দেববাজ ও যম সংজ্ঞাব উল্লেখ আছে। কিন্তু পববর্ত্তী কালেব সংজ্ঞা, অগ্নি = ৩, সূর্য্য = ১২, দেববাজ (= ইন্দ্র) = ১৪ এবং যম = ২। আদিত্য = ১২ সংজ্ঞা তথায় ও পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে আছে। অগ্নি = ৫,ব্যবহাব অপব কুত্রাপি পাই নাই। উহাব উপপত্তি শ্রুত্যুক্ত কঠোপনিষদেব পঞ্চাগ্নি-বিন্যাস পাওযা যায। পিঙ্গলছন্দঃসূত্রেও বেদ = ৪। কিন্তু ঐ উপাখ্যানে বেদ ত্রযী, চাব নহে। উহাতে এমন আবো কতকগুলি সংজ্ঞা আছে, যেগুলি পববর্ত্তী কালে পবিত্যক্ত হইযাছিল। যথা, সাঙ্খ্যকা = ৬, গ্রাম্য পশু = বন্য পশু = ৭, যূপ = ৮, ১১, চূডা = অপ্সবা = ৫, সামিধেনী = ৯, শাণ = ৮, বিসর্গ = ৯, ইত্যাদি। ইহাদেব কতকগুলিব উপপত্তি বৈদিক, সেইখানেই উক্ত হইযাছে। এই সকল কাবণে মনে হয, অষ্টাবক্রোপাখ্যানোক্ত অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু হিন্দুস্থানেব অবৈদিক—জৈন এবং বৌদ্ধ-যুগেব পূর্ব্বকালেব। উহা বৈদিক প্রভাবান্বিত যুগেই বচিত হইযাছিল।

১। অষ্টাবক্র মহর্ষি উদ্দালকেব প্রিয শিষ্য এবং জামাতা ঋষি কহোডেব পুত্র। সুতবাং শ্বেতকেতুর ভাগিনেয। উভযে প্রায সমবযসী ছিলেন। তাঁহাবা মহর্ষি উদ্দালকেব নিকট বিদ্যাশিক্ষা কবেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁহাবা পবস্পরেব প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিজযার্থে তাঁহাবা একদা বিদেহবাজ জনকেব যজ্ঞসভায উপস্থিত হন। সেইখানে জনকেব বন্দীর সহিত অষ্টাবক্রের প্রতিযোগিতা হয।

২। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভাবতীয জ্যোতিঃশাস্ত্র', পুনা, পৃষ্ঠা ৮৭ ৯০, ১১১ ও ১৪৭, বালগঙ্গাধব তিলক, 'গীতারহস্য', জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুবকৃত বাঙ্গালা ভাষান্তব, কলিকাতা, ১১৮১ সম্বৎ, ৫৬৭-৫৭১ পৃষ্ঠা।

৩। 'শব্দসংখ্যাপ্রণালী', ২১ পৃষ্ঠা।

আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অষ্টাবক্রোপাখ্যানে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মচারী অষ্টাবক্র যখন যজ্ঞসভায় উপস্থিত হন, তথাকার দ্বারপাল তাঁহাকে বালক দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তিনি জনক রাজাকে আপনার বিদ্যাবত্তায় তুষ্ট করিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। রাজা বলিলেন,

'ত্রিংশকদ্বাদশাংশসা চতুর্বিংশতিপর্বণঃ।
যস্ত্রিষষ্টিশতারস্য বেদার্থং স পরঃ কবিঃ॥" ১

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন,

'চতুর্বিংশতিপর্ব ত্বাং ষণ্নাভি দ্বাদশপ্রধি।
তৎত্রিষষ্টিশতারং বৈ চক্রং পাতু সদাগতি॥" ২

অত্রস্থ 'ত্রিষষ্টিশত'=৩৬০, ব্যবহার অদ্ভুত। বৈদিক সাহিত্য এবং পাণিনির ব্যাকরণ মতে ত্রিষষ্টিশত=১৬৩; এবং আধুনিক মতে উক্ত সংখ্যা ৬৩০০। ঐ শ্লোকদ্বয়নিহিত বস্তুর ভাবও সম্পূর্ণ বৈদিক।৩ এই সমস্ত বিষয় অষ্টাবক্রোপাখ্যানের প্রাচীনত্বের সূচক।

দশাঙ্ক সংখ্যার অপর প্রমাণও মহাভারতে পাওয়া যায়। তবে তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের মত নিঃসন্দিগ্ধ নহে। তথাপি সুধীবর্গের বিচারার্থ আমরা এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিব।

দেবর্ষি নারদের উপদেশে পাণ্ডবেরা নিয়ম করিলেন যে, তাঁহাদের একজন যখন দ্রৌপদীর গৃহে থাকিবেন, তখন অন্য কোন জন তথায় যাইতে পারিবেন না। যিনি এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া বার বৎসর বনে বাস করিতে হইবে।৪ অর্জ্জুন ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া একবার এই নিয়ম ভঙ্গ করেন। সেই কারণে তাঁহাকে বার বৎসর বনবাস করিতে হয়। ঐ কালের শেষভাগে তিনি দ্বারকায় গমন করেন। তথায় তিনি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। এখন প্রশ্ন, বনবাসকালের কতটা অতীত হইলে অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করেন? মহাভারত বলে৫ —

"সংবৎসরং পূর্ণং মাসমেকং"

১। বনপর্ব্ব, ১৩৩।২৪ (কলিকাতা সং)=১৩৫।২৬ (কুম্ভকোণ সং)। শেষোক্ত সংস্করণের পাঠ—"ষণ্নাভের্দ্বাদশাঙ্কস্য" ইত্যাদি।

২। ঐ, ১৩৩।২৫ (কলিকাতা সং)=১৩৫।২৭ (কুম্ভকোণ সং)।

৩। ব্রহ্মচক্রের এই প্রকার বর্ণনা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১।৪) দেখা যায়।

৪। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১২।২৯

৫. "স বৈ সংবৎসরং পূর্ণং মাসমেকং বনে বসন্॥
ততোঽগচ্ছদ্ধৃষীকেশং দ্বারাবত্যাং কদাচন।
লব্ধবাংস্তত্র বীভৎসুর্ভার্য্যাং রাজীবলোচনাম্॥"
আদিপর্ব্ব, ৬১।৪২-৩

নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

'দশসংখ্যাপূরকত্বাৎ পূর্ণশব্দেন দশগুণমুচ্যতে, সংবৎসরং পূর্ণম্ একঞ্চ, তথা মাসং পূর্ণমেব। তেন একাদশ সংবৎসরা দশ মাসাশ্চ ভবন্তি। তেষাঞ্চ সৌরাণাং প্রত্যব্দং সপাদপঞ্চদিনবৃদ্ধ্যা সাবনা দ্বাদশাব্দা ভবন্তি। অন্যে তু মাসশব্দেন দ্বাদশসংখ্যাং লক্ষয়ন্ত একশব্দস্যবৈয়র্থ্যমেকবচনানুপপত্তিঞ্চ নেক্ষন্তে।"

দশসংখ্যার পূরক বলিয়া দশকে পূর্ণ বলে। পূর্ণ এবং এক সংবৎসর, আর পূর্ণ মাস। তাহাতে এগার বৎসর দশ মাস হয়। এইগুলি সৌর অব্দ। বৎসরে ৫ $\frac{১}{৪}$ দিন হিসাবে বৃদ্ধি করিলে, সাবন মতে বার বৎসর হয়। অপরে মনে করেন, মাস শব্দই দ্বাদশ বুঝায়। তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, তাঁহাদের ব্যাখ্যা সত্য হইলে, মূলের 'এক' শব্দ নিরর্থক হয়, এবং একবচনান্ত 'সংবৎসরং' পদের উপপত্তি হয় না।

এইরূপে দেখা যায়, নীলকণ্ঠ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের ব্যাখ্যা মতে, অর্জ্জুন দ্বারকা গমনের পূর্ব্বেই বনবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল, বার বৎসর, পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ, মহাভারতের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, অর্জ্জুন বৎসরাধিক ("সংবৎসরপরাঃ") কাল দ্বারকায় বাস করেন। তদনন্তর কিছুকাল পুষ্করে থাকিয়া, বনবাসের দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ করেন।[১] সুতরাং দ্বারকায় গমনের পূর্ব্বে এগার বৎসরের কম এবং দশ বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই মহাভারতের মূলোক্তির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই বিষয়ে কোন প্রকার মতদ্বৈধ হইতে পারে না। নীলকণ্ঠ এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারের ব্যাখ্যায় সেই সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। সেই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

যদিও নীলকণ্ঠের অনুসরণে স্বীকার করা যায় যে, পূর্ণ = ১০, তবে 'সংবৎসরং পূর্ণং মাসমেকং' বাক্যের অর্থ হইবে 'দশ বৎসর এক মাস'। এই মতে, অর্জ্জুন দশ বৎসর এক মাস বনবাসের পর দ্বারকায় গমন করেন। ইহাতে মহাভারতের পূর্ব্বাপর সমস্ত উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা হয় কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত পূর্ণ = ১০, ব্যবহার কোথাও দেখি নাই।[২] সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়, জন্ম ১০৩৬ শকাব্দ)-কৃত 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে পাওয়া যায় পূর্ণ = ০। মহাভারতের যুগে পূর্ণ শব্দ যে দশ সংখ্যা খ্যাপন করিত, তাহার

১। "উষিত্বা তত্র কৌন্তেয়ঃ স বৎসরপরাঃ ক্ষপাঃ ॥ ১৩ ॥
বিহৃত্য চ যথাকামং পূজিতো বৃষ্ণিনন্দনৈঃ।
পুষ্করে তু ততঃ শেষং কালং বর্ত্তিতবান্ প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥
পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে খাণ্ডবপ্রস্থমাগতঃ।"

আদিপর্ব্ব, ২২১ অধ্যায়।

২। এই বিষয়ে বিশেষ জানিতে হইলে, (ক) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, "আঙ্কিক শব্দ" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২১৫-২৪৮ পৃষ্ঠা), এবং (খ) শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, "নাম-সংখ্যা" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭২৭ পৃষ্ঠা; বিশেষ ১৮ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

কোন প্রমাণ নীলকণ্ঠ দেন নাই, (পূর্ব্বোক্ত অঙ্কনিঘণ্টুতে নাই। মহাভারতের অপর কুত্রাপি) আমরা পাই নাই।১ সেই কারণে এই ব্যাখ্যাও ঠিক মনে হয় না।

"সংবৎসরং পূর্ণং মাসমেকং" বাক্যের অন্বয়, 'সংবৎসরং পূর্ণম্ একং মাসঞ্চ' অথবা 'সংবৎসরং পূর্ণম্ একং মাসম একং চ', এই প্রকার করা সমীচীন মনে হয়। পূর্ণম্=০, একম্=১। অঙ্কস্য বামা গতিঃ। সুতরাং পূর্ণম্ একম্=১০। এইরূপে অর্জ্জুনের দ্বারকা-গমনের পূর্ব্বে দশ বৎসর দশ বা এক মাস অতিবাহিত হইয়াছিল। এই প্রকার ব্যাখ্যায় কোন অসঙ্গতি হয় না। সেই হেতু তাহা গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা যায়, মহাভারতে স্থানায়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব দশাঙ্ক-সংখ্যাপ্রণালীও তখন জানা ছিল।

নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা মতে, মহাভারতের অপর এক স্থলে নামসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহার আছে। শরশয্যায় শায়িত কুরুপিতামহ বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দেহত্যাগের পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

> "অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।
> শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা॥
> মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
> ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥" ২

এই বচনে "অষ্টপঞ্চাশতং" পদ কোন্ সংখ্যা খ্যাপন করে? নীলকণ্ঠ বলেন, ৪২। 'অষ্টপঞ্চাশতং'=অষ্টপঞ্চ+অশতং=১০০—অষ্টপঞ্চ, অষ্টপঞ্চ=৫৮, সুতরাং অষ্টপঞ্চাশতং=১০০−৫৮=৪২। তিনি মনে করেন, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতেই হইবে। নতুবা, মহাভারতের (তথা ভারত সাবিত্রীর) বিভিন্ন উক্তিসমূহের পরস্পর সঙ্গতি হয় না।

"তথা 'অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ' ইতি ভীষ্মবচনং তু 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্ত' 'ত্রিভাগমাত্র(?-শেষ)পক্ষোঽয়ং' ইতি বাক্যশেষানুসারাৎ অশত শতহীন যথা স্যাত্তথা অষ্টপঞ্চ অষ্টপঞ্চাশদ্রাত্রয়ো ব্যতীতা ইতি ব্যাখ্যেয়ম। বিলোমশোধনাৎ অষ্টপঞ্চাদূন শতং বাত্রয়ো দ্বাচত্বারিংশদ্রাত্রয়ো ব্যতীতা ইত্যর্থঃ। তথা চ পৌষকৃষ্ণাষ্টম্যাং তো মাঘশুক্লপঞ্চম্যাং তাবতী দিনসংখ্যা পূর্য্যতে, পক্ষস্য চ তৃতীয়ো ভাগো গতো ভবতি, তত্রাপোকতিথিক্ষয়াৎ পঞ্চম্যাঃ দ্বিচত্বারিংশত্তমত্বং জ্ঞেয়ম্" ইত্যাদি।৩

১। মহাভারতের কোন কোন স্থানে নাম-সংখ্যা ব্যবহারের দু একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, কৃতি=৪ (শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২।৯৯), চতুঃষষ্টি=কলা (সভাপর্ব্ব, ৬১-৯, "চতুঃষষ্টিবিশারদ")। এইটা সম্পূর্ণ বৈদিক প্রয়োগ। বস্তুনির্দ্দেশার্থ সংখ্যা ব্যবহার বেদাব্বাক্ সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ভীম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া শিশুপালের রাজধানীতে 'ত্রিদশ' রাত্রি ("ত্রিদশাঃ ক্ষপাঃ", সভাপর্ব্ব, ২৯।১৬) বাস করেন। ত্রিদশ=ত্রি+দশ=১৩ (নীলকণ্ঠ); ত্রি×দশ=৩০ (কালীপ্রসন্ন সিংহ)। আমাদের মনে হয়, ত্রিদশ=৩৩। কেন না, ত্রিদশ বা দেবতার সংখ্যা ৩৩।

২। অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭।২৭-৮

৩। ভীষ্মপর্ব্ব, ১৭।২ ৩ শ্লোকের টীকা দেখ।

এই ব্যাখ্যা সত্য হইলে, স্থানীয়মানযুক্ত নামসংখ্যা প্রয়োগের আর একটা দৃষ্টান্ত মহাভারতে পাওয়া যায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ স্বয়ং পূর্ব্বাপর ব্যাখ্যা মানেন নাই। অপরত্র তিনি বলিয়াছেন, 'অষ্টপঞ্চাশতং'=৫৮। (পরে দেখুন)। আধুনিক লেখকেরাও সেই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।১ তাহাই সঙ্গত মনে হয়। বেদের শাখা নির্দ্দেশকালে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, যজুর্ব্বেদের শাখার সংখ্যা "ষট্‌পঞ্চাশতমষ্টৌ চ সপ্তত্রিংশত-মিত্যুত।"২ অর্থাৎ ৫৬+৮+৩৭=১০১। 'ষট্‌পঞ্চাশতং'=৫৬, সপ্তত্রিংশতং=৩৭, এই প্রকার ব্যাখ্যা না করিলে যজুর্ব্বেদের শাখার সংখ্যা সম্বন্ধে মহাভারতের উক্তি ভুল হয়।

দেখা যায়, আসল কথা আরও দুরূহ। 'অষ্টপঞ্চাশতং' পদের অর্থ ৪২, কি ৫৮, যাহাই করা যাউক না কেন, কিছুতেই ভীষ্মের শরশয্যা-সম্পর্কিত মহাভারতোক্তিসমূহের সঙ্গতি হয় না। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইতেছি। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে বীরবর ভীষ্মের পতনের পর যুদ্ধ আট দিন চলিয়াছিল। ইহা সর্ব্বজনবিদিত। যুদ্ধ শেষ হইলে বিজয়ী পাণ্ডবগণ অশৌচ নিমিত্ত এক মাস হস্তিনাপুরের বাহিরে গঙ্গাতীরে বাস করেন—

তত্র তে সুমহাত্মানো ন্যবসন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ ॥"৩

তদনন্তর তাঁহারা পুরমধ্যে প্রবেশ করতঃ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, শ্রাদ্ধ দান, এবং প্রজাসান্ত্বনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সমস্ত কার্য্যে কত দিন ব্যতীত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ মহাভারতে নাই। যাহা হউক, কিছু দিন পরে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে মহাত্মা ভীষ্মকে দর্শন করিতে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় তিনি বলিলেন,

"পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরুপ্রবীর
শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।
ততঃ শুভৈঃ কর্ম্মফলোদয়ৈস্ত্বং
সমেষ্যসে ভীষ্ম বিমুচ্য দেহম্ ॥"৪ ॥

*   *   *   *

১। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, "দুইটি মহাভারতীয় প্রশ্ন" (প্রবাসী, ৩২শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ২৩০-৫ এবং ৩৭৯-৮০ পৃষ্ঠা), শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, "মহাভারতের যুদ্ধকাল নির্ণয়" (ভারতবর্ষ, ২০শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৯, ৫৮১—৭ পৃষ্ঠা; বিশেষভাবে, ৫৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২। শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২।৯৮

৩। শান্তিপর্ব্ব, ১।২

নীলকণ্ঠ বলেন, "তত্র গঙ্গাতীরে পুরাদ্বহির্ম্মাসমাত্রবাসস্য প্রযোজনন্তু যৎ কচিচ্ছদ্মযুদ্ধং কৃতং তজ্জন্যদোষ-নির্হরণেন শুদ্ধিসম্পাদনম্। তদেতদুক্তং শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যন্ত ইতি। ন ত্বত্র শাবাশৌচশুদ্ধির্ম্মাসমাত্রেণেতি বিবক্ষিতম্, "দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ।" ইতি মনুবাক্যবিরোধাৎ।..কিঞ্চ..সংগ্রামহতানাং সপিণ্ডাঃ সদ্য এব শুধ্যন্তীত্যুক্তং মনুনা। তেন দ্বাদশাহমপি নৈষামশৌচং মাসস্তু দূরতো নিরস্ত ইতি প্রতীয়তে। যদ্বা সৌপ্তিকে পশুবদ্ধতানাং সুহৃদাং দ্বাদশাহমশৌচমস্তি তেন যুদ্ধদিনেষ্বষ্টাদশাহপর্য্যন্তং প্রত্যহমাশৌচপ্রাপ্তিঃ সদ্যঃ শুদ্ধিশ্চান্তদিনে প্রাপ্তস্যাশৌচস্য দ্বাদশাহেন নিবৃত্তিরিতি মাসং শৌচসম্পাদনোক্তির্যুজ্যতে।"

ব্যাবর্ত্তমানে ভগবত্যুদীচীং
সূর্য্যে জগৎকালবশং প্রপন্নে।
গন্তাসি লোকান্ পুরুষপ্রবীর
নাবর্ত্ততে যাননুপলভ্য বিদ্বান্॥ ১৬॥"[1]

অত্রস্থ "পঞ্চাশতং ষট্ চ" বাক্যোক্ত সংখ্যা, নীলকণ্ঠের মতে, ৩০। তিনি বলেন,

'পঞ্চাশতং ষট্ চেতি তব জীবিতসম্বন্ধিনাং দিনানাং শেষং পঞ্চষট্ চ পঞ্চবারমাবর্ত্তিতাঃ ষড়িতি রীত্যা ত্রিংশদিতি জ্ঞেয়ং তাবদেব আশতং শতাবধি যদ্দিনানাং শতেন কর্ত্তুং শক্যং তত্ত্রিংশতাপি কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। 'অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ' ইতি ভীষ্মো বক্ষ্যতি। তত্র ত্রিংশদতঃ পরং শিষ্টা অষ্টাবিংশতিরিতঃ পূর্ব্বং ব্যতীতা। তথাহি ভীষ্মস্য শরতল্পশয়নানন্তরমষ্টৌ দিনানি যুদ্ধং ততো দুর্য্যোধনাশৌচ যুযুৎসো ষোড়শদিনানি তেন সহ পুরং প্রবিশতাং পাণ্ডবানামপি তাবন্তি দিনানি গতানি। পঞ্চবিংশে সর্ব্বেষাং শ্রাদ্ধদানম্। ষড়্বিংশে পুরপ্রবেশঃ। সপ্তবিংশে রাজ্যাভিষেকঃ। অষ্টাবিংশে প্রকৃতিসান্ত্বনমাত্মাদিষু দানঞ্চ। ঊনত্রিংশে ভীষ্মং প্রত্যাগমনং। তদ্দিনমারভ্য ত্রিংশদ্দিনানি শিষ্টানীতি জ্ঞেয়ম্।'

এই ব্যাখ্যার দুই স্থলে নীলকণ্ঠ আত্মবিরোধ করিয়াছেন। এখানে তিনি লিখিয়াছেন, 'অষ্টপঞ্চাশতং'=৫৮। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'অষ্টপঞ্চাশতং'= ১০০−৫৮=৪২। এ স্থলে তিনি বলিয়াছেন, পাণ্ডবেরা ষোল দিন গঙ্গাতীরে থাকিয়া অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা 'মাসমাত্র' অশৌচ পালন করেন। তাহা মূল মহাভারতেরই উক্তি। নীলকণ্ঠও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আবার বিকল্পে দেখাইয়াছেন, যুদ্ধের আঠার দিন লইয়াই এক মাস। সুতরাং, ব্যাখ্যান্তর মতে, তাঁহারা অশৌচ রক্ষার্থ প্রকৃত বার দিনই গঙ্গাতীরে বাস করেন। তার পর এইখানে উক্ত হইয়াছে, শ্রাদ্ধদান পুরপ্রবেশের পূর্ব্বে হয়। কিন্তু মূলে দেখা যায়, শ্রাদ্ধক্রিয়া পুরপ্রবেশ এবং রাজ্যাভিষেকের পরে হয়।

ভীষ্মের ধর্ম্মোপদেশ শেষ হইলে, ভগবান্ ব্যাসের পরামর্শে, মহারাজ যুধিষ্ঠির, পিতামহের অনুমতি লইয়া, হস্তিনানগরে চলিয়া যান। তথায় তিনি রাজ্য শাসনাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। "পঞ্চাশ রাত্রি" ব্যতীত হইলে, উত্তরায়ণ-সমাগম দেখিয়া, তিনি ভীষ্মের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উষিত্বা শর্ব্বরীঃ শ্রীমান্ পঞ্চাশন্নগরোত্তমে
সময়ং কৌরবাগ্র্যস্য সস্মার পুরুষর্ষভঃ॥"[2]

সেই দিনেই মহাত্মা ভীষ্ম নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

মহাভারতের যুগে,—শককালের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে—হিন্দুগণ সংখ্যা খ্যাপনার্থ কোনরূপ অঙ্ক ব্যবহার করিতেন কি না, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে সন্দেহ করেন। তাঁহাদের প্রত্যয়ের জন্য আমরা মহাভারত হইতে স্বতন্ত্র প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

বনবাসকালে পাণ্ডবগণ একদা দ্বৈতবনে কোন এক সরোবরের তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় দুর্য্যোধন—কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে, একবার দ্বৈতবনে গমন করেন।

১। শান্তিপর্ব্ব, ৫১ অধ্যায়। ২। অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭।৫।

তাঁহাদের গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, পাণ্ডবগণের দৈন্যাবস্থা দর্শন করিয়া তৃপ্তি অনুভব করা। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি সংগ্রহের জন্য তাঁহারা মৃগয়া ও ঘোষযাত্রার ছল করেন। কর্ণ এবং শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইলেন,

'স্মারণে সময় প্রাপ্তো বৎসানামপি চাঙ্কনম্।" ১

"স্মারণের এবং (নূতন) বৎসসমূহকে অঙ্কনের সময় হইয়াছে।" স্মারণ এবং অঙ্কন কাহাকে বলে, পরে প্রতীত হইবে। নীলকণ্ঠ বলেন, "স্মারণে স্মারণহেতৌ কর্ম্মণি গবাং সংখ্যাপূর্ব্বকং বয়োবর্ণজাতিনাম্না লেখনে।"

যাহা হউক, ঐ ছলে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া দুর্য্যোধন অমাত্য ও সৈন্য সমভি-ব্যাহারে দ্বৈতবনে গমন করেন। তথায়,

'দদর্শ স তদা গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অঙ্কৈর্লক্ষৈশ্চ তাঃ সর্ব্বা লক্ষয়ামাস পার্থিবঃ ॥
অঙ্কয়ামাস বৎসাংশ্চ জজ্ঞে চোপসৃতাস্ত্বপি।
বালবৎসাশ্চ যা গাবঃ কালয়ামাস তা অপি ॥
অথ স স্মারণং কৃত্বা লক্ষয়িত্বা ত্রিহায়নান্
বৃতো গোপালকৈঃ প্রীতো ব্যহরৎ কুরুনন্দন ॥"২

"তখন তিনি শতে শতে ও হাজারে হাজারে গরু দেখিলেন। অঙ্ক ('অঙ্কৈঃ') এবং চিহ্ন ('লক্ষৈঃ') দ্বারা রাজা সেই সকলের পরিচয় জানিলেন। অনন্তর (নূতন) বৎসসমূহকে অঙ্কিত করিলেন। তন্মধ্যে দমনার্হ ও বাল বৎসসমূহকে পৃথক্‌ভাবে গণনা করিলেন। তিন বৎসরবয়স্ক গোসমূহের সংখ্যাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন। এইরূপে স্মারণ করিয়া, কুরুনন্দন গোপালকগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন।"

এই বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, স্মারণ অর্থ—সংখ্যান বা সংখ্যা পরিগণনা। ইংরাজী ভাষাতে যাহাকে 'সেন্সাস' বলে, স্মারণ বস্তুত তাহাই। সুতরাং নীলকণ্ঠের গৃহীত অর্থ ঠিকই।

এখন দেখিতে হয়, অঙ্কন কি? সংস্কৃত 'অঙ্ক' শব্দের সাধারণ অর্থ 'চিহ্ন'। 'লক্ষ' শব্দের সাধারণ অর্থও ঠিক তাহাই। উপরে অনুদিত মহাভারতোক্তিতে 'অঙ্ক' এবং 'লক্ষ' উভয় শব্দই এই একই সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেহেতু, একই সাধারণ অর্থ হইলে গ্রন্থকার পর পর দুইটা শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার 'চ' শব্দ ব্যবহার দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, তিনি 'অঙ্ক' এবং 'লক্ষ' শব্দকে ভিন্নার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অঙ্ক' শব্দের বিশেষ অর্থ 'সংখ্যা-চিহ্ন'। যেমন হিন্দু-গণিতশাস্ত্রে দেখা যায়। 'লক্ষ' শব্দের বিশেষ অর্থ 'লক্ষ-সংখ্যা'। উক্ত অনুবচনে 'লক্ষ' শব্দ এই বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, অঙ্ক শব্দ তথায় 'সংখ্যা-চিহ্ন' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ অঙ্ক দ্বারা দুর্য্যোধন গো-সংখ্যা জানিতে

১। বনপর্ব্ব, ২৩৮।৪ ২। ঐ, ২৩৯।৪-৬

পারিয়াছিলেন। তাহাও ঐ ব্যাখ্যার অনুকূলে বিশেষ যুক্তি। অঙ্কন অর্থ সংখ্যা-স্থাপন। গোপৃষ্ঠে অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে অপর চিহ্ন ('লক্ষ')ও দেওয়া থাকিত। তদ্দ্বারা গরুর জাতি বর্ণ ইত্যাদির পরিচয় নির্দ্দেশিত হইত। গো-শরীরে নানাপ্রকার পরিচায়ক 'লক্ষণ ১ বা 'লক্ষ্মন্' ২ দেওয়ার প্রথা অতি প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। মৈত্রায়ণী-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, রেবতী নক্ষত্রে চিহ্ন প্রদান প্রশস্ত। কেন না, ঐ নক্ষত্র ধনদায়ক৩।

মহাভারতে দেখা যায়, তখনকার রাজাদের গো-সংখ্যা কার্য্যের জন্য এক এক জন আধিকারিক থাকিতেন। তাঁহাকে "গো-সংখ্যাতা"৪ বা "গো-সংখ্য"৫ বলা হইত। দোহন, লালন-পালন, সেবা, চিকিৎসা, রক্ষণাবেক্ষণাদি গোসম্বন্ধীয় অপরাপর যাবতীয় কার্য্যেরও ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব বিরাট-রাজের 'গো-সংখ্যাতা'রূপে ছিলেন। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের "গো-সংখ্য" ছিলেন বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। "প্রতিষেদ্ধা চ দোগ্ধা চ সংখ্যানে কুশলো গবাম্।"৬ এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তখন গো-অঙ্কনের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রণালী ছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

১। গোভিলগৃহ্যসূত্র, ৩।৬।৫ ২। অথর্ব্ববেদ, ৬।১৪১।২ ৩। মৈত্রায়ণী সংহিতা, ৪।২।৯
৪। বিরাট পর্ব্ব, ৩।৮ ৫। ঐ, ১০।৫, ১০ ৬। ঐ, ৩।৮

কৃত্তিবাসের জন্ম-শক

(আলোচনা)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৪০ সনের তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃত্তিবাসের জন্ম-শক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বার বার তিন বারের গণনার ফলে ঠিক করিয়াছিলেন যে, ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ তারিখে রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিন কৃত্তিবাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (সা-প-প, ১৩৪০, ১ম সংখ্যা)। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার অনুরোধ ও নির্দ্দেশ মত এই গণনা হয় বলিয়া, বসন্তবাবুর সন্দেহের জবাব আমারই দেওয়া উচিত, তাই দিতেছি।

১। রাজা কংসনারায়ণের সময়।

কংসনারায়ণের সময় সঠিক্ নির্ণয় করিবার উপকরণ আমার জানা নাই, তাহিরপুর রাজ-পরিবারের প্রাচীন সনদগুলি অনুসন্ধান করিলে হয়ত মিলিতে পারে। যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাউক। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বলেন,—“পরলোকগত ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রাজা গণেশের অল্পকাল পরে রাজা কংসনারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন, এবং হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ের মসনদে সমাসীন দুর্ব্বল হাবসী নৃপতিগণের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের অবসরে উত্তর-বঙ্গের অনেকখানি অধিকার করিয়া স্বরাজ্য-ভুক্ত করেন। কৃত্তিবাস ইহাঁকেই গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন। গৌড়ের ইতিহাসলেখকের অভিপ্রায়ও তাহাই।” বলা বাহুল্য, প্রমাণাভাবে কালীপ্রসন্ন বাবুর মতেরও কোন সার্থকতা নাই, গৌড়ের ইতিহাসকারের মতেরও কোন সার্থকতা নাই। ঐতিহাসিক-আলোচনা-প্রণালী-গ্রাহ্য প্রমাণপ্রয়োগ ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় অসম্ভব।

তিনখানা মুদ্রিত পুস্তক হইতে তাহিরপুরের বংশাবলী উদ্ধৃত করিলাম।

৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি সঙ্কলিত কুলশাস্ত্র-দীপিকা, ২৫৩ পৃষ্ঠা	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবিবরণ, ২২৭ পৃষ্ঠা	৺লালমোহন বিদ্যানিধি-সঙ্কলিত সম্বন্ধ-নির্ণয়, ৬৪৯ পৃষ্ঠা।
১। কামদেব ভট্ট	১। কামদেব ভট্ট	১। কামদেব ভট্ট
২। বিজয় লস্কর	২। বিজয় লস্কর	২। পুত্র (নামোল্লেখ নাই)
৩। হরিনারায়ণ	৩। উদয়নারায়ণ	৩। উদয় (নারায়ণ)
৪। কংসনারায়ণ	৪। হরিনারায়ণ	৪। হরিনারায়ণ
৫। ইন্দ্রজিৎনারায়ণ	৫। কংসনারায়ণ	৫। কংসনারায়ণ
৬। সূর্য্যনারায়ণ	৬। ইন্দ্রজিৎ (নারায়ণ)	
৭। লক্ষ্মীনারায়ণ	৭। সূর্য্যনারায়ণ	
	৮। লক্ষ্মীনারায়ণ	

কুলশাস্ত্র-দীপিকায় বিজয় লস্করের পুত্র উদয়নারায়ণের নাম বাদ পড়িয়াছে, অপর দুইখানি গ্রন্থে উহাঁর নাম থাকায় উহাঁকে কংসনারায়ণের পিতামহ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যাহা হউক, এই নামে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কংসনারায়ণ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ পর্য্যন্ত নামগুলি প্রথম দুই গ্রন্থে এক ভাবেই আছে। এই পারম্পর্য্য বারেন্দ্রকুলশাস্ত্র-সম্মত।

তাহিরপুর-রাজবংশের আদি ইতিহাস তাঁহাদের ঘরে রক্ষিত সনদাদি দৃষ্টে এ পর্য্যন্ত কেহ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। রাজসাহী গেজেটিয়ারে দেখা যায়, কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপক্রমে তাহিরপুরের ম্যানেজার কর্ত্তৃক রাজবংশের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোর্ড অব রেভিনিউতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই বিবরণ মতে কংসনারায়ণের পুত্র (নাম উল্লেখ নাই) দিল্লিতে যাইয়া, বাদশাহের আদেশমত বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া, পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লি লইয়া যান এবং জমীদারীর ৫২ পরগণা পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন। কংসনারায়ণের পৌত্র ইন্দ্রজিৎ টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে (১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে) সাহায্য করাতে, তাহিরপুরের ৫২ পরগণার বন্দোবস্ত তিনিই লাভ করেন। ইন্দ্রজিতের পুত্র সূর্য্যনারায়ণ শাহ সুজার সুবেদারীর কালে তাঁহার কোপে জমীদারী হইতে বঞ্চিত হন, এবং বন্দী অবস্থায় দিল্লিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নবাবের কৃপায় অবশেষে শুধু তাহিরপুর পরগণাটি ফেরত পান।

কুলগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পাই যে, ইন্দ্রজিৎ কংসনারায়ণের পৌত্র নহেন—পুত্র। কাজেই পিতা পুত্রে বিরোধ একটা হইয়া থাকিলে কংস ও ইন্দ্রজিতের মধ্যেই হইয়া থাকিবে। সুজার বাঙ্গালায় সুবেদারীর তারিখ ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। মধ্যে দুই বৎসর তিনি বাঙ্গালায় ছিলেন না। সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তের তারিখ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ (Fifth

Report—Madras Edition, 1883, পৃঃ ২৪৬) অর্থাৎ সুজার পতনের পরে আওরঙ্গজীবের রাজত্বে উহার প্রচলন হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া আসিয়া ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কোন বছরে সুজা বাঙ্গালার জমীদারগণের সহিত বন্দোবস্তে হাত দেন এবং তাহিরপুররাজ সূর্য্যনারায়ণের সহিত সম্ভবতঃ তখনই তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। সূর্য্যনারায়ণের পতন যদি প্রায় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে হয় এবং তাঁহার পিতা ইন্দ্রজিৎ যদি ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে জমীদারী লাভ করিয়া থাকেন, তবে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কংসনারায়ণের অভ্যুদয় ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ মারা যান এবং শূরবংশের বাঙ্গালার সুবেদার মুহম্মদ খাঁ শূর বাঙ্গালা দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। চৈতন্যদেব হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩ হইতে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাজেই প্রেমবিলাসের অন্যান্য অনেক উক্তির মত—

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যবে হৈলা আবির্ভাব।
> সে সময়ে রাজা কংসনারায়ণের প্রভাব ॥—চতুর্ব্বিংশ বিলাস।

এই উক্তিটিও কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

কংসনারায়ণের অভ্যুদয়কাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ = ১৪৭২ শকাব্দ। ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় যে পুথি হইতে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার তারিখ ছিল ১৪২৩ শকাব্দ। কৃত্তিবাস যে কংসনারায়ণের নিঃসন্দেহ পূর্ব্ববর্ত্তী, এই বিষয়ে আর এখন সন্দেহ থাকা উচিত নহে।

২। কৃত্তিবাসের বংশধারা ও মেলবন্ধন।

নিম্নে কৃত্তিবাসের বংশলতা প্রদত্ত হইল। (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ, বিশ্বকোষ আফিসের সংস্করণ, ৬৫ পৃঃ এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১ম খণ্ড, ২৩৭ এবং ২৬৭ পৃষ্ঠা)।
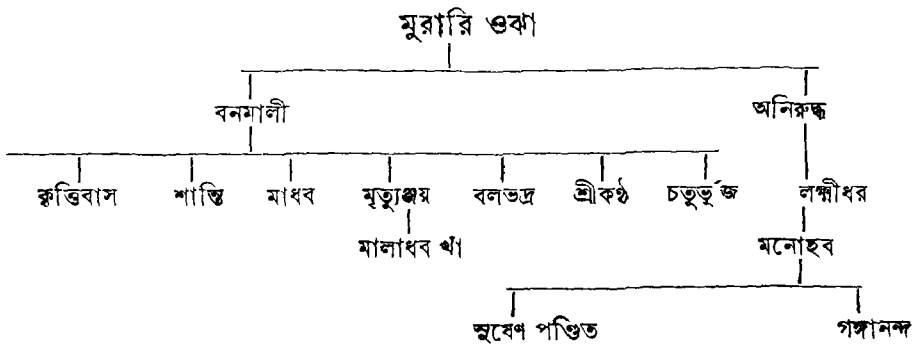
এই বংশাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া, পরে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির বিচার করিতে হইবে।

১। ধ্রুবানন্দ মিশ্র ১৪০৭ শকে 'মহাবংশ' রচনা করেন এবং ১৪০২ শকে দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করেন।

২। কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খাঁ "মালাধর খাঁনী" মেলের প্রকৃতি এবং খুড়তত ভাইর নাতি গঙ্গানন্দ "ফুলিয়া" মেলের প্রকৃতি। এই দুই জন ১৪০২ শকে প্রাপ্তবয়স এবং সমাজের নেতা। ইহার ১০।১২ বছর আগে কৃত্তিবাসের মৃত্যু হইয়াছে ধরিলে, কৃত্তিবাসের মৃত্যু ১৩৯০ শকে হইয়াছে এবং অন্ততঃ ৭০ বৎসর কৃত্তিবাসের জীবনকাল ধরিলে, কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩২০ শকে হইয়াছে স্থির করিতে হয়। জ্যোতিষিক গণনায়ও ঠিক এই ১৩২০ শকই পাওয়া গিয়াছে।

৩। আর একটি প্রমাণও এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। চৈতন্য মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচলে গমন করেন। ১৫১৬ হইতে মৃত্যুকাল ১৫৩৩ পর্য্যন্ত তিনি নীলাচলেই অবস্থান করেন।[১] পুরীতে স্থায়িরূপে বসিয়া তিনি ফুলিয়া হইতে যবন হরিদাসকে ডাকাইয়া পাঠান। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় হরিদাসের ফুলিয়া ত্যাগ-বিষয়ক পাঁচটি ছত্র তদীয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস," ব্রাহ্মণ কাণ্ড, প্রথম খণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

ফুলিয়ার স্ত্রী পুরুষ সব কান্দিয়া বিকল॥
হরিদাস প্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত।
মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত॥
দুর্গাবরানুজ মনোহর মহা সে কুলীন।
তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ॥

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পরিষদের ছাপা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ১৪০ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে উপরের উদ্ধৃত পাঁচ ছত্রের প্রথম ছত্রটি মাত্র আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরিষদের পুথিশালায় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের যতগুলি পুথি আছে, তাহা আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং পরিষদের পুথিরক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারা খোঁজ করাইয়াছি। উহাদের একখানাতেও এই চারি ছত্র পাওয়া যায় নাই। বসু মহাশয়ের নিকট লিখিয়া উত্তর পাইয়াছি যে, তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার ঘরের কোন পুথি দেখিয়া এই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূল পুথি না পাওয়া পর্য্যন্ত এই চারি ছত্র সন্দেহাত্মক হইয়া রহিলেও, সময় বিচারে এই চারি ছত্র অমূলক বলিয়া মনে হয় না। হরিদাসের ফুলিয়া ত্যাগের আনুমানিক কাল ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৩৮ শকে) গঙ্গানন্দের ভ্রাতা সুষেণ পণ্ডিতকে জীবিত পাইলে, উহা মেলবন্ধনের তারিখের (১৪০২ শক) সহিত সামঞ্জস্য-যুক্তই হয়। উহাদের পিতামহ-পর্য্যায়ের কৃত্তিবাসের জন্মশক ইহা হইতেও অনুমান করা যায়।

এই সমস্যা বিচারে কংসনারায়ণের কথা যে আসিতেই পারে না, তাহা উপরে

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—Chaitanya and His Companions, পৃঃ ৬ ও ১০।

দেখাইয়াছি। কাজেই হিন্দু কর্ম্মচারিপূর্ণ রাজসভার অধীশ্বর রাজা গণেশের সভাতেই যে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়া, রামায়ণ রচনার আদেশ পাইয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে সন্দেহ করা নিরর্থক,—বিশেষতঃ জ্যোতিষিক গণনায় যখন, ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী দিন রবিবার পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান-ভুক্তি*

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়, লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ' নামক প্রবন্ধে, বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজনৈতিক বিভাগগুলি (Administrative Division) স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রচুর শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক বহু গবেষণা করিয়া, উহাতে অনেক ভুক্তি, মণ্ডল ও চতুরকের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির দক্ষিণ ভাগের পশ্চিম সীমা ও বর্দ্ধমান-ভুক্তির দক্ষিণ অংশের পূর্ব্ব সীমা বোধ হয়, যথাযথরূপে নির্ণীত হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও সম্প্রতি, 'প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ' নামক প্রবন্ধে, ঐ বিভাগ দুইটীর সীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।১ আমি কয়েক বৎসর সুন্দরবনের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া, ঐ বিভাগ দুইটীর পূর্ব্বোক্ত সীমা যত দূর নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ হইতে, বর্ত্তমান সময়ে হুগলী নদীর যে অংশ হাওড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্য দিয়া সাগরে মিশিয়াছে, উহাকেই গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী ধরিয়া, উক্ত বিভাগ দুইটীর সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা গঙ্গা নদী নহে—অধুনা লুপ্ত সরস্বতী নদীর নিম্নাংশ। পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র খাল ভাগীরথীর শাখারূপে বর্ত্তমান খিদিরপুরের নিকট আদিগঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া, শাঁকরোল নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রবাদ যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনসময় ইংরাজগণ কলিকাতায় জাহাজ যাতায়াতের সুবিধার জন্য উহা প্রশস্ত করতঃ ভাগীরথীর জলরাশি ঐ পথে চালিত করিয়াছিলেন।২ গঙ্গার এই অংশ কৃত্রিম বলিয়া আজিও হিন্দুগণ উহার উপর শব দাহ করেন না এবং উহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় না বলিয়া বিশ্বাস করেন। শাঁকরোল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত খাল কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা খনিত হয়, তাহা আজিও জানা যায় নাই। ডি, ব্যারোর মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও উহা বিদ্যমান ছিল।

অধুনা খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ সেতুর নিম্ন দিয়া হুগলী নদীর যে একটী ক্ষীণ প্রবাহ, প্রথমে পূর্ব্বমুখে ও তৎপরে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে গিয়া, কালীঘাটের উপর দিয়া 'টালির নালা' বা 'আদিগঙ্গা' নদী নামে প্রবাহিত আছে, উহাই প্রাচীন কালে ভাগীরথী নদীর মূল স্রোত

---

* বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৬ই বৈশাখ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন পঠিত।

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০, দ্বিতীয় সংখ্যা।

২। 'বঙ্গদেশের ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা,' শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত; (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ)।

ছিল, এবং তৎকালে কালীঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বসা নামক স্থানের পশ্চিম দিক্ দিয়া বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, কোদালিয়া, মাহিনগর, দক্ষিণ-গোবিন্দপুর, বারুইপুর, শাসন সূর্য্যপুর, মূলটী, দক্ষিণ-বারাশত, সরিষাদহ, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটা, ছত্রভোগ ও খাড়া প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইত। প্রাচীন বিবরণাদির মধ্যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসান, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলগমন এবং চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরগণের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ঐ প্রবাহের ও উহার উভয় তীরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত অনেক জনপদের উল্লেখ আছে।১

ভাগীরথী নদীর এই গর্ভ, মজাগঙ্গা বা 'গঙ্গার বাদা' নামে এক বিস্তৃত নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া, পূর্ব্বলিখিত গ্রামগুলির পার্শ্বে আজিও বিদ্যমান আছে। এতদ্দেশের হিন্দু অধিবাসিগণ, এখনও গঙ্গা এখানে অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিতা হইতেছে, এই বিশ্বাসে ও বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বিধান মতে২, এই গঙ্গার বাদানামক নিম্ন-ভূমির উপর শবদাহ করেন এবং উহার উপর খনিত পুষ্করিণীগুলির জলও গঙ্গাজলরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।৩

চৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভাগীরথী-প্রবাহ পূর্ব্বলিখিত জনপদগুলির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ছত্রভোগের দক্ষিণ হইতে বহু শাখায় বিভক্ত ছিল এবং তখনও ঐ সমস্ত শাখা-নদী গঙ্গার শতমুখ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রাকালে ছত্রভোগের সান্নিধ্য হইতে গঙ্গার উক্ত শতমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।৪

ওম্যালি সাহেব বলেন যে প্রবাদ—ঐ নদীগুলির মধ্যে বর্ত্তমান ১১, ১২ ও ১৪নং লাটের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত শতমুখী ঘিবাটী গাঙ্ বা ঘুঘুডাঙ্গা নদী ভাগীরথীর উক্ত মূল প্রবাহের অংশ। তাঁহার মতে উহা কাকদ্বীপের নিম্ন দিয়া বর্ত্তমান সাগর-দ্বীপের পূর্ব্বে প্রবাহিত

১। মলিখিত The Antiquities of the North-West Sundarbans, V R Society's Monographs, No 4, পৃ ৩, ৪, ১২, ১৫, ১৭।

২। প্রবাহমধ্যে বিচ্ছেদেঽপ্যন্তঃসলিলপ্রবাহিত্বান্ন দোষঃ।
অন্যথা ইদানীং গঙ্গায়া সাগরগামিত্বানুপপত্তেঃ।"
প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, গঙ্গামাহাত্ম্য।

৩। Bengal District Gazeteer, Vol XXXI, পৃঃ ৭-৮।

৪। 'ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে॥
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরি বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল॥"—চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড।

ত্রিবেণী
সপ্তগ্রাম
হুগলী
খড়দহ
বেতড়
কালীঘাট
বারুইপুর
নাচনগাছা
পিছলদা
কাকদ্বীপ
আদিগঙ্গা
খাড়ি
সাগর

মডিগঙ্গা নদীতে পড়িয়া সাগর-দ্বীপের অন্তর্গত ধবলাটের পশ্চিম দিকৃস্থ নদীর খাড়ি দিয়া প্রথমে পশ্চিমমুখে ও পরে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিশিয়াছিল।[১] এই জন্যই এক্ষণে ধবলাটের পশ্চিমদিকৃস্থ নদীর মোহনায় প্রতিবৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে বিখ্যাত গঙ্গাসাগরের মেলা বসিয়া থাকে।

গোবিন্দপুরে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের যে তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরকের অধীন বিড্ডর শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব-শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উহাতে প্রদত্ত ভূমির নিম্নলিখিতরূপ চতুঃসীমা দেওয়া আছে,—

উত্তর—ধর্ম্মনগরী সীমা।
পূর্ব্ব—জাহ্নবী অর্দ্ধসীমা।
দক্ষিণ—লেংঘদেবমণ্ডপী সীমা।
পশ্চিম—ডালিম্বক্ষেত্র সীমা।[২]

এই চতুঃসীমা হইতে বুঝা যায় যে, বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরক নামক বিভাগ, পূর্ব্বদিকে জাহ্নবী বা ভাগীরথী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত বেতড্ড বর্ত্তমান হাওড়া জিলার অন্তর্গত বেতড় নামক স্থান এবং উহারই নামানুসারে ঐ চতুরক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত বিড্ডরশাসন নামক গ্রামখানি কোথায় ছিল, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে গোবিন্দপুরের অনতিদূরে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের ডায়মণ্ডহারবার শাখার বারুইপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে, শাসন নামে একখানি গ্রাম আছে। উহাই বোধ হয়, প্রাচীন কালে বেড্ডরশাসন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ধর্ম্মনগর নামে একটী জনপদ ও পূর্ব্বদিকে মজাগঙ্গা নামে জাহ্নবী নদীর পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক খাদ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

এই শাসন গ্রামের অবস্থান হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সেনরাজত্বকালে বর্দ্ধমানভুক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত আদিগঙ্গা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বর্ত্তমান চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত বেহালা, বিষ্ণুপুর, বজবজ, ফলতা, মগরাহাট, ডায়মণ্ডহারবার ও কুলপি থানার সমগ্র অংশ ও আলিপুর, বারুইপুর, জয়নগর ও মথুরাপুর থানার কিয়দংশ, যাহা উক্ত আদিগঙ্গা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত, বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরকের অধীন ছিল।

শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয়, তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত খাড়ী-মণ্ডলের দক্ষিণাংশের পশ্চিম সীমা হুগলী নদী পর্য্যন্ত ধরিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়,

১। Bengal District Gazeteer, Vol XXXI, পৃঃ ৮।

২। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার সঙ্কলিত Inscriptions of Bengal, ৩য় খণ্ড, ৯৬ পৃঃ।

পূর্ব্বোক্ত ঘিবাটী গাঙ্ পর্য্যন্ত আদিগঙ্গা নদী ও তন্নিম্নে বর্ত্তমান মড়িগঙ্গা নদী উহার পশ্চিম সীমা ছিল এবং উহা চব্বিশপরগণা জেলার ১ নম্বর হইতে ১৭ নম্বর ও ১৯ নম্বর হইতে ২১ নম্বর লাট বাদে, অবশিষ্ট সমগ্র দক্ষিণাংশ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল।১

শ্রীকালিদাস দত্ত

১। Map in the V. R. S. Monographs, No. 4.

বিশেষ অধিবেশন

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, ৬ই জুন ১৯৩৩, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিপূজা।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও সভাপতি মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের বিবিধ গুণাবলী ও পরিষদের উন্নতি বিষয়ে তাঁহার কার্য্যাবলীর আলোচনা করেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দান করেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৪ঠা আষাঢ় ১৩৪০, ১৮ই জুন ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস বাহাদুর—সভাপতি।

১। গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোক-গমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন ও সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন,—(ক) রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া, (খ) অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম্-এ, (গ) পুরুষোত্তম দাস লোহিয়া, (ঘ) কৈলাসচন্দ্র সরকার, (ঙ) বিজয়চন্দ্র সিংহ, (চ) ডাঃ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ বি, এবং (ছ) নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় বি-এল্।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্-এ মহাশয়-লিখিত "বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধে শুধু যে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহার উপযোগিতা আছে, তাহা

নহে, এই প্রবন্ধে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা এবং শুভঙ্করীর আর্য্যা ও জমির মাপের পারিভাষিক নাম রহিয়াছে। এই সব কারণে প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, কোন্ রাজার আমলে এবং কোন্ কোন যুগে বঙ্গদেশের বিভাগ কি ভাবে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লেখক মহাশয় প্রবন্ধে উল্লেখ করিলে ভাল হইত। এ বিষয়ে লেখক মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মিত্র, ১।৩ মথুর সেন গার্ডেন লেন, ২। শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুর, ৩। শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ৪। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু, ৬।১এ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, ৫। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্দ্ধমান, ৬। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, বোলপুর, বীরভূম, ৭। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৩।৭ গ্রে ষ্ট্রীট, ৮। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর মল্লিক, ৪৫ বীডন ষ্ট্রীট, ৯। শ্রীযুক্ত প্রভাসকুমার মণ্ডল, ১১১।১এ, মাণিকতলা স্পার, ১০। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ বি এ, পাবনা, ১১। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ, ৯ বাদুড়বাগান রো, ১২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ৫৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, ১৩। শ্রীযুক্ত রাধাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩২।১ বেলেঘাটা রোড, ১৪। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাগচী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, ১৫। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু এম্-এ, ব্যারিষ্টার, ১৮২ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, ১৬। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ দাশ বর্ম্মা, ১৮বি দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, ১৭। শ্রীযুক্ত শচীন সেন, ১৮ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, ১৮। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ দে বি-এস্ সি, বর্দ্ধমান, ১৯। শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ১৫ আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(খ) উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। মেঘনাদবধ নাটক, দক্ষযজ্ঞ নাটক। শ্রীযুক্তা সরোজবালা দেবী—১। ভ্রমর গীতা, ২। শ্রীউপাসনা শিক্ষা, ৩। শান্তিশতকম্, ৪। পদাঙ্কদূত, ৫। বৈরাগ্যশতকম্, ৬। হংসদূতম্, ৭। দামোদরের কড়চা, ১ম ভাগ, ৮। ঐ, ২য় ভাগ, ৯। মিরাবাইয়ের কড়চা। ১০। শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা, ১১। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ (সানুবাদ), ১২। ঐ (গিরিধর দাস), ১৩। গীতগোবিন্দকাব্যম্, ১৪। বিহারীলাল রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১৫। একান্ন পদ, ১৬। বৈষ্ণবস্তোত্রনামামৃত, ১৭। ভক্তিতত্ত্ব সার। স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—১। সঙ্গীতলহরী। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ধর কবিরাজ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণায়ণ কাব্য। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। আমার ব্যবসা জীবন (বিনোদবিহারী সাধু), ২। স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩। অনশনে মহাত্মা, ৪। ভারতের সাধনা। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—১। পরলোকের কথা। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। কুসুমকানন। শ্রীযুক্ত বৈদ্য যাদবজী ত্রিবিক্রম আচার্য্য—১। কন্দর্পচূড়ামণি (হিন্দী), ২। পঞ্চরসিক, ৩। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালা (২য়—৫ম,

৭ম—৯ম, ১১শ, ১৩শ—১৬শ সংখ্যা)। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেব—১। হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস, ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ—ইহার উদ্দেশ্য ও গঠনপদ্ধতি, ২। নারীহরণের প্রতিকার, ৩। ঠাকুরের চিঠি, ২য় খণ্ড, ৪। Balajirao Peshwa and Events in the North, Supplimentary, 1742—1761 শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—১। গাথা (হিন্দী)। শ্রীযুক্ত জে, কে, দাস—১। ভাতল সৈকতে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১। *সচিত্র ভারতসংবাদ, ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড (২৯শে অগ্রহায়ণ), ৩য় খণ্ড (১০ই পৌষ, ১২৭০) ২। *চিত্রদর্শন, ১ম খণ্ড, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, (১ম, পৌষ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, সংখ্যা), ৩। *দর্শক—১২৮১ সাল, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৫ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। Indo Aryan Polity during the Period of the RgVeda The Secretary, Smithsonian Institution—১। Absolute Intensities in the Visible and Ultra-violet Spectrum of a Quarterly Mercury Arc, ২। Carbon Dioxide Assimilation in a Higher Plant The Director of Industries, Bengal—১। Textile Dyeing The Secy Publicity Board, Bengal—১। Counting the Cost. ২। What is being done for the *Depressed* Classes? ৩। আইন অমান্য ও সরকার, ৪। অশান্তির উপদ্রব, ৫। শিল্পে সরকারের সাহায্য, ৬। বেকারসমস্যা ও বাঙ্গালা। বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক—১। Record of the Works of the Vivekanada Mission, Vol. II. (1932-32) Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—১। Catalogue of Wall paintings from Ancient Shrines in Central Asia and Sustan, ২। Summary of Instructions contained in the Staff Maunal of the Imperial Record Dept for the Storage, Preservation, Repair and Destruction of Records ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। Haraprasad Memorial Volume of the Indian Historical Quarterly. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—১। Annual Report on the Working of Co operative Societies in the Presidency of Bengal for the year ending 30th June, 1932। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু—১। Aurora, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু—১। A Brief Sketch of the Life of Rai Bahadur Sarat Chandra Benerjee.
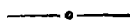
মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতিবার্ষিকী

১৫ই আষাঢ় ১৩৪০, ২৯এ জুন ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার

লোয়ার সার্কুলার রোড গোরস্থানে প্রাতে ৮টার সময় কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের নেতৃত্বে কবির সমাধিপার্শ্বে প্রার্থনা এবং সমাধির উপর পুষ্পমাল্যাদি অর্পিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায়, শ্রীমতী সুহাসিনী রায় চৌধুরী এবং সভাপতি মহাশয় কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিশেষ অধিবেশন

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

পরিষদ্ মন্দিরে—ঐ দিন অপরাহ্ণ ৬।০টায়

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় ব্রজাঙ্গনা কাব্য হইতে "নাচিছে কদম্বমূলে"...এই গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত শৈলেন দত্ত এবং শ্রীযুক্ত দিলীপ দাশ গুপ্ত মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের রচিত কবিতা পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ও সভাপতি মহাশয় মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

অতঃপর সঙ্গীতাদির অন্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৮ই আষাঢ় ১৩৪০, ২রা জুলাই ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্ট-লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন যে, স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় মহাশয় পোকা-মাকড় হইতে গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই অতি সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় অনেক বই লিখিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। ছেলেরা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত এই সব বই পড়িয়া বুঝিতে ও উপভোগ করিতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নৈহাটীর অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখায় তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুরের লিখিত "কৃত্তিবাসের জন্মশক" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৬। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কতকগুলি কাস্কেট প্রভৃতি উপহার দিয়াছেন, এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন　　　　　　　　শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
সহকারী সম্পাদক।　　　　　　　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক) প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

শ্রীযুক্ত জসিম উদ্দীন এম্ এ, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়, ২। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় এম্ এ, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, কলিকাতা, ৪। শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মিত্র বি এ, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত মনোজ বসু এম্ এ, কলিকাতা।

(খ) উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। আমাদের শিক্ষা, ২। চুম্বন, ৩। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। ব্রহ্মচর্য্য, ২। বৈশাখী বাঙলা, ৩। হেমজ্যোতি, ৪। সন্ধ্যোপাসনা। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১। * The Queen, 28th Sept 1896 (Raja Rammohun Roy Number) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। Port of Rangoon, Commission Charges and Rent By-Laws, General Information, ২। Do, Schedules of Charges etc The Secretary, Publicity Board of Bengal—১। অনুন্নতের উন্নতি সাধন, ২। বাঙ্গালায় অপব্যয়, ৩। বাঙ্গালা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব

৮ই শ্রাবণ ১৩৪০, ২৪এ জুলাই ১৯৩৩, সোমবার।

অদ্য প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদানের জন্য বহু সদস্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে উৎসব-সভা স্থগিত রাখা হয়। আরও স্থির হয় যে, এই উপলক্ষে যে সকল উপহার পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি আগামী বার্ষিক অধিবেশনে প্রদর্শিত হইবে।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ ১৩৪০, ৩০এ জুলাই ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

সভাপতি মহাশয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিলেন যে, দেশবন্ধুর বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিবার কিছু আবশ্যক নাই। তিনি যখন সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিঃস্ব হন, তখন আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সমীপস্থ হইলে, দেশবন্ধু তাঁহার অতিপ্রিয় কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি সংখ্যায় ৪২৪ খানি) পরিষৎকে দান করেন। পরিষৎ সেই পুথিসংগ্রহ হইতে তাঁহার ইচ্ছামত "সংকীর্ত্তনামৃত" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
সভাপতি।

ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ ১৩৪০, ৩০এ জুলাই ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

১। সভাপতি মহাশয় প্রথমেই (ক) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে স্বর্গীয় গুরুদাস বাবুর পুত্রগণের প্রদত্ত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহাশয়ের তৈলচিত্র এবং (খ) চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের প্রদত্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের ব্রোমাইড্ চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া চিত্রপ্রদাতৃগণকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

২। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে বঙ্গভাষার শব্দ-দৈন্যের কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালাকে সর্ব্ববিধ শিক্ষার বাহন করিতে হইলে শব্দ-সম্পদ্ বাড়াইতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির জন্য বৈজ্ঞানিকগণকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

এই সময় সভাপতি মহাশয় অসুস্থতাবশতঃ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়কে সভাপতির আসন দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা পাঠ করিলেন (পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)। যথারীতি সমর্থনের পর উক্ত তালিকায় লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। তৎপরে তিনি নিম্নলিখিত সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন,—(ক) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র, (খ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, (গ) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার (ঘ) শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং (ঙ) মৌলভী খয়রুল্ আনাম। শ্রীযুক্ত নলিনারঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সমর্থনে ইঁহারা সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নিম্নোক্ত তালিকা পাঠ করিলেন,—(ক) সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত— ১) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৯২, (২) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু—১৯১, (৩) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—১৬২, (৪) শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর—১৬২, (৫) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১৫০, (৬) শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন—১২৯, (৭) শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—১২৬, (৮) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—১২৫, (৯) শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকি—১২৩, (১০) শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস—১১৭, (১১) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১১৬, (১২) ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত—১১৪, (১৩) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—১১৪, (১৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—১১১, (১৫) শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম—১০৯, (১৬) শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ—১০৮, (১৭) ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন—১০৭, (১৮) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—১০০, (১৯) কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—৯৬, (২০) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ৯৫। (খ) শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচিত—(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, (২) রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, (৩) শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, (৪) শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, (৫) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য। এবং (গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ। সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন।

শাখা-পরিষদের পক্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে একজন প্রতিনিধি-সভ্যের নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা হইল এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে এই বিষয় উপস্থিত করা হইবে স্থির হইল।

৫। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রস্তাবক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি।

সমর্থক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহকারী সভাপতিগণ—(কলিকাতার পক্ষে) ১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, ২। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৩। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, এবং ৪। শ্রীযুক্তা কামিনী রায়। (মফঃস্বলের পক্ষে)—১ শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী,

২। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, ৩। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু।
সমর্থক— " সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক- শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।
সমর্থক— " গণপতি সরকার।

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এবং ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং সমর্থক কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সমর্থক— " চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা।

কোষাধ্যক্ষ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার।
সমর্থক— " অনাথবন্ধু দত্ত।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সমর্থক— " নগেন্দ্রনাথ সোম।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন।
সমর্থক— " জিতেন্দ্রনাথ বসু।

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ।

প্রস্তাবক—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী।

সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, এই সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পূর্ব্ববিজ্ঞাপিত তালিকায় একজনের পদ শূন্য হইল। এই জন্য ঐ তালিকার পরবর্ত্তী সভ্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় উনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"নানা কার্য্যে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিয়াও যিনি গত পাঁচ বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবায় অবহিত হইয়াছিলেন, ইহার সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য সর্ব্বপ্রকারে দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ সেবকের ন্যায় ভাষা-জননীর এই পবিত্র পীঠের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, সেই সুপণ্ডিত ও সদাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে পরিষদের এই উনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত সদস্যগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক পদ হইতে নিয়মানুসারে তিনি অবসর গ্রহণ করিলেও পরিষৎ আশা করেন যে, পরিষৎ কোন দিন তাঁহার স্নেহ সহানুভূতি ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। শ্রীভগবানের কাছে পবিত্র সদাশয়ের রণে তাঁহার কল্যাণ ও দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি পরিষদের সেবায় আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং পরিষদের হিতৈষিগণের সহিত মিলিয়া কাজ করিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পরিষদের কাজে কায়মনোবাক্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য। পরিষৎ অদ্বিতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ভবিষ্যতে তিনি পরিষদের কোনরূপ সেবা করিবার সুযোগ পাইলে ধন্য হইবেন।

৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও পরিষদের হিতৈষিগণের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, (ক) দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (খ) ডক্টর অভয়কুমার গুহ, (গ) কুমুদনাথ লাহিড়ী, (ঘ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৯। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে গত বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ-গণের নামোল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের সেবার জন্য পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

১০। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বর্ত্তমান বর্ষের পরিষদের একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব স্থগিত রাখা হইয়াছিল। ঐ উৎসব উপলক্ষে পরিষদের হিতৈষীদের নিকট হইতে যে সকল উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহার তালিকা পঠিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ সহকারী সম্পাদক।	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দে, ৭৯।৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, ২। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, ঢাকা, ৩। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল দে, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৪। শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৯ বেণেপুকুর রোড, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, ৪৯।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর গুপ্ত বি-এ, ঐ, ৭। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন পাল, প্রবাসী অফিস, ৮। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভৌমিক বি-এ, ১০।এ, গড়পাড় রোড, ৯। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার রায়, টমরী হোষ্টেল, বাদুড়বাগান, ১০। শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর বসু এম্ এ, বি এল্, ২৯ বীডন ষ্ট্রীট, ১১। শ্রীযুক্ত বামনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ২৬ বীডন ষ্ট্রীট, ১২। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬ সরকার লেন, ১৩। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ, এম এ, বি-এল্, ৩৪ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, ১৪। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ৮।২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট, ১৫। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি-এল্ ১৩।২ হাজরা রোড, কালীঘাট।

ক—উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক (একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত)

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—১। কোজাগরী। শ্রীযুক্ত কবি জসীম-উদ্‌দীন—১। ধানখেত। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়—১। সুধা কণা। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—১।* A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects of the Shamscrit Language By Herasim Lebedeff, London 1801. শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১। সন্দর্ভ সংগ্রহ, ২। বাঙ্গালা সাহিত্য, ৩। Current Economic Problems of India, ৪। The Life of Girish Chandra Ghosh. রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। The Theistic Annual for 1873 by P. C. M., ২। The Shrines of Sitakund, ৩। আদি ব্রাহ্মসমাজে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ১৭৯৩ শকের ফাল্গুন মাসে বিবৃত বক্তৃতা, ৪। শরীরসাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), ১২৬৭? ৫। ভূগোল-বিবরণ Part I,—W. C. Lacey (উড়িয়া ভাষা), 1863, ৬। ঐ Part II, 1861. শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু;— ১। Critical and Miscellaneous Essays—Thomas Carlyle, vols. I, II. ২। Do & vols. III IV. ৩। Do. vols. V, VI & VII, ৪। History of the Frederick the Great, vols. I—II, ৫। History of Frederick II of Prussia (Freredick the Great), vols. V—VI. ৬। Do. vols. VII—VIII, ৭। Oliver Cromwell's Letters and Speeches, vol. V. The Letter-Day

Pamphlets, Early Kings of Norway and Essay on the Portraits of John Knox. **শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১।** Travels in Chaldaea including a Journey from Bussorah to Bagdad by Captain Robert Mignan, 1822, ২। History of Indian Literature, Weber, 1878, ৩। Romance of Empire, ৪। The English Paragon. **শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১।** শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। ও পারের কথা, ৩। কায়স্থতত্ত্বকৌমুদী, ৪। কায়স্থকুমার, ৫। Ten Thousand Years of Science, ৬। A Short Social and Political History of Britain, Part I, ৭। Do. Part II. **ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১।** অর্থের সন্ধান, ২। The Magic of Numbers. **শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—১।** শিশঙ্করাচার্য্য কাব্য ২ পঞ্চ প্রদীপ, ৩। ভক্ত দম্পতি জয়দেব-পদ্মাবতী, ৪। হজরত এব্রাহেম, ৫। মহাকালী পাঠশালার কার্য্যবিবরণ, ১৩৩৯। **শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী—১।*** সুলভ সমাচার, ১ম খণ্ড—১২৭৭ সাল ৫ম, ৩৬শ, ৪১শ ৪২শ, ৪৩শ, ৪৪শ, ৪৫শ, ৪৬শ ৪৭শ (১০ খানি), ২।* সুলভ সমাচার—৪র্থ খণ্ড, ১২৮১ সাল (১৮২—১৯৫ ১৯৭, ২১২—২১৭, ২১৯, ২২১—২৫, ২২৭ সংখ্যা, মোট ৩০ খানি), ৩।* সুলভ সমাচার ৫ম খণ্ড,১২৮২ সাল ২৪১শ, ২৪৬শ, ২৪৯শ, ২৫৫—৫৬, ২৬০—৬৩, ২৬৬, ২৬৯—৭৭, ২৭৯, ২৮২, ২৮৬শ সংখ্যা, ২৬ খানি), ৪।* ভারত ভৃত্য (সাপ্তাহিক) -১ম খণ্ড, ১৬, চৈত্র, ১২৭৯ সাল, ৫। ঐ (সাপ্তাহিক)—১ম সংখ্যা, ৬। স্বাপ্নলব্ধ তীর্থযাত্রা, ১২৭৭ ৭।* শল্যজ্জরা বা অস্ত্রচিকিৎসা (Science and Art of Surgery, Part I) 1864, by Ram Narain Das, ৮। The Bhagavad Gita and the Bible—by Pranath Pandit, 1874. **আর্ট প্রেসের কর্তৃপক্ষ—১।** Rajendra Nath Mookerjee—A Personal Study **শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা—১।** খনি-জরিপ। **শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ দত্ত, ব্যারিষ্টার—১।** অশ্বিনীকুমার দত্ত। **শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১।** কমলা ২। মুক্তি, ৩। সচকিতা গৃহিণী। **শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী—১।** ভুপাতা। **শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ ১।** কচ ও দেবযানী, ২। মৃচ্ছকটিক। **শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১।** শিবম, ২য় বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২। ঐ, ৩য় বর্ষ, ১ম, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা। **শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—১।*** সংবাদপ্রভাকর—৯ম ভাগ, ১২৪৭, ২১এ অগ্রহায়ণ, ২। Delhi Gazette (ডেল্লি গেজেট ১ খানি)। **শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—১।** দিবাস্বপ্ন, ২। সুন্দরী, ৩। সাত মূর্ত্তি, ৪। চিত্ত ও চিত্র। **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১।** Some Bengal Villages, ২। First Studies on the Health and Growth of Bengali Students, ৩। Elements of the Science of Language, ৪। Western Influence in Bengali Literature, ৫। The Theory of Profits, ৬। Linguistic Speculations of the Hindus, ৭। Studies in Indian Antiquities, ৮। Indian Writers of Indian Verse, ৯। The Historical Socrates and the Platonic Form of the Good, ১০। Catalogue of Books

in the Calcutta University Library—Philosophy and Religion, ১১। Kamala Lectures (মানুষের ধর্ম্ম), 1933, ১২। সহজিয়া সাহিত্য, ১৩। অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি, ১৪। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, (২) শিক্ষার বিকিরণ, ১৫। রুক্মিণীহরণ নাটক। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী—১। নৌকাবিলাস, ২। যোটক বিচার। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী—১। ক্লিওপেট্রা, ২। সমাজচিত্র, ৩। নরেন্দ্র গীতাবলী, ৪। জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি, ৫। হোমকল্, ৬। বেদস্তুর, ৭। মায়া, ৮। ছাড়াছাড়ি, ৯। যত্তর যাত্ন, ১০। আন্ধা, ১১। মূক স্ত্রী, ১২। শান্তিপূর্ণ গৃহ, ১৩। কুস্কুম, ১৪। পুরাণো প্রেমের জন্যে, ১৫। হংকংএর পেয়ালা, ১৬। কজ্জলা, ১৭। উচ্ছৃঙ্খল, ১৮। পাগল, ১৯। শাওন গীতি, ২০। শৈশব স্বপ্ন বা ভাঙ্গা প্রেম, ২১। খুড়ো খুড়ী, ২২। প্রতিমা, ২৩। ভোট, ২৪। এখন আমার পালা, ২৫। ব্যর্থ প্রেম, ২৬। লুকোচুরি, ২৭। ধাঁধাঁ, ২৮। ছেড়ে দিন্ আমার উপর, ২৯। উপর চাল, ৩০। বনদেবী, ৩১। অভিনেত্রী, ৩২। সন্দি-গরমি, ৩৩। মন্ত্রের পরশ, ৩৪। একস্মাস, ৩৫। স্থনন্দার বন্দী, ৩৬। রোসনি, ৩৭। পাণিপ্রার্থনা, ৩৮। গুলবেহস্তে, ৩৯। মিস্ হীরাবাঈ ৪০। চুম্বনে সমাপ্তি, ৪১। বাল্লনিক মাসি, ৪২। আগন্তুক, ৪৩। যাত্ন, ৪৪। দশ টাকায় পুরী যাওয়া আসা, ৪৫। রূপার নিমকদানি, ৪৬। বিজনবালার জীবন রহস্য, ৪৭। বিজয়া দিনে, ৪৮। গোপন নারী, ৪৯। যা'র যেটি, ৫০। ভূলের খেলা, ৫১। অভিনয়ে প্রাণ, ৫২। হিন্দোলা, ৫৩। আলো ছায়া, ৫৪। লটারী, ৫৫। পরাণবাবুর বড়দিন, ৫৬। স্বর্ণডিম্ব, ৫৭। শারদগীতি, ৫৮। প্রেমের কমিডি, ৫৯। ছোট্ট খুকুমণি, ৬০। দরদী, ৬১। বাঞ্ছারামের দুঃখ, ৬২। হুমকি দাওয়াই, ৬৩। আজব খেল, ৬৪। অদ্ভুত, ৬৫। রঙ্গবাজ, ৬৬। যখন আমি বড় হব, ৬৭। তরলা, ৬৮। রক্তপর্ণা, ৬৯। বরাবরের মত, ৭০। নিভৃত নিকুঞ্জ-নিলয়, ৭১। অব্যক্তা, ৭২। অজানা, ৭৩। রেলগাড়ীতে প্রেম, ৭৪। সেয়ানে সেয়ানে, ৭৫। তগ্দীর, ৭৬। সংস্কৃত সাহিত্য-প্রসূন, ৭৭। শুধু ফাঁকি, ৭৮। গৃহে নাট্যকার, ৭৯। সেয়ান পাগল, ৮০। অভিনেত্রীর প্রেম, ৮১। বেওয়ারিশ্, ৮২। আমিনার প্রণয়ী, ৮৩। খিচুড়ী, ৮৪। টেব লয়েড্, ৮৫। দুঃসাহসের খেলা, ৮৬। বিবাহিত জীবন, ৮৭। চাক্‌রাণী না পাটরাণী ৮৮। হারাণো জুতা, ৮৯। স্বাধীন জেনানা, ৯০। পার্ব্বতীর পরিহাস, ৯১। মজা, ৯২। শ্রেষ্ঠের জয়, ৯৩। হার জিত, ৯৪। ৪৯ নম্বর, ৯৫। বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে, ৯৬। উদ্ধার ৯৭। প্রেমে শাঠ্য, ৯৮। মিস্ কিরণবালা, ৯৯। খেয়াল, ১০০। নাছোড় বান্দা, ১০১। অসমাপ্ত, ১০২। জুতার বদলে জুতা, ১০৩। ছুটীর দিনে, ১০৪। সত্য নিকেতন, ১০৫। ফাগুয়া, ১০৬। সিগারেট ভার্সাস্ হারমোনিয়াম্, ১০৭। অব্যর্থ লক্ষ্য, ১০৮। কুমারী চম্পা, ১০৯। প্রাণের পরশ, ১১০। আঁধারে চুম্বন, ১১১। গরীয়সী, ১১২। প্রমীলার প্রথম, ১১৩। উপদেষ্টা, ১১৪। মনচোর, ১১৫। নাটিকা, ১১৬। আদরিণী, ১১৭। বিদ্রোহী বা বেপরোয়া প্রেম, ১১৮। তিনটি অন্ধ ইন্দুর, ১১৯। ব্রেস্‌লেট, ১২০। মায়াতরু, ১২১। সিনা-সোফিনা, ১২২। বিজয়িনী, ১২৩। শৈশব রাণী, ১২৪। ঘুমের

রাণী, ১২৫। সাহিত্য সাম্রাজ্ঞী, ১২৬। মানস-প্রতিমা, ১২৭। বাসন্তী, ১২৮। প্রহসন, ১২৯। প্রেমের ফাঁদ, ১৩০। পান্নার রাণী, ১৩১। বিনোদবালা, ১৩২। দৌলতে দুনিয়া, ১৩৩। একা, ১৩৪। রোগীর সান্ত্বনা, ১৩৫ নিবেদিতা। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর—১। অধ্যাত্ম রামায়ণ (হিন্দী অনুবাদ সমেত), ২। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম (মহাভারতান্তর্গত), ৩। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতাবলী, ৪। থানেশ্বর চরিত্র, ৫। তত্ত্বচিন্তামণি, ২য় ভাগ, ৬। দিনচর্য্যা, ৭। হনুমান্ বাহুক—তুলসীদাসকৃত, ৮। ভজনসংগ্রহ, চৌথা ভাগ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—১। ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন, ১৮২৭ খ্রীঃ, ২। প্রত্যুত্তর (কাশীনাথ বসু, ১৮৪০), ৩। মজাহি দশা, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, ১৮৫৯, ৪। জ্ঞানরত্নমালা প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, ১২৬৫ সাল ৫। ধর্ম্ম নিগম (মাসিক পত্র)—শশিভূষণ নন্দী, ১২৯৪ সাল, ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী—১। মালাবদল। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—১। বড় বৌ, ২। বৈরাগী ঠাকুর, ৩। নূতন উপনিবেশ, ৪। সৃষ্টিতত্ত্বে পুরাণ ৫। জন্তুদের বন্ধু নন্তবাবু ও শ্বেতপরীর গল্প। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১। শ্রীমদ্ অধ্যাত্ম রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, ৯ম সর্গ, তিম্মং বম্মণ কৃত, (বম্বে)। ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী—Laibagata Urdaya-purani-saindharani dhuani (Ancient Japanese Mock Print of Old Tex in Siddham with Japanese Transcription and Chinese Translation)। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। পুরুলিয়ার কোর্ট বিল্ডিংএর প্ল্যান্ ২। শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের Dynamo House, ৩ একখানি পুলের নক্সা।

খ—উপহারপ্রাপ্ত পুথি

শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন ১। মহাভারত,—অশ্বমেধ পর্ব্ব, ২। ঐ—দ্রোণ—শান্তি পর্ব্ব, ৩। ঐ বিরাট পর্ব্ব, ৪। ঐ—সভাপর্ব্ব ৫। ঐ—উদ্যোগ-ভীষ্মপর্ব্ব, ৬। ঐ অভিষেক ও অনুশাসন পর্ব্ব, ৭। বংশাবলী, ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক—৮। হরিবংশ, ৯। মহাভারত আদি পর্ব্ব, ১০। ঐ—ভীষ্মপর্ব্ব, ১১। স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ড, ১২। ভীষ্ম-দ্রোণপর্ব্বকথা, ১৩। ভাগবতী কথা, ১৪। বৃহদৌশনসোপপুরাণ বা বিন্ধ্যপুরাণ, ১৫। বিষ্ণুপুরাণ, ১৬। বায়ুপুরাণ-গয়ামাহাত্ম্য, ১৭। চন্দ্রবংশ কাব্য, ১৮। কুসুমাঞ্জলি-কারিকাব্যাখ্যা, ১৯। সাহিত্যদর্পণবিবৃতি, ২০। (ক) গূঢ়ার্থকৌমুদী, (খ) সুপদ্মমকরন্দ, ২১। (ক) পিচ্ছিলা তন্ত্র, (খ) বর্ণাভিধান, (গ) সমাসবিচার, ২২। অনেকার্থ কোষ, ২৩। রসমঞ্জরী, ২৪। পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যা, ২৫। (ক) গৌতমস্মৃতি, খ) পরাশরস্মৃতি, (গ) বিশ্বামিত্রস্মৃতি, (ঘ) বশিষ্ঠস্মৃতি, ২৬। ধীরবোধক সংগ্রহ (আয়ুর্ব্বেদীয়), ২৭। রস-প্রকরণ (আয়ুর্ব্বেদীয়), ২৮। সারসংগ্রহ (বৈদ্যক), ২৯। রামগীতাব্যাখ্যা, ৩০। চক্ষোন্মীলন (১ম—২৫শ পটল), ৩১। মহিম্নঃস্তবব্যাখ্যা, ৩২। বিবাহব্যবস্থা বা সম্বন্ধব্যবস্থা, ৩৩। তিথিতত্ত্ব, ৩৪। মুদ্রারাক্ষস, ৩৫। মহাবস্তু অবদানে—নিদানবস্তু গাথা ও নরক পরিবর্ণন ৩৬। চাতুর্ম্মাস্য প্রয়োগ, ৩৭। শ্রৌত প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগসংগ্রহ, ৩৮। কৌকিলী সৌত্রামণীপ্রয়োগ, ৩৯। চরক সৌত্রামণী প্রয়োগ, ৪০। যাজমান প্রয়োগ

৪১। দর্শপৌর্ণমাসপ্রয়োগপদ্ধতি, ৪২। আশ্বলায়ন সূত্রপ্রয়োগপদ্ধতি, ৪৩। অগ্নিহোত্র-প্রয়োগ, ৪৪। অগ্নিষ্টোমপদ্ধতি (হোত্রকর্ম্ম), ৪৫। চাতুর্ম্মাস্যপ্রয়োগ, ৪৬। বৃষোৎসর্গ-পদ্ধতি (সামবেদীয়), ৪৭। যাজমান প্রয়োগ (যজুর্ব্বেদীয়, ৪৮। অগ্নিষ্টোম—সোমসাম প্রয়োগ ৪৯। আশ্বলায়নীয় প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ, ৫০। ত্রিকাণ্ডমণ্ডন, ৫১। দর্শপৌর্ণমাসেষ্টি-প্রয়োগ, ৫২। শ্রৌত পদ্ধতি—চাতুর্মাস্যপ্রয়োগ, ৫৩। অগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, ৫৪। বৌধায়ন দর্শপৌর্ণমাসপ্রয়োগ (আশ্বলায়নোপযোগী), ৫৫। বৌধায়ন দর্শপৌর্ণমাস প্রয়োগ, ৫৬। কৌষীতকপদ্ধতি—৮ম অধ্যায় (ব্রহ্মৌদনপ্রকৃতিসববিধান), ৫৭। দর্শপৌর্ণমাস প্রয়োগ, ৫৮। আবসথ্যাধানপদ্ধতি ৫৯। দর্শপূর্ণমাসব্যাখ্যা, ৬০। রুদ্রযামল, ৬১। কালীকুলামৃত তন্ত্র, ৬২। আচারসার তন্ত্র (মহাচীনাচার), ৬৩। বীজচিন্তামণি তন্ত্র, ৬৪। ভৈরবতন্ত্রে রসার্ণবে রসসংহিতা, ৬৫। মহাগণেশপূজাবিধি (সচিত্র), ৬৬। বৈপুল্যসূত্র।

গ—উপহারপ্রাপ্ত মূর্ত্তি, সাহিত্যিকগণের নিদর্শন ইত্যাদি

শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়—(১) প্রস্তরমূর্ত্তি—ত্রিশূলোপরি সতীদেহধারী মহাদেব।
„ ঋষিবর মুখোপাধ্যায়—(১) প্রস্তরমূর্ত্তি—ভোটির স্তূপ।
„ নির্ম্মলকুমার বসু— (১) প্রস্তরমূর্ত্তি হরপার্ব্বতীমূর্ত্তি।
„ মৃগাঙ্কনাথ রায়— (১) প্রস্তরমূর্ত্তি—স্ত্রী পুরুষ।
„ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য— (১) তিব্বতদেশীয় মূর্ত্তি (প্যারিস প্লাষ্টারে ছাঁচে তোলা)।
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ— (১) মৃন্ময় দ্রব্য—হুগলী খামারগাছী ষ্টেশনের নিকট দাদপুর গ্রামে কূপ খননকালে ২৩ হাত নীচে প্রাপ্ত।
„ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য— (১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যবহৃত কুক্ কেল্‌ভির ঘড়ি। মহর্ষি ইহা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে দান করিয়াছিলেন।
(২) শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যবহৃত একটি ওয়াচ্ (ঘড়ি)।
(৩) শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বহস্ত-লিখিত কবিতা এক পৃষ্ঠা।
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ— (১) রসচক্রের চিত্র (ফটো)।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৮এ শ্রাবণ ১৩৪০, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০ টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল—সভাপতি।

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতিবার্ষিকী ও দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী ১১ খানি পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। ডকটর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার লিখিত "প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সুরি" প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কর্ত্তৃক পঠিত হইল।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ ও সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবন্ধটি বর্ত্তমান বর্ষের সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন　　　　শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিংহ, রাজসাহী, ২। মৌলবী মুহম্মদ এনামুল হক্ এম্-এ, চট্টগ্রাম, ৩। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুহৃৎ মিত্র, ৬।২ কান্তি মিত্র লেন, ৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন, ১৮ পার্শিবাগান লেন, ৫। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, প্রবাসী কার্য্যালয়, ৬। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, ২।এ হাজি জেকারিয়া লেন, ৭। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এ, বহরমপুর, ৮। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র, ১৭।২ চক্রবেড় রোড, সাউথ। ৯। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস এম্-এ, ৮।এ কালুঘোষ লেন।

(খ) উপহার প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। উলা বা বীরনগর, ২। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন—১। বিবেকানন্দ চরিত, ২। Mahatma Gandhi's Sayings শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। যুগ্ম প্রসূন, ২। কেরাণীর মাস কাবার, ৩। অভিমানিনী, ৪। পথহারা, ৫। কুলবধূ, ৬। যাত্রী, ৭। অভিসারিকা, ৮। গোবিন্দদাস, ৯ ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন, ১০। Her Closed Hands, ১১। Like Another Helen, ১২। Dorothy—The Rope Dancer, ১৩। Rammohun Roy—The Man and His Works (Centenary Booklet) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The Revolt of Modern Youth, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। ছায়া সাথী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১। আদিশূর ও বল্লালসেন। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বস্ম—১। শ্রীকৃষ্ণ বলাস, ২। শ্রীশ্রীমাধুর্য্য কাদম্বিনী, ৩। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বা রাজাধিরাজ যোগ, ৪। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ (বঙ্গানুবাদ)। গিরিধর দাস। ৫। কথা ও পত্র, ৬। প্রেমামৃত সিন্ধু। The Manager, Govt of India, Central Publication Branch—১। Annual Report of the Archaeological Survey of India, for 1928-29, The Surveyor General of India—১। General Report of the Survey of India, for the year 1931-32 শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী—১। A Critical Study of the Songs of Govindadas (৩ খানি). The Director, Geological Survey of India—১। Memoirs of the Geological Survey of India, vol LXIII, Part I, 1933, ২। Records of the Geological Survey of India, vol, LXVI, Part 4, 1233, The Secretary, Publicity Board, Bengal—১। শিল্পের উন্নতি সাধন, ২। রক্ষা কবচ, ৩। শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা, ৪। শাসনসংস্কার ও বাঙ্গালা।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১১ই ভাদ্র ১৩৪০, ২৭এ আগষ্ট ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ—সভাপতি।

১। গত ২য় ও ৩য় মাসিক অধিবেশনের এবং ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোকগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল এবং তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইলেন,

(১) স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু (নাগপুর) এবং (২ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র (বর্দ্ধমান)।

৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়-লিখিত "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ হইবে)।

প্রবন্ধপাঠক এবং লেখক ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

(ক প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্য

(১) শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এম্‌ এস্‌-সি, বরিশাল, (২) শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু, কলিকাতা, (৩) শ্রীযুক্ত শিখরকুমার বসু, ঐ, (৪) শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, দার্জ্জিলিং, (৫) শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়, কলিকাতা, (৬) শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সেনগুপ্ত, ঐ, (৭) শ্রীযুক্ত অশোককুমার গুপ্ত, ঐ, (৮) শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, ঐ, (৯) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ঐ, (১০) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দে, এম্‌-এ, ঐ।

(খ) উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

প্রদাতা—রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :—(১) Calcutta University Calendar, for 1933, (২) Journal of the Department of Letters, Vol XXIII, 1933 (৩) Director of Industries, Bengal :—(৪) Soap-Making Reverse Graining in the Manufacture of Washing Soap. The Secretary, Smithsonian Institution —(৫) Exploration and Field-work of the Smithsonian Institution in 1932, (৬) The Story of Kalaka, (৭) Scouting for a Site for a Solar Radiation-Station, (৮) Forecasts of Solar Variation, (৯) Amphibians and Reptiles collected by the Smithsonian Biological Survey of the Panama Canal Zone, (১০) The Latitude Shift of the Storm Track in the 11-year Solar Period. (১১) The Kampometer, a new Instrument of Extreme Sensitiveness for Measuring

Radiation The Director, Geological Survey of India—১২। Records of the Geological Survey of India, Vol. LXVII, Part 1, 1933 শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৩। বৌমা, ১৪ কুরু পাণ্ডব। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—১৫। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ১ম অংশ, (অসম্পূর্ণ)। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ—১৬। মধুবল্লীরা, ১৭। কুলিযাব পাঠ। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী সুবোধচন্দ্র—১৮। শ্রীরামকৃষ্ণ-চন্দ্রিকা, পূর্ব্বার্দ্ধ।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

১৮ই কার্ত্তিক ১৩৪০, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—সভাপতি।

সভাপতি মহাশয়, শ্রীমতী সরলাবালা সরকার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় গৃহীত হয়,—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি কামিনী রায় মহাশয়ার পরলোকগমনের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়ার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবদ্বয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৩এ পৌষ ১৩৪০, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত—সভাপতি।

১। গত চতুর্থ মাসিক ও চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। নিম্নলিখিত পরলোকগত সদস্যগণের জন্য শোক প্রকাশ করা হইল। সমবেত সভ্যমণ্ডলী তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন।

(ক) মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ (শান্তিপুর), (খ) হেমচন্দ্র সরকার এম্-এ (রাজহাটী), (গ) অধ্যাপক মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ (কলিকাতা), (ঘ) রায় কুঞ্জমোহন মৈত্র বাহাদুর (রাজসাহী), (ঙ) রায় সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু এম্ এ, বি এল (বসিরহাট), (চ) অসিতাকুমার গুহ, এটর্ণী (কলিকাতা), (ছ) কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এটর্ণী (কলিকাতা), (জ) অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় (চুঁচুড়া) এবং (ঝ) সতীশচন্দ্র দে সরকার (রঙ্গপুর)।

৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি মহাশয় "মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন।

৬। বিজ্ঞাপিত হইল যে, সাধারণ তহবিলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গচ্ছিত তহবিল হইতে ৪৩৪৮৶৭ টাকা হাওলাত লইতে হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি, ই, ঐ, ৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন, ঐ, ৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ, ঐ, ৫। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়, ঐ, ৬। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, ঐ, ৭। শ্রীযুক্ত টি এন্ গুপ্ত, নিউ দিল্লী, ৮। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ রায়, কলিকাতা, ৯। শ্রীযুক্ত শিখিভূষণ সরকার, ঐ, ১০। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, দিল্লী, ১১। শ্রীযুক্ত মাখনলাল দেববর্ম্মা বিশ্বাস, কলিকাতা, ১২। শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ঐ, ১৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন, ঐ, ১৪। শ্রীযুক্ত করুণা মিত্র, ঐ, ১৫। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ, ১৬। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নিয়োগী, ঐ, ১৭। শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাহা, ঐ, ১৮। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ রায়, ঐ, ১৯। শ্রীযুক্ত নিমাই-

চরণ সিংহ, শিবপুর, হাওড়া, ২০। শ্রীযুক্ত কিতীন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা, ২১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, ২২। শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, এম্-এ, ঐ, ২৩। শ্রীযুক্ত কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা, ২৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র হোম চৌধুরী, ঐ, ২৫। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী গুপ্ত এম্-এ, শিলং, ২৬। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ, ২৭। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়, মধুপুর, ২৮। শ্রীযুক্ত শ্রীহর্ষলাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২৯। শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ দেশাই, কলিকাতা।

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু :—১। আনন্দ-লহরী, ২। রাজসিংহ নাটক, ৩। বিপদ্-রহস্য ও বিপদ্মুক্তি ৪। আমার ব্যবসা জীবন, ৫। Deshapriya Jatindra Mohan and his Life and Work, ৬। Uncle Sham ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা :—৭। দেশ বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ :—৮। কল্যাণ (শিবাঙ্ক সংখ্যা)। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ :—৯। Barrackpore Govt School Magazine, vol. X, No. I, II, সার্ব্বজনীন পত্রিকা, ১ম, ১ম—২য় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :—১০। ভারত কি সভ্য? ১১। শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন, ১২। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৩। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনা-পদ্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত, ১৪। জেনেভা ভ্রমণ, ১৫। দক্ষিণ আফ্রিকায় দৌত্যকাহিনী ১৬। The Finger of Destiny and other Stories, ১৭। Sardhana and its Begum, ১৮। Administration Report of the Archaeological Department of Travancore, for 1932 (1106 M .E) শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় :—১৯। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন :—২০। জ্ঞান-চন্দ্রিকা (কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা), ১ম বর্ষ, ১২৬৭, ৫৬—৬০ম সংখ্যা (ছিন্ন)। ২১। * ১২৬৮, ৬৯, ৭১ ও ৭২ বঙ্গাব্দের কতকগুলি "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা"। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত :—২২। এ-বেলা ও-বেলার গল্প। Secretary, Publicity Board, Bengal :—শাসনসংস্কার ও বাংলার আর্থিক অবস্থা, বঙ্গদেশে চিনি, ভদ্রলোকদিগকে জমি বিলি, আইন ভঙ্গের আন্দোলনের ব্যর্থতা, Some Wireless Talks on Agriculture শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দে :—২৩। শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ (লীলা পরিচ্ছেদ)। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত :—২৪। সদ্গোপ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৈশ্যশক্তি, ৩য় বর্ষ, ১৩৩৭, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সম্মিলনী, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা কৃষি-লক্ষ্মী, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কায়স্থ-পত্রিকা ২৬শ বর্ষ, ১ম, ৭ম, ১১শ, ১২শ সংখ্যা, ঐ ২৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঐ, ২৮শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস :—২৫। এসার কবি ২৬। রবীন্দ্রনাথ, ২৭। ব্যথিতার দান। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ :—২৮। বাঙ্গালীর বাহুবল। শ্রীযুক্ত স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য :—২৯। জাতিকথা। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার-

রঞ্জন দাশ :—৩০। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় :—৩১। আর্য্য-ভূমি। শ্রীযুক্ত সুধীবেন্দু রায় :—৩২। একখানি মুখ। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব :—৩৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড, ১ম খণ্ড), বিশ্বকোষ, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৩৪। The Social History of Kamarup ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :—৩৫। কাটস্‌ গাইড। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত :—The Science of the Sulba, The Bakhshali Mathematics, The Jaina School of Mathematics, The Algebra of Narayana, Hindu Contributions to Mathematics. শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত :—৩৬। Town Planning in Ancient Indian। The Manager of Publication, Archaeological Survey of India, Delhi :—৩৭। Eastern-Indian School of Mediaeval Sculpture by R. D Banarjee The Keeper of Records, Govt of India :—৩৮। Chinese Grammar, ৩৯। Tibetan Grammar, ৪০। Tibetan Dictionary, ৪১। A Brief Sketch of Universal History (Uriya), ৪২। The Batrish Singhasan (Uriya), ৪৩। Aiyurji (Hindi), ৪৪। Bhutan Dictionary, ৪৫। Khuddak Patha (Hindi), ৪৬। Elements de la Grammaire Assyrianne ৪৭। Comparative Grammar of the Semitic Language, ৪৮। Nityacarapradipah, vol. I, ৪৯। Nityacara-paddhati, vol. I, ৫০। Wujra Soochi, ৫১। Haralata, ৫২। Srimad Bhagabat, vols I, II The Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot :—৫৩। Report of the Administration of Bengal, 1931-32, Annual Report of the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs. The Secretary, Govt. of India, Deptt of Education :—৫৪। Catalogue of the India House Library Manager, Gita Press, Gorakhpur :—(হিন্দী) ৫৫। ভক্ত চন্দ্রিকা, ৫৬। ভক্ত কুসুম, ৫৭। ভক্ত সপ্তরত্ন, ৫৮। আদর্শ ভক্ত। Manager, Mahamandal Press :—৫৯। শাস্ত্রজ্যোতিঃ, ৬০। সুদিন বিচার, ৬১। ভোজন বিচার। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ :—৬২। * (ক) সংবাদ প্রভাকর (কয়েক সংখ্যা), (খ) সোমপ্রকাশ, (গ) এডুকেশন গেজেট, (ঘ) সাপ্তাহিক সংবাদ, (ঙ) Brahmo Public Opinion, (চ) Reis and Rayyat, ঐ, (ছ) The Indian Echo, (জ) হিন্দুললনা, (ঝ) প্রতিকার, (ঞ) ভারতবন্ধু, (ট) নববিভাকর, (ঠ) দর্শক, (ড) সাধারণী, (ঢ) প্রতিধ্বনি, (ণ) সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা, (ত) সাহিত্য মুকুর [একত্র বাঁধা]। শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী :—৬৩। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ :—৬৪। Press and Press Laws in India। শ্রীযুক্ত গিরিজা-শঙ্কর রায় চৌধুরী :—৬৫। রাজা রামমোহন রায় (জীবন চরিতের নূতন খসড়া)। শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত :—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দর্শন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

৬৬। সুরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। The Director of Archaeology, Hyderabad :— ৬৭। Annual Report of the Archæological Deptt of H E. H the Nizam's Dominions 1929-30 ৬৮। Do. 1930-3. Director of Geological Survey of India —Memoirs of the Geological Survey of India,—vol LXII, Pts. I, II, Do vol. LV. Pt, 2, Records, vol. LXVII, part III, 1930. শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা :—৬৯। Achaiya Ray Commemoration Volume. শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় —৭০। Cunningham—Aichaoelogical Survey of India, Report vol. VII. ৭১। Do vol VIII শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র :—৭২। A Snail's Wooing, ৭৩। Bundahis—Puhlvis Text, Blue Peter, Nos. 137-38. শ্রীযুক্ত করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় —৭৪। Notes for Visitors to Kashmir. শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু —Cultural Anthropology. রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় —৭৫। The Oraons of Chota Nagpur, ৭৬। The Birhors, ৭৭। Oraon Religion and Custom. শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় —৭৮। *Historical Album of the Rajahs and Taluqdars of Oudh (1880). Govt of India —৭৯। Thirty-Fourth Annual Report the Chief Inspector of Explosives in India for the year ending 31st March, 1933 The Director of Industries, Bengal — The Oil of Nahor Seed (Mesua-Ferrea) and its Application in the Manufacture of Grained Soap. The Superintendent, Govt Printing, Punjab—৮০। Annual Report of the Central Museum, 1932-33 The Superintendent, Naval Observatory, U S.A —৮১। The American Ephemeris and Nautical Almanac for 1935. The Supdt Govt Museum, Madras—৮২। Administration Report of the Govt Museum and Connemara Public Library for the year 1932-33 শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র,—৩৭খানি পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

৩০এ পৌষ ১৩৪০, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৪ রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর পঞ্জিকা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও উহার অর্থ কি, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া "মেষাদি নির্ণয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন এবং প্রবন্ধের অংশবিশেষ চিত্র ও অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ-

মোহন বসু এম্‌-এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সবকাব বিদ্যাবত্ন প্রভৃতি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিযা, প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক কোন কোন বিষয়ে আলোচনা কবিলেন।

তৎপব প্রবন্ধলেখক ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানেব পব সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকাবী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

২৮এ মাঘ ১৩৪০, ১১ই ফেব্রুযাবী ১৯৩৪, ববিবাব, অপবাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব্ব সহকাবী সম্পাদক হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পবলোকগমনে শোক প্রকাশ।

সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ স্বর্গীয় হেমবাবুব বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তৎপরে নিম্নোক্ত প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হইল,—

১। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব ভূতপূর্ব্ব সহকাবী সম্পাদক এবং ইহাব শৈশবাবস্থা হইতে অন্যতম উৎসাহী কর্ম্মী এবং হিতৈষী সদস্য হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েব পবলোকগমনে বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীব শোক প্রকাশ কবিতেছেন এবং তাঁহাব শোকসন্তপ্ত পবিবাববর্গেব নিকট আন্তবিক সমবেদনা জ্ঞাপন কবিতেছেন।" সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ কবিলেন।

২। "অদ্যকাব সভাপতি মহাশযেব স্বাক্ষবে উক্ত মন্তব্যেব প্রতিলিপি ৺হেমবাবুব পবিবাববর্গেব নিকট প্রেবিত হউক।"

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানেব পব সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকাবী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৮এ মাঘ ১৩৪০, ১৩ই ফেব্রুয়াবী ১৯৩৪, রবিবাব, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ— সভাপতি।

১। গত পঞ্চম মাসিক এবং পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। এই প্রসঙ্গে জানান হইল যে, বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে শতাধিক পুস্তক এবং কৃষ্ণবাগান পিয়ারীচরণ সরকার লাইব্রেরীর প্রায় চারি শত পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

৪। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্-এ মহাশয়-প্রদত্ত (ক) নরসিংহমূর্ত্তি এবং চারিটি মূর্ত্তিবিশিষ্ট মৃণ্ময় স্তূপ প্রদর্শিত হইল। এই দুইটি মূর্ত্তি দানের জন্য প্রদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের এই তিন জন সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে,—(ক) ভারতবিশ্রুত এবং বঙ্গদেশের কৃতী সন্তান স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র, (খ) উদ্ভিদ ও কৃষিতত্ত্ববিদ্ এবং কৃষিতত্ত্ববিষয়ক বহু গ্রন্থপ্রণেতা প্রবোধচন্দ্র দে এবং (গ) কান্দীনিবাসী পূর্ণচন্দ্র সিংহ। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয়-লিখিত "চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন" নামক প্রবন্ধ এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্নলিখিত "মন্তব্য" পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধলেখক এবং আলোচনাকারী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত "রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন" বিখ্যাত পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের লিখিত বলিয়া মনে হয় না। পরিষৎ-পত্রিকায় এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে।

৭। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। উহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ — সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন রায়, আগড়পাড়া, ২৪পঃ, ৩। শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈহাটি, ৪। শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ, ৬। শ্রীযুক্ত পুরীদাস ঘোষ, বি, ই, খিদিরপুর, ৭। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ, মান্দ্রাজ, ৮। শ্রীযুক্ত চৈতন্যকিঙ্কর ঘোষ, এম্-বি, কলিকাতা, ৯। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানভূম, ১০। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল, কলিকাতা, ১১। শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক, ঐ, ১২। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল দত্ত এম্-এ, শ্রীহট্ট।

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১। স্বায়ত্ত চিকিৎসা। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২। তত্ত্বজ্ঞানামৃত, ১ম খণ্ড, ৩। ঐ, ৩য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—১। খেয়াল, ১২৮৬ ও ১২৮৭। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—১। আত্মলীলা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী—১। প্রকৃতির জয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। শান্তি-সোপান, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী—১। সাদীর পন্দনামা। শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ নন্দী—১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী। শ্রীযুক্ত দেশ-সম্পাদক—১। দেশ, ১ম, ৩য়—৯ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কর্ম্মাধ্যক্ষ—১। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ (হিন্দী)। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিষশাস্ত্রী—১। হাতের ভাষা, ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত এল, পালিত—১। Journey of Life শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী—১। Malik Ambar. The Director of Industries, Bengal —১। Composition and Detergency of Washing Soap specially of the Grained Type. The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch — Records of the Geological Survey of India, Vol. LXVII, pt 2, 1933, 2. Epigraphia Indica—Vol XXI, pt II. The Secretary, Smithsonian Institution :—(a) Smithsonian Physical Tables. (b) Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, (c-d) Contents of the Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 85, 86. (e-g) Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 89, nos 7, 8 and 9. The Librarian Bengal Library—১। Descriptive Catalogue of Bengali Mss. in the Library of the Calcutta University, Vol. II. ২। Do Tanjore Maharaja's Sarfoji Library, Vedas Vol I, ৩। Do. Vol II. ৪। Vedanga Vol. III. ৫। Do Kavyas, Vol. VII ৬। Do Natakas, Vol. VIII ৭। Do Kosa, Chandas and Alankara, Vol. IX. ৮। Govt Oriental Mss. Library, Madras, Vol IV. Parts, A-B-C. Sanskrit, ৯। Do. Do Vol V, Parts, A-B-C, ১০। Theism as Life of Philosophy, ১১। Ma' As'u-i-Rahimi (Memoirs of 'Abu Ur-Rahim Khan Khanan (A. S. B), ১২। Tarikhi Mabarak Shahi (A. S. B). ১৩ Tabaquat-i-Akbari, (A. S. B) ১৪। Collected Geometrical Papers, ১৫। A Note on Retrenchment in Bengal, ১৬। গীত উপক্রমণিকা ১৭। মহাভারত (বনপর্ব্ব) কবিরাম, ১৮। ধনবিজ্ঞানে সাক্‌রেতি, ১৯। জ্ঞান-প্রবেশিকা, ২০। ষট্‌কর্ম্মদীপিকা, ২১। জাতীয় ভিত্তি, ২২। গীতমালিকা, ২৩। গীতাঙ্কুর, ২৪। শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, (মধুসূদন জানা), ২৫। প্রাক্‌টিশনার, ২৬। সহজ ডাক্তারী শিক্ষা ২৭। আমার জীবনী, ২৮। ভিক্ষার ঝুলি, ২৯। মেয়েদের সাংখ্য, ৩০। আলাপে প্রলাপে,

৩১। যমুনা বিলাস, ৩২। বিবেকানন্দের ছাত্রজীবন, ৩৩। ব্রহ্মচর্য্যম্, ৩৪। তাপসমালা, ৩৫। অর্ঘ্য, ৩৬। কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, ৩৭। জাতিতত্ত্ব ও নমঃশূদ্রকুলদর্পণ, ৩৮। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, ৩৯। গরুড় পুরাণ, ৪০। ব্রহ্মচর্য্য (গান্ধী লিখিত), ৪১। সংযম সাধনা বা বীর্য্যক্ষয়ের প্রতিকার, ৪২। যোগ, ৪৩। চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের তিন জন, ৪৪। মাঘোৎসব ৪৫। মৌরীফুল, ৪৬। দিগন্ত, ৪৭। মন দেয়া নেয়া, ৪৮। ইহাই নিয়ম, ৪৯। চন্দ্রধর, ৫০। পুরোহিত, ৫১। সতীতীর্থ, ৫২। বাসুকী, ৫৩। শেফালেত, ৫৪। রূপ ও যৌবন, ৫৫। ভক্তিরত্নমালা, ৫৬। আনন্দ বিবেক, ৫৭। বেদন-বাণী ৫৮। আরতি, ৫৯। গীতিকদম্ব, ৬০। তীর্থপথে, ৬১। ধ্বস্তা, ৬২। দেবেন্দ্রগীতিমালা, ৬৩। নালুদার চিঠি, ৬৪। মারণ মন্ত্র, ৬৫। অস্তাচল, ৬৬। চেনা ও জানা, ৬৭। মনের খেলা, ৬৮। পরীর প্রেম, ৬৯। বিন্নদীর পারে, ৭০। শ্রীশ্রীঅনঙ্গের বঙ্গ, ৭১। গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা, ৭২। আপন ভোলা, ৭৩। জগা মাধা উদ্ধার ও নিমাই-সন্ন্যাস, ৭৪। মুক্তি বাঁধন, ৭৫। সিন্ধুগৌরব, ৭৬। সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার, ৭৭। শিক্ষা ও সেবা, ৭৮। চৈতন্য জাতক, ৭৯। গুচ্ছ, ৮০। ঢপ কীর্ত্তন বা চাকপ্রবাস, ৮১। ভক্তি লীলা, ৮২। কীর্ত্তন কলিকা, ৮৩। স্বর সাধনা, ৮৪। শ্রীশ্রীহরিসঙ্গীত, ৮৫। গুরুগীতা ৮৬। নিমাইসন্ন্যাস, ৮৭। আনন্দ লিপি, ৮৮। ভারতীয় সঙ্ঘতত্ত্ব, ৮৯। চণ্ডীতত্ত্বানন্দ, ৯০। মা ও আমি অভিন্ন, ৯১। সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী, ৯২। সহজিয়া সাহিত্য, ৯৩। সদ্ভাবতরঙ্গিণী, ৯৪। মনসামঙ্গল ধূপাবলী, ৯৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত (জানা), ৯৬। রাজ্যশ্রী, ৯৭। বাঙ্গারামের বৈকুণ্ঠলাভ, ৯৮। আত্মবলি, ৯৯। উপাসন, ১০০। নব জ্যোতি, ১০১। জাহ্নবী তটে, ১০২। আরতি, ১০৩। ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ, ১০৪। কেশবচন্দ্র, ১০৫। ধর্ম্ম সাধন, ১০৬। বিধানভগ্নীসঙ্ঘ, ১০৭। গুপ্ত সাধ গলিত দাস, ১০৮। খৃষ্টের অনুকরণ এবং নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রের কতিপয় সংখ্যা—(১) চিত্র কথা, (২) চিত্রপঞ্জী, (৩) সৌরভ, (৪) চিকিৎসাপ্রকাশ, (৫) উত্তরা, (৬) মোহাম্মদী, (৭) শান্তি, (৮) স্বাস্থ্যসমাচার, (৯) ইঙ্গিত, (১০) শতদল, (১১) শনিবারের চিঠি, (১২) মহিলা বান্ধব, (১৩) গৃহস্থমঙ্গল, (১৪) হোমিওপ্যাথিক পত্রিকা, (১৫) সাধনা, (১৬) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ, (১৭) বৈশ্যসাহা সুহৃদ্, (১৮) বিশ্বজনীন, (১৯) গন্ধবণিক্, (২০) শিখা, (২১) অঞ্জলি, (২২) আর্ত্তসেবক, (২৩) যুবক, (২৪) তাম্বুলি পত্রিকা, (২৫) জয়শ্রী, (২৬) হ্যানিম্যান, (২৭) কৃষি সম্পদ্, (২৮) উৎসব, (২৯) বৈশ্য পত্রিকা, (৩০) প্রণব, (৩১) তেলিবান্ধব, (৩২) যোগশক্তি, (৩৩) হোমিওপ্যাথিক দর্পণ, (৩৪) পল্লীমঙ্গল, (৩৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (৩৬) কায়স্থ পত্রিকা, (৩৭) মুকুল, (৩৮) বৈদ্যপ্রতিভা, (৩৯) বিংশ শতাব্দী, (৪০) বৈশ্যহিতৈষিণী, (৪১) স্বাস্থ্য, (৪২) সারস্বত পত্রিকা, (৪৩) তিলির গৌরব, (৪৪) ভেষজ ও স্বাস্থ্য, (৪৫) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সমাচার, (৪৬) আবর্ত্ত, (৪৭) অরুণ, (৪৮) খেয়ালিয়া, (৪৯) বিদ্যুৎ, (৫০) ব্রহ্ম বিজ্ঞান, (৫১) আঙ্গিনা, (৫২) ভারতের সাধনা, (৫৩) বাণী (উড়িয়া)।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩৪০, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয়, বিপিন বাবুর গুণাবলীর আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎপরে তিনি জানাইলেন যে, এই চিত্র প্রস্তুত করিতে পরিষৎকে নিম্নোক্ত বন্ধুগণ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় অগ্রণী হইয়া অর্থাদি সংগ্রহ ও চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমতী বীণা চৌধুরী—৫৲, শ্রীমতী ইন্দিরা দে—৫৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—৪৲, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী-মোহন দাস—৫৲, রায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর—৪৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত পরেশলাল সোম, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, প্রত্যেকে ২৲ হিসাবে এবং শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ এস্, এল্, রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রত্যেকে ১৲ হিসাবে দিয়াছেন। ইহাঁদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত "বৈষ্ণব সাহিত্যে বিপিনচন্দ্র" বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য এক রৌপ্য পদক দিবেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ — সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩৪০, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় তাঁহার "ফতেয়াবাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রবন্ধে অনেক জানিবার কথা আছে। পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে সে বিষয়ের আলোচনায় সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ললিতবিহারী মুখোপাধ্যায়, বেলেঘাটা, ২। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত রামশরণ ঘোষ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, এম্ এ, বাঁকুড়া, ৪। শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মন্, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু কয়াল, ঐ।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—১। সরস্বতী, ১ম খণ্ড, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়—২। রোগ ও পথ্য, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়—৩। Wood and Lino Cuts শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক—৪। The History of North-Eastern India শ্রীযুক্ত বিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়—৫। ভক্তি কিরণাবলী, The Manager, Govt of India, Central Publication Branch—৬। Bakshali Manuscripts, Part III Report, Archaeological Survey of India, Imperial Series The Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot —৭। Annual Report of the Administration of Jails of Bengal Presidency The Secretary, Smithsonian Institution, Washington—৮। Forty-eighth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, ৯। Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol 87, No 18, ১০। Do Do Vol. No 1

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৭এ ফাল্গুন ১৩৪০, ১১ই মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

১। গত অধিবেশনের দুইটি কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে থাকিবার সময় জনৈক ইংরাজ কারিকর দ্বারা রাজা রামমোহন রায়ের এক প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিটি এক্ষণে কলিকাতায় ঠাকুর-পরিবারের অধিকারে রহিয়াছে। রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হয়, তাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত মূর্ত্তির আলোকচিত্র প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রদর্শনীতে দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঐ প্রদর্শনী-সমিতির পক্ষে ঐ আলোকচিত্রটি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। উহা প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৫। শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য এম্-এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং জানাইলেন যে, প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ের আলোচনার সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাশ, গোবর্দ্ধন নাট্যসমাজ, হাওড়া, ২। শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, শ্যামবাজার, এ, ভি, স্কুল, কলিকাতা।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

The Superintendent, Govt. Printing Press, Bengal—১। Eighth Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal. The Manager, Govt. of India Central Publication Branch—২। Memoirs of the Geological Survey of India Vol. LXIV, Part 1. ২। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩। The Consolidation of Christian Power in India

নবম মাসিক অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩৪০, ২৫এ মার্চ্চ ১৯৩৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ - সভাপতি।

১। গত অষ্টম মাসিক ও অষ্টম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম্-এ মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-লিখিত "সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে এ সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার সুবিধা হইবে।

৫। অধিকাংশ সভ্যের মতে নিম্নোক্ত চারি জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-পত্র পরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ বি এস-সি, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার এবং শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় — সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্তা বাসন্তী সেন, ২। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ৮ বাহির মির্জাপুর রোড, কলিকাতা, ৩। শ্রীযুক্ত অনুজাচরণ সেন, ৯০৩, গ্রে ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, ৫। শ্রীযুক্তা তটিনী দাস এম এ, প্রিন্সিপ্যাল, বেথুন কলেজ, কলিকাতা, ৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু, ২২৪-ই মাণিকতলা মেন রোড, ঐ, ৭। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর, ৮। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

The Surveyor General of India—১। The General Report of the Survey of India for 1933. শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত—২। নল-দময়ন্তী। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল—(৩) Mira Bai, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—(৪) Orissa under the Bhauma Kings শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত—৫। ভগবান্ বুদ্ধ।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা।

১৯শে চৈত্র ১৩৪০, ২রা এপ্রিল ১৯৩৪, সোমবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল ও সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ, ইহার গঠন ও প্রসারে তাঁহার অনুষ্ঠিত চেষ্টা, ইহার সেবায় নিষ্ঠার সহিত প্রাণপাত পরিশ্রম এবং তাঁহার সাহিত্য-সাধনার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৪০, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৪, সোমবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

১। গত নবম মাসিক ও দশম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্-এ মহাশয় তাঁহার 'মহাকবি কালিদাসের সময়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, পরিষৎ-পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ের আলোচনার সুবিধা হইবে।

৫। আলোচনার পর নিম্নোক্ত দুইটী নিয়ম গৃহীত হইল,—

(ক) প্রচলিত ১৫শ নিয়মের পরিবর্ত্তে—"১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।"

(খ) নূতন নিয়ম—"৪২ (ঙ)। কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।"

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি এস্ সি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা, ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মল্লিক, ১৪ ব্রাইড ষ্ট্রীট, ঐ। ৩। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, ১৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ঐ, ৪। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮, পটলডাঙ্গা লেন, ঐ, ৫ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ ঘোষ, ১০০।১, কড়েয়া রোড, ঝাউতলা, ৬। শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩১, তেলিপাড়া লেন, ৭। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ, বীরভূম।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

The Superintendent, Govt Printing, Bengal—(১) Midnapore and Terrorism, (২) Report of the Administration of Bengal, 1932-33. শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(৩) হাদিছের আলো, ডাক্তার এস্, কে, মুখার্জ্জী—(৪) শ্রীনরোত্তম ঠাকুর। শ্রীযুক্ত ডাক্তার টি, বি. মুখার্জ্জী—(৫) গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(৬) বঙ্গীয় শব্দকোষ (অ—আইস). শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা—(৭) শ্রীশিবমহিম্নবিকাশ, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—(৮) The Fault of One, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—(৯) * শকুন্তলা-স্বয়ম্বর নাটক, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার—(১০) বাঙ্গালার কথা, (১১) Memoirs of The Asiatic Society of Bengal—Vol. IX No 6, Vol XI No. 5, Vol XI, No 4, Vol. XII No 1. শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়—(১২) টম্ ব্রাউনের স্কুল-জীবন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৩) কন্যার প্রতি উপদেশ।

দশম বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৪০, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৪, সোমবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি— সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়,—(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা। (খ) শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় "বন্দে মাতরম্" গান গাহিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক এবং শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত "বঙ্কিম-মঙ্গল" নামক কবিতা পাঠ করিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত দেবী চৌধুরাণীর ইংরাজী অনুবাদ ও হিন্দুধর্ম্মের বর্ণভেদ সম্বন্ধে কতকগুলি রচনার উল্লেখ করিয়া, সেগুলি এবং তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশের উপযোগিতার বিষয় বলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে পর, বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের একজন সদস্য "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" এই গানটি গাহিলেন এবং উক্ত পরিষদের অন্যান্য সভ্যগণ কমলাকান্তের দপ্তর হইতে কমলাকান্তের জবানবন্দি অভিনয় করিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা স্থগিত রহিল।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, সভাপতি মহাশয় এবং গায়ক, অভিনেতা ও বক্তাগণকে ধন্যবাদ দিলেন। তার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গাব্দ—১৩৪০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

১৩৪১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সংক্ষেপে গত চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

পরিষদের সদস্যসংখ্যা আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্তরূপ ছিল,—

	বর্ষারম্ভে	বর্ষশেষে
(ক) বিশিষ্ট সদস্য	৭	৭
(খ) আজীবন সদস্য	১০	১০
(গ) অধ্যাপক-সদস্য	৯	৯
(ঘ) মৌলভী সদস্য	০	০
(ঙ) সাধারণ সদস্য	১০৬৩	৭৮২
(চ) সহায়ক সদস্য	২২	২২
	১১১১	৮৩০

(ক) বিশিষ্ট সদস্য—আলোচ্য বর্ষে চারি জন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব আসিয়াছিল। অদ্য তাঁহাদের নির্ব্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপিত হইবে।

(খ) আজীবন সদস্য—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়দ্বয় আজীবন সদস্যের দেয় চাঁদা ২৫০৲ হিসাবে দান করিয়াছেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি উক্ত দান গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য তাঁহাদের নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত হইবে।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন আলোচ্য বর্ষে হয় নাই।

(ঘ) মৌলভী-সদস্য—দুঃখের বিষয়, পরিষদের সদস্য তালিকায় এই শ্রেণীর কোন সদস্যই এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হইলেন না। আলোচ্য বর্ষে কোন প্রস্তাবই আসে নাই।

(ঙ) সাধারণ সদস্য—শহর। বর্ষারম্ভে ৪৭১ জন কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ৫ জন মফস্বলের সদস্য হইয়াছেন এবং ঠিকানা না থাকায় ৩ জনের নাম এবং চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় ১১১ জনের নাম বাদ দিতে হইয়াছে; এবং বর্ষমধ্যে ৪১ জন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন ও বর্ষশেষে শহর ও মফস্বলবাসী সদস্যের চাঁদার হার সমান হওয়ায় ১৯২ জন মফস্বলবাসী সদস্য কলিকাতাবাসী সদস্যের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৫৪৪ হইয়াছে।

মফস্বল—বর্ষারম্ভে ৬২২ জন মফস্বলবাসী সদস্যের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, ১৯২ জন কলিকাতাবাসী সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা না থাকায় ২৭৬ জনের নাম বাদ দিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৫ জন পুনরায় সদস্য হইয়াছেন, ৫ জন কলিকাতা আসিয়াছেন এবং ৮১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ২৩৮ হইয়াছে।

(চ সহায়ক-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে ২২ জন সহায়ক-সদস্যের মধ্যে ৪ জনের স্থিতিকাল ফুরাইয়া যায় এবং ৪ জন নূতন সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য ২২ জন ছিলেন।

ছাত্র-সভ্য

বর্ষারম্ভে ২৩ জন ছাত্র-সভ্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে দুই জন ছাত্র সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তন্মধ্যে একজন সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সভ্যসংখ্যা ২৪ হইয়াছে।

পরলোকগত সদস্যগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে,

১। অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়
২। ডক্টর অভয়কুমার গুহ
৩। অসিতাকুমার গুহ
৪। কামিনী রায়
৫। রায়সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু
৬। রায় কুঞ্জমোহন মৈত্র বাহাদুর
৭। কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৮। কৃষ্ণচন্দ্র দাস
৯। গোকুলচাঁদ বড়াল
১০। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১১। দেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১২। নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়
১৩। পূর্ণচন্দ্র সিংহ
১৪। স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র
১৫। প্রমথনাথ বসু
১৬। রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া বাহাদুর
১৭ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ
১৯। ডাক্তার শিবনাথ ভট্টাচার্য্য
২০। সতীশচন্দ্র দে সরকার
২১। হেমচন্দ্র ঘোষ
২২। হেমচন্দ্র সরকার

এই সকল সদস্যের মধ্যে স্বর্গীয়া কামিনী রায় মহাশয়া আলোচ্য বর্ষে সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বহু দিন সহকারী সম্পাদকরূপে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

পূর্ব্বোক্ত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবিগণের মৃত্যু হইয়াছে,—১। কুমুদনাথ লাহিড়ী, ২। কৈলাসচন্দ্র সরকার, ৩। জগদানন্দ রায়, ৪। *প্রবোধচন্দ্র দে, ৫। *বিজয়চন্দ্র সিংহ, ৬। * স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু, ৭। যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

* ইঁহারা পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে এক প্রীতি সম্মিলন এবং তদুপলক্ষে প্রাপ্ত মূর্তি, পুঁথি পুস্তকাদির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় এই প্রদর্শনীর বহু দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ দিন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে উৎসব স্থগিত রাখা হয়।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ 'মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে' প্রকাশিত হইয়াছে,—(ক) ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—, (খ) মাসিক অধিবেশন—০, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা—, এবং (ঘ) বিশেষ অধিবেশন—৬।

(ক) ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১০ই শ্রাবণ, রবিবার—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন তৎপরে সাধারণ ও সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচন, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপন, কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন, আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ ও গ্রহণ এবং কতিপয় সদস্যের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর বিগত বর্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি পরিষদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁহার মঙ্গলকামনার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশনের শেষাংশে সভাপতি মহাশয় চলিয়া যাওয়ায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সভাপতি পদ গ্রহণ করেন।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ৩ঠা আষাঢ়, ৮ই আষাঢ় ২৮এ শ্রাবণ, ১১ই ভাদ্র, ২৩এ পৌষ ২৮এ মাঘ, ২০এ ও ২৭এ ফাল্গুন, এবং ১১ই ও ২৬এ চৈত্র—এই দশ দিনে দশটি অধিবেশন হয়। নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি এই সকল অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল,—

	প্রবন্ধ	লেখক
১।	বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ	রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
২।	কৃত্তিবাসের জন্মশক —	ঐ
৩।	প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি	ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত

৪। আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ — ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত
৫। মহাভারতের দশাঙ্ক সংখ্যা — ঐ
৬। চণ্ডীদাসের 'রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন' — অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী
৭। ঐ প্রবন্ধ আলোচনা — শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন
৮। ফতেয়াবাদ — শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য
৯। রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র — শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ
১০। সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয় — শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
১১। মহাকবি কালিদাসের সময় — অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

(গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা

(১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের, (২) ১৫ই আষাঢ় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের, (৩) ১৯এ চৈত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং (৪) ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিপূজার জন্য চারিটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে সঙ্গীত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, আলোচনাদি হইয়াছিল।

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন

(১) ১৮ই শ্রাবণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের এবং (২) ২০এ ফাল্গুন বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত (৩) কামিনী রায় মহাশয়ার এবং (৪) হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ ১৮ই কার্ত্তিক ও ২৮এ মাঘ বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। (৫) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুরের "মেষাদি নির্ণয়" এবং (৬) ডক্টর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের "পুরাণে যুগকল্পনা" প্রবন্ধ পাঠের জন্য যথাক্রমে ৩০এ পৌষ এবং ৪ঠা চৈত্র দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন —

সভাপতি—আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়; সহকারী সভাপতিগণ (কলিকাতার পক্ষে)—১। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, ২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, ৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ৪। ৺কামিনী রায়, পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; (মফস্বলের পক্ষে)—১। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, ২। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, ৩। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ৪। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু। সহকারী সম্পাদকগণ—১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কাব্যতীর্থ ২। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ ৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এবং ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ। পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। চিত্রশালাধ্যক্ষ - অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল। কোষাধ্যক্ষ —কুমার ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি

(ক) মূল পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—৺কামিনী রায়ের মৃত্যুর পর সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৫। শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, ৭। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ, ১০। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার ১৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ১৫। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ, ১৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন, ১৭। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন, ১৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, ২০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(খ) শাখা-পরিষদের পক্ষে—১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, এবং ৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, এবং ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৩টি অধিবেশন হইয়াছিল এবং পত্র পাঠাইয়া সমিতির সভ্যগণের মন্তব্য লইয়া একবার কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

বিশেষ বিশেষ কার্য্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কার্য্যগুলি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে সম্পাদিত হয়—

১। রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আশুতোষ হলের প্রদর্শনীতে পরিষদের গ্রন্থাগার, চিত্রশালা ও পুথিশালা হইতে দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

২। পরিষদের রবীন্দ্র সংগ্রহ-সমিতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ, হস্তলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পৃথক্ সংরক্ষণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেকচারার নির্ব্বাচন সমিতিতে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

৪। সদস্য ও সাধারণের সুবিধার জন্য পরিষদের কার্য্যালয় ছুটীর দিন ব্যতীত ২টা হইতে ৮টার পরিবর্ত্তে ১টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত খোলা রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

৫। নিয়মানুসারে (ক) সাহিত্য, (খ) ইতিহাস, (গ) দর্শন, এবং (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়, (চ) পুস্তকালয় (ছ) চিত্রশালা এবং (জ) ছাপাখানা সমিতি গঠন ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে (ঝ) পুস্তকালয়ের অনাবশ্যক পুস্তকবর্জ্জন সমিতি, (ঞ) গচ্ছিত তহবিল আলোচনা সমিতি, (ট) আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচিত্র নির্ব্বাচন সমিতি (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি (ঢ) নিষিদ্ধ পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি, (ণ) দ্বিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি এবং (ত) পুরস্কার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে ভোট পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন,—শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নলিনাকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের পুথিশালায় পুথি উপহার দিয়াছেন,— ১। মীর্জাপুর ফিনিক্স্ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক—৬১ মোড়ক, ২। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী—১৩ মোড়ক, ৩। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র শিবোরত্ন—১ মোড়ক, ৪। শ্রীযুক্ত রমানাথ গুপ্ত—১ বাক্স, ৫। শ্রীযুক্ত সুধীরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—১ মোড়ক, ৬। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন—১ খানি

উপরে লিখিত পুথির মোড়কগুলির মধ্য হইতে বর্ষমধ্যে ১২৬ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হয় এবং তন্মধ্য হইতে ৭৪ খানি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথি তালিকাভুক্ত করা হয়। পুথিগুলি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও বিশ্লিষ্ট ভাবে থাকায় এইগুলির মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় পুথি বাছিয়া বাহির করিতে বিশেষ পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। অপ্রয়োজনীয় পুথিগুলি স্বতন্ত্রভাবে বাছিয়া রাখা হইয়াছে। তালিকাভুক্ত পুথির মধ্যে বাঙ্গালা ১৩ খানা ও সংস্কৃত ৬১ খানা। সংস্কৃত পুথির মধ্যে বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড সম্বন্ধীয় কতকগুলি পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ১৩৮৭ শকাব্দে লিখিত একখানি হরিবংশের পুথি অত্যন্ত মূল্যবান্। এই পুথিখানিকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবার জন্য একটি কাঠের বাক্স প্রস্তুত করাইয়া দিয়া শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় পরিষদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সংস্কৃতের মধ্যে আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নূতন পুথি আছে, এবং ইহাদের কোন কোন-খানির রচয়িতার নামও ইতিপূর্ব্বে শুনা যায় নাই। গত ৪১৫ বৎসরে সংগৃহীত পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন। আশা করা যায়, ঐ প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই সকল পুথি তালিকাভুক্ত হইয়া এবং স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রদত্ত ৪২৪ খানি পুথির মধ্য হইতে ১৩ খানি

সংস্কৃত পুথি, সংস্কৃত পুথির তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে সর্ব্বরকম পুথির সংখ্যা ও শ্রেণী এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—বাঙ্গালা—৩১১১, সংস্কৃত—১৮২৭, তিব্বতী—২৪৪, ফার্সী ১২, অসমীয়া—৩ ওড়িয়া—২, এবং হিন্দী—২ মোট ৫২০৩।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় পুথিশালায় একটি আলমারির জন্য অর্থ দান করিয়াছেন এবং ঐ অর্থ দ্বারা একটি আলমারি ক্রয় করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পিনিক্স্ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে আর একটি আলমারি পাওয়া গিয়াছে।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সংস্কৃত পুথির তালিকা' আলোচ্য বর্ষে ২১০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। আর প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইলেই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই তালিকা প্রকাশের জন্য বর্ত্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন,—(ক) পাতাপটি বারোয়ারীর সম্পাদক ৫৲ এবং (খ) সাহানগর শক্তি সঙ্ঘ—৪৲। পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের সঙ্কলন-কার্য্য ও মফস্বল হইতে পুথি সংগ্রহের চেষ্টা করা, এ বৎসর সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সংগৃহীত পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইবার ব্যবস্থাও অর্থাভাববশতঃ করিতে পারা যায় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চত্বারিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে এই চারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ও লেখকগণের নাম দেওয়া হইল,—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য

১। কৃত্তিবাসের জন্মশক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

২। কৃত্তিবাসের জন্মশক (আলোচনা)— „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৩। চণ্ডীদাসের 'রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন'—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী।

৪। ঐ সম্বন্ধে আলোচনা—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

৫। বড়ু চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুথি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।

৬। রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র—শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

৭। শালগ্রাম বন্ধকের দলিল—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৮। শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।

৯। সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

(খ) ইতিহাস

১। প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

২। ফতেয়াবাদ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

(গ) গ্রাম্য সাহিত্য

১। বঙ্গে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

২। শ্রীহট্টে মাঘব্রত- শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(ঘ) বিজ্ঞান

১। আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

২। প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি— ঐ

এতদ্ব্যতীত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এবং ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার সহিত প্রকাশ করা হইয়াছে। ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার আকার কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষেও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির ইংরেজী সার মর্ম্ম Indian Historical Quarterly পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হইতেছে—

১। চণ্ডীদাসপদাবলী—আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের ২৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয়কে এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইতেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিষয়ে আজকাল নানারূপ প্রশ্নের উদ্ভব হইতেছে। সে সকলের মীমাংসার জন্য তাঁহারা যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সত্বরই প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

২। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের মূলাংশ গত বৎসরেই মুদ্রিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে টীকার কতকাংশ ছাপা হইয়াছে। সূচী ও ভূমিকা সমেত সম্পূর্ণ টীকা মুদ্রিত হইলেই গ্রন্থ প্রকাশ হইতে পারিবে। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। ছাপাখানার বিশৃঙ্খলার জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হইতেছে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়।

৩। গৌরপদতরঙ্গিণী—আলোচ্য বর্ষে ভূমিকার ১৭৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। আশা করা যায়, সত্বরেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।

৪। পরিষদ্‌পুথিশালার 'সংস্কৃত পুথির তালিকা' আলোচ্য বর্ষ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের ২১৬ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থও সত্বর প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৫। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী—আলোচ্য বর্ষে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর একশত বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের উদ্দেশ্যে, তাঁহার রচিত যাবতীয় পুস্তক পুস্তিকাদির (বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজি.) একটি সর্ব্বাঙ্গ

সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিবার সংকল্প গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান সম্পাদকতায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ও শ্রীযুক্ত নারদ-চন্দ্র চৌধুরী এই গ্রন্থাবলী সঙ্কলন ও সম্পাদনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমানে পরিষদের না থাকায়, উহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে এবং ইতিমধ্যেই নানা স্থান হইতে অর্থ আসিতেছে। রামমোহন শতবার্ষিকী সমিতি এ বিষয়ে পরিষদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত সমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রন্থ-সম্পাদন কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর এই সংস্করণটিতে, পূর্ব্বপ্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে স্থান পায় নাই, এমন অনেকগুলি রচনা ও পুস্তিকা মুদ্রিত হইবে।

গ্রন্থপ্রকাশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঙ্কল্পগুলির মধ্যে—

(ক) কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রণের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে অর্থাভাবে করিতে পারা যায় নাই। গ্রন্থ সম্পাদন কার্য্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

(খ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল—সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরী এখনও পাণ্ডুলিপি পাঠাইতে পারেন নাই।

(গ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়—সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

(ঘ) আলাওলের পদ্মাপুরাণ—সম্পাদক মৌলভী আবদুল করিম এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আলোচ্য বর্ষে "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র পরিশিষ্ট-খণ্ড প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বর্ষমধ্যে কোন কোন পরিষদ্গ্রন্থের মূল্য হ্রাস করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করার ফলে অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা গ্রন্থ বেশী বিক্রীত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থপ্রকাশ কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে একটী স্বতন্ত্র গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যকল্পে পরিষদের সাধারণ-তহবিলের অর্থ ব্যতীত বঙ্গীয় রাজ সরকারের বার্ষিক দান, লালগোলার মহারাজের প্রদত্ত টাকার সুদ এবং সাহিত্য-সংরক্ষণ-তহবিলের অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত শ্রেণীর দ্রব্য চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে,—(ক) মূর্ত্তি (প্রস্তর, মৃন্ময়, ধাতু ও কাঠের নির্ম্মিত)—১৪, (খ) সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য—২, (গ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি—১, (ঘ) বিবিধ—২ দফা।

এই সকলের মধ্যে (ক) শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়-প্রদত্ত কয়েকটি ধাতুমূর্ত্তি, প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং মৃন্ময় মূর্ত্তি, (খ) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয় প্রদত্ত প্রস্তর ও মৃন্ময় মূর্ত্তি এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে একচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবসে (উক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে ' ৩টি মূর্ত্তি এবং সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছিল।

পরিষদের সভাপতি মহাশয় নানা ক্ষেত্র হইতে যে সকল উপহার ও মানপত্র পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই গত বর্ষে তিনি পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষেও তিনি ঐ শ্রেণীর কতকগুলি দ্রব্য দান করিয়াছেন।

রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আশুতোষ হলে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের সংগৃহীত রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি, চিত্র, ব্যবহৃত দ্রব্য প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে উক্ত প্রদর্শনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন চিত্র ও রামমোহনের হস্তাক্ষর বাঁধাইয়া দিয়াছেন এবং রামমোহনের মুণ্ডের একটি আধার দান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার ধাতুমূর্ত্তিগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত মতিমোহন দত্তগুপ্ত মহাশয়ের নিকট এষ্টিমেট লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই।

কলিকাতা করপোরেশন হইতে আলোচ্য বর্ষেও কোন সাহায্য না পাওয়ায় চিত্রশালার অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে পরিষদের গ্রন্থাগারে ৩৭৩০৭ খানি পুস্তক-পত্রিকা ছিল। বর্ষমধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত 'অনাবশ্যক পুস্তক বর্জ্জন সমিতি' কর্ত্তৃক তন্মধ্য হইতে ৭৮০খানি অনাবশ্যক পুস্তক-পত্রিকা বাদ দেওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিষদের হিতৈষিবর্গের নিকট হইতে ১২৪৫ খানি বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে এবং ৫০২ খানি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে পরিষদের পুস্তক-সংখ্যা ৩৮২৭৪ হইয়াছিল।

পরিষদের এবং পরিষদের অন্তর্গত বিশিষ্ট গ্রন্থসংগ্রহে বর্ষশেষে নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক-পত্রিকা ছিল,—

(ক)	বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
(খ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার	২২৫০
(গ)	রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার	৭৩২
(ঘ)	রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব গ্রন্থাগার ...	৭৬৪
(ঙ)	পরিষদের গ্রন্থসংগ্রহ	৩০৯৮২
	মোট	৩৮২৭৪

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার অথবা বিনিময়ে গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য —

1. Government of India, Central Publication Branch. 2. Surveyor General of India. 3. Archaeological Department of India. 4. Imperial Records Department 5. Publicity Officer, Bengal Government. 6. Librarian, Bengal Library, (Government) 7. Director of Industries, Bengal. 8. Bengal Secretariat Book Depot. 9 Calcutta University. 10. School of Oriental Studies, London. 11. Royal Asiatic Society, China Branch. 12. Smithsonian Instt, New York. 13. Boston Museum, U S. A 14 Kern Institute, Leyden, Holland. 15 H. H. the Nizam's Government 16. Government Museum, Madras. 17. হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী। 18 গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।

যে সকল হিতৈষী বন্ধু পরিষৎকে গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'কৃষ্ণবাগান পিয়ারীচরণ সরকার' লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত লাইব্রেরার ৬৭২ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন, বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় উক্ত লাইব্রেরীর ১২৪ খানি পুস্তক পত্রিকা এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় ১৩৫ খানি পুস্তিকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ২১৬ খানি পুস্তক-পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

উপহারের পুস্তকাদির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রদাতা—	পুস্তকাদি—
ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে	A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects of the Shanscrit Language by H. Lebedeff. London, 1801.
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	Travels in Chaldaea including a Journey from Bussorah to Bagdad by Capt. Robert Mignan. 1822.
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী	(ক) সুলভ সমাচার, ১ম খণ্ড, ১২৭৭, (খ) ভারতভৃত্য, ১২৭৯, (গ) ভূত, ১ সংখ্যা।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	(ক) সচিত্র ভারতসংবাদ, ১২৭০, (খ) চিত্রদর্শন, ১২৯৭, (গ) দর্শক, ১ম খণ্ড, ১২৮১।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর	(ক) সংবাদপ্রভাকর, ১২৪৭, ১ সংখ্যা। (খ) Delhi Gazette, 1863.

রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—জ্ঞানচন্দ্রিকা (কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা)—বলাইচাঁদ সেন, ১ম বর্ষ, ১২৬৭ (৫-৬ সংখ্যা)।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—Archaeologial Survey of India Report, Vol. II & VII (Cunningham), 1878.

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়—Historical Album of the Rajas and Taluqdars of Oudh. 1880.

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সঞ্জুক্তা-স্বয়ম্বর নাটক—প্রাণনাথ দত্ত, ১২৭৪।

Keeper of Records of the Govt. of India—

1. A Grammar of the Chinese Language—Rev. Robert Morrison. 1815.
2. A Dictionary of Bhotanta, or Boutan Language and a Grammar of the Bhotanta Language—Frederic Christian Gotthelf Schroeter, Ed. by J. Marshman and W. Carey, 1826.
3. Grammar of the Tibetan Language by Alexander Csoma De Koros. 1834.
4. A Dictionary (Tibetan and English)—do—1834.
5. (a) বজ্রসূচী or Refutation of the Arguments upon which the Brahmanical Institution of Caste is Founded by Ashwa Ghoshu and (b) The Tunku by Soobajee Bapoo. 1839.
6. বত্রিশ সিংহাসন (উড়িয়া অনুবাদ),—Rev. A Sutton, 1840.
7. A Brief Sketch of Universal History (উড়িয়া অনুবাদ), Nobeen Chunder Sarangee. 1866.

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—Brahmo Public Opinion, Vol. II, No. 3, 1877 এবং Vol. V, No 48, 1882.

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। সন্দর্ভ-সংগ্রহ—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, এবং ২। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন (১৮২৭ খ্রীঃ)।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়—Upjohn's Map of Calcutta (১৭৯৭ খ্রীঃ) উপহার দিয়াছেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ'-এর নবসংস্করণ এবং শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রত্যেক খণ্ড প্রকাশ মাত্রই দান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত 'সরস্বতী' এক খণ্ড দান করিয়াছেন।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে কতকগুলি অতীব দুষ্প্রাপ্য। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির নাম দেওয়া হইল,—

১। Brahmunical Magazine By Shivu prusad Surma, (2nd. Ed.) Calcutta, August, 1823.

২। The Precepts of Jesus the Guide to Peace and Happiness; the first, second and final Appeal to the Christian Public by Rammohun Roy. London, 1834.

৩। Reports of the General Committee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal for 1835 and for 1838-39.

৪। First Impressions and Studies from Nature in Hindostan—Thomas Bacon, Vol I and II.—1837.

৫। The Ten Principal Avataras of the Hindus, with a short History of each Incarnation and Directions for the representation of the Murttis as Tableaux Vivants by Sourindro Mohun Tagore. 1880.

৬। India Office Library Catalogue, Vol. II. Part IV. (Bengali, Oriya and Assamese Books)—J. F. Blumhardt. 1905. London.

৭। The Music of Hindostan—A. H. Fox Strangways. Oxford, 1914.

৮। Ajanta—The Colour and Monochrome Reproductions of the Ajanta Frescoes based on Photography with Plates by G. Yazdani. Pt. I.

৯। Canons of Orissan Architecture—Nirmal Kumar Bose.

১০। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়-সম্পাদিত 'জীবনী কোষ'।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে ও মূল্য দিয়া নিম্নোক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছিল,—১। দৈনিক—৮, ২। সাপ্তাহিক—৩৭, ৩। পাক্ষিক—৫, ৪। মাসিক—৭৬, ৫। দ্বৈমাসিক—৫ এবং ৬। ত্রৈমাসিক—১৩।

পরিষদের গ্রন্থাগারে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত যাবতীয় সাময়িক পত্রিকার তালিকা আলোচ্য বর্ষমধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে সাময়িক পত্রের এত বড় সংগ্রহ অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের গ্রন্থ সংগ্রহের সম্পূর্ণ তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদের নিজস্ব সংগৃহীত পুস্তকগুলির সম্পূর্ণ তালিকা এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিল না। আলোচ্য বর্ষে এই তালিকার পাণ্ডুলিপি অনেকখানি প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদের অর্থবল এবং লোকবল উভয়ই অপ্রচুর, এই হেতু তালিকা-প্রস্তুত কার্য্য এত দিন অগ্রসর হইতে পারে নাই। গ্রন্থাগারের

নির্দ্দিষ্ট একজন লেখকের দ্বারা এই কার্য্য সম্পূর্ণ করা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে সাধারণ-বিভাগের একজন কর্ম্মচারীকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক পরিষদের ব্যয় সঙ্কোচ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় একজন লেখকের পদ উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। সমিতির এই ব্যবস্থা-মত কার্য্য হইলে পরিষদের লোকবল আরও হীন হইবার সম্ভাবনায় এবং তদ্ধেতু পুস্তক-তালিকা প্রণয়নের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কায় সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুস্তকতালিকা প্রণয়নকার্য্যের সাহায্যার্থ এক বৎসরের জন্য একজন লেখকের মাসিক ৩০৲ বেতন দিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অর্থাভাবে গ্রন্থাগারের বহু আবাঁধা ও ছিন্ন পুস্তকগুলি বাঁধাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু মহাশয়ের সহায়তায় ও চেষ্টায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট হইতে পুস্তক বাঁধাইবার জন্য ২৫৲ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থাগারের অভাবের অন্ত নাই। স্থানাভাবে বহু সংগৃহীত পুস্তক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে কোন প্রকারে বিশেষ অর্থব্যয় করিয়া কতকগুলি পুরাতন আলমারী ও র‍্যাকের সংস্কার দ্বারা তন্মধ্যে অধিক পুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষমধ্যে এই কাজ শেষ করিতে পারা যায় নাই। নূতন আলমারী ও র‍্যাক্ প্রয়োজন হইলেও অর্থসঙ্কটের জন্য তাহা প্রস্তুত বা খরিদ করা সম্ভব হয় নাই।

পরিষদের এই বৃহৎ এবং ক্রমবর্দ্ধমান পুস্তকালয়টির কার্য্যপরিচালনার সৌকর্য্যার্থ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। যে সকল ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, তাহা পূরণ করা সময়সাপেক্ষ। কতকগুলি অত্যাবশ্যক নিয়মাবলীর সংস্কার ও নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের সংগ্রহমধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। সেগুলি এবং বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তকগুলি পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা থাকায় নষ্ট বা হারাইবার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নিম্নোক্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

১ গ্রন্থাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক দুষ্প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোনও পুস্তক সাধারণতঃ কোনও সদস্যকে বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

২। কোনও বিশিষ্ট স্থলে গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় আবশ্যক বোধ করিলে যথোপযুক্ত টাকা জমা রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ বাহিরে লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। জমার টাকার পরিমাণ গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্দ্দেশ করিবেন। যদি কোন কারণে পুস্তক ধার দেওয়া বিষয়ে বা প্রতিভূস্বরূপ টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে গ্রন্থাধ্যক্ষের সহিত পুস্তক-গ্রহীতার মতভেদ হয়, তবে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ চূড়ান্ত হইবে।

৩। অতঃপর, (ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, (খ) রমেশচন্দ্র দত্ত, (গ) বিদ্যাসাগর ও (ঘ) বিনয়কৃষ্ণ দেবের গ্রন্থসংগ্রহ হইতে কোন সদস্যকে গ্রন্থ বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

এতদ্ব্যতীত পুস্তক বাড়ি লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে নূতন নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। (এই কার্য্যবিবরণের নিয়মাবলী অংশ দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থাদি খরিদের জন্য অর্থ চাহিয়া কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষদের বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণ ও প্রয়োজনীয় হিসাবাদি সমেত আবেদন করা হইয়াছিল। গত বর্ষে করপোরেশন ৬৫০৲ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও ব্যয়-সঙ্কোচ নীতির প্রভাবে উক্ত টাকার শতকরা ১৬২ টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের মধ্যে এই সাহায্য পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

স্মৃতিরক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি কামিনী রায় মহাশয়ার স্মৃতিরক্ষা করা হইবে স্থির হইয়াছে। কি আকারে এই স্মৃতিরক্ষা হইবে, তাহা স্থির হয় নাই।

(খ) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার চিত্র দান করিয়াছেন। অদ্য উহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(গ) রামমোহন রায় শতবার্ষিকীর প্রদর্শনী-বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের এক চিত্র দান করিয়াছেন। উহা আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্মৃতিরক্ষার পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রস্তাবগুলির মধ্যে—

(ক) বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্যকারিগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

(খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

(গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতির উদ্দেশে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইতেছে।

(ঘ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এই চিত্র নির্ম্মাণকল্পে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এক শত টাকা দান করিয়াছিলেন। অদ্য উহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(ঙ) স্বর্ণকুমারী দেবীর এক চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু উহার কিছু পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হওয়ায় প্রতিষ্ঠা করা যাইতেছে না। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিরক্ষা-সংক্রান্ত অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগৃহীত অর্থ দ্বারা কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে।

সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান-শাখা

	সভাপতি	আহ্বানকারী
সাহিত্য-শাখা—	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন
ইতিহাস-শাখা -	„ কুমার শরৎকুমার রায়	„ ডক্‌টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল
দর্শন-শাখা --	„ ডক্‌টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	„ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বিজ্ঞান-শাখা	„ ডক্‌টর সত্যচরণ লাহা	„ ডক্‌টর সুকুমাররঞ্জন দাশ

অধিবেশন-সংখ্যা—১। সাহিত্য শাখা—৮, ২। ইতিহাস-শাখা—২, ৩। দর্শন-শাখা—২ এবং ৪। বিজ্ঞান-শাখা—২।

এই সকল অধিবেশনে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে ফরিদপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, গৌহাটী, কৃষ্ণনগর, উত্তরপাড়া ও কাশী-শাখার কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয় নাই। রামমোহন রায় শত বার্ষিকীর কর্ত্তৃপক্ষ রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরে অথবা কলিকাতায় শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সম্মিলন আহ্বানের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

পরিষদ্ মন্দির এবং আসবাব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের ও রমেশ-ভবনের কিছু কিছু সংস্কার করিতে হইয়াছিল। গত ভূমিকম্পের পূর্ব্ব হইতে এবং পরেও পরিষদ্ মন্দিরের স্থানে স্থানে ফাটিয়াছে। সত্বরেই ইহা মেরামত করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বিল্ডিং কন্‌ট্রাক্‌টার শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে যে দুইটি শৌচাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাহার আবশ্যক সরঞ্জাম সংগৃহীত না হওয়ায় সেগুলি সম্পূর্ণ করিতে পারা যাইতেছে না। যাহাতে ২।১ মাস মধ্যেই শৌচাগার সম্পূর্ণ হয় ও পানীয় জল সরবরাহের সুবিধা হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশন ড্রেন প্রভৃতির নক্‌সা আলোচ্য বর্ষে মঞ্জুর করিয়াছেন।

রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের যে সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কার্য্য আলোচ্য বর্ষে আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। যাঁহারা এ জন্য অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কার্য্যারম্ভ হইলেই তাঁহাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য দান করিবেন জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের প্রদত্ত সাহায্য ১০৲ ব্যতীত এই গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে অন্য কোন অর্থ পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে 'গচ্ছিত তহবিল আলোচনা

সমিতির অনুরোধে 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিসমিতি' এই স্মৃতির উদ্দেশ্যে সঞ্চিত অর্থ (২৭১০৲ টাকা) উক্ত দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে দিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত দ্বিতলের নাম অতঃপর **রামেন্দ্রসুন্দর হল** হইবে। পরিষদের হিতৈষী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় উপযুক্ত কাগজপত্র দেখিয়া এই হলের নক্সা প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যাইবে।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে পুথিশালার জন্য একটী আলমারী খরিদ করা হইয়াছে এবং গত একচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে ফিনিক্স্ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর প্রদত্ত আলমারী সংস্কার করিয়া ব্যবহার করা হইতেছে। পরিষদের সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত-কার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

বঙ্গীয় রাজসরকারের দান

বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্য বাবদ ১২০০৲ টাকার স্থলে ১০৮০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজে বিতরণের জন্য এ বৎসরও ২০০ খানির স্থলে ৭০ খানি সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ লইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পরিষদের কোম্পানীর কাগজগুলির ইন্‌কম্ ট্যাক্স রেহাই দিয়া ইন্‌কম্ ট্যাক্সবিভাগ পরিষদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশনের দান

ব্যয়-সংক্ষেপ-নীতির অনুসরণ করিয়া কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষে পুস্তক পত্রিকা খরিদের জন্য ৬৫০৲ টাকার স্থলে ৫৪১৲ পুস্তকালয়ে সাহায্য দানের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষমধ্যে এই টাকা পরিষদের হস্তগত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়া আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন। গত বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের চিত্রশালা সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য কোন সাহায্য করপোরেশন হইতে পাওয়া যায় নাই।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন

আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্বে প্রচলিত ১৫শ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নোক্তরূপে গৃহীত হইয়াছে,—

"১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।"—এই নিয়মদ্বারা পরিষদের শহর ও মফস্বলের সদস্যগণের চাঁদার কোন পার্থক্য থাকিল না।

প্রচলিত ৪২ (ঘ) সংখ্যক নিয়মের পর নিম্নোক্ত নূতন নিয়ম গৃহীত হইয়াছে,—

"৪২ (ঙ) কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।"

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইবার উপযোগী অর্থ-সম্পদ্ পরিষদের নাই, ইহা নিশ্চিত। আলোচ্য বর্ষে এবং গতপূর্ব্ব বর্ষে গচ্ছিত তহবিল হইতে হাওলাত লইয়া সাধারণ-বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে গত দুই বৎসর বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকার স্থলে ১০৮০৲ হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট চিত্রশালার কার্য্য সম্পাদনের জন্য গত দুই বৎসর সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সাধারণ-তহবিল হইতে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সেই সাহায্য এবং পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্য করপোরেশনের মঞ্জুরী সাহায্য আলোচ্য বর্ষমধ্যে পরিষদের হস্তগত না হওয়ায় পরিষদের ঋণ বাড়িয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে গঠিত 'গচ্ছিত তহবিল আলোচনা সমিতি'র নির্দ্ধারণ অনুসারে সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিলের টাকা গ্রন্থপ্রকাশে ব্যয় করিতে পারা গিয়াছিল। এই সকল অর্থসঙ্কটের বিষয় বিবেচনা করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি 'আয় বৃদ্ধি ও ব্যয়-সংক্ষেপ-সমিতি' গঠন করিয়াছিলেন। এই সমিতির মন্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক ১৩৪১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ প্রস্তুত হইয়াছে। তদুপরি ১৩৪১ বঙ্গাব্দ হইতে কলিকাতা ও মফঃস্বলের সদস্যগণের চাঁদার হার বার্ষিক ৬৲ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই জন্য যে সকল কলিকাতার সদস্য পূর্ব্ব-নিয়মে বার্ষিক ১২৲ চাঁদা দিতেন, তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে বার্ষিক ৬৲ চাঁদা দিবেন। সুতরাং চাঁদা আদায় কম হইবার সম্ভাবনা আছে। সুখের বিষয়, সম্পাদকের অনুরোধে বহু হিতৈষী সদস্য ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ১২৲ চাঁদা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্গ্রন্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রচারের ফলে গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অধিক অর্থ পাওয়া গিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে নূতন সদস্যের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি হইলেও অনেক পুরাতন সদস্যের নাম সদস্যতালিকা হইতে বাদ দিতে হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের বাকী চাঁদা শোধ না করায় পরিষদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

অর্থাভাবে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান কার্য্য—পানীয় জল, ড্রেণ ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা। এতদ্ব্যতীত পুস্তকালয়ের পুস্তকসংগ্রহ সংরক্ষণের জন্য আধার প্রস্তুত করা, চিত্রশালার অসমাপ্ত কার্য্যগুলি (অসম্পূর্ণ পাথরের কাজ শেষ করা, মেঝেয় পেটেন্ট ষ্টোন দেওয়া প্রভৃতি) সম্পূর্ণ করা এবং পরিষদ্ মন্দিরের সুসংস্কার করা অর্থাভাবেই সম্ভব হইতেছে না। অর্থাভাবেই পরিষৎ-পত্রিকার আকারের খর্ব্বতা সাধন করিতে হইয়াছে এবং উপযুক্ত ও অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইতেছে না।

ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র ক্ষুণ্ণ করা পরিষদের উদ্দেশ্য নহে। আয় বৃদ্ধি দ্বারা ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধি ও কার্য্যক্ষেত্রের প্রসারবৃদ্ধিই পরিষদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও সদস্যগণই পরিষদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণে সাহায্য করিবেন—ইহা পরিষদের কর্তৃপক্ষ সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করেন।

পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির নয়টি অধিবেশন হইয়াছিল।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত কতিপয় পরলোকগত সাহিত্যিকের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে ও একজন দুঃস্থ সাহিত্যিককে মাসিক এবং এককালীন সাহায্য করা হইয়াছিল। গচ্ছিত কোম্পানীর কাগজের সুদের আয় এবং কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পুস্তক বিক্রয়ের আয় ব্যতীত কয়েকজন হিতৈষী এই তহবিলে কিছু কিছু দান করিয়াছিলেন।

বিশেষ বিশেষ দান

সদস্যগণের চাঁদা ব্যতীত নিম্নলিখিত আর্থিক দান আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছিল,—

১। গ্রন্থপ্রকাশার্থ বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান।

২। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজার জন্য দান।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান।

৪। আজীবন সদস্যের দেয় চাঁদা।

৫। পুথিশালার আলমারী ও পুথির আধারের জন্য দান।

৬। পুথিশালার 'সংস্কৃত পুথির তালিকা' মুদ্রণের জন্য দান।

৭। সাধারণ তহবিলে দান।

৮। পুস্তকালয়ের পুস্তক বাঁধাইবার জন্য দান।

৯। গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে দান।

১০। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান।

১১। হরপ্রসাদ স্মৃতি-তহবিলে দান।

১২। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-তহবিলে দান।

১৩। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দান।

পরিশিষ্টে এই সকল দানের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানীর পক্ষে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানীর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কার্য্যালয়ের ব্যবহারের জন্য দপ্তর সরঞ্জামীর দ্রব্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "বৈষ্ণব সাহিত্যে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য এক রৌপ্য পদক দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। পুরস্কার-প্রবন্ধ-সমিতি কর্তৃক পুরস্কার ও পদকের জন্য যে সকল প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

উপসংহার

এই কার্য্যবিবরণ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে বঙ্গীয় রাজসরকার, কলিকাতা করপোরেশন এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান ও মহানুভব ব্যক্তি এবং হিতৈষী সদস্যগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে আলোচ্য বর্ষে নানা ভাবে অর্থ দান ও অর্থ সংগ্রহে, প্রাচীন পুথি, প্রাচীন মূর্ত্তি ও চিত্রাদি দান এবং সংগ্রহে, দুষ্প্রাপ্য ও আধুনিক পুস্তক দান ও সংগ্রহে এবং বিবিধ আসবাব ও তৈজসাদি দানের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তদ্ব্যতীত যে সকল কর্ম্মী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তরিক যত্ন ও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা পরিষদের কার্য্য পরিচালনে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উপসংহারে দেশবাসীর নিকট শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করিতেছি যে, বঙ্গদেশের মধ্যে এই অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হয়, দেশের প্রকৃত জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্ররূপে লোকসমাজে পরিগণিত হয়, তৎপক্ষে তাঁহারা প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য করিতে যেন কার্পণ্য না করেন। ইতি —

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩৪১।১৬ই আষাঢ়।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীরাজশেখর বসু
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক-পত্রাদি

(* তারকা চিহ্নিতগুলি ক্রীত)

দৈনিক

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। লোকমান্য (হিন্দী), ৩। Amrita Bazar Patrika, ৪। Forward, ৫। Star of India,

সাপ্তাহিক

১। আজকাল, ২। এডুকেশন গেজেট ৩। খুলনাবাসী, ৪। গৌড়ীয়, ৫। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ৬। ছোটগল্প, ৭। ঢাকা-প্রকাশ, ৮। দীপালী, ৯। দুন্দুভি ১০। পল্লীবার্ত্তা, ১১। পল্লীবাসী, ১২। ফরিদপুর হিতৈষিণী, ১৩। বঙ্গবন্ধু, ১৪। বঙ্গবাসী, ১৫। বসুমতী, ১৬। বাতায়ন, ১৭। বীরভূম বার্ত্তা, ১৮। মেদিনীপুর হিতৈষী, ১৯। সঞ্জীবনী, ২০। স্বায়ত্ত-শাসন (ঢাকা), ২১। হিতবাদী, ২২। হিন্দু, ২৩। ভগ্নদূত ২৪। মুক্তি, ২৫। জনশক্তি, ২৬। জনমত, ২৭। মোসলেম, ২৮। Calcutta Gazette, ২৯। Calcutta Municipal Gazette*, ৩০। Indian Messenger, ৩১। Mussalman, ৩২। Navavidhan, ৩৩। Dawn of India, ৩৪। Harijan, ৩৫। বাঙ্গালী, ৩৬। ত্রিপুরা, ৩৭। মোহম্মদী।

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩। সমাচার ৪। সম্মিলনী, ৫। স্বায়ত্ত শাসন।

মাসিক

১। অর্চ্চনা, ২। আর্য্য-গৌরব, ৩। আর্য্য দর্পণ, ৪। আর্থিক উন্নতি, ৫। অভ্যুদয়, ৬। উৎসব, ৭। উদ্বোধন, ৮। কল্যাণ (হিন্দী), ৯। কায়স্থ পত্রিকা, ১০। কায়স্থ সমাজ, ১১। কৃষি-সম্পদ ১২। গন্ধবণিক্ মাসিকপত্র, ১৩। গল্প-লহরী ১৪। আয়ুর্ব্বিজ্ঞান-সম্মিলনী ১৫। চিকিৎসা প্রকাশ, ১৬ জয়শ্রী, ১৭। জন্মভূমি ১৮। জীবনবীমা, ১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২০। তন্তুবায় সমাচার, ২১। তাম্বুলি পত্রিকা, ২২ শ্রীদেশবন্ধু, ২৩। তেলীবান্ধব, ২৪। পঞ্চপুষ্প, ২৫। প্রজাপতি, ২৬। প্রবর্ত্তক, ২৭ প্রবাসী, ২৮। বঙ্গলক্ষ্মী, ২৯। বঙ্গশ্রী, ৩০। বণিক্, ৩১। বিচিত্রা, ৩২। উদয়ন, ৩৩। গুলিস্তাঁ, ৩৪। ভাণ্ডার, ৩৫। ভারতবর্ষ, ৩৬। ভারতের সাধনা, ৩৭। মাধবী, ৩৮। মাসিক বসুমতী, ৩৯। মাসিক মোহাম্মদী, ৪০। মাহিষ্য সমাজ, ৪১। মোদক-হিতৈষিণী, ৪২। যুবক, ৪৩। যোগীসখা ৪৪। রামধনু, ৪৫। শনিবারের চিঠি, ৪৬। তরুণ-পত্র, ৪৭। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৪৮। সদ্গোপ পত্রিকা, ৪৯। সুবর্ণবণিক্ সমাচার, ৫০। সোনার বাংলা, ৫১। সৌরভ, ৫২। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৩। স্বাস্থ্য সমাচার, ৫৪। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ৫৫। হোমিওপ্যাথি পরিচারক, ৫৬। উত্তরা, ৫৭। Journal of Ayurveda, ৫৮। Calcutta Medical Journal, ৫৯। Calcutta Review, ৬০। Commercial

India, ৬১। ক্লাইব ষ্ট্রীট, ৬২। Indian Medical Record, ৬৩। Indian Antiquary*, ৬৪। Indian Review, ৬৫। Industry, ৬৬। Health and Happiness, ৬৭। Insurance Herald, ৬৮। Insurance World, ৬৯। Maha-Bodhi, ৭০। Modern Review, ৭১। Scientific Indian, ৭২। Tirumalai Sri Venkatesvara, ৭৩। ধন্বন্তরী, ৭৪। পুষ্পপাত্র ৭৫। বিধিলিপি, ৭৬। ব্রহ্মবিদ্যা।

দ্বৈমাসিক

১। Calcutta Journal of Medicine, ২। Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, ৩। গ্রামের ডাক, ৪। প্রকৃতি, ৫। শিবম্‌, ৬। The Library।

ত্রৈমাসিক

১ নাগরী প্রচারিণী-পত্রিকা (হিন্দী), ২। পরিচয়, ৩। পূজা, ৪। Man in India, ৫। Quarterly Journal of the Andhra Research Society, ৬। Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, ৭। Benares Hindu University Magazine, ৮। Cultural World, ৯। Indian Historical Quarterly, ১০। Mayurbhanj Gazette, ১১। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১২। Review of Philosophy and Religion, ১৩। Bulletin of the School of Oriental Studies, London University, ১৪। American Anthropologist.

ষাণ্মাসিক

১। The Greater India Society.

শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(১) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (সভাপতি); শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক; শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস; শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন (আহ্বানকারী)।

(২) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় (সভাপতি); শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার; শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ

লাহা, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আহ্বানকারী)।

(৩) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (সভাপতি; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত; শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ; শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য; শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আহ্বানকারী)।

(৪) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা সভাপতি) শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী।

(৫) আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(৬) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আহ্বানকারী)।

(৭) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(৮) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী;

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(৯) আয়বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ সমিতি

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, পরিষদের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(১০) পুস্তকালয়ের অনাবশ্যক পুস্তক বর্জ্জন সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(১১) গচ্ছিত তহবিল আলোচনা সমিতি

শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ পরিষদের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(১২) পুরস্কার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(১৩) নিষিদ্ধ পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(১৪) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(১৫) দ্বিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৬) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম এবং শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু (সম্পাদক)।

শাখা-পরিষৎ

মেদিনীপুর-শাখা

একবিংশ বর্ষ ১৩৪০

সদস্য সংখ্যা—১০৫, অধিবেশন-সংখ্যা ১৬, গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-সংখ্যা ৩০০০। আলোচ্য বর্ষে (ক) 'মেঘদূত উৎসব' ও গৃহপ্রবেশ উৎসব এবং (খ) বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মেদিনীপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থানীয় ওয়াই-এম্-সি-এর ভবনে পরিষৎ-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণের অর্থ স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে রাখা হইয়াছে।

অধিবেশনাদিতে আলোচিত ও পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। মেঘমঙ্গল (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
২। মেদিনীপুরের জন্মকাহিনী (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৩। নববর্ষ (কবিতা) ,, সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন শিক্ষাপ্রণালী—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কাননগো।
৫। প্রাদেশিক ভাষায় মেদিনীপুর—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন।
৬। বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানের দান— ,, মহেন্দ্রনাথ দাস।
৭। চৈত্রী পূর্ণিমা— ,, মনীষিনাথ বসু।

শাখার মুখপত্র 'মাধবী'র একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। আয়—৪৮৬৸৫, ব্যয় ৩৩৪৷৵১৫।

কাশী শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ।

কাশীর প্রাচীন "বঙ্গসাহিত্য সমাজ"-এর গ্রন্থাগার কাশী শাখা-পরিষদের অন্তর্গত। ইহার গ্রন্থ-সংখ্যা ২৯৭৩। সদস্য-সংখ্যা ৩৮। বারাণসীর মিউনিসিপালিটি মাসিক ৯৲ সাহায্য করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন ৩, ও সাধারণ অধিবেশন ১। সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সাহিত্য ও সাহিত্যের রূপ" এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় "সাহিত্যে নব-পঞ্জিকার ফলশ্রুতি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

নদীয়া-শাখা

—১৩৪০—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল।

সম্পাদক— ,, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণ অধিবেশন সংখ্যা ৩। এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী মহাশয় গৌরলীলা গীতিকাব্য পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বড়াল মহাশয় উক্ত রচনা কীর্ত্তন গান করেন। ২য় অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাস মহাশয় "মল্লীনাথের জীবনী ও তাঁহার প্রভাব" প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৩য় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা মহাশয় "ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

উত্তরপাড়া-শাখা

—১৩৪০—

সভাপতি— শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী।

সম্পাদক „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সদস্য-সংখ্যা—৮০, অধিবেশন সাধারণ ২, পরিচালক-সমিতি ৮।

সাধারণ অধিবেশন পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক—

(ক) ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে উত্তরপাড়ার স্থান—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

(খ) বাঙ্গালার কুটীরশিল্প এবং বেকার সমস্যা—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত।

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা— ৪০০০। আয় ৮১০।৶০, ব্যয় ৮০৪৸৵৬, উদ্বৃত্ত ৫।৷৬।

গৌহাটী-শাখা

২৫শ বর্ষ—১৩৪০

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক — „ সত্যভূষণ সেন।

দুইটি অধিবেশনের মধ্যে একটি বিশেষ অধিবেশনে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন এবং শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত কামাখ্যাশঙ্কর গুহ ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কবিতা পাঠ করেন। সাধারণ অধিবেশনে কবি কামিনী রায় এবং গঙ্গাচরণ সেনেব মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' এবং (খ) শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বরিশাল-শাখা

—১৩৪০—

সম্পাদক-- শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সাধারণ অধিবেশন ৩টি। পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক—

(ক) গীতার বিশেষত্ব—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন।

(খ) প্রাণময় জগৎ— „ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(গ) ভারতের জাতি ও সমাজ-- শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত।

একটী বিশেষ অধিবেশনে ৺কামিনী রায় মহাশয়ার পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হয়। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন-লিখিত কবিতা এবং শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়।

চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি

(ক **ধাতু-মূর্ত্তি—**

১। কালী, ২। মহিষমর্দ্দিনী, চতুর্হস্তা, ৩। কৃষ্ণমূর্ত্তি—খড়ম পরিহিত, ৪। নরসিংহমূর্ত্তি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

(খ) **প্রস্তরমূর্ত্তি—**

১। মহাদেব—ত্রিশূলের উপর সতীদেহ ধারণকারী। প্রদাতা শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়। ২। হরপার্ব্বতী—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু, ৩। নরসিংহমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার, ৪। স্ত্রীমূর্ত্তি, চতুর্হস্তা, ৫। ঐ, ৬। অস্পষ্ট মূর্ত্তি, এবং ৭। ধ্যানস্থ মূর্ত্তি, শয়ান মহাদেব, তদুপরি পদ্মাসনস্থ দেবতা, চতুর্হস্তা—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, ৮। স্তূপ—শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায়।

(গ) **মৃণ্ময়—**

১। স্ত্রীপুরুষ—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, ২। চারিটি মূর্ত্তিবিশিষ্ট স্তূপ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার।

(ঘ) **প্লাষ্টার অব প্যারিসে** ছাঁচে ঢালাই তিব্বতীয় মূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

(ঙ) **সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য**—১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত কুক্ কেলভির ঘড়ি, (মহর্ষি ইহা শিবনাথ শাস্ত্রীকে দান করিয়াছিলেন। ২। শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যবহৃত ঘড়ি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য।

(চ) **চিত্র**—রসচক্রের চিত্র (ফটো)—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

(ছ) **বিবিধ**—হুগলী থামারগাছি ষ্টেশনের নিকট দাদপুর গ্রামে কূপখননকালে প্রাপ্ত কতকগুলি মৃণ্ময় বাসনের টুক্‌রা। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ।

(জ) আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রদত্ত—১। কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি-সমবায়ের মানপত্র। ২। বঙ্গশ্রী কটন মিলের অংশীদারগণের পক্ষে সোদপুর সাহা চৌধুরী এণ্ড কোম্পানার প্রদত্ত মানপত্র, রৌপ্যকাস্কেট সমেত। ৩। খুলনা জেলা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়সমাজের মানপত্র, চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সমেত। ৪। (ক) বাগেরহাট কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রবৃন্দ, (খ) বাগেরহাট কলেজ এবং (গ) খুলনা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্রসঙ্ঘের মানপত্র, চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সমেত। ৫। বাগেরহাটের অধিবাসিবৃন্দের মানপত্র, চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সমেত। ৬। তামার পাত্র।

— —

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

সাধারণ, গচ্ছিত ও স্থায়ী তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ—১৩৪০

আয়

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	স্থায়ী তহবিল	মোট আয়
১	চাঁদা	৫২১৮৲	..	...	৫২১৮৲
২	প্রবেশিকা	১২২৲	...	...	১২২৲
৩	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৮০২॥/০	২২৩৶০	...	১০২৫৸০
৪	পত্রিকা বিক্রয়	৩০১৸৶০	...	...	৩০১৸৶০
৫	বিজ্ঞাপনের আয়	২১৯৲	...	...	২১৯৲
৬	সুদ	২০৸৶০	৮৭৩৶৯	২২৫৵৯	১১১৯।/৬
৭	স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি	১৩২৪॥৶৯	...	...	১৩২৪॥৶৯
৮	গবর্ণমেণ্টের দান	১০৮০৲	...	...	১০৮০৲
৯	এককালীন দান	২৩৭।৵০	১৫॥/০	...	২৫২৸৶০
১০	স্মৃতি রক্ষার আয়	৬৫৲	২২০॥৵০	...	২৮৫॥৵০
১১	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২০।০	...	...	২০।০
১২	বিবিধ আয়	৯৬।০	*১০২৭৸/০	*২৮৸০	১১৫২৸/০
১৩	প্রতিষ্ঠা উৎসবের সাহায্য	৫৭৲	...	...	৫৭৲
১৪	হাওলাত আদায়	৩৪৫৲	১৮৲	...	৩৬৩৲
১৫	আমানত জমা	৯৭।০	২৬৫৲	...	৩৬২।০
১৬	হাওলাত জমা	৪৩৪৸৵৭	২০৯॥/৩	...	৬৪৪।৶১০
		১০৪৪২৶৪	২৮৫৩৲	২৫৩৸৵৯	১৩৫৪৯৵১
	১৩৩৯ বঙ্গাব্দের উদ্বৃত্ত জের জমা	৩১৭।৵৫	৩১১৫০৸৶০	৫৬৩৫।৵৯	৩৭১০৩৸২
		১০৭৫৯॥/৯	৩৪০০৩৸৶০	৫৮৮৯।/৬	৫০৬৫২৸৵৩

* কোম্পানী কাগজ বিক্রয় ও ক্রয় বাবদ ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত।

ব্যয়

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	স্থায়ী তহবিল	মোট ব্যয়
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৬৪২৻৬	৬৩৪॥/৩	...	৩২৭৬॥/৯
২	পত্রিকা মুদ্রণ	৪৩১॥/৯	...	.	৪৩১॥/৯
৩	পুস্তকালয়	১৮৭৫৸/৩	..	...	১৮৭৫৸/৩
৪	চিত্রশালা ও পুথিশালা	১৭৫০॥৬	...	...	১৭৫০॥৬
৫	বিবিধ মুদ্রণ	৪২।/৯	...		৪২।/৯
৬	ডাক মাশুল	৩৮২॥৶০	.	...	৩৮২॥৶০
৭	মন্দির মেরামত	৩৪৸৩	...	.	৩৪৸৩
৮	আলো ও পাখার বিল	১৪৭।৩	...	...	১৪৭।৩
৯	ঐ মেরামত	৪৩॥/৬	..		৪৩॥/৬
১০	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া ও পোষাকাদি	১৯৸/০	.	...	১৯৸/০
১১	দপ্তর সরঞ্জামী	৯৪॥৵৩	...	.	৯৪॥৵৩
১২	আসবাব	৪॥৬	..	...	৪॥৬
১৩	গাড়ীভাড়া	৫৫৸/৬	...	..	৫৫৸/৬
১৪	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৭৩॥/৬	১১৬॥/৯		১৯০৶৩
১৫	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	২১।৬	..	...	২১।৬
১৬	বেতন (সাধারণ)	২১৪৭৶৯	.	..	২১৪৭৶৯
১৭	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ীভাড়া	৪৪৩॥৵৯	...	..	৪৪৩॥৵৯
১৮	বিবিধ ব্যয়	৯৩।০	৫৮॥/০	।৶০	১৫২।০
১৯	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	২৵০	...	.	২৵০
২০	প্রতিষ্ঠা-উৎসব	৫৭॥৵০	...	...	৫৭॥৵০
২১	সাহায্য	৫৲	.	...	৫৲
২২	আমানত শোধ	১২৮৲	...	...	১২৮৲
২৩	হাওলাত শোধ	১২৲	২৭০৲	.	২৮২৲
২৪	সাধারণ তহবিলে প্রদত্ত	...	...	১৩২৪॥৶৯	১৩২৪॥৶৯
২৫	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	...	৩৭৮৵০	...	৩৭৮৵০
২৬	হাওলাত দাদন	২০৯॥/৩	৪৬৪৸৵৭	...	৬৭৪।৶১০
		১০৭১৮৸/৯	১৯২২৸৭	১৩২৫৵৯	১৩৯৬৬৸/১
	১৩৪০ বঙ্গাব্দে উদ্বৃত্ত জমা—	৪০৸০	৩২০৮১৵৫	৪৫৬৪/৯	৩৬৬৮৬/২
		১০৭৫৯॥/৯	৩৪০০৩৸৶০	৫৮৮৯।/৬	৫০৬৫২৸৵৩

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৪০

আয়

বঙ্গীয় রাজসরকারের দান—	১০৮০৲
সাধারণ ও গচ্ছিত তহবিল হইতে প্রদত্ত—	২১৯৬৷৶৯
	৩২৭৬৷৶৯

ব্যয়

প্রাচীন পুথির বিবরণ, অনাদি মঙ্গল, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বঙ্গীয়-নাট্যশালার ইতিহাস, গৌর-পদতরঙ্গিণী, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, চণ্ডীদাস-পদাবলী, সংস্কৃত পুথির তালিকা প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত—	৫০৲
সম্পাদন—	৫০৲
কাগজ খরিদ—	৪৭০৲
মুদ্রণ—	২০৬৭৲
বাঁধাই—	২৮৲
চিত্র, বেতন, ডাকমাশুল প্রভৃতি—	৬১১৶৯
	৩২৭৬৷৶৯

গৃহনির্ম্মাণ তহবিল

আয়

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—২০৲, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আয়—১০৲, উদ্বৃত্ত ৩০৲

হাওলাত জমা

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমার জের—	৮৬৩৲
১৩৪০ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিলের হাওলাত জমা	৪৩৪৮৵৭
	১২৯৭৮৵৭
বাদ—১৩৪০ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিল হইতে শোধ	১২৲
	১২৮৫৮৵৭

জায়

সাধারণ তহবিল

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৫০৲	জের—	৫০০৲
” যতীন্দ্রনাথ বসু	১৫০৲	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
” নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৫০৲	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি তহবিল	৩৫০৲
” অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫০৲	বিনয়কুমার সরকার তহবিল	১৭১৮৶১
	৫০০৲	ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল	২৬৩৯৬
			১২৮৫৮৵৭

হাওলাত দাদন

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের জের—

সাধারণ তহবিলের—		৬৮১৮৶/৪৷৷০
গচ্ছিত তহবিলের—		৩৫০৲
		১০৩১৮৶/৪৷৷
৪০ বঙ্গাব্দে গচ্ছিত তহবিল হইতে প্রদত্ত	৪৬৪৮৵/৭	
বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিল হইতে প্রদত্ত	২০৯৷৷/৩	৬৭৪৷৶/১০
		১৭০৬৷৶/২৷৷০

বাদ

৪০ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিলের হাওলাত আদায়	৩৪৫৲	
৪০ বঙ্গাব্দে গচ্ছিত তহবিলের হাওলাত আদায়	১৮৲	৩৬৩৲
		১৩৪৩৷৶/২৷৷০

জায়—

গচ্ছিত তহবিল

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ	২১৬৷৷:/৭৷৷০
শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দঃ চণ্ডীদাস পদাবলী	১৬০৮৵০
শ্রীনিবারণচন্দ্র সুর	১০৬৲
কর্ম্মচারী	৩০৲
ইলেকট্রিক্ সাপ্লাই করপোরেশন	২০৲
	৫৩৩৷৷৭৷৷০

গচ্ছিত তহবিল—

সাধারণ তহবিল	৭৮৪৮৵/৭
দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	২৫৲
	৮০৯৮৵/৭
	১৩৪৩৷৶/২৷৷০

আমানত জমা

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে সাধারণ তহবিলের আমানত জমার জের—		৪০৪৲
জমা—১৩৪০ বঙ্গাব্দ		
সাধারণ তহবিলে—৯৭৷০		
গচ্ছিত তহবিলে রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ জন্য	২৬৫৲	৩৬২৷০

বাদ

শোধ—১৩৪০ বঙ্গাব্দে		৭৬৬৷০
সাধারণ তহবিলে	১২৮৲	১২৮৲
		৬৩৮৷০

জায়

সাধারণ তহবিল

জমাদার ও আদায়কারী কর্ম্মচারীদের জমা—	২৫০৲
প্রবেষ্টাইন	৫০৲
মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের পত্নীর সমাধি বেষ্টনী	১৫৲
চণ্ডীদাস গ্রন্থের জন্য অগ্রিম	১২৲
রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ	৩৲
পুস্তক আদান-প্রদানের জন্য	১০৲
পুস্তক বিক্রয়ের জন্য	৫৸০
ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতি—	৷৷০
ছাত্র সভা	২৫৲
	৩৭৩৷০

গচ্ছিত তহবিল

রামমোহন রায় গ্রন্থ প্রকাশের জন্য জমা	২৬৫৲
	৬৩৮৷০

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল

আয়—		ব্যয়—	
গ্রন্থাবলী বিক্রয়	২০৭৷৶৬	অনাদি-মঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়	২৮০৲
সুদ (কোম্পানী কাগজ)	৪১৫৷০	ডাক মাশুল, বেতনাদি	২১২৸/৯
পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত	২০৯৷/৩	সাধারণ তহবিলের হাওলাত শোধ	২৭০৲
	৮৩২৷৷৯	উদ্বৃত্ত	৬৯৷৵০
			৮৩২৷৷৯

বিবিধ দান

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতিপূজার সাহায্য

শ্রীযুক্ত	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৩৲
”	মৃণালকান্তি ঘোষ	২৲
”	যতীন্দ্রনাথ বসু	২৲
”	রাজশেখর বসু	২৲
”	উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
”	কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲
”	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
”	গণপতি সরকার	১৲
”	জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
”	দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১৲
”	প্রিয়রঞ্জন সেন	১৲
”	বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲
”	বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
”	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	১৲
”	বিনয়কুমার সরকার	১৲
”	যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	১৲
”	রমাপ্রসাদ চন্দ	১৲
”	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৲
”	ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়	৷০
স্বর্গীয়া	কামিনী রায়	১৲
স্বর্গীয়	অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
		২৫৷৷০

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসবে দান

শ্রীযুক্ত	রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲
,,	কালীপ্রসাদ খৈতান	৫৲
,,	মন্মথনাথ মিত্র	৫৲
,,	উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	৪৲
,,	যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৪৲
,,	যতীন্দ্রনাথ বসু	৪৲
,,	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৩
,,	প্রবোধচন্দ্র বাগচী	২৲
,,	বামনদাস মুখোপাধ্যায়	২৲
,	রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৲
,,	রাজশেখর বসু	২৲
,	শ্যামাদাস বাচস্পতি	২৲
,,	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৲
,,	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲
,,	অনঙ্গমোহন সাহা	১৲
,,	উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
,	উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	১৲
,,	চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৲
,,	নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১৲
,,	প্রিয়রঞ্জন সেন	১৲
,,	প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
,,	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
		৫৭৲

(গ) গৃহনির্ম্মাণ তহবিল ১০৲

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১০৲

(ঘ) হরপ্রসাদ স্মৃতি তহবিল ১৮।০

স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ারসন ১৩।০
(১ পাউণ্ড)

শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ৫৲

১৮।০

(ঙ) দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার ৫॥৵০

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৪৸৵০

„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥৴০

„ শিবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৴০

৫॥৵০

(চ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি তহবিল ১১০৲

শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ ৫০৲

„ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲

শ্রীযুক্তা রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ১০৲

স্বর্গীয়া কামিনী রায় ১০৲

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী ১০৲

শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৲

শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ ৫৲

„ সরলা দেবী ৫৲

১১০৲

(ছ) আজীবন-সদস্যের চাঁদা ৫০০৲

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০৲

„ সজনীকান্ত দাস ২৫০৲

৫০০৲

(জ) পুথিশালার আলমারী ও পুথির আধার প্রস্তুতের জন্য দান ১৮৸০

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১৮৸০

(ঝ) সংস্কৃত পুথির তালিকা মুদ্রণের জন্য দান

পাতাপটী সাহানগর বারোয়ারী সমিতির সম্পাদক, কালীঘাট } ৫৲

সাহানগর সক্তি সঙ্ঘ, কালীঘাট ৪৲

৯৲

(ঞ) সাধারণ তহবিলে দান ১৮৪॥৵০

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ১০০৲

„ সজনীকান্ত দাস ৫০৲

„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪॥৵০

„ নির্ম্মলকুমার বসু ১০৲

১৮৪॥৵০

(ট) পুস্তকালয়ের পুস্তক বাঁধাইবার জন্য দান ২৫৲

শ্যামাদাস বাচস্পতি ২৫৲

(ঠ) বিপিনচন্দ্র পালের চিত্র প্রস্তুতের জন্য দান ৪০৲

শ্রীযুক্তা বীণা চৌধুরী ৫৲

„ ইন্দিরা দে ৫৲

শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস ৫৲

„ গিরিশচন্দ্র দাস ৪৲

„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ৪৲

„ সুরেশচন্দ্র দেব ২৲

„ মন্মথমোহন বসু ২৲

„ বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত ২৲

„ পরেশলাল সেন ২৲

„ প্রিয়লাল দত্ত ২৲

„ রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২৲

„ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ২৲

„ শরদিন্দুনারায়ণ রায় ১৲

„ এস্ এস্ রায় ১৲

„ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ১৲

৪০৲

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১৩৪১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৫৫০০৲
২।	প্রবেশিকা	২৫০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১৩০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৩০০৲
৫।	বার্ষিক সাহায্য	১৬২২৸৹
৬।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩০০৲
৭।	সুদ আদায়	১০১১৲
৮।	এককালীন দান	৫০০৲
৯।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১০০৲
১০।	বিবিধ আয়	৯০৲
১১।	প্রতিষ্ঠা উৎসব	৫০৲
১২।	গৃহনির্ম্মাণ তহবিল	৩১২০৲
১৩।	হাওলাত আদায়	৩৯০৲
		১৪৫৩৩৸৹
	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৪০৸৹
		১৪৫৭৪॥৹

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩২৪০৲
২।	পত্রিকা মুদ্রণ	৭০০৲
৩।	পুস্তকালয়	২০৪০৲
৪।	বিবিধ মুদ্রণ	৫০৲
৫।	চিত্রশালা ও পুথিশালা	১৪৩০৲
৬।	ডাকমাশুল	৩৫০৲
৭।	আলো ও পাখা	২০০৲
৮।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া প্রভৃতি	১৪॥৹
৯।	গৃহনির্ম্মাণ	৩১২০৲
১০।	মন্দির মেরামত	২৫৲
১১।	পায়খানা	২০০৲
১২।	আসবাব	২৫৲
১৩।	দপ্তর সরঞ্জামী	৬৫৲
১৪।	গাড়ী ভাড়া	৬০৲
১৫।	প্রতিষ্ঠা উৎসব	৫০৲
১৬	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	১০০৲
১৭।	বেতন (সাধারণ)	১৭২৮৲
১৮।	বিবিধ ব্যয়	৯০৲
১৯।	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া	৩৫০৲
২০।	হাওলাত শোধ	৩৫০৲
২১।	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	৩৬৮৲
		১৪৫৫৫॥৹

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি
১৬।৩।১৩৪১

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি
১৫।২।৪১

গচ্ছিত, স্থায়ী ও সাধারণ তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ—১৩৪০

	১৩৩৯ বঙ্গাব্দের উদ্বৃত্ত	১৩৪০ বঙ্গাব্দের আয়	মোট আয়	১৩৪০ বঙ্গাব্দের ব্যয়	১৩৪০ বঙ্গাব্দে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্তের স্থান: কোম্পানী কাগজে মজুত (ফেস্ ভ্যালু)	ব্যাঙ্কে মজুত	ডাক ঘরে মজুত	কার্য্যালয়ে মজুত
(ক) গচ্ছিত তহবিল									
লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল	১৩০০০৲	৮৩২॥৯	১৩৮৩২॥৯	৭৬২৸৶৯	১৩০৬৯॥৵০	১৩০০০৲	১৩॥৶০	১৫৸৶০	৪০৲
বিনয়কুমার সরকার তহবিল	১২৭৩৷৶৬	৩৮৶০	১৩১১॥৶৬	১৭৬৷/১০	১১৩৫৷৮	১১২৩৷০	১২৻৮	...	...
ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল	১৫৭৩৷০	৩১৮৶৬	১৮৯১৷৶৬	২৭৭৷/৯	১৬১৪৻৯	১৫৯০৷০	১৫৸৯	১০৲	...
মহাভারত আদিপর্ব্ব তহবিল	৩৭॥৶০	৪৲	[illegible]	...	৪১॥৵০		৪১॥৵০	...	...
সাহিত্য সংরক্ষণ তহবিল	১৪৫৲	...	[illegible]	১৪৫৲	...	...	...	..	...
দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার	১১১৬৭৷৶০	৪৮৬৷৶৩	[illegible]	৪১৩৷০	১১২৪০॥৵৩	১০৯৫০৲	...	২৪৫৷৶৮	৪৫৶৭
কাশীরাম দাস স্মৃতি তহবিল	৪১০৸/৩	৯৯॥৩	৫১০৷/৬	৫/৬	৫০৫৷০	৫০৫৷০	...	...	...
মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতি তহবিল	৬১৷৵৬	২৫॥০	৮৬৸৶৬	১৯৷/৯	৬৭৷৶৯		১১৸৶৫	৫৫॥৪	...
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি তহবিল	৭৯৪/০	৮৷৶৬	৮০২৷৶৬	৪৸০	৭৯৭॥৶৬	১০০৲	৬৫৯৷৵১১	৩৮৷৭	...
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি তহবিল	২১৪৩/৯	৫২৭৲	২৬৭০/৯	২০/০	২৬৫০৻৯	২৬৪৪৷৶০	...	৫॥৶৯	...
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি তহবিল	১০০৲		১০০৲	৪৫৲	৫৫৲		৫৫৲	...	...
অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি তহবিল	৩২১৸০	৪৩/৯	৩৬৪৸/৯	১৷/০	৩৬৩॥৯	৩২৩৷৵০	১০৷৶৯	৩০৲	...
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি তহবিল	২৲	...	২৲	২৲		...	...	...	...
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি তহবিল	১৲	...	১৲	...	১৲	...	...	...	১৲
স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি তহবিল	১০০৲	১৭১৸৵০	২৭১৸৶০	৫০৲	২২১৸৶০	২০০৲	৩॥০	...	১৮৷৶০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি তহবিল	...	২৩৷০	২৩৷০	...	২৩৷০	...	২৩৷০	...	...
গৃহনির্ম্মাণ তহবিল	২০৲	১০৲	৩০৲	..	৩০৲	..	৩০৲	...	...
রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল	...	২৬৫৲	২৬৫৲	৷০	২৬৪৸০	...	২৬৪৸০	...	...
	৩১১৫০৸৶০	২৮৫৩৲	৩৪০০৩৸৶০	১৯২২৸৭	৩২০৮১৶৫	৩০৪৩৬৷০	১১৩৯৷৶৬	৪০০৸/৪	১০৪॥/৭
(খ) স্থায়ী তহবিল	৫৬৩৫৷৵৯	২০৩৸৶৯	৫৮৮৯৶৬	১৩২৫৶৯	৪৫৬৪৶৯	৪৫৬৩৸০		...	৷৶৯
	৩৬৭৮৬৷/৯	৩১০৬৸৵৯	৩৯৮৯৩৷৬	৩২৪৭৸৶৪	৩৬৬৪৫৷/২	৩৫০০০৲	১১৩৯৷৶৬	৪০০৸/৪	১০৫৻৪
(গ) সাধারণ তহবিল	৩১৭৷৵৫	১০৪৪২৶৪	১০৭৫৯৶৯	১০৭১৮৸/৯	৪০৸০	...	৩৶১১	...	৩৭॥১
	৩৭১০৩৸২	১৩৫৪৯৵১	৫০৬১২৸৵৩	১৩৯৬৬৸/১	৩৬৬৮৬/২	৩৫০০০৲	১১৪২॥৶৫	৪০০৸/৪	১৪২॥৫ †

* এই সকল তহবিল হইতে সাধারণ তহবিলে হাওলাত দেওয়া আছে।

শ্রীরাজশেখর বসু
সম্পাদক।
৩০।১।৪১

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা
সভাপতি
আয় ব্যয় সমিতি
৯।২।৪১

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি
১৫।২।৪১

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বার্ষিক অধিবেশনের
সভাপতি
১৬।৩।১৩৪১

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীদেবীবর ঘোষ
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক
৬।২।৪১

† ইহার মধ্যে ২৫৷৶০ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট আছে।